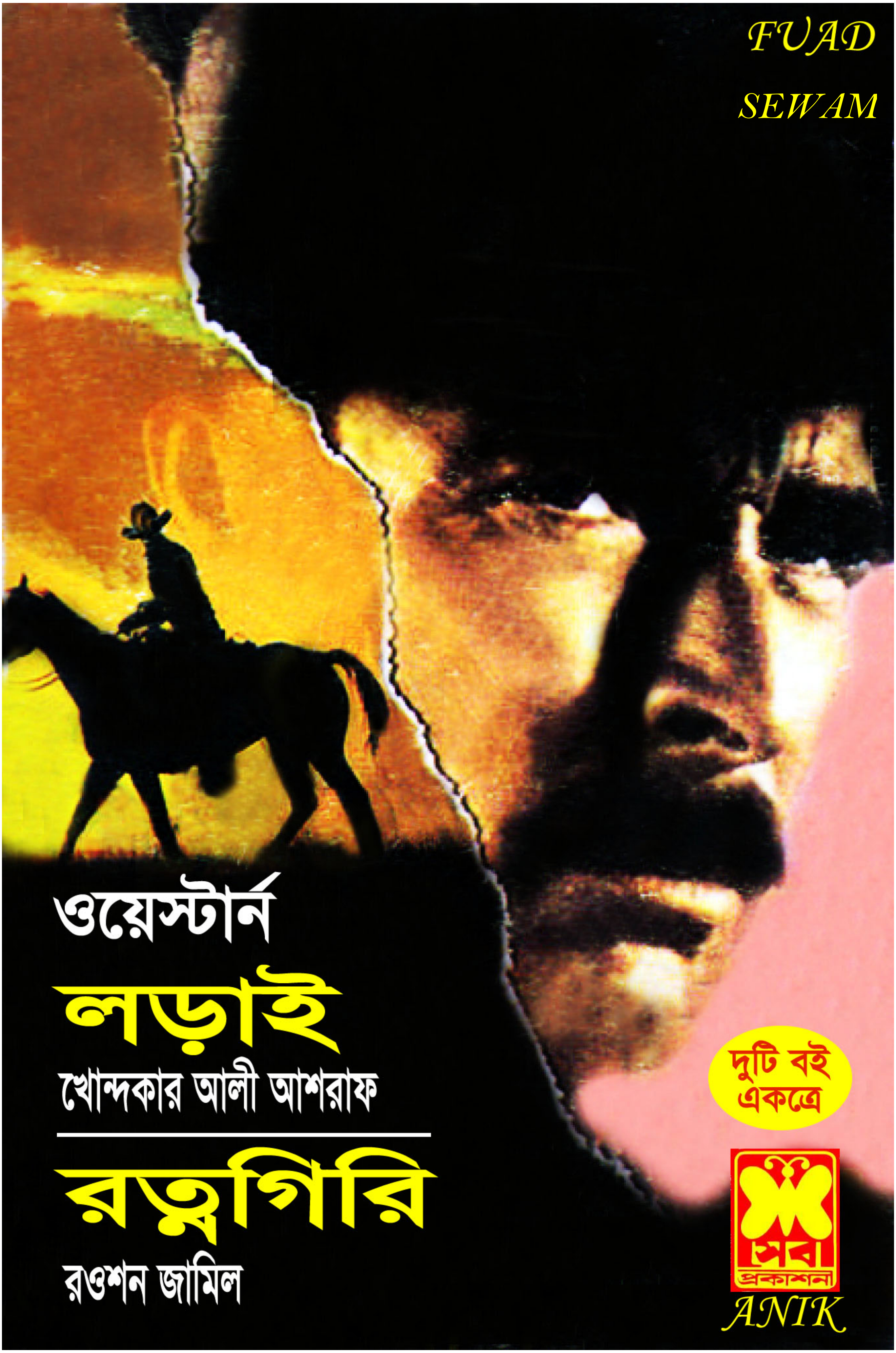

FUAD
SEWAM
ওয়েস্টার্ন
লড়াই
খোন্দকার আলী আশরাফ
রত্নগিরি
রওশন জামিল
দুটি বই একত্রে
সেবা
প্রকাশনী
ANIK

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই একত্রে

লড়াই

খোন্দকার আলী আশরাফ

ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হলো নিরপরাধ হ্যারি টুইস্‌ল্‌টনকে শেরিফ টিম লিয়ারীর মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হলো: যতদিন না প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ও নিরপরাধ ততদিন আটক থাকবে ও ম্যাক সোবার্সের র‍্যাঞ্চে– সোবার্স ওকে লাগাল মেয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিতে। ম্যাক সোবার্সের একমাত্র মেয়ে ভালবাসে বাপের এক নম্বর শত্রু আর্থার কুপারের ছেলে জেরি কুপারকে। পিছু নিয়ে হ্যারি পৌছুল মিরান্ডা ও জেরির মিলনস্থানে এবং ধরা পড়ে গেল ও জেরির কাছে তারপর?

রত্নগিরি

রওশন জামিল

রহস্যের গন্ধ পেয়েছে ওসমান ভাইয়েরা বিশ বছর হলো ওদের বাবা নিরুদ্দেশ, শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছিল নিউ অরলিনসে, গাইড হিসেবে একদল লোকের সঙ্গে পশ্চিমে যাচ্ছিলেন।

তদন্তে নামল ওরিন আর অ্যানজেল। শুরুতেই আসতে লাগল একের পর এক বাধা... বাবার ডায়েরিটা পেটিগ্রিউ পেল কীভাবে?. কে খুন করেছে বাবাকে? আঁদ্রে? সোয়ান? না পেটিগ্রিউ?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Cover & Back Page - Shamiul Islam Anik
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Scanning & Editing Md. Fuad Al Fidah
ReEdit - Sewam Sam
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-8281-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০৪৯৩০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

LADAI
RATNAGIRI
Two Western Novels
By: Khandker Ali Ashraf &
Raoshan Jamil

বাষট্টি টাকা

প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন

রওশন জামিল	
বাথান-১+২	৪৫/-
সন্ধান+ছায়াশত্রু	৪৯/-
প্রত্যয়+অতন্দ্রপ্রহরী	৪৭/-
ওয়ান্টেড+ভয়	৪৩/-
স্বর্ণতৃষা+কুহকিনী	৪১/-
রক্তের ডাক+টোপ	৪৯/-
রওশন জামিল/খোন্দকার আলী আশরাফ	
লড়াই+রত্নগিরি	৬২/-
কাজি মাহবুব হোসেন	
এরফান ভলিউম-১	৫১/-
(আলেয়ার পিছে, আর কতদূর)	
এরফান ভলিউম-২	৪৯/-
(মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান)	
এরফান ভলিউম-৩	৫১/-
(ডেথসিটি+আবার এরফান)	
রক্তাক্তখামার+সেই এরফান	৫০/-
দাবানল ১+২	৩৬/-
ভাগ্যচক্র ১+২	৩৫/-
পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড়	৪০/-
মানুষ শিকার+বাঁধন	৪০/-
এপিঠওপিঠ+লুটতরাজ	৪৫/-
রাইডার+অপমৃত্যু	৪৩/-
রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান	৪৪/-
ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম	৪৪/-
পাহাড়ী স্লোন	২৮/-
নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী	২৯/-
হার্ডি স্লোন	৩২/-
শওকত হোসেন	
ঘেরাও+নীল নকশা	৪৯/-
অস্থির সীমান্ত+উত্তপ্ত জনপদ	৪২/-
প্রতিপক্ষ+দখল	৪৩/-
প্রহরী+সংঘাত	৪৭/-
আক্রান্ত শহর+অবরোধ	৪৯/-
বৈরী বলয়+অপসারণ	৪৫/-
ত্রাহি+জালিয়াত	৫৮/-
দুশমন+রুদ্ররোষ	৫৫/-
আসাদুজ্জামান/বজলুর রহমান	
দুর্বৃত্ত+বাজি	৫৭/-
কাজী শাহনূর হোসেন	
স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-
তাহের শামসুদ্দীন	
শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-
কাজী মায়মুর হোসেন	
ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	

উৎখাত ২৭/-
লুটেরা ২৭/-
প্রত্যাবর্তন ২৮/-
শায়েস্তা ২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক ২৮/-
ধাওয়া ২৮/-
দুর্গম যাত্রা ২৮/-
প্রহসন ২৬/-
দূরের পথ ২৬/-
কূটচাল ৩৩/-
তস্কর ৩৪/-
সীমান্তে বিরোধ ৩৫/-
নিঠুর আলাস্কা ২৯/-
সমন-১ ২৭/-
সমন-২ ২৭/-
লুণ্ঠন ৩৬/-
মৃত্যু উপত্যকা ৩৩/-
উত্তপ্ত কারাগার ৩১/-
খলনায়ক ৩২/-
পরবাসী ৪২/-
অধিকার ৪০/-
শক্তপাল্লা ৪৯/-
স্বর্ণঈগল+ক্যালিবার .৪৫ ৫৮/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত ২৭/-
নিশিযাত্রা ২৯/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র ২৬/-
হুমকি ২৮/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে ২৬/-
প্রতিঘাত ৩২/-
খুনের দায় ৩০/-
যমদূত ২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয় ৩০/-
সংঘর্ষ ৩৩/-
লিপ্সা ৩৭/-
অপমান ৪২/-
অপচেষ্টা ৪৫/-

গোলাম মাওলা নঈম

মাশুল ৩৫/-
পতন ৩৭/-
শর্ত ৩২/-
অপঘাত ৩১/-
উত্তরসূরি ৩২/-
খুনে শহর ৩২/-
তালাশ ৩৬/-
ঘাতক ৩৭/-
ঘায়েল ৩২/-
আসামী ৩৭/-
দূরের পাহাড়-১ ৪০/-
দূরের পাহাড়-২ ৪২/-
নরকে ৩৪/-
শকুন ৩৫/-
দাপট ৪১/-
বিপত্তি ৪২/-
রক্ষা ৪৯/-
ছোবল ৫২/-
খেসারত ৫২/-

সুস্ময় আচার্য সুমন

অপবাদ ২৭/-

সায়েম সোলায়মান

অবরুদ্ধ শহর ৩৭/-
পরিবর্তন ৫৭/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

লড়াই

প্রথম প্রকাশ; ১৯৮৪

এক

সামার-এন্ড শহর থেকে বেরিয়ে পুবদিকে মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেছে সড়কটা। দুপুরের কিছু আগে দু'জন ঘোড়সওয়ার সেইপথ ধরে শহরে এসে পৌছুল।

অশ্বারোহীদের একজন সামনে অন্যজন ঠিক তার পিছনে। সামনের লোকটার বয়স কম। পঁচিশ কি ছাব্বিশ। দীর্ঘ-শক্ত-মজবুত দেহ। পিঙ্গল চোখ। চৌকো চোয়ালে দৃঢ়তার ছাপ। তার ধূলিধূসর চেহারায় ক্লান্তির আভাস স্পষ্ট কিন্তু উদ্বেগের বালাই নেই। বরং চোখ দুটো বাচ্চাদের মত কৌতূহল আর দুষ্টুমিতে উজ্জ্বল। বিশাল একটা রোয়ান ঘোড়ার পিঠে অনেকটা রাজকীয় ভঙ্গীতে বসে আছে।

পিছনের অশ্বারোহীর বাঁ হাতে বল্গা। ডান হাতে একটা কারবাইন। সামনের লোকটার দিকে তাক করা।

লোকটার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। রোদে পোড়া তামাটে রং। বেঁটেখাটো মজবুত শরীর। চিবুকে ঝাঁটার মত দাড়ি। লোকটা খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। দু'চোখে রাজ্যের ঘুম। মোটেও রগচটা নয় লোকটা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে হয়ে আছে। পাশের কাউন্টি নিউ ব্যাটারীর ডেপুটি শেরিফ সে। আর্নল্ড মাস্টার্স।

শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে পৌছে গেছে অশ্বারোহী দু'জন। আর একটু এগোলেই হাতের ডাইনে শেরিফের অফিস আর বাঁয়ে শহরের একমাত্র ব্যাংক।

মাস্টার্সের গলা শোনা গেল। 'রোখো, হ্যারি, একদম রোখো।'

আস্তে আস্তে থেমে গেল সামনের ঘোড়াটা। মাস্টার্স চলে এল লোকটার পাশে। লাগামের প্রান্তটা কনুই-এর ভেতরে ঠেলে দিয়ে ওই হাত দিয়েই জিনের থলে থেকেই এক জোড়া হাতকড়া বের করল। রাইফেলটা তাক করাই রইল অপর ঘোড়সওয়ারের দিকে। বাঁ হাত দিয়ে নিজের ডান হাতের কব্জীতে হাতকড়ার একটা কড়া লাগিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বল্ল, 'বাড়িয়ে দাও হাতটা।'

'কেন, ডেপুটি শেরিফ?' বলল হ্যারি টুইসলটন। 'আজকাল কি আপনি ঘোড়ায় চড়েই হাতের রেখা গোণেন?'

ক্ষেপে গেল মাস্টার্স। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'ইয়ারকি মারছ, হ্যারি।

বাঁদারামি করলেই কিন্তু গুলি খেয়ে মরবে। পোস্টারের লেখাটা মনে আছে?' 'জীবিত কিংবা মৃত যে অবস্থাতেই হোক হ্যারি টুইসলটনকে চাই।" 'ভেবে দেখো কোনটা তোমার পছন্দ?'

জবাব দিল না হ্যারি। হাতও বাড়িয়ে দিল না।

আবার হাঁক ছাড়ল ডেপুটি শেরিফ, 'কই হাত? কানে কথা ঢুকছে না?'

ডান হাতটা এগিয়ে দিল হ্যারি।

দাঁতে দাঁত ঘষল মাস্টার্স। 'ডান হাত নয়, বাঁ হাত।'

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল হ্যারি। মাস্টার্স তার ডান হাতে লাগানো হাতকড়ার অপর কড়াটা হ্যারির কবজীতে লাগিয়ে দিল। তারপর কারবাইন আর সিক্স-গানটা ওর নাগালের বাইরে বাঁ দিকে হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল।

হ্যারির দিকে তাকাল মাস্টার্স। নিচু গলায় বলল, 'কপালে কী আছে জানি না। এই কাউন্টির লোকেরা আমাদের কাউন্টির লোকদের দু'চোখে দেখতে পারে না। তবে তোমাকেও জানিয়ে রাখছি বাছা, ওরা যদি আমার কোনও ক্ষতি করে তা হলে তোমারও রক্ষে নেই!'

ভ্রূ কুঁচকাল হ্যারি। 'কেন, ক্ষতি করবে কেন?'

'এই কাউন্টির সাথে আমাদের কাউন্টির শত্রুতা। আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ মানেই গোলাগুলি।'

'তা হলে এলেন কেন এখানে?'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মাস্টার্স। 'উপায় কী? আমার হাত-পা ভেঙে আসছে। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। না ঘুমোলে আর এক পা-ও এগোতে পারব না আমি। তোমাকে এখানকার জেলে ঢুকিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। জানি কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তবু একটা চান্স নিতে চাই। এগোও এখন।'

আবার এগিয়ে চলল ঘোড়া দুটো। ঘাড় সোজা করে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে হ্যারি। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে সে। পরপর দুটো আস্তাবল। তারপর একটা সেলুন। নাম কুইক সার্ভিস। তারপর সামার অ্যান্ড ব্যাংক। তার ঠিক উল্টো দিকেই শেরিফের অফিস। শেরিফের অফিসের পাশেই একটা গলিমুখ, তার একটু দূরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে ষণ্ডামার্কা এক লোক। ব্যাংকের দিকে দৃষ্টি। ব্যাংকটার দোরগোড়ায় আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে। ব্যাংকের ঠিক পরেই আরও একটা আস্তাবল। তার সামনে টাই-রেইলে পাঁচটা ঘোড়া বাঁধা।

ব্যাংকের সামনে যে লোকটা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টিটা পছন্দ হলো না হ্যারির। মনে হলো, শেরিফের অফিসের পাশে দাঁড়ানো রাইফেলধারীকে মাথা নুইয়ে ইশারা করল লোকটা। দু'জন রাইফেলধারীর একজনকেও সুবিধের লোক বলে মনে হলো না ওর। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ও।

শেরিফের অফিসের সামনে থামল ওদের ঘোড়া।

হ্যারিকে নামার ইশারা করে নিজে নামার জন্যে প্রস্তুত হলো মাস্টার্স। বাধা দিল হ্যারি। বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাল ডেপুটি শেরিফ। 'কী ঝামেলা পাকাচ্ছ বারবার?'

'ডাইনে বাঁয়ে একটু তাকান,' নিচু গলায় বলল হ্যারি। 'আর একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

কিন্তু তার কথা কানে তুলল না মাস্টার্স। রেকাবে পা ঠেকিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। কষে একটা ধমক দিল হ্যারিকে, 'নামো।'

ধীরেসুস্থে ঘোড়া থেকে নামল হ্যারি। কবজীতে কবজী লাগিয়ে দু'জন এগিয়ে চলল শেরিফের অফিসের দিকে। ঠিক সেই সময় শেরিফের অফিসের দরজাটা খুলে গেল। একটা মোটাসোটা লোক দোরের বাইরে এক পা বের করে সেখানেই থমকে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে তার হাতটা চলে গেল কোমরের কাছে। সাদা লম্বা গোঁফ নড়ে উঠল লোকটার। ছোট হয়ে গেল চোখ দুটো।

'বেশ, বেশ, নিউ ব্যাটারী কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ মাস্টার্স। আস্তে আজ্ঞা হোক, আস্তে আজ্ঞা হোক।' কর্কশ কণ্ঠে সোল্লাসে বলে উঠল লোকটা। 'আমাদের কী সৌভাগ্য, তোমার মত একজন মহামান্য মেহমানকে...'

শেষ করতে পারল না কথাটা। ব্যাংকের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্ত-চিৎকার ভেসে এল। চমকে উঠল মাস্টার্স, হ্যারি আর শেরিফের অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটা। তিনজন একসঙ্গে তাকাল ব্যাংকের দিকে। শেরিফের অফিসের কোণ থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলধারী লোকটা। রাইফেল উঁচিয়ে বলল, 'বাঁচতে চাইলে ভেতরে ঢুকে পড়। ঢোকো বলছি।'

ব্যাংকের ভেতর থেকে পদশব্দ ভেসে এল। দৌড়ে বেরিয়ে এল একজন। হাতে বিরাট একটা থলে। কিন্তু সেদিকে তাকাল না রাইফেলধারী, তার দৃষ্টি এখনও মোটাসোটা লোকটার দিকে। রাইফেলটাও তার দিকেই তাক করা।

ঘাড় বাঁকিয়ে ঘটনাটা দেখল মাস্টার্স। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। চিৎকার করে উঠল, 'আরে এ-যে ডাকাতি।'

'অবশ্যই,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল বন্দুকধারী। 'যাও না, ধরতে পারো কিনা ওদের?' কিন্তু লোকটা তাকাল না ওর দিকে। মোটাসোটা লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। শেরিফের অফিসের ভেতর ঢুকে গেল মোটা লোকটা।

বন্দুকধারীর দিকে তাকিয়ে আছে মাস্টার্স। শরীরটা একটু ঘুরে গেছে। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে।

ব্যাংকের দরজার সামনে দাঁড়ানো বন্দুকধারী দেখছিল সবই। মাস্টার্স হাত নামাতেই সে তার কোল্টটা তুলল, তাক করল। ধীরেসুস্থে গুলি করল তারপর। কুঁকড়ে গেল মাস্টার্সের পিঠটা। বেঁকে গেল শিরদাঁড়া। পড়ে গেল

ও। আর ওর শরীরের টানে কবজীর সাথে লাগানো হাতকড়ার টানে মাটিতে পড়ে গেল হ্যারিও। কয়েক সেকেন্ড পরে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল হ্যারি। মাস্টার্সের সারাটা পিঠ রক্তাক্ত। ধীরে ধীরে মাথা তুলল ও। বন্দুকধারী লোকটা মাত্র ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'খুলে দেব হাতকড়া?'

'না। ধন্যবাদ।'

'বেশ। বেশ। জিজ্ঞেস করছিলাম আর কী? এখন তোমার মর্জি।' রাইফেলটা ঘুরিয়েই কুইক সার্ভিস সেলুনের দরজা বরাবর গুলি করল লোকটা। ওদিকে ব্যাংকের সামনে দাঁড়ানো লোকটা হ্যারির মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ল শেরিফের অফিসের দরজার দিকে। ঠকাশ শব্দ তুলে দরজায় লাগল গুলিটা। হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলোর দিকে এগোল লোকটা। আরও দু'জন অস্ত্রধারী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সেখানে। পাঁচটা ঘোড়ার চারটাতে উঠে বসেছে চারজন।

হ্যারির পাশে দাঁড়ানো রাইফেলধারী ওদের ঘোড়ায় চড়তে দেখে আবার তুলল অস্ত্রটা। শেরিফের অফিসের জানালা লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি ছুঁড়ল। তারপর ফিরল হ্যারির দিকে।

'চললাম হে ছোকরা।' হ্যারির উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে ছুটে গেল হিচিং রেইলের দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল পাঁচজন। কুইক সার্ভিস সেলুন থেকে অনেক লোক ছুটে বেরিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। কয়েকজন ঘোড়া ছুটিয়ে পিছু নিল দস্যু দলের। আরও অনেকেই তাদের পিছন পিছন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

যেমন আকস্মিকভাবে শোরগোল শুরু হয়েছিল তেমনি একটু পরেই আচমকা তা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে লোকগুলো যেন বোবা বনে গেছে।

নিঃশব্দে শেরিফের অফিসের দরজায় বসে রইল হ্যারি। সামনের সেলুনটার দিকে তার দৃষ্টি। দেখল, ক্রাচে ভর দিয়ে লম্বাপানা হাড্ডিসার একটা লোক বেরিয়ে এল সেলুনের সুইং ডোর ঠেলে। জটলার পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল ব্যাংকের দিকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে হ্যারিকে দেখল লোকটা। থমকে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

লোকটা একটু কাছে আসতেই হ্যারি দেখল তার ফতুয়ায় শেরিফের তারকা চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। এক পা খাটো লোকটার। হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল সে। শীর্ণ মুখটায় বেদনার আভাস। করুণ চোখ মেলে একবার মাস্টার্সের দিকে তাকাল হাড্ডিসার লোকটা। তারপর দৃষ্টি ফেরাল হ্যারির দিকে।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মরে গেছে, না?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল হ্যারি।
'এখানে এসেছিল কেন?'
'আমাকে তোমাদের জেলে পুরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চেয়েছিল। তিনদিন ওর চোখে ঘুম নেই জেগে থেকে পাহারা দিয়েছে আমাকে।'
'তোমাকে গ্রেফতারের কারণ?'
ম্লান হাসি হ্যারির মুখে। 'পুরস্কারের আশা। জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমাকে নিউ ব্যাটারী কাউন্টিতে নিতে পারলে পুরস্কার পেত ডেপুটি শেরিফ মাস্টার্স।'
'তোমার অপরাধ?'
'বছর দুয়েক আগে ডানকানের দক্ষিণে একটা রেল ডাকাতি হয়েছিল।'
'হ্যাঁ, মনে আছে আমার।'
'ওই ট্রেনে আমিও ছিলাম। কর্তারা যখন আসল অপরাধীদের ধরতে পারল না তখন ওরা বলতে লাগল যাত্রীদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ ওই ডাকাতি করেছে। যাত্রীদের তালিকা ওরা ডাকাতির পর পরই তৈরি করেছিল। আমার নাম ঠিকানাও ছিল তাতে। আমি মরুভূমির অপর পারে একটা বাথানে কাজ করছিলাম। মাস্টার্স সেখানে গিয়ে গ্রেফতার করেছে আমাকে।'
'কিন্তু এটা তো নিউ ব্যাটারী কাউন্টি নয়,' বলল শেরিফ। 'অতএব হাতকড়াটা খুলে ফেলতে পারো।'
মাস্টার্সের বুকপকেট থেকে চাবি বের করে হাতকড়া খুলে ফেলল হ্যারি। তারপর শেরিফের ইঙ্গিতে তার পিছন পিছন ব্যাংকের দিকে এগোতে লাগল।
ব্যাংকের দোরগোড়ায় একটা লোককে দেখা গেল। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে হ্যারির দিকে তাকাল সে। আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল একবার। তারপর মুখ ঘুরিয়ে শেরিফকে বলল, 'একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। খুন করেছে ট্র্যাপারকে।'
লোকটা বেঁটেখাটো। শক্ত সমর্থ। গলাটা ভারি। উচ্চারণটাও কেতাদুরস্ত। তামাটে রোদে পোড়া চেহারা। চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। কথাগুলো সে উচ্চারণ করল অত্যন্ত ধীরে, মার্জিত ভঙ্গিতে। তার কথায় এখন একটা ভাব ফুটে উঠল, যেন সে সব কিছুর দায় শেরিফের উপর চাপাবার জন্যই ওখানে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ।
হ্যারিও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল লোকটাকে। বাথান এলাকার বাসিন্দাদের মত পোশাক পরেছে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম আছে। তার হিপপকেট থেকে পিস্তলের বাঁট উঁকি মারছে। মুক্তোখচিত বাঁটটা। মাঝখানে সোনার কারুকাজ। উৎকৃষ্ট চামড়ার তৈরি বুট। পোশাক-পরিচ্ছদ খুব দামী। অবশ্য একটু ময়লা হয়ে গেছে, এখানে-সেখানে কিছুটা

কুচকে গেছে। ভঙ্গিটা মারমুখী। চেহারায় দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই।

কথা শেষ করে ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসতে লাগল লোকটা।

'ওরা তো ওই জন্যেই এসেছিল,' শান্ত কণ্ঠে বলল শেরিফ।

'কিছু একটা কর?' ফেটে পড়ল বেঁটেখাটো লোকটা।

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল শেরিফের কপালে। বলল, 'ওদের পেছনে অনেকেই ধাওয়া করেছে। সোবার্স, তোমার সাথেও তো ঘোড়া আছে?'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?'

'নিউ ব্যাটারী কাউন্টির দিকে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। একবার যদি ওই কাউন্টিতে ঢুকতে পারে তা হলে আর পাওয়া যাবে না ওদের।'

'নিউ ব্যাটারী কাউন্টি।' দাঁতে দাঁত ঘষল লোকটা। 'জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছে। যেখান থেকে ধরে আনা আমাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।' লোকটার নাকের পাটা আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

'ওদের সাথে শত্রুতার জন্যে আমি দায়ী নই।' ধীরে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করে ব্যাংকের দিকে এগোল শেরিফ। অনুসরণ করল হ্যারি।

ব্যাংকের ভেতর ডাকাতির লক্ষণ একেবারে স্পষ্ট। কেশিয়ারের লোহার রেলিং ঘেরা খাঁচাটার ঠিক বাইরে একটা মাঝবয়সী লোক রক্তে ভেজা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে একজন যুবক ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে। ডেস্কের পাশে দড়ির একটা কয়েল। লোহার খাঁচাটার ভেতরে দেয়াল সিন্দুকের ডালা হাট করে খোলা। গোটা দুয়েক চেয়ার উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কাগজপত্র মেঝেময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সোবার্স নামের মোটাসোটা বেঁটেখাটো লোকটা বলল, 'ওরা যখন আসে আমি তখন ববের সঙ্গে কথা বলছিলাম। একটা লোক আমার পিঠে রিভলভার চেপে ধরে ববকে টাকা পয়সা বের করে দিতে হুকুম করল। আমি রিভলভার তুলবার চেষ্টা করতেই আমার মাথায় আঘাত করে সে। ববও অস্ত্র বের করতে যাচ্ছিল। ওকে গুলি করে লোকটা। হ্যানসনকে দড়ি ছুঁড়ে বেঁধে ফেলবে বলেই বোধহয় কয়েলটা এনেছিল। কিন্তু ববকে গুলি করেই লাফ দিয়ে কাউন্টার পেরিয়ে গিয়ে হ্যানসনকেও রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করে লোকটা। তারপর ধীরেসুস্থে টাকা পয়সা থলেয় ভরে ফেলে।'

শেরিফ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো যুবকের উদ্দেশে বলল, 'হ্যানসন, তুমি বরং সেলুনে গিয়ে গলায় একটু হুইস্কি ঢালো। তারপর লোকজন এলে ববকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো।'

এতক্ষণ রাগে গর্জাচ্ছিল সোবার্স। এখন হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল। বলল, 'আমাদের তো চরম সর্বনাশ হয়ে গেল, টিম। শুধু আমারই নয় এই কাউন্টির অধিকাংশ লোকের। ওদের প্রায় সবার টাকা এই ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল। কারও কারও যথাসর্বস্ব জমা ছিল এতে।'

'কত ছিল ব্যাংকে?'

'অন্তত পঁচাত্তর হাজার ডলার।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ টিমথী লিয়ারী। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, পঞ্চাশটা পরিবার বোধ হয় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। এই দুর্দিনে পাশের কাউন্টির লোকরা তো আমাদের সাহায্য করতে আসবেই না, বরং ওরা খুশিতে উদ্বাহু হয়ে নাচবে।' একটু থেমে ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরও ছোট করে সোবার্সের দিকে তাকাল শেরিফ। বলল, 'ম্যাক আমি তোমাকে বার বার বলেছি, এই শত্রুতার–'

আবার আগুনের মত জ্বলে উঠল ম্যাক সোবার্স। 'তোমার ওই কচকচি আমি দশবছর ধরে শুনে আসছি টিম। আগেও শুনিনি। এখনও শুনব না।'

'তা জানি। আর তার জন্য আমাদের সবাইকে এভাবেই ভুগতে হবে। তোমাকেও।' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল শেরিফ। সোবার্সও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। এবার তার চোখ গেল হ্যারির দিকে। কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে হে? কোত্থেকে জুটলে?'

'থাম, থাম। সব বলছি তোমাকে।' শেরিফই হ্যারির হয়ে জবাব দিল। তারপর খুলে বলল হ্যারির ঘটনা।

'তুমি নিশ্চয়ই সব দেখেছ?' সোবার্সের প্রশ্ন। 'তুমি তো রাস্তার উপরেই ছিলে। বদমাশগুলো তো তোমার নাকের ডগা দিয়েই চলে গেছে।'

'না দেখবার কোন কারণ নেই।'

'অথচ তুমি কুটোটাও নাড়োনি। হাঁ করে মজা দেখেছ?'

'আমি আবার কী করব?'

ক্ষেপে গেল সোবার্স। 'কী করবে মানে? গুলি করতে, খুন করতে ওদের।'

'আমার হাতে তো হাতকড়া ছিল। তা ছাড়া আমি যদি চিৎকার করে উঠতাম তা হলে চারদিক থেকে অন্তত চারজন আমাকে গুলি করত।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ম্যাক সোবার্সের। হ্যারি টুইসলটনকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'ওর কথাগুলো শুনলে?'

'শুনলাম বৈকী?'

'বুঝলে কিছু?'

'বোঝবার কী আছে?' জবাব দিল শেরিফ।

চেহারাটা কঠোর হয়ে এল ম্যাক সোবার্সের। 'তুমি না বুঝলেও আমি বুঝেছি।' হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, ট্রেন ডাকাতির দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল? তার মানে যারা ব্যাংকে ডাকাতি করেছে তুমি তাদের সাথে ছিলে না?'

'আপনি এসব কী বলছেন?'

'এই ডাকাতিতে যে তুমিও ছিলে আমি তা-ই বলতে চাইছি।' চিৎকার করে উঠল সোবার্স।

'ওই, তাই নাকি?' ব্যঙ্গ করল হ্যারি। 'শুধু আমি কেন। ডেপুটি শেরিফ মাস্টার্সও আমার সাথে ডাকাতি করেছে ওই ব্যাংকে। এখন ছাড়া পেলেই ছু মন্তর দিয়ে মাস্টার্সকে আবার বাঁচিয়ে তুলে দুজন মিলে পঁচাত্তর হাজার ডলারের হিস্যা আদায় করব।'

বিস্ফোরিত হলো ম্যাক সোবার্স। তার বাঁ হাতের ঘুসিটা হ্যারি টুইসলটনের গালে গিয়ে লাগল। কাউন্টারের উপর চিৎ হয়ে পড়ল ও।

ধীরে ধীরে কাউন্টার থেকে মাথাটা তুলল হ্যারি। গালে হাত বুলাতে বুলাতে তাকাল শেরিফের দিকে। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমি যদি জবাব দিই তা হলে আপনার কোনও আপত্তি হবে না তো?'

'এটা ম্যাকের লড়াই। আমার নয়।'

ম্যাক সোবার্স আবার এগিয়ে গেল হ্যারির দিকে। কিন্তু এবার প্রস্তুত ছিল হ্যারি। ম্যাকের এগিয়ে আসা হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে প্রচণ্ড একটা মোচড় দিল ও। আর্তনাদ করে উঠল ম্যাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দশাসই দুটো থাপ্পড় লাগাল হ্যারি ম্যাকের দুগালে। মাটিতে পড়তে পড়তে দেয়াল ধরে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক।

দু'পা পিছিয়ে গেল হ্যারি। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'তোমার মতো বুড়োর জন্য আশা করি এটুকুই যথেষ্ট। তবে এতে যদি তোমার আক্কেল না হয়ে থাকে তা হলে প্রস্তুত আছি আমি।'

কথাগুলো বোধহয় সোবার্সের কানে পৌঁছেনি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার তেড়ে এল হ্যারির দিকে। দ্রুত সরে দাঁড়াল ও। টাল সামলাতে না পেরে সরাসরি কাউন্টারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সোবার্স তারপর গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়াল সোবার্স। ঠোঁটের রক্ত মুছল। ডানহাতটা চলে গেল কোমরের দিকে।

'খবরদার, ম্যাক,' হেঁকে উঠল শেরিফ। 'রিভলভার বের কোরো না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

কোমর থেকে হাতটা সরিয়ে ভীষণ চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাক। ফোঁস ফোঁস করছে সাপের মত। হ্যারিও হিংস্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওর নাকের পাটাটা বারবার ফুলে ফুলে উঠছে।

ক্রাচে ভর দিয়ে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শেরিফ। 'ব্যস, ব্যস যথেষ্ট হয়েছে। এখন ক্ষ্যামা দাও।'

'যথেষ্ট তো হয়েছেই,' বলল হ্যারি। 'একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই, শেরিফ, আমি নিরপরাধ হয়েও দুটো কারণে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির ডেপুটি শেরিফের সাথে আসতে রাজি হয়েছিলাম। প্রথমত আমি জানতাম যে, নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারব। দ্বিতীয়ত, ওই বাথানটার কাজ আমার ভাল লাগছিল না। ওখান থেকে আমি নিজেই চলে আসতাম। তার

মানে এই নয় যে, আমাকে সবাই পেয়ে বসবে। যে কেউ আমাকে চোর-ডাকাত-খুনী মনে করে লাথি গুঁতো হাঁকাবে। ওসব আমি বরদাশত করব না, তা সে আপনিই হোন আর ওই লোকটাই হোক।'

মৃদু হাসি শেরিফের চোখ দুটোয়। এগিয়ে গিয়ে হ্যারির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ব্যস ব্যস, বলেছি তো যথেষ্ট হয়েছে। চলো, আমার অফিসে যাওয়া যাক। দুজনই চলো।'

বব ট্র্যাপারের লাশ নেয়ার জন্যে ব্যাংকের ভেতর ঢুকল হ্যানসেন।

দুই

শেরিফের অফিস কামরাটা ছোট। খটখটে কয়েকটা চেয়ারের মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল। টেবিলের টপটা কোথাও কোথাও কালিতে একাকার। কোথাও নানা রকমের আঁকিবুকি। দেয়ালে অনেকগুলো পুরানো পোস্টার সবগুলোই অপরাধীদের জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার নেয়ার প্রলোভনে সমৃদ্ধ।

পোস্টারগুলো দেখে মনে মনে হাসল হ্যারি। ওর মধ্যে কজন যে সত্যিকারের অপরাধী আর কজন ধরা পড়েছে তা কে বলবে?

হ্যারি ও ম্যাক সোবার্সকে বসে পড়ার ইঙ্গিত করল শেরিফ লিয়ারী। শেরিফের অফিসের বাইরে যে লোকটিকে দেখেছিল হ্যারি সেই মোটাসোটা গুঁফো লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হলো, বিল, তুমি ফিরে এলে যে?'

'জানি না,' বলল ডেপুটি শেরিফ বিল প্যাট। 'আমি বেশি দূর এগোতে পারিনি। ঘোড়াটা হঠাৎ করে বিগড়ে গেল। কিছুতেই আর এগুতে চাইল না। দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। অতএব ফিরে আসতে হলো।' মুখখানা গোমড়া করে সিগার টানতে লাগল সে।

'ওদের আটকানো যাবে বলে মনে হয়?'

সন্দেহ আছে। ওদের কাছাকাছিও পৌছুনো যাবে বলে মনে হয় না। ওদের ঘোড়াগুলো দেখেছ?'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানাল টিম, সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে সে। প্যাট তখন দস্যুদলের ঘোড়াগুলোর বর্ণনা দিতে শুরু করল, 'ইয়া আল্লাহ কী বিশাল বিশাল এক একটা ঘোড়া। ঘোড়া নয় তো যেন দৈত্য। আমাদের দিশীগুলোর চাইতে দুফুট উঁচু। অনেক তাগড়া, ওজনেও ডবল হবে নিশ্চয়ই। কদম, বাপস, কী লম্বা!'

বিল প্যাট যখন উত্তেজিত হয়ে হাত পা নেড়ে ঘোড়াগুলোর বর্ণনা দিচ্ছে

হ্যারি তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। চেহারা আর হাত পা নাড়ার ভঙ্গি দেখে হ্যারির মনে হলো, ডেপুটি শেরিফ হবার কোনও যোগ্যতাই নেই লোকটার। ওর গতরটা যেমন স্থূল মাথাটাও তেমনি। দশাসই বপু আর বিরাট গোঁফের কারণে চেহারার জেল্লা বাড়লেও বুদ্ধির জৌলুষ খুবই কম। এসব লোক নিজের মাথা খাটিয়ে কিছু করতে পারে না। তবে হুকুম পালন করতে পারে নির্বোধের মত। হুকুমটা সঠিক না বেঠিক সেটুকুও বোঝবার ক্ষমতা এসব বোকা পাঁঠার থাকে না।

ঘোড়ার প্রশংসায় গদগদ প্যাটকে থামাবার জন্য ম্যাক সোবার্স বলল, 'বেশ বেশ', এবার তোমার ভ্যাচর ভ্যাচর থামাও। বুঝলাম ওদের ইয়া বড় বড় ঘোড়া আছে। সেগুলোর বড় বড় লেজও আছে। আর ওরা এখন নিউ ব্যাটারী কাউন্টিতে গিয়ে দানাপানি ও আদর খাচ্ছে। ওসব কচকচি এখন শুনতে চাই না। শেরিফ, কাজের কথায় এসো।' হ্যারিকে আরও একবার দৃষ্টির আগুনে ভস্ম করার চেষ্টা করে ম্যাক বলল, 'ওর সম্পর্কে সবকথা খুলে বলো আমাকে।'

ডেপুটি শেরিফ অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে মৃত মাস্টার্সের হাতকড়ায় আটকানো হ্যারিকে তার অফিসের সিঁড়ির সামনে বসে থাকতে দেখার ঘটনাটা বলল। শেষে যোগ করল, 'টিম ঠিকই বলেছে। আমি যখন মাস্টার্সের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখনি গুলির আওয়াজ কানে আসে।'

'তুমি তখন কী করলে?'

'কোত্থেকে জানি না একজন রাইফেলধারী উদয় হয়ে আমাকে অফিসের ভেতর ঢুকে পড়তে হুকুম দিল। জান বাঁচাতে আমাকে তা-ই করতে হলো। একটু পরেই একটা গুলির শব্দ পেলাম। আসলে ওই গুলিতেই মাস্টার্স মরেছে।'

টেবিলে সশব্দে একটা চাপড় মারল ম্যাক সোবার্স। 'তা হলে তো আমি ঠিকই ধরে ফেলেছি। এই লোকটা আর মাস্টার্সও ডাকাত দলেরই লোক। অনেক চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা করে এসেছিল ওরা। হিসেব কষে একই সময় ওরা ব্যাংকের সামনে পৌঁছেছে। পাঁচজন গেছে ডাকাতি করতে আর মাস্টার্স ও এই লোকটা গেছে শেরিফ অফিসের সামনে। তোমরা ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, হয়তো ঝগড়া-ঝাঁটিও করবে। মারপিট হওয়াটাও বিচিত্র নয়। আর এই ফাঁকে ডাকাতরা নিশ্চিন্তে ব্যাংকের টাকাপয়সা নিয়ে নির্বিঘ্নে উধাও হয়ে যাবে। বুঝেছ, টিম, এটাই হলো আসল ব্যাপার। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বুঝেছি।'

ম্যাক সোবার্সের এই ব্যাখ্যায় বিস্ময়ে বোবা বনে গেল হ্যারি। মুখটা হ্যাঁ হয়ে গেল। শেরিফ টিম আর ডেপুটি শেরিফ প্যাট চমকে উঠল।

প্যাটের গলা দিয়ে শব্দ বেরোল, 'এ্যাহ!'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো, ম্যাক?' বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল শেরিফ।

'এ্যা, কী বললে তুমি?' প্যাটের প্রশ্নটা শোনা গেল। 'তা-ই যদি হবে তা হলে, ম্যাক, ডাকাতগুলো মাস্টার্সকে গুলি করল কেন?'

'তাও বুঝতে পারছ না, উজবুক!'

'হিস্যাদার কমাবার জন্যে। ছয়জনের বদলে পাঁচজনের মধ্যে লুটের মাল ভাগাভাগির জন্যে। এমনও হতে পারে, ডাকাতদলের যে লোকটা মাস্টার্সকে খুন করেছে তার সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল।'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হ্যারি। এক লাফে ওর দিকে এগিয়ে গেল বিল প্যাট। 'বোসো,' ধমক লাগাল সে।

ধাক্কা দিয়ে প্যাটকে সরিয়ে দিল হ্যারি। ম্যাক সোবার্সের সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ওহে, বুদ্ধির ঢেঁকি। মনের আনন্দে তুমি প্রলাপ বকে যাবে, না শেফিকে কথা বলতে দেবে?'

'এ সময় হঠাৎ পেছন থেকে হ্যারির দুই হাত চেপে ধরল প্যাট। ছাড়াবার চেষ্টা করল হ্যারি। কিন্তু পারল না। অপলক দৃষ্টিতে রাগে লাল হয়ে যাওয়া হ্যারির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাইপ বের করল সোবার্স। তারপর বলল, 'বেশ তো, টিম লিয়ারীর ভাষণ শুনেই জীবন সার্থক করা যাক।'

হ্যারির হাত ছেড়ে দিল ডেপুটি শেরিফ। চেয়ারে গিয়ে বসল। কিন্তু শেরিফ কিছু বলবার আগেই সোবার্স নিজেই আবার মুখ খুলল। 'কিন্তু টিম যাই বলুক আমাকে উল্টোপাল্টা বোঝানো যাবে না, গোটা ব্যাপারটাই ঘটিয়েছে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির লোকেরা। এই ডাকাতির চক্রান্ত ওরাই করেছে। আর ওদের সাহায্য করতেই কিছু একটা ছুতো করে ডেপুটি শেরিফকে পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, ম্যাক। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করল প্যাট, 'তুমি... তুমি... তুমি না ওই ডাকুটার সাথে কথা বলেছিলে?'

'অবশ্যই বলেছি। আমার হাতকড়া খুলে দেবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'কেন?' গর্জে উঠল সোবার্স।

ক্ষেপে গেল হ্যারি, 'ইয়ার্কির জায়গা পাচ্ছ না। ওরা আইনের বিপক্ষে। ওরা তো বেআইনী কাজ করতে চাইবেই। তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?'

পাইপে টান দিল ম্যাক সোবার্স। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে ব্যঙ্গ করল. 'আছে নাকি, শেরিফ?'

'আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, খুব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল শেরিফ টিমোথি লিয়ারী। 'তা সত্ত্বেও বড় কথাটা এই যে, লোকটার প্রস্তাবে ও সাড়া দেয়নি।'

'সে-সময় ছিল না ওর।'

রাগে আগুন হয়ে গেল হ্যারি টুইসল্টন। 'একমাত্র আমিই পুরো ঘটনাটা

দেখেছি। মাস্টার্স বোকার মত পিস্তল বের করতে গেছিল। ফলে ওকে জানটা খোয়াতে হলো। তারপর আমাকে হাতকড়া খুলে দেবে কিনা একজন ডাকু আমাকে তাই জিজ্ঞেস করল। আমি রাজি হইনি। ওই সুযোগে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওদের দুষ্কর্মের সাথে নিজেকে জড়াতে চাইনি আমি। তোমরা কাউন্টিতে অপরিচিত লোক দেখলেই তাকে ডাকাত বলে মনে কর নাকি?'

ম্যাক সোবার্স পাইপে টান দিতে দিতে হ্যারির কথা শুনল বটে কিন্তু ওর কানে না তুলে শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'গত দশ বছরে একবারও নিউ ব্যাটারী কাউন্টির কোনও ডেপুটি এই সামার-অ্যান্ড কাউন্টির দিকে পা বাড়ায়নি। এখানে এলে সে যে বিপদে পড়তে পারে, খুন হতে পারে এটা অজানা নয়। তবু সে এসেছিল। আর এল ঠিক তক্ষুণি যখন এখনকার ব্যাংকে ডাকাতি হচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই? এই ডাকাতির পিছনে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির হাত আছে। গোটা চক্রান্তই ওদের। আর, আঙুল দিয়ে হ্যারিকে দেখাল সে, 'এই লোকটাও ওই ডাকাত দলের লোক। শেরিফ, তুমি যদি ওর বিচারের ব্যবস্থা না কর তা হলে আমিই ওর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করব।'

'কোন অভিযোগে? কিসের ভিত্তিতে?' শেরিফ লিয়ারী প্রশ্ন করল।

'এই যে বললাম, ব্যাংক ডাকাতিতে সাহায্য করার দায়ে। আমি এই ব্যাংকের মালিক। আমানতকারীদের স্বার্থও আমাকে দেখতে হবে।'

শেরিফ তার পাইপটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আমি তা করতে পারব না।'

'তোমাকে করতেই হবে।'

'আমি তা মনে করি না। কারও বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে হলে তার উপযুক্ত ভিত্তি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে তা নেই।'

ম্যাক সোবার্সের চোখ দুটো শেরিফের উদ্দেশে আগুন ঝরাতে লাগল। হ্যারির মনে হলো লোকটা এখুনি আক্রোশে ফেটে পড়বে। কিন্তু ম্যাক কথা বলল আশ্চর্য শান্ত গলায়। 'সন্দেহবশে তুমি যে কাউকে আটকে রাখতে পার, তাই না, শেরিফ? অতীতে তুমি তা করেছও অনেকবার।'

'তা, তা করেছি।' স্বীকার করল টিম।

'বেশ, তা হলে আমি আমার সন্দেহের পক্ষে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওকে আটকে রাখবে।'

চিবুক চুলকাতে চুলকাতে টিম বলল, 'বেশ তাই হবে।'

'প্রতিবাদ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল হ্যারি। সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়াল বিল প্যাট। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ম্যাক বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই জামিন নেবার মত টাকা নেই?'

'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে!' গর্জে উঠল হ্যারি

'বেশ। ওকে আটকে রাখ।' হুকুম জারি করল ম্যাক।

'ধীরে রজনী ধীরে। অত অস্থির হয়ো না। কাউন্টির পয়সা কড়ি যা ছিল সবই লুঠ হয়ে গেছে। ওকে জেলে আটকে রাখলে খাওয়াতে হবে। সে-পয়সা কোথায়? আমি তো কাউন্টিকে ঋণগ্রস্ত করতে পারিনে। সুতরাং ওকে জেলে পুরব না। কী করব সেটা আমাকেই ঠিক করতে দাও।'

'তা হলে তো আর ওকে গ্রেফতার করা হলো না।'

'তা তো হলোই না।'

'আমি একজন কাউন্টি কমিশনার। অন্য কমিশনারদের ডেকে সভা করে আমি ওকে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করছি।' টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠল ম্যাক।

'তা কর। কিন্তু তার জন্য অন্তত তিনদিন সময় লাগবে।' পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল শেরিফ।

ম্যাক ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এই তিনদিনের দায়িত্বও আমিই নেব।'

'চমৎকার। এতক্ষণে তুমি হলে বুঝেছ।'

'আমি ওকে আমার বাথানে নিয়ে যাব–'

'কিন্তু সেখানে ওকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। ভাল খাওয়াবে-দাওয়াবে! বড়জোর নজরবন্দী করে রাখবে। রাজি?'

'কিন্তু ওকে খেটে খেতে হবে। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। খাটুনির জন্য আলাদা মজুরীও দিতে পারব না।'

হ্যারির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ, 'এই ব্যবস্থায় তুমি রাজি আছ, হ্যারি? মনে রেখো, পালালে তুমি ঘোরতর বিপদে পড়বে।'

চুপ করে ভাবতে লাগল হ্যারি। শেরিফ লোকটা যে চমৎকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনটা নরম আর বিবেকবান, অথচ ওই লোকটা– বাথান মালিক আর ব্যাংকার– অহঙ্কারী, জেদী, সম্ভবত হিংস্রও। প্রথম থেকেই ওর সাথে শত্রুতা করছে লোকটা। তা সত্ত্বেও ওর ভেতর কেমন একটা আভিজাত্য আছে, সহজ-স্বচ্ছন্দ একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা হ্যারিকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করেছে।

হয়তো লোকটা খারাপ না, ভাবল হ্যারি, ব্যাংক ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওর মাথা কিছুটা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে। শেরিফের প্রস্তাব মেনে নিলে লোকটাকে কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে। আর এই বিশ্রী ব্যাপারটা– যাতে ও নিজে মোটেও জড়িত নয়– তারও ফয়সালা হয়তো করা যাবে।

রাজি হয়ে গেল হ্যারি।

তিন

বিকেলের দিকে ওরা ম্যাক সোবার্সের পাইন অ্যাপল বাথানে পৌঁছুল। হ্যারি আগে আগে তার রোয়ান ঘোড়ায়, আর পিছনে ম্যাক। ম্যাকের হাতে একটা সিক্স-গান। সেটা যে ওর দিকেই উদ্যত ছিল তা ভাল করেই জানত হ্যারি। কিন্তু একবারও পিছন দিকে তাকায়নি ও।

পথচলার একঘেয়েমি দূর করার জন্যেই বোধ হয় দু'একটা কথা বলেছে ম্যাক। প্রশ্ন করেছে দু একটা। কিন্তু কোনও জবাব দেয়নি হ্যারি।

ছোট একটা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা মোড় ঘুরতেই বাথানটা দেখা গেল। দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসে ছাওয়া উপত্যকার মাঝখানটায় বাথানের দালান। পাথরের তৈরি দোতলা ভবন প্রায় চারদিকেই উঁচু উঁচু শিমুল গাছ। উত্তর দিকে বিরাট খোঁয়াড়। সমস্ত জায়গাটা ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খোঁয়াড় ছাড়িয়ে লম্বা বাংকহাউস। হ্যারির মনে হলো, সবকিছুই নিখুঁত পরিকল্পনা মত তৈরি করা হয়েছে। মনে মনে ম্যাক সোবার্সের তারিফ না করে পারল না ও।

বাংকহাউসটার সামনেই হ্যারিকে ঘোড়া থামানোর নির্দেশ দিল ম্যাক। বারান্দায় কয়েকজন লোক বসে আছে। সম্ভবত বাথান কর্মী। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হ্যারিকে দেখছে ওরা। চোখ বুজে হেঁড়ে গলায় গান গাইছে একজন। ম্যাকের গলার আওয়াজ কানে যেতেই তার গান থেমে গেল। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারির দিকে।

মাঝ বয়সী শান্তশিষ্ট চেহারার এক লোক ওদের দিকে এগিয়ে এল।

ম্যাক ওর উদ্দেশে বলল, 'এর নাম হ্যারি টুইসলটন। আজ যারা সামার-অ্যান্ড কাউন্টির ব্যাংকে ডাকাতি করেছে, এ হচ্ছে তাদের একজন। আপাতত কাউন্টির একজন বন্দী ও। ডাকাতির ফলে পয়সাকড়ি একেবারে খতম হয়ে যাওয়ায় আমার ওপর ওকে পাহারা দেবার ভার পড়েছে। বাথানে তোমাদের সঙ্গে কাজ করাবে কিন্তু ওর হাতে কোনও বন্দুক দেয়া চলবে না। আর আমার অনুমতি ছাড়া একা একা ওকে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও পাঠানো যাবে না।' হ্যারির দিকে ঘুরে ম্যাক বলল, 'এ হচ্ছে এই বাথানের ফোরম্যান ডেভিস সেটলার।'

ডেভিস সেটলার হ্যারির দিকে শীতল দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সোবার্সকে প্রশ্ন করল, 'কী বললে তুমি? ব্যাংকে কী হয়েছে?'

সবিস্তারে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল ম্যাক সোবার্স। বাথান কর্মীরাও সোবার্সের মতই পাশের কাউন্টির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন-কিনা ওদের মুখের

দিকে তাকিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করল হ্যারি। হ্যাঁ, ওরাও পাশের কাউন্টিকে শত্রু এলাকা বলেই গণ্য করে। নিঃশব্দে, বলতে গেলে শ্বাস বন্ধ করে ওরা বর্ণনাটা শুনল। ম্যাকের কথা শেষ হতেই ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল হ্যারির দিকে। দৃষ্টির বাণ মেরে ওকে ভস্ম করে দিতে চাইল ওরা। কারও কারও চেহারা বিদ্বেষ আর হিংস্রতায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

ওদের চেহারার এই পরিবর্তন দৃষ্টি এড়াল না ম্যাকের। বলল, 'তা বলে ওর সঙ্গে কেউ অকারণে লাগতে যেও না। অহেতুক ঝামেলা কিন্তু আমি মোটেও সইব না। কথাটা যেন মনে থাকে সবার।' 'সবার' শব্দটার উপর জোর দিল ম্যাক।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাংকহাউসে ওর জন্য নির্ধারিত বাংকটিতে চুপচাপ কাটিয়ে দিল হ্যারি। আশপাশের লোকগুলো যে ওকে একদম সইতে পারছে না, এবং সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারায় হাড়ে-হাড়ে চটে আছে, সে-সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই ওর। ওকে ঠেস দিয়ে ওরা নানারকম টিপ্পনী কেটেছে। গায়ে মাখেনি ও। বুঝেছে ম্যাককে ওরা খুব সমীহ করে।

ডিনারের পরে সেটলার এসে বলল, 'চলো, কর্তা তোমাকে ডেকেছে।'

ছোট্ট অফিসঘরটি পেরিয়ে বড়সড় একটা কামরায় ঢুকল ওরা। আসবাবপত্র ভর্তি কামরাটা সবই পুরানো আমলের। মাঝখানে বিরাট একটা টেবিলের ওপর কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। তার আলোয়, হ্যারি দেখল, ফায়ার প্লেসের পাশে একটা চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছে এক তরুণী। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক। মাথা ঘুরিয়ে ওদের একবার দেখে আবার তরুণীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।' ম্যাক সোবার্সের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল।

কোনও জবাব দিল না মেয়েটা। ডেভিস সেটলার গলা খাঁকড়ানি দিয়ে বলল, 'আমরা অফিসে অপেক্ষা করছি, ম্যাক।'

'না। যেখানে আছ ওখানেই থাক। বরং বসে পড় তোমরা। ডেভিস, তুমি ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ। অনেক আহ্লাদ করেছ ওকে নিয়ে। কিন্তু এখন বড় হয়ে ওর পাখা গজিয়েছে। ওর নাকি এখন প্রাইভেসী দরকার!'

ব্যঙ্গ মেশানো গলায় ম্যাক মেয়েটিকে বলল, 'ওসব বাজে কথা আমি শুনছি না। বলো, কোথায় গিয়েছিলে?'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। শীতল দৃষ্টি মেলে ধরল হ্যারি আর ডেভিসের দিকে। মেয়েটি লম্বায় ম্যাকের সমান। পরনে ওর মতই পোশাক। মজবুত গঠন। এলোমেলো একমাথা দীর্ঘ চুলের খোপাটা ঘাড়ের কাছে ঝুলে আছে। চেহারাটা অবিকল ম্যাকের মত। দেখলেই বোঝা যায় ওরই মেয়ে। ঈষৎ লম্বাটে মুখ। দৃঢ়সংবদ্ধ চোয়াল মুখটাকে ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে।

হ্যারির কেন যেন মনে হলো, ডেভিসের দিকে হাসি ছুঁড়ে দেবে মেয়েটা। কিন্তু ও হাসল না। বলল, 'বাবা, তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তা হলে আমি চললাম।'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ উচ্চারণ করে সোবার্স, বলল, 'মিসেস্ লিটল তোমার খাবার গরম করে রান্নাঘরে বসে আছে। এ সপ্তাহে এই নিয়ে দুদিন তাকে তোমার জন্যে এতরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো।'

'কিন্তু তোমার জন্যে ওকে ক'দিন বসে থাকতে হয় সে-হিসেব তুমি রাখো?' শ্লেষ মেয়েটির গলায়।

'এর সাথে তার সম্পর্ক কী?' তেরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল ম্যাক। 'আমি অকারণে কখনও দেরি করে ঘরে ফিরি না। তা ছাড়া ওই পাহাড়টা পেরিয়ে আমি নিরাপদেই ফিরতে পারি। আমার কাছে বন্দুক থাকে।'

এখন ম্যাকের দিকে নয় মেয়েটার দৃষ্টি। হ্যারিকে দেখছে। দু'চোখে কৌতূহল। বলল, 'আঙ্কল ডেভ, তুমি কি বাবার সাথে কথা বলতে এসেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিস।

মেয়েটি ম্যাকের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'আমার উপর এভাবে হম্বি-তম্বি না করে তুমি বরং তোমার মেহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারতে।'

'ও মেহমান নয়,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাক। 'ও একটা ভবঘুরে। তুমি তো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও। কখন যে এমন ক্রিমিন্যালদের পাল্লায় পড়বে কে জানে? সেটাই আমার আসল ভয়। অথচ তুমি কোনও কথা শোনো না। কোথায় যাও জিজ্ঞেস করলে জবাবও দাও না।'

এবারও জবাব দিল না মেয়েটি। বাবাকে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। যাবার সময় হ্যারির দিকে রহস্যময় একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

বিরস মুখে তামাকের পাইপ টেনে নিল ম্যাক।

'আরে, তোমরা যে এখনও দাঁড়িয়ে। বস বস।'

বসল ওরা।

ম্যাক বলল, 'এই লোকটা যে রাজ্য থেকে এসেছে, মানে ও নিজেকে যে অঞ্চলের লোক বলে দাবি করছে সেখানে আমি একজন লোক পাঠাতে চাই। ওর অতীত জানতে চাই। কাকে পাঠানো যায় বলো তো, সেটলার?'

ডেভিস একটু ভেবে জবাব দিল, 'এসব কাজে জেমস প্রিঙ্গলের জুড়ি নেই। ওকেই পাঠিয়ে দিই।'

'বেশ। ওকে ডেকে আনো। আর শোনো, দু-এক দিনের জন্যে বাইরে পাঠানোর মত একজন লোক দরকার। আমার মনে হয় রেভার্ডাকে পাঠালেই ভাল হয়।'

ডেভিস বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই দুজনকে নিয়ে ফিরল। ওদের

একজনকে উদ্দেশ্য করে ম্যাক বলল, 'জেমস, এই লোকটা যা বলে মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

হ্যারির উদ্দেশে ভাষণ দিল ম্যাক। 'ওকে বলো, কোন্ জাহান্নাম থেকে এসেছ তুমি। কোথায় কতদিন কাজ করেছ, তোমার বন্ধু-বান্ধব কারা সব ওকে জানাও।'

হ্যারি বলল, হাফক্রীক কাউন্টি থেকে এসেছে ও। হেইলস্টর্ম ডব্লিউ বাথানে কাজ করত। সেখানকার ছোট্ট শহরটির সবাই ওর বন্ধু।

হ্যারি শেষ করতেই ম্যাক বলল, 'জেমস, রথম্যানের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে তুমি রওনা দাও। ওর কথা কতটুকু সত্যি তা জানতে হবে। ওর সমস্ত ইতিহাস চাই আমি।'

'আজ রাতেই?'

'হ্যাঁ, এখনি।'

বেরিয়ে গেল প্রিঙ্গল। ম্যাক ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বোসো, ফ্রেড। তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে।'

বসল ফ্রেড। ম্যাক ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা এবং তার মতে, তাতে হ্যারির ভূমিকা সবিস্তারে আবারও বর্ণনা করে বলল, 'তোমাকে ডানকান টাউনে যেতে হবে।'

কী যেন বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ডেভিস কিন্তু তাকে সুযোগ দিল না ম্যাক।

'তুমি তো কখনোই সেখানে যাওনি। আর আমার বিশ্বাস তুমি এখানে আসার পর নিউ ব্যাটারী কাউন্টির কোনও লোক তোমাকে দেখেনি। সম্ভবত সেখানকার কেউই তোমাকে চেনে না।'

ফ্রেড বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। আমি পশ্চিম দিক থেকে পাহাড় পেরিয়ে এসেছি। ওদিক থেকে এটাই প্রথম বাথান আসার পর একমাস তো অসুস্থ হয়েই পড়ে ছিলাম। বলতে গেলে আপনার দয়াতেই জীবন ফিরে পেয়েছি। সামার অ্যান্ড কাউন্টিতেও আমি মাত্র তিন-চার দিন গিয়েছি। সুতরাং নিউ ব্যাটারী তো দূরের কথা সামার অ্যান্ড-এর লোকও বড় একটা চেনে না আমাকে।'

'বেশ। এখন শোনো, তুমি আজ রাতেই ডানকানে রওনা হবে। সেখানে সেলুন, জুয়ার আড্ডা, নাচঘর, এসব জায়গায় ঘোরাফেরা করবে। লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবে। চোখ-কান খোলা রাখবে। এই ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করবে। নিউ ব্যাটারীর লোকেরা যে এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত আছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তোমার কাজ হবে তার প্রমাণ সংগ্রহ করা। যতদিন লাগে লাগুক। দরকার হলে ওখানকার কোনও বাথানে কাজ নেবে। যদি দেখো, কেউ অত্যধিক ব্যয় করছে তা হলে টাকাটা কোত্থেকে আসছে সে-খোঁজ নেবে। কৌতূহলী হবে,

কিন্তু খুব সাবধান। দরকার হলে মাতলামি করবে। সোজা কথায় খবর নেবার জন্যে যা যা প্রয়োজন সবই করবে।'

ডেভিস আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু ম্যাক, তোমার হুকুম পালন করতে হলে বছর খানেক সময় লাগবে।' হ্যারিকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে শায়েস্তা করার জন্যে এমন বিরাট আয়োজনের কোনও দরকার আছে কী?'

'কাউকে শায়েস্তা করা আমার লক্ষ্য নয়। নির্দোষ ব্যক্তি যাতে শাস্তি না পায় সেটাই আমার লক্ষ্য। হ্যারি টুইসলটন যাতে ন্যায় বিচার লাভ করে আমি তা-ই চাই। সেই সঙ্গে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির লোকগুলোকেও উচিত শিক্ষা দিতে চাই।'

'কীভাবে?'

পাইপে আগুন ধরাল ম্যাক সোবার্স। জুৎ করে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'সেটলার, প্রতিশোধের আগুন আমার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। একদিন আমরাই ছিলাম নিউ ব্যাটারী কাউন্টির ভাগ্যবিধাতা। গোটা চৌহদ্দী ছিল আমাদের দখলে। তারপর একদিন কুপার হারামী ওর লুটেরা বাহিনী চড়াও করল আমাদের উপর। আমাদের সর্বস্বান্ত করল। ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম এখানে। নতুন করে সব শুরু করলাম।' গলাটা কেমন গভীর আর গম্ভীর হয়ে এল ম্যাকের। হ্যারির মনে হলো অনেক দূর থেকে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কথা বলছে যেন সে।

'সবই মনে আছে, ম্যাক। কিছুই ভুলিনি। এর শোধ নিতে আমিও চাই। কুপারকে এর জন্যে শাস্তি আমরা দেবই। নিস্তার ওর নেই। কিন্তু তার জন্যে যে জনবল দরকার তা আমাদের নেই।'

'মনে আমাদের সকলেরই আছে, সেটলার। পুরানো আমলের কোনও লোকই তা ভোলেনি।'

'কিন্তু তোমার আমার মত করে নয়। ওদেরও অবশ্যই মনে আছে। কিন্তু ওদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওরা উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে না তোমার আর আমার মত। শেরিফ টিম লিয়ারীরও মনে আছে। আর্থার কুপারের লোকের গুলিতে ওর ঘোড়া মরেছিল। ছিটকে পড়ে গিয়ে ওর ঠ্যাং ভেঙেছিল, সেই থেকে ও ল্যাংড়া। ক্রাচে ভর দিয়ে চলে। কিন্তু সে-ও বলে, 'যা হবার হয়ে গেছে। এখন শান্তিতে থাকতে দাও।'

একটু দম নিয়ে ম্যাক আবার বলতে লাগল, 'অন্যেরাও তাই বলে। যতদিন শান্তিতে ছিল ততদিন ওরাও অতীত ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন, এখন ব্যাংক ডাকাতির ফলে ওরা আবারও সর্বস্বান্ত হয়েছে। আকাশ ভেঙে পড়েছে ওদের মাথায়। এখন আমি যদি প্রমাণ করতে পারি, এই ডাকাতির পেছনে আর্থার কুপার রয়েছে– নিউ ব্যাটারী কাউন্টির ওই হারামীটা রয়েছে, তা হলে আমার আশা পূরণ হতে পারে। সামার-অ্যান্ড কাউন্টির ব্যাবাক অধিবাসী ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হয়ে উঠবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ডানকান

শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। নিউ ব্যাটারী কাউন্টি মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।'

নীরবে চিবুক চুলকাতে লাগল সেটলার। একটু নড়চেড় বসল হ্যারি। বুঝতে চেষ্টা করছে, কতটা বিদ্বেষ জমা হয়েছে লোকটার মনে।

পাইপে টান দিয়ে আবার শুরু করল ম্যাক, 'এটাই তোমাকে করতে হবে, ফ্রেড। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। ধরা পড়লে তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওরা। কিন্তু কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। জোর করে পাঠাতে চাই না তোমাকে। ইচ্ছে করলে না-ও যেতে পার তুমি।'

ফ্রেড উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাব। আপনার কাছে আমার অশেষ ঋণ। তা পরিশোধ করার জন্যে দরকার হলে জীবন দিতে রাজি আমি।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাক সোবার্সের মুখ। 'বেশ, তা হলে তোমরা দু'জন গিয়ে একটা ঘোড়ার ব্যান্ড বদলানোর ব্যবস্থা করো। আমিও একটু পরে আসছি তোমাদের সাহায্য করতে। হ্যারি, তুমি এখানেই থাক।'

চলে গেল ওরা দুজন। উঠে দাঁড়াল ম্যাক। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। ফায়ার প্লেসের প্রায় নিভে যাওয়া আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে হ্যারির দিকে।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ম্যাক, 'ওটা আমারই মেয়ে। আমার একমাত্র সন্তান– মিরান্ডা।'

চুপ করে রইল হ্যারি। ম্যাক নিশ্চয়ই আরও কিছু বলবে।

'তুমি তো বাথানের সব কাজই জানো?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

'হয়তো বাথানের কাজ করতে তোমার ভালও লাগে।'

'লাগে। আর সেজন্যেই কাউন্টারের সামনে লাফঝাঁপ আমার পছন্দ নয়।'

'কিন্তু ব্যাংক ডাকাতি সবচেয়ে বেশি পছন্দ, তাই না?' বিদ্রূপ করল ম্যাক।

কোনও জবাব দিল না হ্যারি।

'যাক, তোমার জন্যে আমি একটা কাজ ঠিক করেছি।'

চুপ করেই রইল হ্যারি।

ম্যাক বলল, 'মিরান্ডা সপ্তাহে দুই-তিন দিন কোথায় যেন যায়। সারাদিন বাইরে থাকে। কোথায় যায় তা আমি জানতে চাই।'

'তুমি তোমার মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে বলছ আমাকে?'

'হ্যা।'

'যদি তা না করি?

'বাড়ির পেছন দিকটাতে মিসেস্ লিটনের একটা ফ্রুট সেলার আছে। তাতে জানালা নেই। খুঁজলে কোথাও না কোথাও এক জোড়া বেড়ীও পাওয়া

যাবে। সুতরাং ভেবে দেখতে পার। আর শেরিফের ব্যাপারটা আমি পরে দেখব।'

'ভেবে দেখবার তো কোনও সুযোগ পাচ্ছি না। ওটা তো তুমিই সেরে রেখেছ।'

'ঠিকই ধরেছ। আর একটা কথা— তুমি যদি আশা কর যে, আমার এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, তা হলে একটা সুসংবাদ শুনে রাখ, গতবছর এখানকার এক কর্মী একটা ঘোড়াকে দাবড়ে প্রায় অক্ষম করে ফেলেছিল। লোকটাকে আমি গুলি করে মেরেছি। ঘোড়াটা এখন একেবারে জরাগ্রস্ত— প্রায় অচল। কোনওমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। ওই ঘোড়াটা তোমাকে দেয়া হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যারি দাঁত দেখাল ম্যাককে।

'সেক্ষেত্রে মাত্র একটাই সম্ভাবনা থাকে। তা হলো, মিরান্ডাকে কাবু করে ওর ঘোড়াটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করা। কিন্তু সে-ও অসম্ভব। ও কিছুতেই তা করতে দেবে না। প্রাণপণ লড়বে। তা ছাড়া তুমি খুব গোলমেলে লোক হলেও কোনও মেয়েকে আঘাত করবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ঘোড়া পেতে গেলে অন্য কোনও উপায় নেই।'

'তোমার মত লোকের মুখে কথাটা রীতিমত প্রশংসা বাক্য বলে মনে হচ্ছে।' বিদ্রূপ করল হ্যারি। 'বুকের ছাতিটা ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি? বেশ বেশ। এখন চলো তা হলে, সেটলার আর ফ্রেডকে সাহায্য করবে।'

ওরা যখন আস্তাবলে পৌঁছুল তখন তিনজন অশ্বারোহী এসে থামল। ম্যাক এগিয়ে গেল ওদের দিকে। হ্যারি চিনতে পারল ওদের। তিনজনই ম্যাক সোবার্সের পাইন অ্যাপ্‌ল বাথানের লোক। ডাকাত দলটাকে ধাওয়া করেছিল।

ম্যাকের প্রশ্নের জবাবে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে জিন নামাতে নামাতে একজন জানাল, 'ওরা নিউ ব্যাটারী কাউন্টির দিকে গেছে। আমরা বেলিং ক্যানিয়ন পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করেছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে গুলি চালাতে লাগল।'

'কাবু করতে পেরেছ ওকে?'

'হ্যাঁ, নিকেশ করে দিয়েছি। কিন্তু সেই ফাঁকে কেটে পড়েছে ডাকাতগুলো।'

'ওরা কি তখনও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল?'

'তাই তো মনে হয়?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকাল ম্যাক, 'তা হলে আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক।'

চার

সারারাত ঘোড়া চালিয়ে ভোরের ঠিক আগে আগে আর্থার কুপারের বিগট্রে বাথানে পৌঁছুল টম ফ্রেডারিক। সারা রাস্তা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে সে। রাস্তাটা যে তার বেশ পরিচিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শেষরাতের দিকেই ও বিগ-ট্রের সীমানায় ঢুকেছে। বিশাল বাথান বিগট্রে। মাইলের পর মাইল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই তল্লাটে আর্থার কুপার বিরাট ক্ষমতার অধিকারী– দোর্দণ্ড প্রতাপের প্রতীক। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

আর্থার কুপারের বাথানটা পশ্চিমের অনেক বাথানের মতই একটি নদীর বাঁকে অবস্থিত। বাথান বলতে সাধারণত যা বোঝায় বিগট্রে ঠিক তা নয়। ছোটখাটো একটা শহরের মত। অনেকগুলো ছোট বড় দালান। অনেক লোকজন। ব্যস্ততা।

গুদামের পেছনের ছোট আস্তাবলটাতে ঘোড়া বেঁধে মূল দালানটার দিকে এগোল ফ্রেড। দক্ষিণ দিকের একটা রুমের দরজা খুলে গেল। কামারশালা ওটা। যে লোকটা বেরিয়ে এল সে-ই কামার।

'সুপ্রভাত, ফ্রেড, কখন এলে?' প্রশ্ন করল কামার সাইমন্ড।

'সুপ্রভাত।'

'কখন এলে' এই প্রশ্নটির জবাব দিল না ফ্রেড। কারণ তাকে এসব প্রশ্নের জবাব না দেয়ার হুকুম দেয়া আছে।

যে রুমটায় ও ঢুকল সেটা আর্থার কুপারের অফিস– বিগট্রে বাথানের স্নায়ু কেন্দ্র। রুমটা বেশ বড়। তবে আসবাবপত্র বলতে আছে একটা ছোট্ট টেবিল আর জীর্ণ চেহারার কয়েকটা চেয়ার। তারই একটাতে বসল ফ্রেড। ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট পাকাতে লাগল।

সারারাত ঘোড়ার পিঠে কেটেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে ফ্রেডের শরীরটা। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় জুতোর শব্দ কানে গেল ওর। হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা।

লোকটা আর্থার কুপার। প্রায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। বৃষ স্কন্ধ। চওড়া বুক। চুলগুলো একদম সাদা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। উন্নত নাসা, নীল চোখ দুটো তলোয়ারের মত শাণিত। তার কঠোর দৃষ্টির সামনে অনেকেই মিইয়ে যায়। অনেকের বুক কেঁপে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করে।

ফ্রেডকে দেখে ভ্রূ কুঁচকাল আর্থার, 'তোমাকে বলেছি না, কিছু বলবার না থাকলে কখনোই এখানে আসবে না।'

ফ্রেড পায়ের ভর বদলে বলল, 'ব-ব-লবার আ–আ-আ-ছে বৈ-বৈ কী?'

'ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপার তো? ও আমি শুনেছি।'

'সবটা নিশ্চয়ই নয়।'

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল আর্থার। তারপর বলল, 'আচ্ছা বসো তুমি।'

একটা চেয়ার টেনে বসল আর্থারও। ফ্রেডের দিকে এগিয়ে দিল একটা চুরুট। মাথা নাড়ল ফ্রেড–সিগার খায় না ও। একটা সিগারেট বানাতে লাগল।

চুরুটে টান দিয়ে আর্থার প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বল?'

ফ্রেডের ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছে। ধীরেসুস্থে গোটা ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। শেষে বলল, 'ওই হ্যারি লোকটাকে ডাকাতির জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে।'

'ম্যাক সোবার্স একটা গাধা,' মন্তব্য করল আর্থার, 'তারপর?'

'ও এখন সোবার্সের বাথানে বন্দী। ডাকাতিতে সত্যিই জড়িত আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত ওকে ছেড়ে দেবে না সোবার্স।'

'হুম। তারপর?'

'ওই জন্যেই আমি এসেছি। সোবার্সের বিশ্বাস, আপনাদের কাউন্টিই এই ডাকাতির পেছনে রয়েছে। ডাকাতদের ভাড়া করেছে। আর তার প্রমাণ সংগ্রহের জন্যেই আমাকে ও পাঠিয়েছে এখানে। আমি প্রমাণ সংগ্রহ করে ওর হাতে তুলে দিলে তা দিয়ে ও হ্যারিকে ফাঁসাবে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, একজন সামান্য বাথান কর্মীকে ফাঁসাবার জন্যেই ম্যাক তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'না, আরও আছে। এই ডাকাতির পেছনে নিউ ব্যাটারী কাউন্টি জড়িত আছে এটা প্রমাণ করতে পারলে ও একটা অজুহাত খুঁজে পাবে। সামার অ্যান্ড কাউন্টির বাসিন্দাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মাদ করে তুলবে। তারপর তাদের লেলিয়ে দেবে ডানকান শহরের উপর। পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে নিউ ব্যাটারী কাউন্টি। এর জন্য নাকি ও বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে।'

'আমি জানি,' শান্তকণ্ঠে বলল আর্থার। তারপর নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। আবারও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ফ্রেড।

'সকালে খেয়েছ কিছু?' অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করল আর্থার।

'না।'

'খেয়ে এসো।'

উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। আর্থারও উঠল, 'আমারই ভুল হয়েছিল, ফ্রেড। আসলে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি।'

খুশিতে উজ্জ্বল হলো ফ্রেড।

টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে চুরুট টানতে লাগল আর্থার। কামারশালা থেকে টুংটাং ঠুকঠাক শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা খুব মধুর লাগে ওর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও কান পেতে শোনে। কখনও ক্লান্তি লাগে না। বিরক্তি লাগে না।

হাতে সময় থাকলে কামারশালায় গিয়ে বসে। কামার লোকটার কাজকর্ম দেখে। তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। আজও সে কামারশালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কামার মাথা তুলে ওকে দেখল। বলল, 'সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত,' উত্তর দিল আর্থার, 'ঘণ্টাটা বাজাও, সাইমন্ড।' অফিসে ফিরে গেল ও। একটু পরেই ঘণ্টার কর্কশ শব্দে মুখর হয়ে উঠল সকালের বাতাস। অর্থার এভাবেই ওর ফোরম্যান বেন ওয়ারেনকে ডেকে পাঠায়।

মিনিট দশেক পরে ফোরম্যান অফিস কক্ষে এসে পৌঁছুল। দেরিতে পৌঁছানোর জন্যে কোনও কৈফিয়ত দিল না বেন ওয়ারেন। কেননা, আর্থার জানে, কখনও অকারণে দেরি করার লোক ও নয়। লোকটা ওর সঙ্গেই টেক্সাস থেকে এখানে এসেছে। পঁচিশ বছর আগের কথা। এতগুলো বছরেও অবশ্য ও তেমন বদলায়নি। আগের মত ক্ষীণদেহী কাঠখোট্টা বদমেজাজী আর কঠোর পরিশ্রমী। তবে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি ধূমপান করে। ঠোঁটের কোণে সিগারেট একটা আটকেই থাকে।

ফ্রেড যে চেয়ার ছেড়ে গিয়েছিল সেটাতেই বসল বেন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে কী যেন দেখছিল আর্থার। চরুটটা ফেলে দিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'কাল রাতে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

হিপ পকেট থেকে একটা খোলা চিঠি বের করল বেন। আর্থারের নামে লেখা। চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটার জন্যেই দেরি হয়েছে।'

এনভেলাপের লেটার হেডটা পড়ল আর্থার। তাতে সাউথ ওয়েস্টার্ন রেল কোম্পানীর নাম লেখা।

চিঠিটা বের করে ভাঁজ খুলল আর্থার। পড়তে পড়তে উত্তেজনায় চোখ দুটো চকচক করতে লাগল ওর।

'তা হলে সামার এন্ড দিয়েই যাচ্ছে রেলপথ! মাসখানেকের মধ্যেই এজেন্ট আসছে কথা বলতে! বেশ।'

এবার শার্টের পকেটে হাত ঢোকাল বেন। বলল, 'আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। আর তার ফলেই এই চিঠিটা আমার হাতে এসেছে। সামার অ্যান্ড কাউন্টির শেরিফ টিম লিয়ারীর কাছে লেখা। দেখো।'

চিঠিটা হাতে নিল আর্থার। এটাও রেল কোম্পানীরই চিঠি। খুলে পড়ে দেখল, একই খবর রয়েছে তাতে।

'কোথায় পেলে এটা?'

'ডিপোতে সামার অ্যান্ড কাউন্টির স্টেজে মাল তোলা হচ্ছিল। তোমার চিঠিটা পড়েই আমার মনে হলো, নিশ্চয়ই ও রকম একটা চিঠি সামার এন্ডেও যাচ্ছে।'

'তার মানে তুমি স্টেজ কোচ লুট করেছ?'

'তা বলতে পার, না-ও বলতে পার। আসলে খুব নিপুণ হাতে কাজটা করেছি। চিঠির থলেটা বের করে নিয়ে স্টেজটাকে হাঁকিয়ে দিলাম। তারপর চিঠিটা বের করে থলেটা যাথারীতি ঠিকঠাক করে বেঁধে ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে স্টেজে ফেরত দিয়ে এলাম।' নিঃশব্দে হাসতে লাগল বেন। 'চিঠিটার কী হয়েছে তা বুঝতে অনেক মাথা ঘামাতে হবে।'

আর্থারও হাসতে লাগল নিঃশব্দে। এই ধরনের বুদ্ধি কেবল বেনের মাথাতেই খেলতে পারে। এটা ওর অনেক গুণের একটি। ও কথা বলায় ওস্তাদ: কথার প্যাঁচে ফেলে অন্যদের লা-জওয়াব করতেও ওস্তাদ। ঘোড়া ছোটাতে পারে অসম্ভব তীব্রতায়। তেমনি বুনো ঘোড়াও বশ করে অনায়াস নৈপুণ্যে। অত্যন্ত দক্ষ বন্দুকবাজ। চোখের নিমেষে এমন কী বিপক্ষ চিন্তা করার আগেই ওর হাতে অস্ত্র উঠে আসে এবং লক্ষ্যভেদ করে। আর এ জন্যেই আর্থারের নামে লেখা চিঠি খুলতে অনুমতি নিতে হয় না ওর।

'আমাদের কিন্তু চুপ করে থাকলে চলবে না,' বলল বেন, 'এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। আমি ইতিমধ্যেই টেলিগ্রাফ অফিসে ট্যালবটকে টাকাপয়সা দিয়ে খুশি করে দিয়েছি। লিয়ারীর কাছে কোনও টেলিগ্রাফ এলেই সেটা আমাদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু রেল কোম্পানী জবাব না পেলে ম্যাক সোবার্স কিংবা বব ট্র্যাপারের কাছে লিখবে—'

'ট্র্যাপার মরে গেছে।'

'ওখানে কি বড় কোন গোলমাল হয়েছে?'

নীরবে মাথা নাড়ল আর্থার রেল কোম্পানীর চিঠিটা আবার পড়ল। বেন ওয়ারেন সিগারেট বানাতে লাগল।

আর্থার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'আজ সকালে ফ্রেড এসেছে।'

'আস্তাবলে ওর ঘোড়া দেখলাম।'

'ম্যাক সোবার্সের ধারণা, ব্যাংক ডাকাতির পেছনে আমাদের হাত আছে। তাই আমাদের আর কষ্ট করে সন্দেহটা ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে না।'

বেন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু ওদের সন্দেহ হলো কী করে? ওরা তো আর বিগ থ্রি-র মার্কা লাগানো ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি করতে যায়নি?'

আর্থার হেসে বলল, 'ঠিক ডাকাতির সময়েই আমাদের ডেপুটি শেরিফ মাস্টার্স একজন বন্দী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল। তুমি তো জানোই ব্যাংকের ঠিক সামনেই শেরিফের অফিস। তিন চারদিন ঘুমোয়নি মাস্টার্স। তাই বন্দীকে শেরিফের জেলখানায় পুরে ও একটু ঘুমিয়ে নিতে চেয়েছিল। আর সোবার্স তো দুনিয়ার সব অপরাধের জন্য নিউ ব্যাটারী কাউন্টিকে দায়ী

করে। এক্ষেত্রেও তাই করেছে। ওর ধারণা, ডাকাতদের কভার দেয়ার জন্যই মাস্টার্স বন্দীকে জেলে ঢোকানোর অছিলা খাড়া করে যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল।'

'বন্দীটা কে?'

'হ্যারি টুইসলটন নামে এক খামারকর্মী।'

'তা সোবার্স এখন কী করতে চায়?'

আর্থার ক্ষীণ একটা হাসি দিয়ে বলল, 'ব্যাংক ডাকাতরা ডানকানে আছে কিনা তা দেখতেই ফ্রেডকে ও এখানে পাঠিয়েছে। সত্যি যদি আমরা ওই ডাকাতিতে জড়িত থাকি তা হলে সেই কারণ দেখিয়ে ও সামার এন্ড কাউন্টির লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে ডানকান আর নিউ ব্যাটারী কাউন্টি আক্রমণ করতে চায়।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে বেন ওয়ারেন। ওর চোখ দুটোয় ধূর্ততা আর প্রসন্নতা খেলা করছে। সবটা শুনে সশব্দে হেসে উঠল ও। বলল, 'সোবার্স আর বদলাল না। ফাঁদ ফেললেই ও তাতে ধরা দেয়। কিন্তু এবার ওকে শেষবারের মত শিক্ষা দিতে হবে।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে আর্থারকে। ও বলল, 'কিন্তু ব্যাংক ডাকাতির একটা ব্যাপার আমার পছন্দ হচ্ছে না, বেন।'

'ট্র্যাপার?'

'হ্যা, খুনোখুনি করাটা ঠিক হয়নি।'

বেন বলল, 'গোলাগুলি করতে আমি মানা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বলল যে, বাধ্য হয়েই ওরা গুলি করেছে। কিন্তু যাই বলো, ট্র্যাপারকেও উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'তা আমি জানি। কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেছে। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে কী হবে?' মন থেকে ব্যাপারটা জোর করে সরিয়ে ফেলতে চাইল আর্থার। বলল, 'ফ্রেডকে পাঠিয়ে দাও।'

উঠে দাঁড়াল বেন। আর্থার প্রশ্ন করল, 'কলোরেডোর সেই ডাকুগুলো কোথায়?'

'পুরোনো বাংকহাউসে মাতাল হয়ে পড়ে আছে?'

'ওদের দিকে লক্ষ রেখো। আর জানিয়ে দিও হুকুম যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কোনও রকম অন্যথা যেন না হয়।'

'তা করবে। জীবনে একসঙ্গে অত টাকার মুখ দেখেনি তো।'

প্রসন্নতা ফিরে এল আর্থারের চেহারায়। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল বেন। আবার তাকে ডাকল আর্থার। নিচু গলায় জানতে চাইল, 'জেরি কাল রাতে কখন ফিরেছিল?'

'দুটোর দিকে।'

'ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?'

'তাই তো মনে হয়? ওর ঘোড়ার খুরে পাইন অ্যাপল বাথানের পশ্চিম দিকের পাহাড়ী এলাকার কাদামাটি লেগে থাকতে দেখেছি।'

বেরিয়ে গেল বেন। বাইরেই অপেক্ষা করছিল ফ্রেড। বেনের নির্দেশে ও অফিস কক্ষে ঢুকল। আর্থারের ইঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে আগ্রহী ছাত্রের মত তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'তুমি আজ রাতেই ম্যাক সোবার্সের বাথানে ফিরে যাবে। ওকে বলবে, তুমি আজ বেন ওয়ারেনের সঙ্গে কলোরেডোর পাঁচজন ডাকুকে একটা জুয়োর আড্ডার পিছনে বসে মদ খেতে দেখেছ।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রেড।

'ব্যস এ পর্যন্তই। এখন তুমি যাও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমোওগে। আর কিছু জানতে চাও?'

ফ্রেড বলল, 'না।'

'তুমি যখন ফিরে আসবে তখন,– ওরা কখন ডানকানে হামলা চালাবে, কোন পথ ধরে আসবে, কতজন আসবে, তাদের মধ্যে কে কে থাকবে, এসব আমি জানতে চাইব। পারবে তো জানাতে? দরকার হলে চিঠি দেবে।'

'অবশ্যই পারব, মি. কুপার।'

'বেশ। আজ রাতেই আমি তোমার মায়ের নামে এক হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একটু অস্বস্তি বোধ করল ফ্রেড। 'ধন্যবাদ, মা কেমন আছে?'

'আমি যে টাকা পাঠিয়েছি তা দিয়ে উনি একটা দোকান দিয়েছেন। প্রত্যেক চিঠিতেই উনি তোমার কথা জানতে চান।'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মি. কুপার। আমি যে বেঁচে আছি এ খবরটা এখন তাকে জানাতে চাই না।'

'আমারও ধারণা তাই,' শুকনো গলায় বলল আর্থার। 'ভাল কথা, লেল্যান্ডের মার্শাল এখনও তোমার খোঁজ জানতে চেয়ে আমার কাছে চিঠি লেখে। সেই মেয়েটির হত্যারহস্য এখনও উদ্ঘাটন হয়নি কিনা। মনে হয়, তুমি এই দিকে এসেছ এমন একটা পাকা খবর তার কানে গেছে।'

ফ্রেডের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'তুমি যে এদিকে আসোনি, লেল্যান্ডের মার্শালকে তা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাকে।'

ফ্রেডের চোখের পানি কৃতজ্ঞতায় টলটল করছে। আর্থার কেবলমাত্র কুকুরের চোখেই এমন কৃতজ্ঞতা দেখেছে। বিতৃষ্ণায় অন্য দিকে মুখ ঘুরাল ও। এমন ভীরু দুর্বলচিত্ত লোককে সে মনেপ্রাণে ঘেন্না করে। একজন নারীঘাতকের মধ্যেও যদি সাহস আর গর্ব থাকে তা হলে তাকেও ওর এতটা খারাপ লাগত না। বেন ওয়ারেন ওকে এক পাহাড়ের আড়ালে অসুস্থ ও অভুক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করার পর অনেকদিন গত হয়ে গেছে। এতদিনেও

ওর মধ্যে এতটুকু সাহসের পরিচয় মেলেনি। মাথা তুলে দাঁড়াবার মানসিকতা ওর মধ্যে আজও লক্ষ করা যায়নি। সোবার্সের বাথান বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি করতে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তাব করা হয় ও তখন সানন্দে রাজি হয়েছিল। পাইন অ্যাপল্ বাথানে পৌছে মৃতপ্রায় অবস্থার ভান করে ও বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। সোবার্সের লোকেরা ওকে নিয়ে যায়। সেবাযত্ন করে। পরে ওখানেই সে কাজ পায়। অনেকবার ও আর্থার কুপারকে মূল্যবান তথ্য পাঠিয়েছে। তা সত্ত্বেও আর্থার ওকে সহ্য করতে পারে না। ওর আনুগত্যের নিশ্চয়তা লাভের জন্য যে ব্ল্যাকমেলটুকু করে সেটুকু পর্যন্ত অসহ্য লাগে আর্থারের কাছে।

এখনও ফ্রেডের উপস্থিতি আর্থারের কাছে বিষের মত মনে হচ্ছে। ওর গলার স্বরেই তার আভাস পাওয়া গেল। প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ও, 'এখন যাও। যা বলছি করগে।'

মাথা নত করে বেরিয়ে গেল ফ্রেড।

একটু পরে আর্থার বেরোল। কামারশালায় গিয়ে বলল, 'কয়েকজন কর্মী ওদের ঘোড়ায় নাল লাগাতে আসবে। খুব ভাল করে কাজ করবে।'

'কখন আসবে ওরা?'

'এখুনি।'

কামার সাইমন্ডের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাল করে নাল লাগাতে হবে– তার মানে ঘোড়াগুলোকে পাথর কিংবা পাথুরে মাটির উপর চালানো হবে। অর্থাৎ সামার এন্ডের দিকে এগুবে ঘোড়াগুলো।

'বেশ।' জবাব দিল সাইমন্ড। 'কে কোথায় কী করবে তা জেনে কী লাভ ওর?'

পাঁচ

কর্মীরা সকালের নাস্তা শেষ করার আগেই ম্যাক সোবার্সের ঘোড়ায় জিন চড়ানো হয়ে গিয়েছে। সেটলার ও হ্যারিকে ডাকল সোবার্স। হ্যারিকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। ছোটখাটো, তুচ্ছ সব কাজ। যাতে ও বাথান বাড়ির কাছাকাছি থাকতে পারে, সহজেই যাতে ওর দিকে নজর রাখা যায় সেদিকে লক্ষ রেখেই কাজ বাছাই করা হয়েছে। আস্তাবল পরিষ্কার করা, ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানো, সেগুলোর পরিচর্যা করা, কামারশালায় কামারকে সাহায্য করা, ওয়াগন মেরামত এই সব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওর উপর।

ম্যাক সোবার্স বলল, 'এগুলো করার ফাঁকে ফাঁকে মিরান্ডার ঘোড়ার

উপর লক্ষ রাখতে হবে তোমাকে। আস্তাবলের একটা দুর্বল হাড্ডিসার ঘোড়া দেখিয়ে বলল, 'ও বেরোলেই তুমি ওই সোরেলটা নিয়ে ওকে অনুসরণ করবে। সাবধান, ও যেন টের না পায়।'

এই সব নির্দেশ দিয়ে সোবার্স শহরের দিকে রওনা দিল। সেটলারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে কাজ শুরু করল হ্যারি।

মাঝ বিকেলের দিকে হ্যারি যখন ওয়াগনগুলো সাফ করছে, এই সময় সে দেখতে পেল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে মিরান্ডা। ব্রাউন রং-এর কাপড় পরা। হাতে একটা স্টেটসন। পায়ে বুট। ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিল ও।

সোরেলটার দিকে এগোল হ্যারি। লাগাম পরাল। জিন চাপাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর কাজকর্ম দেখতে লাগল সেটলার।

ঘোড়াটা একেবারেই দুর্বল। শরীরের দিক থেকেও, মনের দিক থেকেও। অন্তত হ্যারির তাই মনে হলো। ওর মত অচেনা একজন লোককে পিঠে জায়গা দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না। এ সব নিয়ে ওর কোনও ভাবনা নেই যেন।

কিন্তু ঘোড়াটা সত্যি ভাল জাতের। এক কালে যে ওটা সত্যি ভাল ঘোড়া ছিল, শরীরে তাকদ ছিল পায়ে গতি ছিল তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না হ্যারির। কারণ, এই প্রাণীটাকে ও চেনে। অনেক বাথানেই তো কাজ করেছে, সেসব জায়গায় নানা জাতের ঘোড়া দেখেছে। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ওর কম নয়। যে লোক ঘোড়াটার এই দশা করেছে তার উপর মনে মনে চটে গেল ও।

বাথান বাড়ির অদূরে একটা টিলা অতিক্রম করার পর নতুন করে চিন্তা করতে লাগল হ্যারি। এই প্রথম সে সেটলারের দৃষ্টির আড়ালে আসতে পেরেছে। কিন্তু ঘোড়াটা বড়ই দুর্বল– প্রায় অথর্ব। সাথে কোনও খাবার-দাবার, পানীয় কিংবা বন্দুক নেই। এই এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে যেসব অসুবিধা দেখা দেবে বলে ম্যাক বলেছে সে-সবই মনে পড়ল ওর তা সত্ত্বেও হ্যারি সিদ্ধান্ত নিল,– একবার ও চেষ্টা করে দেখবে।

উত্তর দিকটাই সবচেয়ে সুবিধার বলে মনে হলো ওর। ওদিকের পাহাড়গুলো একটু নিচু

হায় হ্যারি ভাবল, ঘোড়াটা যদি আর একটু জোরে চলতে পারত। উঁচু-নিচু পাথুরে জমি। তার ভেতর দিয়ে এমন ভাঙা-চোরা ঘোড়া চালিয়ে যাওয়া এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তবে একটা সুবিধা, এই যে এ পথ ধরে এগিয়ে গেলে ওর পথ চলার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না।

মিনিট বিশেক এগোবার পর পেছন ফিরে তাকাল হ্যারি। চমকে গেল সাথে সাথে। একজন অশ্বারোহী অনুসরণ করছে ওকে। মাঝে মাঝে থামছে অর্থাৎ ওর পথচলার চিহ্ন খোঁজ করছে।

পালিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিল হ্যারি মনে মনে ঘোড়াটার চোদ্দপুরুষ তুলে গাল দিল। যে লোক এই প্রাণীটার এমন মরণদশা করে রেখেছে ওর গালাগালের আওতা থেকে তার পিতৃ-পুরুষও রেহাই পেল না।

ঘোড়া থামাল হ্যারি। অশ্বারোহী এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। লোকটা স্বয়ং সেটলার। হ্যারির কাছে এসে বন্দুক বের করল সেটলার। বলল, 'তুমি যে পালাবার পথ খুঁজবে তা জানতাম।'

হ্যারি দাঁত বার করে হাসল বোকার মত। তারপর বলল, 'তা গুলি করবে বোধহয় আমাকে? বেশ, কর। কিন্তু পালাবার চেষ্টার অভিযোগে কাউকে গুলি করা যায় না।'

'যায় না?' বিদ্রূপ করল সেটলার। 'খুব যায় আর আমি তা-ই করতে যাচ্ছি। ঈশ্বরের নাম নাও বাছা।'

হ্যারির দিকে বন্দুকের নিশানা ঠিক রেখেই আরও কাছে এগিয়ে এল সেটলার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল ওর মুখটা।

হ্যারি প্রশ্ন করল, 'অমন করে চোখ পাকিয়ে কী দেখছ? গুলি কর। এই অবস্থাতেই গুলি করবে না ঘোড়া থেকে নামব?'

রাইফেলটা হোলস্টারে রেখে দিল সেটলার। বলল, 'ওই ত্রিভঙ্গমুরারী ঘোড়াটাকে নিয়ে সবচে কাছের পাহাড়টায় পৌঁছুতেও নয় ঘণ্টা দরকার। আমি নিজেই তা পরখ করে দেখেছি। আমি যদি তিনঘণ্টা পরেও তোমাকে অনুসরণ করতাম তা হলেও অল্পসময়ের মধ্যেই তোমার খোঁজ পেতাম। সুতরাং, বুঝতেই পারছ এখান থেকে পালানোর কোনও উপায় নেই তোমার। তাই এযাত্রা নিষ্কৃতি দিলাম তোমাকে। কিন্তু মনে রেখো এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ বার। এখন যাও, তোমাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছে তাই কর।'

হ্যারি ঘোড়া ঘুরিয়ে উল্টোদিকে রওনা দিল। সেটলার রইল ওর পেছনে। মিরান্ডার ঘোড়ার পায়ের দাগ খুঁজে বের করে তা অনুসরণ করতে লাগল হ্যারি। পিছন ফিরে একবার তাকাল সেটলারের দিকে। না, সেটলার আর লক্ষ রাখছে না ওর দিকে। এদিকে মোটে তাকাচ্ছেই না, নিজের উপরই চটে গেল হ্যারি। মনে হলো, ও একটা শিশুমাত্র। ওকে কী করতে হবে না হবে, সব ওকে বলে দেয়া হয়েছে। একটু এদিক ওদিক করলেই শাস্তি দেয়া হবে।

হতাশায় আর ক্ষোভে মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিজের কাজে মন দিল হ্যারি। তা সত্ত্বেও ওর খেয়াল হলো, মিরান্ডা যে পথে গেছে সেই পথ ধরে এগুলে কারও চোখে ওর পড়ার সম্ভাবনা কম। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসছে। চার দিক লক্ষ রেখে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে হ্যারির ঘোড়া।

মিরান্ডার কথা ভাবতে লাগল ও। ম্যাক সোবার্স ওকে কিছু বলেনি বটে, তবু ওর ধারণা, মেয়েটা কোনও পুরুষের সাথে গোপনে দেখা করতে যায়

বলেই ওর বাবা সন্দেহ করছে। কিন্তু কার সঙ্গে ও দেখা করতে যায় তা ও বাবাকে কোনও মতেই জানাতে রাজি নয়। আর সেই কারণেই, ম্যাকও খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক চড়াইতেই হ্যারিকে ঘোড়া থেকে নামতে হচ্ছে। নয়তো মেয়েটা ওকে দেখে ফেলতে পারে। নিজেকে গোপনে রেখে মেয়েটার যাত্রা পথের চিহ্ন খোঁজ করতে হচ্ছে। এদিকটা আরও বেশি উঁচু-নিচু। খাল, বিল, জলাভূমি, ঢিবি, কাঁটাবন, ঝোপঝাড়, বালিয়াড়ী, কাদামাটি। এপথে অমন নড়বড়ে ঘোড়া চালিয়ে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

অনেক খুঁজে ও মিরান্ডার পথ চলার চিহ্ন পেল অবশেষে। একটা খালের কাছে পাওয়া গেল চিহ্নটা। সামনে বড় একটা উইলোর জঙ্গল। সেটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে মিরান্ডা। সাবধান হয়ে গেল হ্যারি। হয়তো জঙ্গলটার ওপাশেই কোথাও অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

জঙ্গলটা পেরোল হ্যারি। সামনে বিস্তীর্ণ বালুরাশি। তার উপর মিরান্ডার ঘোড়ার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। বালুরাশির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণতোয়া একটা নদী। প্রায় আধ মাইল এগোল ও চিহ্ন ধরে। বালুর সীমানা পার হতেই হারিয়ে ফেলল মিরান্ডার ট্রেইল। নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল ও। আবার ওর চোখে পড়ল মিরান্ডার ট্রেইল। একটা ঢিবির উপর দিকে উঠে গেছে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন।

ঘোড়া থেকে নামল হ্যারি। লাগাম ধরে এগিয়ে চলল। ঢিবির মাথার কাছাকাছি পৌঁছুতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল ও। ছোট নদীটার মাঝখানে আর এপারে ওপারে, এখানে সেখানে ছোট বড় অনেক পাথর। তারই একটার উপর আছে মিরান্ডা। অদূরে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা রয়েছে ঘোড়াটা। কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে মিরান্ডা।

তা মিরান্ডা অপেক্ষা করুক– যার জন্যে ইচ্ছে, ভাবল হ্যারি। কিন্তু ঘোড়াটা চাই ওর। ঘোড়াটা নিতে গেলে মেয়েটার সঙ্গে লড়তে হবে বলে সাবধান করেছিল সোবার্স, মনে পড়ল ওর। তা হোক, তবু একবার চেষ্টা করবে ও।

ও নদীর ঢালু পাড় ধরে এগিয়ে মেয়েটার একবারে সামনে গিয়ে যদি বলে, মিস সোবার্স, আপনার বাবা আমাকে আপনার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছে, কিন্তু তা আমি চাই না, আপুনি যদি ঘোড়াটা আমাকে দেন তা হলে আমি এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। আপনাকে কখনোই বিব্রত করব না– তা হলে কেমন হয়? মেয়েটা কি ওর কথা শুনবে? কে জানে। না হোক, একবার চেষ্টা তো করতে হবে।

ঢিবিটার পেছন দিক দিয়ে নামল হ্যারি। পাশ দিয়ে একটু ঘুরে একটা ঝোপের দিকে এগোল। কী করে মেয়েটার মন ভেজাবে তা-ই ভাবতে লাগল। ঝোপটার একেবারে প্রান্তে এগিয়ে এসেছে ও। মেয়েটাকে স্পষ্ট

দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে দিল হ্যারি। ঝোপের বাইরে মুখ বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ কানে এল ওর। নদীর ধার থেকেই আসছে শব্দটা– তবে উৎসটা এখনও বেশ দূরে। সম্ভবত, মিরান্ডা যার জন্যে অপেক্ষা করছে সেই লোকটাই এসেছে। শিস দিয়ে উপস্থিতি ঘোষণা করছে। হতাশ হয়ে আবার ঝোপের আড়ালে মুখ ঢোকাল হ্যারি। ও জানে, কাঙ্ক্ষিত জনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে আর ঘোড়াটা ওকে দিতে রাজি হবে না মেয়েটা। কিন্তু অন্য একটা বুদ্ধি খেলে গেল হ্যারির মাথায়। চুরি! হ্যাঁ, মিরান্ডা কিংবা ওই লোকটার ঘোড়া চুরি করার সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মনে।

মিরান্ডার ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা রয়েছে সেখানে যেতে হবে ওকে। জায়গাটা ফাঁকা, কিন্তু মিরান্ডার কাছেই আর প্রায় ওর চোখের সামনে। ওখান থেকে ঘোড়া সরানো, সহজ ব্যাপার নয়। তবু হার মানবে না হ্যারি। ঝোপের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ও প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ। ফাঁকা-জায়গায় পড়তেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। নদীর উঁচু পাড়ে একটা পাথরের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। উত্তর দিকে নদীর তীরে কয়েক হাত দূরেই মিরান্ডা। শিসের শব্দটা আরও কয়েকবার শুনেছে হ্যারি। খুব একটা চিন্তিত হয়নি তাতে ও। কারণ লোকটা আসছে নদীর তীর দিয়ে– আর দক্ষিণ দিক থেকে।

বালুর উপর ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট শব্দ কানে ভেসে এল হ্যারির। মুখ তুলল না ও। কে জানে লোকটা এদিকেই তাকিয়ে আছে কিনা।

একটু পরেই লোকটার কণ্ঠ শোনা গেল, 'হ্যালো, মিরান্ডা।'

কে জানে কেন লোকটার কণ্ঠস্বর ভাল লাগল না হ্যারির। কেমন যেন বদঘুটে বলে মনে হলো।

মিরান্ডা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যালো, জেরি।

'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?'

'খুব বেশিক্ষণ না।'

জিনের চামড়ার খসখস শব্দ ভেসে এল হ্যারির কানে। জেরি নামের লোকটা ঘোড়া থেকে নামল বোধহয়।

কান পেতে রইল হ্যারি। ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'বাবা সম্ভবত আমাকে অনুসরণ করতে লোক লাগিয়েছেন। সেজন্যেই দেরি হয়ে গেল আসতে। অনেক ঘুরে এসেছি।'

'তাই নাকি?' জেরির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।' মিরান্ডার জবাব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর মিরান্ডা বলল, 'আমাদের বোধহয় এভাবে আর গোপনে দেখা সাক্ষাৎ ঠিক হচ্ছে না। ঠিক হচ্ছে, জেরি? তুমি অবশ্য আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছ।'

লোকটার হাসি শোনা গেল। 'তাই বুঝি? কিন্তু দেখা যদি না হয়, তা হলে কি তোমার ভাল লাগবে, আমার তো লাগবে না। তুমি তো জানোই তোমার জন্য আমি কেমন অনুভব করি।'

আবার অনেকক্ষণ কোনও শব্দ শোনা গেল না, আবারও মিরান্ডাই নীরবতা ভাঙল। 'তা আমি জানি, জেরি।'

'কিন্তু তুমি তো তার কোনও প্রতিদান দিতে রাজি নও।'

'কী করে দিই তুমিই বলো?' তিক্ত আর কঠোর শোনাল মিরান্ডার গলা। 'তোমাকে জানবার, তোমার পরিবেশ জানবার, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের চিনবার কোনও সুযোগ পেয়েছি এখন পর্যন্ত? তোমার সঙ্গে আমার দেখাই তো হয় গোপনে। কথা হয় ফিসফাস করে– পাছে কেউ শুনে ফেলে। এসব আমার কাছে অসহ্য লাগে। আমি আর এসব সইতে পারছি নে, জেরি।'

'কিন্তু এ প্রশ্নের সহজ সমাধান তো তোমাকে অনেক আগেই জানিয়েছি আমি। আমার সঙ্গে সোজা ডানকানে চলে এসো। কাল সকালের মধ্যেই বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলি।'

মিরান্ডার শুকনো হাসি কানে এল হ্যারির, 'তুমি কি মনে কর, তোমার বাবা তা মেনে নেবে? আমার বাবা যে মানবে না তা তো আমি জানিই।'

'কিন্তু তাদের মানা না মানাটাকে আমি গ্রাহ্য করি না।'

'তুমি করো না। কিন্তু আমি করি। আমি ওদের দু'জনকেই জানি। ওরা আমাদের দু'জনের বিয়ের চাইতে আমাদের দু'জনের লাশটাই বেশি পছন্দ করবে।'

'কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক? কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে আমাদের এই দেখাশোনার পরিণতি কী?'

'জানি না। শুধু এটুকুই জানি যে বিয়েটা কোনও সমাধান না। অন্তত এখন নয়। তার আগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই অর্থহীন বিদ্বেষ, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে। নইলে বিয়ের ফলে বিরোধ শুধু তীব্রতরই হবে।'

'পৃথিবী অনেক বড়, মিরান্ডা। আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

'কিন্তু, বিরোধটা থেকেই যাবে। আর হয় একদিন তোমার বাবা আমার বাবাকে হত্যা করবে, কিংবা আমার বাবা তোমার বাবাকে খুন করবে? আমাদের দু'জনের মনের অবস্থা তখন কেমন হবে? আমরা কি তা সইতে পারব? তুমি কিংবা আমি?'

জেরির জবাব শোনা গেল না।

আবারও মিরান্ডাই মুখ খুলল, 'অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। হয়তো তুমি আমার এলেন্সে ব্যাংকে ডাকাতির খবর শুনে থাকবে। বাবা এজন্য তোমার বাবাকে দায়ী করছেন। এই ঘটনাটা তার মনের চাপা বিদ্বেষকে ভয়ংকর ভাবে উসকে দিয়েছে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন

পাশা।'

নিচু গলায় জেরি কী বলল শুনতে পেল না হ্যারি। লোকটাকে দেখবার বাসনা ওর তীব্র হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল।

পাথরের উপর মিরান্ডার পাশেই বসে আছে লোকটা। সমবয়সী হবে দু'জন। বালির উপর রাখা ওর হ্যাট। রাইফেলটা পাশেই আর একটা পাথরের উপর। লোকটা সুদর্শন। চমৎকার স্বাস্থ্য। লম্বাচওড়া জোয়ান। আরও একটু ভাল করে দেখতে চাইল লোকটাকে হ্যারি। সামনের পাথরটার উপর হাতের ভর রাখল।

'আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে, জেরি।' বলল মিরান্ডা, 'তোমার বয়স ছিল আট আর আমার...'

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। যে পাথরটার উপর ঠেস দিয়েছিল হ্যারি, হাতের চাপে সেটা খসে গেল। ঢালু পাড় বেয়ে নীচে নদীর দিকে গড়িয়ে পড়ল। হ্যারিও গড়িয়ে পড়ল সাথে সাথে।

যখন মাথা তুলল হ্যারি তখন দেখতে পেল, জেরির রাইফেলের নলটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রোদের আলোয় চকচক করছে সেটা। বিস্ময় আর হিংস্রতা জেরির চোখে। আর মিরান্ডার দু'চোখে আগুন! ঘেন্নায় বেঁকে গেছে ঠোঁট।

'দুঃখিত।' হ্যারির মুখ থেকে আপনাআপনি উচ্চারিত হলো শব্দটা। কেন যে দুঃখ প্রকাশ করল তা ও নিজেও বুঝল না।

'কে তুমি?' ফেটে পড়ল জেরি।

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে মিরান্ডাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো?' উঠে দাঁড়াল ও।

জিজ্ঞেস করার আগেই জবাব দিল মিরান্ডা, 'ও হচ্ছে সামার এন্ড কাউন্টির একজন বন্দী। ব্যাংক ডাকাতির দায়ে বাবা ওকে পাইন অ্যাপ্‌ল বাথানে আটকে রেখেছেন।'

একটু নরম হলো জেরির চাহনি, 'পালাবার চেষ্টা করছিলে? ঘোড়া চাও তুমি?'

'ধন্যবাদ। না। ঘোড়া আমার একটা আছে। আমি কর্তার হুকুমে এসেছি।'

'তার মানে?'

'এই যে, তোমরা কী করছ?'

'আড়ি পাততে?' মিরান্ডা প্রশ্ন করল।

'তোমার বাবার ভাষায় এটা গোয়েন্দাগিরি।'

মিরান্ডার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল জেরি। কিন্তু ওর বন্দুক উদ্যত রইল হ্যারির দিকেই।

'কথাটা সত্যি?'

'সম্ভবত।' ঠাণ্ডা গলায় জানাল মিরান্ডা। 'তোমাকে এখনও বলা হয়নি। গতরাতে বাবা বারবার আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন।' হ্যারির উদ্দেশে বলল, 'বাবা তোমাকে হুকুম দিয়েছেন।'

'তা না হলে এলাম কী করে? সেটলারের চোখ এড়িয়ে আসা অত সোজা?'

'তুমি আমাদের সবকথা শুনেছ?'

'না শুনে উপায় কী? তবে সত্যি কথাটা হলো, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। আমি তোমার ঘোড়াটা কোথায় আছে তাই দেখতে মাথা তুলেছিলাম। ইচ্ছা ছিল ঘোড়াটা চুরি করে পালিয়ে যাব।' একটু থেমে আবার বলল, 'দেখ, ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তার জন্য ভাল একটা ঘোড়া দরকার। সোবার্স এমন একটা ঘোড়া আমাকে দিয়েছে যা নিয়ে পালানো সম্ভব নয়।'

মিরান্ডা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'আর তাই তুমি আমার ঘোড়াটা চাও?'

'দিলে বাধিত হব। তার বদলে তুমি আমারটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

মিরান্ডা রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছ?'

'না।' মাথা নাড়ল হ্যারি, 'তুমি তা করবে না বলেই মনে হয়। তাই একবার যাচাই করে দেখলাম।'

'কী মনে হচ্ছে এখন?'

'এই লোকটাকে তুমি যা বলছিলে তাতে মনে হয় না যে, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার কিংবা ওকে কোনওরকম আঘাত দিতে পার।'

'এই লোকটা কে তা জানো তুমি? এ হচ্ছে জেরি কুপার– যার বাবাকে খুন করবেন বলে শপথ করেছেন বাবা।'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'আমাদের এই গোপন সাক্ষাতের খবর পেলে বাবা কী করবেন তা জানো?'

'আন্দাজ করতে পারি।'

'তুমি বলে দেবে?'

'এক বর্ণও না। যদি তোমার ঘোড়াটা দাও তা হলে আমি কোনওদিনই তার কাছে যাব না।'

'যদি না দেই ঘোড়া, তা হলে কি ওকে বলবে?'

'না। এ ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

'তুমি একটা মিথ্যুক,' বলল জেরি, 'এই খবরটা সোবার্সকে দিলে, উনি তোমাকে মুক্ত করে দেবেন। তোমার বন্দীদশা ঘুচবে। সে কথা ভালই জানো তুমি।'

'না, জেরি। বাবা তা করবেন না। ব্যাংক ডাকাতকে উনি ছেড়ে দেবেন না।'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় সোবার্সের কাছে। কিন্তু ওর কাছে যদি খবরটা পৌঁছে দেয়া হয় তা হলে তোমার কী দশা হবে আমি সেটাই ভাবছি।'

মিরান্ডার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। একটু চটে গিয়ে ও হ্যারিকে বলল, 'তোমাকে কী করে শায়েস্তা করতে হবে তা আমি জানি, মিস্টার।'

'বোধহয় আমিও তা জানি।' বিদ্রূপ করল হ্যারি।

মিরান্ডা যে তা জানে সেকথা অজানা নয় হ্যারির। ও বুঝতে পেরেছে ওকে নিউ ব্যাটারী কাউন্টিতে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করবে মিরান্ডা। প্রস্তাবটা লুফে নেবে জেরি। আর একবার সেখানে পৌঁছুলে, হ্যারি জানে, ওকে যে ওই কাউন্টি কর্তৃপক্ষ খোঁজাখুঁজি করছে তা-ও চাউর হয়ে যাবে। তাই যেভাবেই হোক ব্যাপারটা ঠেকাতে হবে।

দুরন্ত আশায় হ্যারি বেপরোয়া হয়ে বলল, 'আমি তো বলছি, আমাকে যদি একটা ঘোড়া দাও আমি পৃথিবীর এই এলাকা থেকেই বিদায় নেব। কারও কোনও ক্ষতি করব না। করার ইচ্ছেও নেই। প্লিজ।'

'না,' জোর দিয়ে বলল জেরি। 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

মিরান্ডার দিকে প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি। কী যেন ভাবল মেয়েটা। বলল, 'না জেরি, তা হয় না। ওটা করতে যেও না তুমি!'

'কেন নয়? ও যদি পাইন অ্যাপ্‌লে ফিরতে পারে তা হলে সবই জেনে যাবে তোমার বাবা।'

মিরান্ডা এমন দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকাল, যার অর্থ হলো, আমি কী করতে পারি? তারপর জেরিকে প্রশ্ন করল, 'তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে কী করবে? বছরখানেক আটকে রাখবে?'

'তা ছাড়া আর কী?'

'কিন্তু সেটা নিষ্ঠুরতা হবে।'

'তা হলে তুমি কি চাও যে, ও গিয়ে তোমার বাবার কাছে সব ফাঁস করে দিক।'

মিরান্ডা কী করবে বুঝতে না পেরে মিনতি ভরা দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি শান্ত গলায় বলল, 'ওকে সব বলে দাও।

'কী ব্যাপার?' বিভ্রান্ত হয়ে বলল জেরি।

'বেশ, শোনো, জেরি,' বলল মিরান্ডা। 'তুমি হয়তো শুনে থাকবে,

আমাদের কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ আর্নল্ড মাস্টার্স একজন বন্দী নিয়ে সামার-অ্যাশ কাউন্টিতে পৌঁছেছিল। ব্যাংকে যখন ডাকাতি হচ্ছিল ঠিক তক্ষুণি ওরা সেখানে পৌঁছে। ও হচ্ছে সেই বন্দী তোমাদের কাউন্টিতে সংঘটিত এক ট্রেন ডাকাতির দায়ে ওকে খোঁজা হচ্ছিল। তাই ওখানে পৌঁছলেই ওকে গ্রেফতার করা হবে।'

'আরে, ভাল হলো,' উল্লসিত হলো জেরি। 'তা হলে আর পয়সা খরচ করে ওকে আটকে রাখতে হবে না। সোজা জেলে পুরে দেব।'

'কিন্তু তা তুমি করতে পারো না, জেরি।'

বিস্মিত হলো জেরি। অবাক দৃষ্টি মেলে মিরান্ডাকে প্রশ্ন করল, তার মানে দু'দুটো ডাকাতির হোতা যে লোকটা তাকে তুমি বাঁচাতে চাইছ কেন?'

'খুব সামান্য কারণে। ওই লোকটা যে ডাকাতিতে জড়িত ছিল তা আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।' লাল হয়ে গেল মিরান্ডার মুখ। 'তাই ওকে যদি জেলে ঢোকাও তা, হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'ও যদি অপরাধী হয়?'

'আমি নির্দোষ,' জোর দিয়ে বলল হ্যারি। 'আমার দুর্ভাগ্য, যে ট্রেনটাতে ডাকাতি হয়েছে তাতে ছিলাম আমি। কর্তৃপক্ষ যখন আসল ডাকাতদের ধরতে পারল না তখন ওরা দাবি করল যে, ট্রেনের কোনও যাত্রী এই কাজ করেছে, ট্রেনে একজন জুয়াড়ী ছিল, একবার ওকে আমি জোচ্চুরীর জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তার প্রতিশোধ নেবার জন্য লোকটা আমার নাম করেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'তা হলেই বোঝো,' বলল মিরান্ডা।

'কী আশ্চর্য,' বিস্ময় প্রকাশ করল জেরি, 'কাউন্টি অফিসারদের চাইতে সামান্য একজন বাথান কর্মীর মুখের কথাই তোমার কাছে বড় হলো! ওর কথাই তুমি সত্যি বলে মেনে নিচ্ছ?'

মিরান্ডা জোর দিয়ে বলল, 'কে কী বলে তা জানি না। শুধু এটুকুই জানি, ও কোনও ডাকাতিতে জড়িত ছিল না। ব্যাংক কিংবা ট্রেন কোনওটাতেই না।'

'তোমার বাবা তা মনে করেন না।'

'তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তা ছাড়া বাবা ওকে তালাচাবি দিয়ে রাখেননি।'

শুকনো হাসি দিয়ে জেরি বলল, 'তার কারণ, উনি ওকে এনেছেন এই নোংরা গোয়েন্দাগিরি করানোর জন্য।'

ভ্রূ কোঁচকাল মিরান্ডা। উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি জানো কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু, যদি সত্যি হয়ও তবু অবস্থা পাল্টায় না। যে কোনও অপরাধ করেনি তাকে জেলে ঢোকানোর ব্যাপারে আমার কোনও সমর্থন নেই। তা আমি হতে দিচ্ছিনে। আর একথা মনে রেখো, ও স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি,

পেয়েছে বাবার হুকুমে।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল জেরির। তা সত্ত্বেও সে শান্ত গলায় বলল, 'তা হলে বলো, ওকে এমন কোথায় রাখা যেতে পারে, যাতে ও তোমার বাবাকে কিছু বলবার সুযোগ পাবে না?'

'ও তো নিজেই বলেছে, বাবাকে ও কিছু বলবে না।'

হাসল জেরি, 'বোকামি কোরো না, মেয়ে। আমরা ওর কে যে আমাদের জন্যে ও সত্যরক্ষা করতে যাবে। বরং খবরটা দিয়ে ও মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে।' হ্যারির দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে ধরে জেরি যোগ করল, 'বিপদে পড়লে এ ধরনের লোক কতরকমের প্রতিজ্ঞা করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি ভাবছি, কোথায় ওকে রাখলে তোমার বা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না?'

'তুমি তো অনায়াসেই আমাকে গুলি করতে পারো,' বলল হ্যারি। বলেই ওর মনে হলো কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু ওর ভাগ্য নিয়ে দু'জন মিলে যা করছে তাতে বিরক্ত না হলে উপায়ও নেই। মেজাজটা খিঁচড়ে যাচ্ছে একবারে। মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, কথাটায় রীতিমত মর্মাহত হয়েছে মেয়েটা। ওর আন্তরিক সমর্থন লাভ সত্ত্বেও একথা বলায় ও বিরক্তও হয়েছে।

কিন্তু জেরি পাত্তা দিল না ওর কথায়। বলল, 'তা হলে?'

'আমি বুঝতে পারছিনে, তুমি যা ভাল বোঝো করো। তুমি কি ওকে এমন জায়গায় রাখতে পার না যেখানে তোমাদের কাউন্টি কর্তারা ওর খোঁজ পাবে না?'

'আমার বাবাই তো কাউন্টির কর্তা। আইনের রক্ষক। তবে তিনি আমার কোনও কাজে বাধা দেন না। হ্যাঁ, আমি ওকে আমাদের বাথান বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। আর শেরিফকে ওর কথা না জানালেও চলবে।'

'তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, জেরি?'

'হ্যাঁ।'

মিরান্ডা হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত। আমরা তোমার সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ছাড়া আর কিছু করতে পারছিনে। তোমার সম্পর্কে আমরা যদি অন্যরকম জানতাম কিংবা আরও বেশি জানতাম তা হলে তোমার মুখের কথাতেই হয়তো আমাদের বিশ্বাস জন্মাত।'

'তা বটে,' শুকনো গলায় বলল হ্যারি। 'একজন জোচ্চোরের কথায় সবাই আমাকে অপরাধী ঠাউরে বসে রইল। তোমরা ওকে বিশ্বাস করতে পার, অথচ পার না আমাকে? কী অদ্ভুত?'

জেরি প্রশ্ন করল, 'তোমার ঘোড়া কোথায়?'

ঝোপটা দেখিয়ে দিল হ্যারি। ওকে সামনে রেখে পেছনে পেছনে নদীর

ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠল জেরি আর মিরান্ডা। ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গেছে হ্যারি। সিদ্ধান্ত নিল, আর ভদ্রতা নয়, বিনয় নয়, কারও কাছে মিনতি নয়, মাথা আর নোয়াবে না। পালানোর চেষ্টা ওকে করে যেতেই হবে। জেরি কুপার যদি তার মনোযোগ একটুকুও শিথিল করে তা হলে ও ওকে কাবু করে ঘোড়া নিয়ে পালাবে।

নিউ ব্যাটারী কাউন্টির শেরিফের কাছে ওকে সঁপে দেবে না বলে মিরান্ডার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কুপার, তা সে রক্ষা করবে কিনা তা ও জানে না। কিন্তু মিরান্ডা কেন ওর হয়ে এই ওকালতি করল? আর ও যে সত্যি কোনও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল না, এই ধারণাই বা কী করে জন্মাল ওর মনে তা বুঝতে পারল না হ্যারি। একটা কারণ এই হতে পারে যে, সোবার্স হয়তো তার মেয়ের কাছে নিভৃতে ওই ধরনের কিছু একটা বলে থাকবে। কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সোবার্স তো বলতে গেলে ওর অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত। ব্যাপারটা হ্যারির কাছে খুব গোলমেলে মনে হলো।

হ্যারিকে তার ঘোড়ায় উঠতে নির্দেশ দিল জেরি।

হ্যারি উঠতেই ঘোড়াটার পেটের তল দিয়ে ওর দুটো পা বেঁধে ফেলল। মিরান্ডা ওর দিকে রাইফেল তাক করে রইল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে সামনে দাঁড়ানো মিরান্ডার দিকে তাকাল হ্যারি। কিন্তু মেয়েটি ওর চোখের দিকে তাকাল না।

বাঁধা-ছাঁদা হয়ে যাওয়ার পর জেরি মিরান্ডাকে বলল, 'লোকটা ফিরে না গেলে তোমার বাবা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজতে লোক পাঠাবেন?'

মাথা ঝাঁকাল মিরান্ডা।

'একেবারে মুখ বুজে থাকবে তুমি। কিছুই বলবে না। ওরা যা ইচ্ছে ভাবুক। তা ছাড়া তোমার ঘোড়া তো তোমারই থাকল। সুতরাং ওর সাথে তোমার দেখা হবার কথা অস্বীকার করলে কেউ সন্দেহ করবে না।'

মাথা নেড়ে ঘোড়ায় উঠল মিরান্ডা। হ্যারি আর তাকাল না ওর দিকে। ওর মনে হলো, এখন ও সত্যিকারের বন্দী।

ছয়

অনেক রাতে বিগট্রে-র বাথান বাড়িতে পৌঁছুল ওরা। ইচ্ছে করেই জেরি সরাসরি না গিয়ে অনেকটা ঘুরপথে এসেছে। উঁচু পাহাড় থেকে বাথান বাড়িটার অনেক আলো দেখে হ্যারি ভেবেছিল ওরা বোধহয় কোনও শহরে এসেছে। কিন্তু বাতিগুলোর কাছাকাছি পৌঁছুতেই আস্তাবল, গুদাম, কামারশালা, বাংকহাউস চোখে পড়ল। আরও বিস্মিত হলো এই দেখে যে,

অনেক বেশি রাত হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেক লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। টুকরো টুকরো কথা, হাসি, গান ভেসে আসছে নানাদিক থেকে।

পথ চলতে চলতে জেরি নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করেছে। লোকটাকে কাল সকালে ডানকানে শেরিফের হাতে তুলে দিলেই তো আপদ চুকে যায়। ওকে নিয়ে আর কোনও ঝকমারী হবে না তা হলে। অবশ্য বিগট্রে বাথানে অনন্তকালের জন্য যে কাউকে বন্দী করে রাখা যায়। অতীতে তা করাও হয়েছে। চারদিকে এখানে এত লোক যে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দিনে কিংবা রাতে কখনোই কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তা করবে না বলেই ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মিরান্ডাকে।

সামার এন্ডে ব্যাংক ডাকাতির কথা মিরান্ডার মুখে শুনে জেরির মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। যদিও ব্যাংক ডাকাতির খবরটা ও আগে জানত না, তবু তাতে ওর বাপের জড়িত থাকার ব্যাপারটা ম্যাক সোবার্সের মত ও নিজেও সন্দেহ করেছে। সন্দেহটা যদি সত্যি হয় তা হলে ডাকাতগুলো এখানেই কোথাও আছে. পুরনো বাংকহাউসে থাকাই স্বাভাবিক। ওখানে গোলমেলে লোক এনে ওখানেই রাখা হয়।

হ্যারিকে নিয়ে সেদিকেই এগুলো জেরি। ওই লোকগুলোকেই ওর দরকার। ওদের হাতেই তুলে দিতে হবে লোকটাকে।

বাতি জ্বলছে পুরনো বাংকহাউসের বারান্দায়। শক্ত সমর্থ একটা লোককে দেখা গেল সেখানে। নিঃশব্দে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'হ্যালো,' বলল জেরি।

'হ্যালো,' লোকটা জবাব দিল।

'এদিকে একটু আসবে?'

লোকটা এগিয়ে এসে জেরির ঘোড়ার পাশে দাঁড়াল।

'আমি লোকটার পা খুলে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ ওর দিকে বন্দুক ধরে থাকো।'

ওর নির্দেশ পালন করল লোকটা। হ্যারি নামল ঘোড়া থেকে।

'বাংকহাউসের ভেতরে ঢুকে পড়,' হুকুম করল জেরি।

'কলোরেডোর তিন ডাকাত একজন টেক্সানের সঙ্গে পোকার খেলছিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা পর্যবেক্ষণ করল হ্যারিকে। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল ওদের একজন, 'বেশ বেশ, তোমার পেছনে তা হলে এখনও ওরা লেগে আছে?'

মৃদু একটু হাসল হ্যারি। এই লোকটাই ব্যাংক ডাকাতির সময় ওর হাতকড়া খুলে দিতে চেয়েছিল। এখানে ওদের উপস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হলো না ওর। সামার এন্ডের ব্যাংক ডাকাতির পেছনে যে নিউ ব্যাটারী কাউন্টি– অন্ততপক্ষে আর্থার কুপার আছে,– সোবার্সের এই ধারণা তা হলে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি–

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল জেরি। 'চেনো একে?'

'দেখেছি একবার।'

'কোথায়?'

'এক শেরিফের সাথে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায়। সামার এন্ড কাউন্টিতে।'

'তোমাদের পয়সা কড়ির হাল কেমন?'

'মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে প্রায় সবটাই গেছে। তাই না, জেফ? জড়িয়ে জড়িয়ে বলল একজন।

'তা হলে এই নাও...,' ওয়ালেট বের করে সোনার মুদ্রাগুলো টেবিলের উপর ফেলে দিল জেরি।

প্রতিসপ্তাহেই এমন পাবে।' দরাজ হলো জেরি।

ওদের কথাবার্তায় ঘুমন্ত দু'জন ডাকাতের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝে ফেলতেই ওরা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহ্, আমরা বাদ যাব নাকি?'

মুখ ঘুরিয়ে জেরি বলল, 'মোটেও না।'

'আমাদের করতে হবে কী?' জানতে চাইল জেফ নামের লোকটা।

'এই লোকটাকে পাহারা দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই যেন পালাতে না পারে। যতক্ষণ ওকে পাহারা দিতে পারবে ততক্ষণ প্রচুর পয়সা পাবে। যদি পালিয়ে যায়—,' বাক্যটা শেষ করতে পারল না জেরি, দরজার কাছে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল জেরি, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বেন ওয়ারেন।

সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানাল বেন। তারপর জেরিকে বলল, 'তোমার বাবা তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'আচ্ছা।'

চলে গেল বেন। আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল জেরি, 'ও যদি পালিয়ে যায়, তা হলে আমি কোনও কৈফিয়ৎই শুনব না। মনে রেখো।'

'বুঝেছি, মিস্টার। ও যেন পালাতে না পারে এই তো? ঠিক আছে। পালাতে দেয়া হবে না ওকে।'

বেরিয়ে গেল জেরি। ঘোড়া দুটো নিয়ে আস্তাবলের দিকে এগোল। কেন যে ওর বাবা এসব লোককে খাতির করে তা বেশ বুঝতে পারছে এখন। এরা কোনও প্রশ্ন করতে জানে না। হুকুম তামিল করতে জানে শুধু। বিনিময়ে ওরা টাকা নেয়।

আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া রাখল জেরি। পরদিন সকালে পাইন অ্যাপল বাথানের ঘোড়াটা ছেড়ে দেবার হুকুম দিল র‍্যাংলারকে। তারপর বাড়ির যে উইং-এ ওর বাবা থাকেন সেদিকে এগোল। বাড়িটায় গোটা ত্রিশেক কামরা আছে। তার মধ্যে মাত্র তিনটে আর্থার ব্যবহার করে।

আর্থার কুপারের অফিস ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেজানো দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল জেরি। বেন ওয়ারেনের সাথে কথা বলছিল আর্থার। জেরিকে দেখে উঠে দাঁড়াল বেন। বাধা দিল আর্থার। জেরি তাতে খুশিই হলো।

বেনের কাছে লুকোবার কিছু নেই ওর। বরং আর্থার যখন ছেলের প্রতি বেশি কঠোর হতে যায় তখন বেনই জেরির সাহায্যে এগিয়ে আসে। বেনকে খুব পছন্দ করে জেরি।

বসে পড়ল ফোরম্যান।

'সঙ্গে কে ছিল?' জানতে চাইল আর্থার। একটু কঠোর শোনাল ওর গলা।

আচমকা আক্রমণে দিশাহারা হয়ে পড়ল জেরি। অবশ্য সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। বাবার সামনে মিথ্যে কথা বলবার সাহস ওর কখনও হয়নি। আজও সত্যি কথাই বলল জেরি, 'আমার এন্ডের ব্যাংক ডাকাতির দায়ে ম্যাক সোবার্সের হাতে আটক একজন আমার কর্মী।'

ভ্রূকুটি করল আর্থার, 'তার মানে ওকে তুমি ম্যাকের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছ?'

'ঠিক তা নয়। লোকটা এমন কিছু কথা শুনে ফেলেছে, যা অন্য কেউ শুনুক তা আমি চাই না।'

'কার সঙ্গে?'

'মিরান্ডা সোবার্স।'

মুচকি হাসল বেন ওয়ারেন। জেরি ছেলেটাকে ও পছন্দ করে কারণ বাপের অনেক গুণ ও পেয়েছে– সত্যি বলবার সৎসাহস তার একটা।

'আমি খবরটা আগেই পেয়েছি,' বলল আর্থার। 'তুমি নিজে কথাটা বলো কিনা দেখতে চাইছিলাম।'

'কেন বলব না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর্থার বলল, 'ম্যাক সোবার্স আর আমার মধ্যে এই যে সংঘাত চলছে এটাকে বোধহয় খুব একটা গুরুত্ব দাও না তুমি, অনর্থক আর অকারণ বলে মনে কর, তাই না জেরি?'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বীকার করল জেরি। 'তা ছাড়া, এটা তোমার লড়াই আমার নয়।'

বেনের দিকে একবার তাকাল আর্থার। তারপর বলল, 'আমার বয়স ষাটের কাছাকাছি। তোমার বেন চাচার বয়স পঞ্চান্ন। আমার যে সব আত্মীয়স্বজন আশপাশে রয়েছে সবগুলো অপদার্থ। তাই আমি মরলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই লড়াই-এর দায়িত্ব তোমার উপরেই চাপবে।'

'কিন্তু অমন উত্তরাধিকার তো আমি চাই না।'

'চাওয়া না চাওয়ার কোনও ব্যাপার এখানে নেই, জেরি। না লড়লে ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি। সোবার্স তোমাকে সর্বস্বান্ত করবে।'

'কিন্তু সোবার্সও তো একদিন মরবে। তখন আর এই বিরোধ থাকবে না।'

'সেই তরুণী মহিলাটিও কি তাই মনে করে?' নরম করে প্রশ্ন করল আর্থার।

'অনেকটা।'

'তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল আর্থার।

'চাই।'

বেন ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল আর্থার। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে ভাবলেশশূন্য চেহারা বেন ওয়ারেনের।

সিগারেট কেস বের করে একটা সিগার ধরাল আর্থার, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ ধূমপান করতে লাগল।

অপেক্ষা করতে লাগল জেরি। মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছে বাপের মতামত জানবার জন্যে।

অনেকক্ষণ পরে আর্থার বলল, 'আমি আর সোবার্স পরস্পরকে কেন ঘেন্না করি, কেন দু'জনের মধ্যে এই বিদ্বেষ তার কারণটা কি তোমার জানা আছে?'

'তুমি কখনোই তা বলোনি আমাকে।'

'তুমি হয়তো মনে কর... হয়তো শুনে থাকবে, দু'জনই জেদী, গোয়ারগোবিন্দ বলে, দু'জনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে, দু'জনেই নেতৃত্ব আর ক্ষমতার দাবীদার বলে এই বিরোধ– এই লড়াই।'

'হ্যাঁ, তা-ই ধারণা আমার।'

আর্থার বলল, 'এগুলোও একেবারে মিছে কথা নয়। অন্য কোনও কারণ না থাকলেও অন্তত এই কারণেই এই বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠত। কিন্তু তা ছাড়াও ব্যাপার আছে। আমার বিশ্বাস, আজ তা তোমাকে বলবার সময় এসেছে।'

বেন ওয়ারেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, আর্থার।'

শুরু করল আর্থার। 'যুদ্ধের পর টেক্সাসের লং ক্রীকে যখন আমি আর সোবার্স বাথান করতে যাই তখন থেকেই শুরু করতে চাই। সেই সময়ই ওর সাথে আমার পরিচয় হয়। গরু-মোষের ব্যবসা তখনও তেমন জমজমাট হয়ে ওঠেনি।'

'প্রত্যেক পুরুষমানুষেরই একজন স্ত্রীর প্রয়োজন। আমারও একজন স্ত্রী ছিলেন। তোমার মা। ওঁর ছবি তুমি দেখেছ। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তিনি। সোবার্সও ওকে চেয়েছিল। কিন্তু আমিই ওকে লাভ করেছিলাম।

'একজন সৎ লোক, ভাল লোক এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। কিন্তু সোবার্স করেছিল। ওই সময় আমি আমার বুদ্ধি আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমশ উন্নতি করছিলাম। কিন্তু বিত্তবান বলে ম্যাক সোবার্স আমার চাইতেও জাঁকিয়ে বসেছিল। ওর আশপাশে ছিল অনেক আত্মীয়-পরিজন। সুতরাং ক্ষমতা ওরই বেশি ছিল।

'আমাদের বিয়ের ঠিক আগের দিন তোমার মায়ের সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমি ওকে বলেছিলাম সোবার্সের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না, বরং

পাওয়া অনিবার্য। সুতরাং অন্য কোথাও সরে যাব কিনা? উনি বলেছিলেন, না এখানেই থাকতে হবে এবং সোবার্সের সঙ্গে লড়তে হবে। তাই আমি এখানেই রয়ে গেলাম।

'আস্তে আস্তে আমার বাথান বড় হলো। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার প্রস্তুতি শেষ চলছে। এমন সময় সেই অঘটনটা ঘটল।'

কণ্ঠটা নিস্তেজ হয়ে এল আর্থারের, 'একজন চোরকে খুনের দায়ে ফাঁসানো হলো আমাকে। মিথ্যা মামলা রুজু করা হলো আমার বিরুদ্ধে।'

'আর এই ষড়যন্ত্রটা ছিল সোবার্সের।' যোগ করল বেন ওয়ারেন।

'তোমার মা তখন আসন্নপ্রসবা, তুমি ওঁর পেটে। কিন্তু ওসব বিবেচনা করার মত লোক ছিল না সোবার্স। ছয় বছরের জেল হয়েছিল আমার।'

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল আর্থার। নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে ও শুরু করল, 'বাথানটা হাতছাড়া হয়ে গেল। নষ্ট হয়ে গেল। তোমার জন্মের তিন সপ্তাহ আগে সোবার্সের এক আত্মীয় তোমার মাকে ঘর থেকে বের করে দিল। ওখানে তখন এমনিতেই খুব কম লোক বসবাস করত। যা-ও ছিল, তারা সবাই সোবার্সের লোক। আমাদের বন্ধু বলতে কেউ ছিল না।

'যাক, ওই ছয় বছর আমার জেলে থাকবার সময় তোমার মায়ের কী অবস্থা হয়েছিল শুধু সেটুকুই শোনো। সীমান্তে একটি মেক্সিকান হোটেলে রান্নার কাজ করতেন উনি। আমি যখন জেলে যাই তখন উনি ছিলেন পরমাসুন্দরী, বেরিয়ে যখন আসি, তখন বুড়িয়ে গেছেন। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে করতে কুৎসিত হয়ে গেছেন। মেক্সিকোর সীমান্তেই ওঁর খোঁজ পেয়েছিল ওয়ারেন।'

বেন বলল, 'উনি কী করতেন জানো? তোমার হাতে একটা লাল মরিচ দিয়ে রান্নাঘরের একটা টেবিলের পায়ার সাথে তোমাকে বেঁধে রাখতেন। বাইরে পাঠাতে সাহস পেতেন না। পাছে মেক্সিকানরা চুরি করে নিয়ে যায়।'

ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য হয়ে গেল জেরির মুখটা।

'আমি যখন ওঁর সন্ধান পাই তখন বেন ওঁর সঙ্গে ছিল। তার পর পরই উনি মারা যান। তোমার মায়ের সেই দুঃখবহ জীবন আর করুণ পরিণতির জন্য কাকে আমি দায়ী করব, জেরি?' প্রশ্ন করল আর্থার কুপার।

জবাব দিতে পারল না জেরি। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বারবার।

'এর পরেই আমি আউট-ল হয়ে গেলাম, আইনের বিরুদ্ধে চলে গেলাম,' আর্থার আবার বলতে লাগল, 'তা অবশ্য খুব বেশি লোক জানে না। নেভাদা থেকে আমার সব আত্মীয় পরিজনকে চিঠি লিখে আনিয়ে ফেললাম। আমার ভাইয়ের পাঁচটা জোয়ান ছেলে ছিল। ওদের সাহায্যে এক বছরের মধ্যে সোবার্সের আধ-ডজন লোককে খুন করলাম। ওর বাথানে তিনবার আগুন লাগালাম। ওর অর্ধেকেরও বেশি গরু-মোষ ছিনিয়ে আনলাম। সোবার্স সব

জেনেও আমার সঙ্গে লড়তে পারল না এখানে চলে এল ও। এখান থেকেও ওকে খেদিয়ে দিলাম সামার এন্ডে। তারপরের ব্যাপারে তো তুমি জানোই।'

'অথবা, অনুমান করতে পার,' ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করল বেন। 'সোবার্স এখনও ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিন্তু ওকে ধ্বংস করতে হবে।'

'আমি তো এসব জানতাম না। তুমি কখনোই আমাকে কিছু বলোনি।' গলাটা আর্দ্র শোনাল জেরির।

'শোনাবার দরকার এতদিন হয়নি তাই বলিনি। এখন বলবার সময় হয়েছে, জেরি। আমি জানি তুমি সোবার্সের মেয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছ। কিন্তু ওকে তুমি বিয়ে করতে চাইবে তা কখনও ভাবিনি। আমার কথা শুধু একটাই– ওর গায়ে যে রক্ত আছে শুধু সেটাই তোমাকে ভেবে দেখতে বলব। সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার উপর কোনও জোর খাটাতে চাইনে।'

'কিন্তু আমি চাই। তুমি যা বলবে তাই হবে, বাবা। আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের সাথে আপোষের প্রশ্ন ওঠে না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল জেরি। 'তবে একটা কথা, তুমি কী সোবার্সকে খুন করতে চাও?'

হাসল আর্থার, 'পাগল! খুন করতে চাইলে তো সেই কবেই পারতাম। আমি ওকে সর্বস্বান্ত করতে চাই। পথের ভিখিরি করতে চাই। সেই সাথে ওই কাউন্টির সব বাথান ধ্বংস করে দিতে চাই। সবগুলোকে পথে বের করে দেব আমি।' উত্তেজিত হয়ে উঠল আর্থার, 'তা না হলে তোমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে না। আমার বেদনাও কমবে না। তখন হয়তো ওকে আমি খুন করব, কিন্তু তাতে ওর প্রতি দয়াই দেখানো হবে।'

'কিন্তু কী ভাবে?' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল জেরি।

'বোসো, জেরি। আমরা তো একাজ আজ রাতে শুরু করিনি। অনেক আগেই শুরু করেছি।'

গম্ভীর মুখে বসল জেরি। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই ওর মনের বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে। অস্থির হাতে সিগারেট বানাতে শুরু করল ও।

'তোমার জানবার কথা নয়। কিন্তু সোবার্সের বাথানে আমার মাইনে করা চর আছে সে খবর দিয়ে গেছে, সামার এন্ডের ব্যাংকে ডাকাতির জন্য সোবার্স আমাকে দায়ী করেছে। ওর ধারণা অবশ্য সত্য।'

'তার মানে পুরোনো বাংকহাউসে যারা রয়েছে ওরা সবাই ডাকু।'

'হ্যাঁ, ওরা সবাই ডাকাত। আমি ওদেরকেই পাঠিয়েছিলাম।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জেরি। তা লক্ষ করে আর্থার বলল, 'আমার সেই চরের মাধ্যমেই সোবার্সকে জানানো হবে। আমরা সত্যিই ওই ডাকাতির পেছনে আছি। নিঃসন্দেহে সোবার্স এই খবরটা ব্যবহার করে ডানকানে হামলার জন্য সবগুলো বাথানের লোককে উস্কে দেবে। তাতে ওরা রাজিও

হবে। কেননা, ব্যাংক ডাকাতির ফলে ওদের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং ওরা আমাদের উপর হামলা করতে আসবে। কবে আসবে ওই লোকটাই আমাদের তা জানিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

'আমরা হয় ডানকান শহরকে পুড়তে দেব অথবা হামলা মোকাবেলার জন্য শহরের ব্যবসায়ীদের আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখব। ওরা যখন ডানকানে ব্যস্ত থাকবে আমরা তখন গোটা সামার এন্ড কাউন্টি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে, লুট করে, গরু-মোষ ছিনিয়ে নিয়ে আসব। সামার এন্ড শহরও রক্ষা পাবে না।'

'তারপর?' আবার প্রশ্ন করল জেরি।

'আপাতত এ পর্যন্তই জেনে রাখ। মনে কোরো না যে আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি। আসলে পরের ব্যাপারটা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি নিজেও নিশ্চিত নই। সময় হলে, বেন কিংবা আমি জানাব তোমাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল জেরি। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তা হলে আজ আমি উঠি, বাবা।'

'আচ্ছা।'

উঠে দাঁড়িয়ে জেরি বলল, 'যে লোকটাকে আমি নিয়ে এসেছি ওর কী হবে?'

'তার কী হবে মানে?'

'লোকটা আমার আর মিরান্ডার কথোপকথন শুনেছে। সোবার্স ওকে পাঠিয়েছিল। ও যাতে ফিরে গিয়ে সোবার্সকে কিছু বলবার সুযোগ না পায়, তাই ওকে নিয়ে এসেছি।'

'লোকটা কে?'

'মাস্টার্স-এর বন্দী। তোমার মনে আছে গতবছর ট্রেন ডাকাতির দায়ে ওর খোঁজ করা হচ্ছিল। আমি মিরান্ডাকে কথা দিয়েছি, স্থানীয় আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হাতে ওকে সঁপে দেব না।'

'তুমি যখন কথা দিয়েছ তখন ইচ্ছে করলে তা রাখতে পার। তবে, লোকটা নিরপরাধ। আমাদের শেরিফ স্টিফেন ওর ব্যর্থতা ঢাকতে অনর্থক ওকে অভিযুক্ত করেছে।'

'ওকে নিয়ে কী করব আমি?'

'ছেড়ে দাও।'

জেরি একটু লাল হয়ে বলল, 'তা হলে ও সোবার্সকে গিয়ে সব কথা বলে দেবে।'

'বললে কী এসে যায়?'

'আমি তো মিরান্ডার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তা আমাকে পালন করতে হবে।'

'তা হলে আটকে রাখতে পার। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলবার নেই।'

বেরিয়ে গেল জেরি। বাইরে তারাগুলোর নীচে পৃথিবী একটু বদলেছে যেন। কী করে বদলেছে তা ও জানে না, তবে কেন বদলেছে তা জানে। তারাগুলো ওর কাছে কম উজ্জ্বল বলে মনে হলো। কেমন একটা অস্বস্তির বোধে আক্রান্ত হলো ও। ভোঁতা আর অবয়বহীন বিশ্রী এক অনুভূতি ওর চেতনাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

সাত

দিনের আলো ফুটবার আগেই পাইন অ্যাপ্‌ল বাথানে পৌঁছুলো ফ্রেডারিক। সোবার্স ওকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা করার যে নির্দেশ দিয়েছিল তা ওর মনে ছিল। তাই ঘোড়া থেকে জিন নামিয়ে জন্তুটাকে আস্তাবলে রেখেই ও সোবার্স-এর অফিসের দিকে ছুটল।

সোবার্স-এর অফিসের দরজার কড়াটা সজোরে নাড়ল ও। মিনিটখানেক পরে বিবস্ত্র বসন সোবার্স এক হাতে বাতি আর অন্য হাতে একটা লেডিস নিয়ে দরজা খুলে দিল।

'তুমি?' ফ্রেডকে দেখে সবিস্ময়ে বলল সোবার্স, 'ভেতরে এসো।'

বাতিটা টেবিলের উপর রেখে ফ্রেডকে একটি চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বোসো।'

'আপনাকে জাগানো বোধহয় ঠিক হলো না–'

'খোঁজখবর কি পেলে?'

'কাল সারাদিন আমি হোটেলের চারদিকে ঘোরাফেরা করেছি। চাকরির খোঁজ করেছি। পরে সেলুনে গিয়ে বেন ওয়ারেনকে দেখতে পেয়ে...'

'ওকে চিনলে কী করে?' আচমকা প্রশ্ন করল সোবার্স। কিন্তু তাতে থতমত খেলো না ফ্রেড। দ্রুত জবাব দিল, 'বারটেন্ডার চিনিয়ে দিয়েছে। লোকটা বিগট্রের চিহ্নঅলা ঘোড়ায় চড়ে আসাতেই ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম।'

'বলে যাও।'

'লোকটা আর্থার কুপারের ফোরম্যান।'

'জানি। খবর কী পেয়েছ তাই বল।' মৃদু ধমক দিল ম্যাক।

ধমক খেয়ে কেঁপে উঠল একটু ফ্রেড। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল 'ওয়ারেন একা একটা টেবিলে বসল। একটু পরে কলোরেডোর একজন ডাকু এল। বেন ওর দিকে তাকালও না। লোকটা পিছনের একটা রুমের দিকে চলে গেল। একটু পরে আরও দু'জন ডাকাত এসে ঢুকল। তারাও পিছনের

...এই কামরায় ঢুকল। বেন ওয়ারেন উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পোকার খেলা দেখল। তারপর পেছনের রুমটাতে ঢুকল।'

'কলোরেডোর লোকগুলো যেটাতে ঢুকেছিল সেটাতে?'

'হ্যাঁ।' ঘামতে লাগল ফ্রেড।

'তারপর?'

'আরও ঘণ্টা দুয়েক বসে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পোকার খেললাম। ওই রুমটাতে তিনবার মদ পাঠানো হলো।'

'এটা তো বেন ওয়ারেনের মত মনে হচ্ছে না!'

'আমি জানি। এই কথাটাই...'

'বারটেন্ডার বলেছে।' অধৈর্য হয়ে নিজেই বাক্যটা শেষ করল সোবার্স। 'তারপর?'

'সন্ধ্যার দিকে বেন লোকটা বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপল। মিনিট দশেক পরে ডাকাতগুলো বেরোল। টলছিল ওরা। অনেক মদ গিলেছিল তো। একজন আরো খেলতে বসে পয়লা বাজিতেই পাঁচশো ডলার হেরে গেল। ওর সঙ্গীরা হি হি করে হাসতে লাগল। এর পরেই আমি বেরিয়ে আসি।'

'তোমার এই রিপোর্টের মধ্যে কোথাও কোনও গলদ নেই?'

'যেমনটি ঘটেছে ঠিক তেমনটি বললাম আপনার কাছে। তবে দেরি করলে হয়তো ডাকাতদের নামগুলো সংগ্রহ করতে পারতাম।'

কোনও দরকার নেই। যা করেছ তাই যথেষ্ট।' খুশি হয়ে বলল সোবার্স 'নাম জেনে আমার কোনও লাভ হবে না।'

ফ্রেড একটু চিন্তার ভান করে বলল, 'নেহাত বরাতের জোরে জানতে পেরেছি খবরগুলো। তা না হলে...'

'খবরগুলো পাওয়া দিয়েই কথা। আমি খুব খুশি তোমার কাজে। এজন্য তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে। এখন যাও। ঘুমিয়ে নাও কিছুক্ষণ। আমার যা যা দরকার সব পেয়ে গেছি।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ফ্রেড। কপালের ঘাম মুছল। দ্রুত পায়ে বাংকহাউসে চলে গেল। সেখানে তখন নাসিকা গর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে। শুয়ে শুয়ে ম্যাক সোবার্সের কথা ভাবতে লাগল ও। মানুষ হিসেবে চমৎকার। মালিক হিসেবেও স্পষ্টবাদী পরিচ্ছন্ন মানুষ। জেদী একরোখা কিন্তু মনের মধ্যে কোনও গরল নেই। আর ওই লোকটা– কুপার। বাপ্‌স! হাড়ে হাড়ে শয়তান। কিন্তু না– তাই বা কেন হবে? ওর দয়াতেই তো এখন পর্যন্ত ওকে জেলের ঘানি ঘোরাতে হচ্ছে না, ওর মা দোকান করবার টাকা পেয়েছে। মি. কুপার দয়ার অবতার।

কিন্তু এসব কথা ভেবে কী হবে? নিজেকে প্রশ্ন করল ফ্রেড। যেভাবেই হোক ওকে বাঁচতে হবে। ফাঁসির দড়ি অথবা জেলের ঘানির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাতে যে সাহায্য করবে তার জন্য সবকিছু করতে ও

একপায়ে খাড়া।

দু'রাত ঘুমোয়নি ফ্রেড। কিন্তু এখনও ওর চোখের পাতায় ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল ও।

ভোর হয়ে আসছে। মোরগ কোকর-কো আওয়াজ তুলেছে। ম্যাব সোবার্সের পায়ের শব্দ ওর কানে ভেসে এল। আস্তাবলের দিকে যাচে সোবার্স।

সকালের নাস্তার জন্যে অপেক্ষা করল না ম্যাক। এখন যখন সে তা সন্দেহের অনুকূলে প্রমাণ পেয়েছে তখন পেট ভরানোর চাইতেও অনে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তার সামনে রয়েছে। নটার দিকে ও সামার অ্যান্ড শহরে পৌঁছুল। শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল।

অফিসে ছিল না টিম লিয়ারি। ডেপুটি শেরিফ প্যাটকে দেখে বিরক্ত হয়ে আবার বেরিয়ে এল ম্যাক। ওই বলদটার সাথে কাজের কথা বলতে যাওয় বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাংকে ঢুকবে কিনা ভাবল। সেখানেও ওর অনেক কাজ পড়ে আছে। লোকসানের হিসাব কষা, নতুন করে ব্যাংকটা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা– ট্র্যাপার খুন হয়েছে, এসব এখন একা ওকেই করতে হবে। জীবনে উপর বিতৃষ্ণা জন্মে যেতে চাইছে ওর।

এই সময় ক্রাচে ভর দিয়ে টিমকে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাক। ভেতরে ঢুকে বলল, 'প্যাট, টিম আসছে। আমি ওর সাথে একা কথা বলতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' বলতে বলতে বাধ্য শিশুর মত বেরিয়ে গেল প্যাট। ম্যাককে সুপ্রভাত জানিয়ে ভেতরে ঢুকল টিম। দরজা বন্ধ করে দিল ম্যাক। দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দুজন। শুরু করল ম্যাক। 'তুমি তো আমাকে সন্দিগ্ধচিত্ত, একগুঁয়ে, বদমেজাজী একটা জঘন্য লোক বলে মনে কর?'

ভ্রূ কুঁচকে চোখ দুটো পিট পিট করে টিম বলল, 'কখনও কখনও আমা যে অপরাধ হয় না তা নয়। এবারের অপরাধটা কী শুনি একবার।'

'প্রথমত তোমার বন্দী হ্যারল্ড টুইসলটন: তিনি পালিয়ে গেছেন। চলে গেছেন নিউ ব্যাটারী কাউন্টিতে। সম্ভবত ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন লোক পাঠানো হয়েছিল। ওকে আমি একটা কোমর ভাঙা ঘোড়া দিয়েছিলাম সেটাতে করেই পালিয়েছে।'

'ও যে নিউ ব্যাটারী কাউন্টিতেই পালিয়েছে এ খবর কে দিল তোমাকে?'

'আমার লোকেরা। ওরা আমাদের কাউন্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দুজন ঘোড়সওয়ারের পথচলার চিহ্ন পেয়েছে। তার মধ্যে একটা চিহ্ন ও অচলপ্রায় ঘোড়াটার।'

'ওকে তোমরা কী করেছিলে?'

'কী করেছিলাম মানে! ভাল করে খাইয়েছি। ভাল বিছানা দিয়েছি কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিয়েছি।' ক্ষেপে গিয়ে

বলল ম্যাক! 'আর কী চাও?'

'তা হলে তো পালিয়ে যাওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ দেখছিনে আমি। বিশেষ করে ওখানে যখন ওর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে।'

মৃদু হাসল ম্যাক। এই কথাটা শোনবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল ও। 'পরোয়ানা ঝুলেছে তবে গ্রেফতারী পরোয়ানা নয়। নিখুঁত ভাবে ব্যাংক ডাকাতিতে সাহায্য করার জন্য পুরস্কার দানের পরোয়ানা। বলতে পার দাওয়াত। আর ব্যাংক ডাকাতির পর থেকে এই কথাটাই তোমাকে আমি বারবার বোঝাতে চাইছি। কিন্তু তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছ না।'

'এখনও আমি বিশ্বাস করি না। কোনও দিনই করব না।' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল টিম।

'করবে না? বেশ, তবে আরও শোনো।' সোবার্স ডানকান থেকে ফ্রেডের সংগ্রহ করে আনা খবরটা বিস্তারিত ভাবে শোনাল টিমকে। 'অবশ্য,' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে ও বলল, 'তুমি হয়তো বলবে যে, হঠাৎ করেই বেনের সাথে কলোরেডোর কালা পাহাড়গুলোর দেখা হয়েছিল। বলবে, ওর কাছে চাকরির জন্য ধরনা দিয়েছিল লোকগুলো। এমন কী তুমি যদি একথাও বল যে, আমার ওখানে কাজ করে খাওয়ার চাইতে নিউ ব্যাটারীর জেলের ভাত অনেক বেশি উপাদেয় বলেই হ্যারি ছোকরা ওই কাউন্টিতে পালিয়ে গেছে তা হলেও আমি তাজ্জব হব না।'

টিম লিয়ারী বলল, 'আরে অত চটছ কেন? শান্ত হও।'

ম্যাক কিছু বলল না। ওর কথা শেষ হয়েছে। সুতরাং ও অপেক্ষা করতে লাগল।

'ওই ফ্রেডারিক লোকটাকে তোমার বিশ্বাস হয়?' প্রশ্ন করল টিম।
'তুমিও তো ওকে চেন? তোমার কী মনে হয়?' উল্টো প্রশ্ন করল ম্যাক।

'আমি লোকটাকে বেশ পছন্দ করি। তা ছাড়া লোকটা তোমার কাছে ঋণী। তুমি ওর জীবন বাঁচিয়েছিলে। তা লোকটা অবিশ্বাসের কোনও কাজ করবে বলে মনে হয় না।'

'হুম। তারপর?'

টিম পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে টানতে টানতে বলল, 'সবই তো বুঝলাম। এখন তুমি চাওটা কী?'

'বাথানমালিকদের সভা।'

'এবং?'

'ওরা যদি সবাই মিলে লড়াই করতে চায় তা হলে আমি তাতে থাকব। অন্য দশজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের মতামত অনুসারে কাজ করব। কিন্তু ওরা যদি লড়তে না চায় তা হলে আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে হবে। তখন আমি একাই সিদ্ধান্ত নেব। এতদিন যা করতে চাইনি: তা-ই করব।'

'আর্থার কুপারকে খুন?'

'ঠিক তাই।'

'সভাটা কখন হচ্ছে?'

'আমি সেটলারকে বলে এসেছি ও যেন ফ্রেডকে বিকেলে এখানে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাংকের ডিরেক্টর বোর্ডের সভা হবে বিকেলে। তার মানে গণ্যমান বাথানমালিকরা সবাই তাতে থাকবে। দূরের বাথানের লোকদের এখন খবর দেয়া সম্ভব নয়, তবে ব্যাংক মিটিং-এর সিদ্ধান্ত জানতে অনেকেই হয়তো আজই এসে পৌঁছুবে। আমি ব্যাংক মিটিং-এর আগেই এই ব্যাপারটা শেষ করতে চাই।'

ম্যাক সোবার্সের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। যে কারণেই হোক দূরবর্তী বাথানের মালিকরাও দুপুরের মধ্যেই শহরে পৌঁছে গেল। সবাইকে ব্যাংকের মিটিং-এ যোগ দেবার অনুরোধ জানাল ম্যাক। তবে তাতে যে অন্য বিষয়ও আলোচনা হবে তা তাদের কাউকে জানাল না।

ব্যাংকের ভেতরেই সভা বসল। সবাই সভাস্থলে পৌঁছুলে ফ্রেডকে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল ম্যাক। গাম্ভীর্য আর উত্তেজনা টগবগ করছে সভাটা। এরা সবাই বাথানওয়ালা– অনেকেই হয় ব্যাংকের স্টকহোল্ডার অথবা ব্যাংকে তাদের টাকাপয়সা গচ্ছিত ছিল। সুতরাং এ ব্যাংকের ভালমন্দের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত। ব্যাংকে ডাকাতির ফলে তারা সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

এদের কেউ কেউ ডাকাতদের নিউ ব্যাটারী কাউন্টির সীমানা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ ভিতরেও ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু চোরাগোপ্তা হামলার আশংকায় বেশিদূর এগোতে সাহস পায়নি। তখন থেকেই ওদের মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কেউ কেউ তখুনি সদলবলে গিয়ে ডানকান শহর আর নিউ ব্যাটারী কাউন্টি ধ্বংস করে দেয়ার কথা বলাবলি করেছে।

কেউ কেউ অবশ্য আপোষরফার প্রস্তাব করেছে। নিউ ব্যাটারী কাউন্টির সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলে শান্তিতে বসবাসের কথা বলেছে। তবে নিউ ব্যাটারী কাউন্টিকে ধ্বংস করা বা ওদের সাথে আপোষ করা সম্ভব নয়– এ ব্যাপারে যারা নিশ্চিত তাদের অনেকে তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছে। বলাবলিও করেছে।

যে যাই বলুক বা ভাবুক ওরা সবাই জানে যে, এটাই তাদের জীবনের চরম বিপর্যয়। এই সুযোগটাই নিতে চেয়েছে ম্যাক সোবার্স। কাল সে সবাইকে এড়িয়ে গেছে। ভাববার সময় দিয়েছে। ও জানে আজ সবাইকে সে ওর পথে টানতে পারবে।

ট্র্যাপারের টেবিলে রিভলভারের বাঁট দিয়ে শব্দ করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ম্যাক। মৃদুকণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'এই সভাটা হওয়ার

কথা ছিল সেই সব লোকদের মধ্যে যারা এই ব্যাংকের ব্যাপারে উৎসাহী এবং এতে জড়িত ছিল। এ ব্যাপারে কী করা হবে তাই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়।'

একটু থেমে ও আবার শুরু করল, 'কী করতে হবে আমি তা জানি। কিন্তু এটা শুধু ব্যাংকের ব্যাপার নয়। আমাদের সবার অস্তিত্বের প্রশ্ন এতে জড়িত। আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন এটা। আমাদের তাই কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজকেই, এখুনি এবং এখানেই। তবে তার আগে আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এখানে এখন যে কথা আমি বলব বা যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কেউ তা বাইরে কাউকে বলতে পারবে না– কারও কাছেই না। এতে কেউ রাজি না থাকলে বেরিয়ে যেত পারেন।'

কেউই যখন নড়ল না তখন ম্যাক বলল, 'তা হলে আপনারা প্রতিজ্ঞা করছেন বলে ধরে নিতে পারি।'

কেউ মাথা নাড়ল। কেউ হ্যাঁ বলল। অনেকে পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল।

গলা চড়াল ম্যাক, 'যে খবর আপনাদের আমি দিতে চাই তা হলো, নিউ ব্যাটারী কাউন্টির লোকরা যে এই ব্যাংকের ডাকাতিতে জড়িত ছিল আমি তার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ্য পেয়েছি। ব্যাংক ডাকাতরা এখনও সেখানেই আছে। সেখানে কার আশ্রয়ে তারা ফুর্তি করছে তা-ও আপনারা জানতে পারবেন।'

ম্যাক দেখল, কয়েকজন উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ও পাত্তা দিল না তাদের। ও জানে, ওরা ওর নিজের মতই রগচটা। দুজন বুড়ো বাথানওয়ালার দিকে লক্ষ রাখছিল ম্যাক। একজন ড্রিক কোহলার। অতীতে সে সব সময় ম্যাককে সমর্থন করেছে এবং এখন সে এই এলাকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাথানের মালিক। অন্যজন লী কার্টারবার্ন– শান্ত, নির্বিবাদী, ভদ্র। ওর তৃতীয় লক্ষ্য, বয়সে কনিষ্ঠতম অথচ বৃহত্তম বাথানের মালিক রয় ক্লিফোর্ড। ওর বাথানটা ম্যাকেরটার প্রায় দেড়গুণ। কর্মী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। মনে মনে ওর উপর চটে আছে ম্যাক। কারণ অতীতে অধিকাংশ ব্যাপারেই ও চরম উদাসীনতা দেখিয়েছে।

রয় অবশ্যই খুব সফল ও জাঁদরেল বাথানমালিক। বাপের সুযোগ্য পুত্র। ব্যাংকে ওর ৪০ হাজার ডলারের শেয়ার ছিল। ব্যাংক ডাকাতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ওরই। তা সত্ত্বেও ওর চেহারার প্রসন্নতা একটুও হ্রাস পায়নি। উদাসীন ভাবটাও তেমন কেটেছে বলে মনে হয় না। শুধু চোয়ালটায় একটু দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে যেন।

রুমের মধ্যকার চাপা গুঞ্জন ছাপিয়ে সেই রয়ের কণ্ঠই শোনা গেল, 'তুমি তার প্রমাণ দিতে পার, ম্যাক?'

ফ্রেডকে দেখিয়ে ম্যাক বলল, 'এই লোকটাকে আমি ডানকানে

পাঠিয়েছিলাম। ওখানকার কেউ ওকে চেনে না বলেই ওকে পাঠিয়েছিলাম। যা বলবার ও-ই তোমাদের বলবে। আমি শুধু এটুকুই বলব, ও অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক, অতীতে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।' ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে ম্যাক বলল, 'এবার তুমি ওদের সবকথা খুলে বল।'

ফ্রেড প্রথম দিকে একটু ভয় পেলেও ম্যাককে যা বলেছিল একঘেয়ে সুরে তারই পুনরাবৃত্তি করে গেল। ছুঁচ পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনল সবাই। ফ্রেডের কথা শেষ হবার অনেকক্ষণ পরও নীরবতা বজায় রইল।

হঠাৎ রয় ক্লিফোর্ড প্রশ্ন করল, 'তুমি বেন ওয়ারেনকে চেনো, ফ্রেড?'

'না। বারটেন্ডার যা বলেছে তাই আমি বিশ্বাস করেছি। লোকটার ঘোড়ায় বিগট্রে বাথানের ছাপ ছিল। তবে লোকটা দেখতে কেমন তা বলতে পারি।'

'বলে যাও।'

কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করার ভান করল ফ্রেড। বেন ওয়ারেনের চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে বলল, 'লোকটা একটার পর একটা সিগারেট খায়। ওকে আমি একবারের জন্যেও হাসতে দেখিনি।'

'কোন্ জাতের ঘোড়ায় চড়ে ও?'

'বাঁ কোমরে বাথানের চিহ্ন লাগানো একটা নীল রোয়ান।'

সমর্থনসূচক একটা চাপা গুঞ্জন উঠল কামরায়।

'তা হলে তা ঠিকই বলেছ, কিন্তু ওই ডাকুগুলোকে দেখেছ তুমি?' এবারেও ক্লিফোর্ডই প্রশ্ন করল।

ফ্রেড বলল, 'প্রথম যে লোকটিকে দেখি তার বয়স চল্লিশের মত হবে। চুলগুলো ঝাঁকড়া আর কোঁকড়া। চোখ দুটো গভীর নীল। লোকটা পাতলা, খুব লম্বা নয়। সব সময় দেশলাই-এর কাঠি চিবোয়।'

বিলপ্যাট লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'ওই লোকটাই আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে অফিসের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করেছিল।'

'অন্যজন–,' শুরু করল ফ্রেড, কিন্তু রয় ওকে থামতে ইশারা করল। ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কারা সর্বস্বান্ত করেছে আমরা এখন তা জানি। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরও কিছু একটা করতে হবে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ম্যাক সোবার্সের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। সে-পরিকল্পনা যা-ই হোক, তাতে আমার পুরো সময় রইল।' ঘরের আর সব লোকও একবাক্যে রয়কে সমর্থন জানাল।

মনে মনে উল্লসিত হলেও বাইরে একটুও প্রকাশ করল না ম্যাক সোবার্স। উল্লাসের কোনও আভাসই দেখা গেল না তার চেহারায়। বুড়ো বাথানমালিকদের উদ্দেশ্য করে গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করল, 'ডিক কোহলার, লী কার্টারবার্ন– তোমরা কী বল? আর তুমি অ্যালেন, তুমি হান্না, তোমাদের মতটা কী?'

ওরা সবাই সমর্থন জানাল।

'তা হলে, আমি এখন সরে দাঁড়াতে চাই। তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ধনসম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্যে তোমরা লড়তে চাও। আমিও চাই, কিন্তু কীভাবে লড়াইটা হবে তা তোমরাই ঠিক কর। এ দায়িত্বটা আমি তোমাদের উপরই ছেড়ে দিতে চাই।'

'ঠিকই বলেছিলে তুমি,' রয় ক্লিফোর্ডের গলা শোনা গেল, 'নিউ ব্যাটারী কাউন্টির ব্যাপারে অনেক আগেই কিছু একটা করা উচিত ছিল আমাদের। তোমার কথামত যদি আগেই ব্যবস্থা নিতাম, আজ তা হলে এভাবে পথে বসতে হত না আমাদের। এখন আমরা কী করব, তুমিই বরং বলে দাও। নিশ্চয়ই তোমার কোনও পরিকল্পনা আছে?'

সোবার্স ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার অভিমত যদি জানতে চাও তা হলে বলব, আমি ড্রানকান শহরটাকে পায়ের তলায় পিষে মারতে চাই। শহরটাকে মিশিয়ে ফেলতে চাই মাটির সাথে। কেন চাই, তা তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাও? ওই শহরের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সম্পত্তিই আর্থার কুপার আর তার আত্মীয়-স্বজনের বলে। শহরটা ধ্বংস করার পর বিগট্রে থানটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে হবে। একবার হামলা চালিয়ে সম্ভব না হলে বারবার হামলা চালাতে হবে।'

'ওরাও পাল্টা হামলা চালাবে।'

'অবশ্যই চালাবে। মনে রেখো, এটা যুদ্ধ। আমরা শুধু প্রথম হামলা চালাতে চাই। আচমকা আক্রমণ! এবং প্রথম হামলাটা হতে হবে প্রচণ্ড। এটাই আমার প্রস্তাব। এর চাইতে ভাল কোনও পরিকল্পনা যদি তোমাদের থাকে তা হলে বল।'

কেউই নতুন কোনও পরিকল্পনা দিতে পারল না। অতএব ম্যাক সোবার্সের পরিকল্পনাই গৃহীত হলো।

শেরিফ টিমথী লিয়ারী চুপচাপ বসে পাইপ টানছিল। ম্যাক এতক্ষণ একবারও ওর দিকে তাকায়নি। এবার তাকাল। বিজয়ীর হাসি তার ঠোঁটে। তারপর রয়ের দিকে ফিরে বলল, 'ক্লিফোর্ড, আমাদের এই পরিকল্পনা যে গোপন রাখতে হবে তা আশা করি আর কাউকে বলবার দরকার নেই?'

সায় দিল রয় ক্লিফোর্ড। এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে প্রতিশোধ নেয়ার সমস্ত আশা ধুলোয় মিশে যাবে। চারদিকে চোখ বুলাল ও। কুপারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন একজনও চোখে পড়ল না। নিশ্চিত হলো ও, কেউই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। করার প্রশ্ন ওঠে না।

রয় বলল, 'আমাদের খুব সাবধান হতে হবে।' স্টোরকিপার ন্যাথানিয়েলকে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাছে গোলাবারুদ আছে তো যথেষ্ট?'

'একনাগাড়ে ছয় মাস লড়াই চালানোর মত গোলাবারুদ আছে!' জানাল ন্যাথানিয়েল।

'এরপর বিস্তারিত আলোচনা হলো পরিকল্পনাটা নিয়ে। কোন্ পথে অভিযান চালানো হবে, কবে হবে, কতজন লোক লাগবে, নেতৃত্ব দেবে কে, ডানকান শহরে পৌঁছে কোন্ কোন্ জায়গার উপর প্রথম আঘাত হানা হবে– এসব খুঁটিনাটি ঠিক করা হলো।'

টিমথী লিয়ারীর পাশে বসে, ফ্রেডারিক হ্যাটটা নিয়ে আনমনে খেলার ভান করতে করতে সব কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল।

আট

প্রথম দিন হ্যারি টুইসলটনের পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখা হলো। কুপারের বাড়ি কেউ ওর বা কলোরেডোর লোকদের খোঁজ নিতে এল না। বিকেলের দিকে জেফ বাইরে বেরোতে চেয়েছিল। কিন্তু হ্যারিকে যেমন সাথে করে নিয়ে সাহস পায়নি তেমনি সাথীদের উপর ভরসা করে রেখে যেতেও সাহস পায়নি।

দ্বিতীয় রাতে হ্যারিকে নজরবন্দী করে রাখার দায়িত্ব নেয়ার জন্য আফসোস করতে লাগল ওরা।

দস্যুদের একজন– যার নাম লং জন, বলল, 'আমরাই দেখছি লোকটার হাতে বন্দী হয়ে গেলাম!'

আপন মনে হাসল হ্যারি। রসবোধ আছে বটে লোকটার।

পরের দিন সকালে কী মনে করে হ্যারির পায়ের শিকল খুলে দিল জেফ। বলল, 'তোমার পায়ের শিকল খুলে দিলাম বটে। কিন্তু বেশি চালাকি খাটাতে যেও না বাছা, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

সাবধান বাণীটা কানে গেলেও সদ্য পাওয়া স্বাধীনতায় খুশি হলো হ্যারি। ও জানে একটু ভুল পদক্ষেপ নিলেই ওরা হাসতে হাসতে খুন করবে ওকে। চুপ করে রইল ও। ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছে, ডাকাত দলটা একমাত্র মৃত র‍্যাঞ্চহাউস আর ডানকান শহর ছাড়া অন্য যে কোনও জায়গায় যেতে পারে। বাথানের কর্মী আর অপরিচিত লোকদের সাথে ওদের কথা বলা বারণ।

সকালে নাস্তার পর হ্যারিকে জেরি কুপারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। জেরির মুখটা খুব গম্ভীর দেখে প্রমাদ গুনল হ্যারি। লোকটা কি ওকে শেরিফের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে?

'তোমাকে এখানে এভাবে নিয়ে আসতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।' ঘোষণা করল জেরি।

'সত্যি?' ব্যঙ্গ করল যেন হ্যারি।

তাতে পাত্তা না দিয়ে জেরি বলল, 'আমি দুঃখিত, কারণ আমি এটা

ফেলতে চাইনি। আর তুমি যদি এখুনি গিয়ে ম্যাক সোবার্সকে সব কথা বল তা হলে আমার খুশির সীমা থাকবে না।'

হ্যারি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?'

'ওই নষ্ট মেয়েটাকে কথা দিয়েছি বলে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জেরি।

আচমকা এক লাফে জেরির কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারি। প্রচণ্ড এক ঘুষি হাকাল তার নাকে।

পাক খেয়ে দেয়ালের উপর ছিটকে পড়ল জেরির শরীরটা। ধপাস করে মেঝেতে পড়ল তারপর।

দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল জেফ। ওর দিকে রাইফেল উঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এটা কেন করলে তুমি?'

'ওকেই জিজ্ঞাসা কর,' গর্জে উঠল হ্যারি। জেফের ডাক শুনে ছুটে এল লং জন। হ্যারি চলে গেল বাংকহাউসে। এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল, কেন ও এ কাজটা করল। ও তো এমন কিছু করতে চায়নি। আপনাআপনি ঘটনাটা ঘটে গেল। সম্ভবত এই কারণে যে, দু'দিন আগে যে মেয়েটাকে জেরি ভালবাসার কথা শুনিয়েছে আজ তাকে ইতরের মত জঘন্য ভাষায় গালমন্দ করেছে বলে। মাত্র দু'দিনের মধ্যে লোকটার মনোভাবের এই পরিবর্তনে ভীষণ বিস্মিত হলো হ্যারি।

একটু পরেই জুতোর শব্দ পৌঁছুল হ্যারির কানে। কিন্তু দরজার দিকে তাকাল না ও। গলার আওয়াজটা শুধু শুনল 'কোথায় আছ তা বোধহয় এখনও টের পাওনি বাছাধন।' গলাটা জেরির।

'বন্দুকের গুলি থেকে সাত আট ইঞ্চি দূরে।' জেরির দিকে না তাকিয়েই বিদ্রূপ করল হ্যারি।

পাল্টা বিদ্রূপ করল জেরি। 'ছুঁড়িটার জন্য দরদ উথলে উঠেছে দেখছি।'

'তোমার মুখে ওর নামটা উচ্চারিত হওয়াও ওর জন্য অপমান।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জেরি বলল, 'ও হচ্ছে একজন খুনীর মেয়ে। ওকে তুমি পছন্দ করতে পার কিন্তু তাতে সত্য পাল্টাবে না। ওর বাবা একজন খুনে। ওর আত্মীয়স্বজনরা অতি নীচ। ও নিজেও অত্যন্ত জঘন্য।'

'সেদিন কিন্তু অন্য কথা শুনেছিলাম,' জানাল হ্যারি। উঠে বসল ও বিছানায়। জেরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুই পরিবারের, দুই বাগানের দুই কাউন্টির এই বিরোধটা যে নির্বুদ্ধিতার ফল সে সম্পর্কে তোমরা দু'জনই একমত হয়েছিলে। দু'জন এই বিদ্বেষ দূর করার জন্যে প্রায় শপথ নিয়ে ফেলেছিলে। আর আজ এমনকী হলো যে তোমার সেই সুন্দর বাসনাটা উবে গেল? দুঃস্বপ্ন দেখেছ নাকি?'

জবাবে একটা করুণ হাসি দিল জেরি। তারপর বাইরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেন ওয়ারেন ঢুকল বাংকহাউসে। 'এখানে নাকি হ্যারি আর

জেরির মধ্যে লড়াই বেধেছিল?' প্রশ্নটা ও করল জেফকে।

কিন্তু জেফ জবাব দেয়ার আগেই হ্যারি বলল, 'আহ্ হা! তা প্রশ্নটা জেরিকে করলেই পারতে? ও তো তোমার নাকের ডগা দিয়েই চলে গেল।'

'তুমি থাম হে, ছোকরা। ব্যাপার কী, জেফ?'

জেফ সবটা খুলে বলল।

সিগারেট টানতে টানতে শুনল বেন। তারপর হ্যারিকে বলল, 'এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

'তাই নাকি?' ওকে উস্কে দিতে চাইল হ্যারি।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল হ্যারির দিকে। তারপর বেরিয়ে গেল বেন।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল হ্যারি।

'বেন ওয়ারেন। এই বাথানের ফোরম্যান। মি. কুপারের ডান হাত।'

হ্যারি সিগারেট বানিয়ে ধূমপান করতে লাগল। ওর মনে হলো, একটু যেন বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। জেরির সাথে হাঙ্গামা না হলেই বোধহয় ভাল হত ওর জন্য। এখন ওরা শত্রু হিসেবেই দেখবে ওকে। মুক্তির সম্ভাবনা এতে একেবারেই ক্ষীণ হয়ে গেল। এখন পলায়ন ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

জেফ এক সময় ওকে প্রশ্ন করল, 'তোমাকে এখানে ওরা ধরে এনেছে কেন বাপু?'

সামার এন্ড-এ জেফের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যা যা ঘটেছে, বলে গেল হ্যারি। শেষ করার পর জেফ শুধাল, 'কিন্তু ওই ট্রেন ডাকাতি? তুমি কি ওতে ছিলে? না তোমাকে মিথ্যে জড়ানো হয়েছে এতে?'

হ্যারি জোর দিয়েই বলতে যাচ্ছিল, ডাকাতির অভিযোগটা একদম মিথ্যে। কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল। প্রশ্নটার তাৎপর্য বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল ওর মাথায়। ঠিক করল এই লোকটার সহানুভূতি ওকে অর্জন করতে হবে। আর তা করতে হলে মাসতুতো ভাই সাজাটাই হবে সর্বোত্তম পন্থা। তাই ও ইতস্তত করার ভাব দেখাল।

'যাকগে, ওসবে আমার কী দরকার?' জেফ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইল।

হ্যারি আরও কিছুক্ষণ দ্বিধার ভান করে বলল, 'তুমি কি মনে কর ওরা নিতান্ত অহেতুক অভিযোগ এনেছে?'

জেফ বলল, 'না, তা আমি বলতে চাই না। জানতে চেয়েছিলাম মাত্র।' চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর।

হাসল হ্যারি, 'ডাকাতিতে আমি জড়িত ছিলাম বৈ কী। তবে ওটাই আমার জীবনে প্রথম। হয়তো তাই আমাকে সহজে ফাঁসাতে পেরেছে ওরা।'

নরম হয়ে এল জেফের সহজাত নিষ্ঠুর দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে আটকে রাখার জন্যে যদি আমাকে টাকাপয়সা দেয়া না হত তা

হলে এখুনি একটা ঘোড়া দিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করে দিতাম তোমার।'

এই সময় বাইরে থেকে চক্কর মেরে এল লং জন। ওর চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। বলল, 'কিছু একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'কী রকম?' প্রশ্ন করল জেফ।

'বাথানের ঘোড়সওয়াররা কেউই সকালে কাজে বেরোয়নি। সবাই বাংকহাউসে। মনে হচ্ছে ওরা কোনও হুকুমের অপেক্ষা করছে।'

'কারও সাথে কথা বলেছ?' জানতে চাইল হ্যারি।

'কী যে বল আমাদের তো ওদের ধারে কাছে যাওয়াও নিষেধ।'

হাসল জেফ। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল ওরা। কিন্তু হ্যারি ভাবতে লাগল, আর্থার কুপার হয় কোনও গোলমাল আশা করছে অথবা নিজেই কোনও গণ্ডগোল পাকাতে যাচ্ছে। জেফ আর লংজনের কথার ফাঁকে ও নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কুপারের কত লোক আছে বলে মনে হয়?'

'জন ত্রিশেক তো বটেই,' জানাল লং জন।

'এত লোক!' বিস্ময় প্রকাশ করল জেফ। 'কী করছে এত লোক?'

'কী করে বলব? তবে ওদের কেমন সাজ সাজ রব দেখতে পেলাম।'

হাই তুলল হ্যারি। আড়মোড়া ভেঙে বলল,' এক পাত্তর টানলে বেশ হত।'

উৎসাহিত হলো জেফ। বলল, 'খাসা প্রস্তাব। চলো ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। চলো হে জন?'

তিনজন মদের দোকানে গিয়ে বসল। নোংরা একটা রুমে দোকানটা। তাকভর্তি সস্তা মদ আর হুইস্কি। ওখানে মদ খেতে পয়সা লাগে না কারও। শুধু লিখে দিলেই হলো।

গ্লাস হাতে নিয়ে ওরা বাইরে বাঁধানো বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। ঘোড়সওয়ারদের দেখা যায় সেখান থেকে। ওদের হৈ চৈও শোনা যায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল হ্যারি।

বাথান কর্মীদের মধ্যে ছুটির দিনের মত ভাব লক্ষ করল হ্যারি। বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে ওরা জটলা পাকাচ্ছে। হাসছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। কিন্তু প্রত্যেকেই সশস্ত্র। হোলস্টারে পিস্তল। ঘাড়ে আর কোমরে বুলেটের বেল্ট।

জেফও কৌতূহলের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ করছে। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'যুদ্ধটুদ্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে!'

'খোঁজ নাও না।' উস্কে দিল হ্যারি।

জেফ ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করল। কিন্তু সেও তো মানুষ। মনের মধ্যে কেমন যেন খচ খচ করতে লাগল ওর। একটু উসখুস করে বলল, 'আমি একটু সাইমন্ডের কামারশালা থেকে আসছি। তুমি হ্যারিকে নিয়ে

বাংকহাউসে চলে যাও।'

গ্লাসগুলো মদের দোকানে পৌঁছে দিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। হ্যারি আর জন এগোল বাংকহাউসের দিকে।

কামারশালার দিকে এগুতে গিয়ে কী মনে করে আবার মদের দোকানে ঢুকে পড়ল জেফ। বিস্মিত হ্যারি আর লং জন দৃষ্টি বিনিময় করল।

মিনিট দশেক পরে বাংকহাউসে ফিরে এল জেফ। ওর শার্টের ভেতরে একটা তেকুইলার বোতল লুকানো। হ্যারির দিকে এক প্রস্থ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী তা এবার আমি জানতে পারব বলে মনে হচ্ছে। চলো তিনজনই বেরোই।'

প্রধান আস্তাবলের সামনে গিয়ে থামল ওরা। একজন মেক্সিকান এটার র‍্যাংলার। উঁচু রেলটাতে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়াল তিনজন। জেফ ওর সাথে ঘোড়া সম্পর্কে আলাপ শুরু করল। কলোরেডোর পাঁচ দুর্বৃত্ত সম্পর্কে র‍্যাংলারের ধারণা খুবই উঁচু। কারণ ওদের ঘোড়াগুলো খুবই ভাল কাজের। আর ওরা খুব ভাল ঘোড়সওয়ারও। সুতরাং জেফ যখন ঘোড়ার কথা বলতে লাগল র‍্যাংলার তখন মনোযোগী ছাত্রের মত গিলতে লাগল ওর কথা। জেফ এক সময় শার্টের ভিতর থেকে মদের বোতলটা বের করে র‍্যাংলারকে বলল, 'চলবে নাকি ভায়া?'

র‍্যাংলারের চোখদুটো চক চক করে উঠল। ডান হাতটা একবার বাড়িয়ে আবার নামিয়ে ফেলল ও। অস্বস্তির সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। তারপর বলল, 'চলুন না, গোলাঘরে গিয়ে বসি। একটু গল্প গুজব করা যাবে।'

একটু হেসে র‍্যালারের পিছনে পিছনে গোলাঘরের দিকে এগুলো জেফ। হ্যারি ও লং জন ফিরে গেল বাংকহাউসে।

অনেকক্ষণ পরে বোতল ছাড়াই ফিরে এল জেফ। চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ। বলল, 'ব্যাপারটা বোধহয় জানতে পেরেছি।'

'ঝেড়ে কাশো, ওস্তাদ।' আগ্রহ প্রকাশ করল লং জন।

'ও একেবারে নিশ্চিত নয়। তবে ওর ধারণা কোথাও একটা হামলা করতে যাচ্ছে কুপারের লোকজন।'

'কোথায় হতে পারে?'

'ওর ধারণা– সামার এন্ডের উপর হামলা চালানো হবে। যেসব কথাবার্তা ওর কানে এসেছে তাতে ওর এটাই মনে হয়েছে।'

ভাবলেশহীন মুখে সবটাই শুনল হ্যারি। সে রাতে সোবার্সের ঘরে যা শুনেছিল তা ওর মনে পড়ল। মনে মনে গোটা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে ওর ধারণা হলো, যেভাবেই হোক ফ্রেডারিক জানতে পেরেছে কলোরেডোর এই ডাকাতগুলো কুপারেরই লোক। আর খবরটা ও ম্যাক সোবার্সের কানে পৌঁছে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে সামার এন্ড কাউন্টির র‍্যাঞ্চাররা ইতিমধ্যে হয়তো নিউ ব্যাটারী কাউন্টি আর ডানকান শহরের উপর হামলা চালাবার পরিকল্পনা

করেছে। তা হলে, হ্যারি নিজেকে প্রশ্ন করল, এটা কি আর্থার কুপারের পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি?

বিকেলেই অবশ্য 'সরকারীসূত্রে' সব খবর পাওয়া গেল। জেফ, লং জন, হ্যারি ও অপর দুই ডাকু পোকার খেলছিল। এই সময় ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে বেন ওয়ারেন বাংকহাউসে এল। কোনও ভণিতা না করে ও সরাসরি কাজের কথায় এল। 'বাইরে এত উত্তেজনা হৈ চৈ কেন হচ্ছে জানো কিছু?'

ঠোঁট উল্টাল জেফ।

'আজ রাতে সামার এন্ড-এর লোকেরা ডানকান শহর আর বাথানগুলোতে হামলা চালাতে আসছে। আমরা যে খবরটা জানতে পেরেছি ওরা তো জানে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, ওরা নিউ ব্যাটারীর অর্ধেক পথ পেরোবার আগেই আমরা সামার এন্ড শহর আর ওখানকার বাথানগুলো ধ্বংস করে দেব।'

'আমাদের কিছু করার আছে?' জানতে চাইল জেফ।

'সামান্যই। অবশ্য যদি দরকার হয়। যদিও দরকার হবে না বলেই আমাদের ধারণা। ওদের লোকরা ডানকানেই সব খতম হয়ে যাবে। একটা দলকে হয়তো এখানে আলাদা করে হানা দেবার জন্য পাঠাতে পারে। সেজন্যেও আমরা তৈরি। মেক্সিকান ঘোড়সওয়াররা ওদের সামলাবে। তখন যদি দরকার পড়ে তা হলে হয়তো লড়াইয়ে তোমাদের অংশ নিতে হবে। এখানে হামলা হলেই কামারশালার ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়া হবে। তোমরা মুনের অস্ত্রাগার থেকে এখনই গোলাবারুদ আনিয়ে রাখ।'

'অবশ্য,' বেরিয়ে যাওয়ার আগে আবারও বলল বেন, 'এখানে হামলা হবে আমি তা আদৌ মনে করি না।'

বেন ওয়ারেন চলে যাওয়ার পর খেলা আবার শুরু হলো। হ্যারি তাসের দিকে তাকাল বটে কিন্তু ওর মনে তখন অন্য চিন্তা। উদ্বেগ ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওর মনকে। বেশ বুঝতে পারছে, সামার এন্ডের লোকদের চরম শাস্তি দিতে যাচ্ছে কুপার। এবার একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়বে ওদের। ওরা হামলা চালাতে এসে কুপারের ফাঁদে পা দিয়ে মরবে, ওদিকে বাথানগুলো পুড়িয়ে দেবে কুপারের লোকরা।

ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল টুইসলটন। ওর চোখে ভেসে উঠল, বদমেজাজী কিন্তু উদার হৃদয় আর যুক্তিবাদী ম্যাক সোবার্সের মুখ। লোকটার পরিণাম কী হতে যাচ্ছে, ভেবে মুষড়ে পড়ল ও। ম্যাক সোবার্স তো ওর পায়ে বেড়ি লাগায়নি, লাগিয়েছিল ওই ছোকরা জেরি কুপার এবং ও নিশ্চিত, এটা কোনওমতেই সমর্থন করত না মিরান্ডা। মিরান্ডা জেরিকে বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস করেই হ্যারিকে তুলে দিয়েছে তার হাতে। আর সেই জেরিই এখন মিরান্ডাকে নষ্টা আর খুনীর মেয়ে বলে অভিহিত করছে। জেরি খুব ভাল করেই জানে, আজ রাতেই মিরান্ডা পিতৃহীন হবে। শুধু জানেই না, ও নিজেই

হয়তো পাইন অ্যাপল্ বাথানের হামলায় নেতৃত্ব দেবে।

'কী হলো, হ্যারি, ঘুমোচ্ছ নাকি? কল দাও।' তাড়া লাগাল লং জন।

খেলায় মন দিল হ্যারি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিটা রয়েই গেল চেষ্টা করেও মন বসাতে পারল না খেলায়।

শেষ পর্যন্ত জেফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাপু হে, তুমি যদি এভাবে খেল ত হলে আজ রাতেই আমি বড়লোক হয়ে যাব।'

হাই তুলল হ্যারি। তারপর নিস্পৃহ গলায় বলল, 'তা পারবে, তবে যদি অনেক টাকা বানাতে চাও, তা হলে–'

'তা হলে কী?'

'শোনো, মাত্র কয়েকদিন আগে তোমরা একটা ব্যাংক লুট করেছ। কিন্তু তার ক'টাকা তোমরা পেয়েছ, আর তার কতটুকু এখন আছে?'

'আমাদের তো এটাই কপাল।' ফোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল বটল নামের ডাকুটা।

'তা হলে ওই কপাল নিয়েই এখানে বসে বুড়ো আঙুল চোষো। হামলা হলে তা ঠেকাও। আর ওদিকে বাথানের দেড় পয়সার চাকররা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়ে আসুক। যাকগে, বাদ দাও। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে। তাস বাটো হে, জেফ।'

কিন্তু তাস বাটায় কোনও আগ্রহ দেখাল না জেফ। হ্যারি মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কৌতূহল ওর চোখে।

লং জনও তাকিয়ে আছে হ্যারির দিকে। কিন্তু হ্যারি আর ওদের মুখের দিকে তাকাল না; তাসগুলো টেনে নিয়ে ফেলতে লাগল।

'তুমি কী বলতে চাইছ, হ্যারি, স্পষ্ট করে বলো,' খেঁকিয়ে উঠল রাসকিন।

'কী আর বলব? চারদিকে সবাই টাকা বানাবে। বাথানের লোকগুলোর আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে। আর তুমি আমি মেয়েদের মত ঘরে বসে বুড়ো আঙুল চুষব আর হামলা ঠেকাব।'

'উপায় কী?' শুকনো গলায় বলল নিড্ল। 'ইচ্ছে করলেই তো আর এখান থেকে বেরোতে পারব না আমরা। আমাদের যে হাত-পা বাঁধা।

'তা ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল হ্যারি। 'তবে লজ্জার বিষয়ও বটে। বিশেষ করে গোটা তল্লাটই যখন আমার চেনা।' কারও দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ও।

বীজ বপন করা হয়ে গেছে। অঙ্কুর বেরোতেও বিশেষ দেরি নেই তা বেশ বুঝতে পারছে হ্যারি। একটু পরেই খেলা ভেঙে গেল। বাইরে গিয়ে বাঁধানো চত্বরটার উপর বসল ওরা। লড়াই-এর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। জেফ, রাসকিন আর নিড্ল ছটফট করতে লাগল, লং জনও। হ্যারি লক্ষ করল ওরা সবাই কেমন উসখুস করছে।

বিকেলের দিকেই মদ খেতে শুরু করল জেফ। সন্ধ্যায় বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল ও। হ্যারি জানে, এটা বিপজ্জনক মাতলামি। এই ধরনের মাতাল নির্বাক হয়ে থাকে, চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে থাকে, মগজ হয়ে ওঠে আরও সক্রিয় সবল। আচরণ হয়ে ওঠে ভয়ংকর নিষ্ঠুর।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে বিগট্রে বাথানের ঘোড়সওয়াররা রওনা দিল। একেবারে সামনের তিনজন ঘোড়সওয়ারের মধ্যে দু'জনকে চেনে হ্যারি। জেরি আর বেন ওয়ারেন। তৃতীয়জনকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু লোকটা যে জেরির বাবা আর্থার কুপার তা একবার দেখেই ও বুঝতে পারল।

বাপ-বেটার চেহারায় অনেক মিল। হয়তো চরিত্রেও, ভাবল হ্যারি।

মেক্সিকানরা ও অন্য কয়েকজন বাথানকর্মী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রণযাত্রা দেখতে লাগল। আড়চোখে দেখল হ্যারি, কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে জেফ ঘোড়সওয়ারদের যাত্রাপথের দিকে।

একটু পরে কলোরেডোর ডাকুরা বাংকহাউসে ফিরে এল। জেফও ফিরল। কিন্তু তার আগে মদের দোকান হয়ে এল– হাতে দুটো বোতল।

পোকার খেলায় যোগ দিল না জেফ। নীরবে মদ খেতে লাগল। হ্যারি বাকিদের সঙ্গে তাস খেলে যেতে লাগলেও ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে।

জেফ যখন হঠাৎ বলে উঠল, 'সামার এন্ড কাউন্টি তোমার কতটা চেনা,' তখন বিস্মিত হলো না হ্যারি।

'মোটামুটি। বড় বাথানগুলোর সবই আমার চেনা।'

'যেমন?'

'ম্যাক সোবার্স-এর পাইন অ্যাপল। এমনকী ওর সিন্দুকটা কোথায় তা-ও আমি জানি।'

নয়

একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে জেফ। লং জন একটু নড়েচড়ে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জেফের দিকে। খেলায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে সবাই। হাতের তাসগুলোর কোণায় আঙুল ঘষতে ঘষতে ও বলল, 'কই বিপদের ঘণ্টা তো বেজে উঠল না।'

উসখুস করতে লাগল জেফ। অন্যরা নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই ভাবছে, কিছু একটা বলুক জেফ।

হঠাৎ লং জন বলে উঠল, 'জেফ, চল না, আমরাও বেরিয়ে পড়ি?'

'আর মেক্সিকানরা এ কথা বেনকে বলে দিক, না?' খেঁকিয়ে উঠল জেফ।

'ওরা জানবে কী করে?'

'এখানে এলেই জানতে পারবে। আর সন্দেহ হলেই ওরা আসবে এখানে।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল লং জন। তারপর বলল, 'সবাই না গেলেই হলো। তা হলে আর ওরা সন্দেহ করবে না।'

জেফ তাৎক্ষণিক কোনও জবাব দিতে পারল না। কিন্তু অন্য তিনজন সমর্থন করল লং জনকে।

'বেশ।' উঠে দাঁড়াল জেফ। 'তোমরা যখন বলছ, তখন তাই হবে। আমরা দুজন যাব, আমি আর লং জন। কারও কোনও আপত্তি আছে?'

কেউ আপত্তি জানাল না। তা সত্ত্বেও ও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল, 'হ্যারিকে যেতেই হবে, কারণ ও পথঘাট চেনে। আমাকে যেতে হবে ওকে পাহারা দিতে। আর তোমাদের মধ্যে সে-ই যেতে পারবে যে সবচেয়ে বড় তাস তুলবে।'

সবচেয়ে বড় কার্ড তুলল লং জন। ইস্কাপনের সাহেব। অন্যরা ছোট তাস তুলে নিজেদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল। সময় নষ্ট করল না জেফ। বাংক থেকে একটা লম্বা দড়ি বের করল। রাইফেলটাও। তারপর হ্যারিকে বলল, 'খোকাবাবু, তোমাকে যেতে হবে আমাদের সাথে।'

হ্যারি একটু ইতস্তত করার ভান করে উঠে দাঁড়াল। জেফের নির্দেশে লং জন হ্যারিকে ওর ঘোড়ার জিন এনে দিল। তিনজন বেরিয়ে পড়ল বাংকহাউস থেকে।

মুন-এর অস্ত্রাগারের পেছনে হ্যারি এবং লং জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে র‍্যাংলারের কাছে চলে গেল জেফ। একটু পরেই তিনটে বিরাট নর্দার্ন ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল।

ঘোড়ার পেটের তল দিয়ে হ্যারির পা দুটো আচ্ছা করে কষে বাঁধল জেফ। হাত দুটোও বাঁধল। তারপর ঘোড়ায় চাপল জেফ আর লং জন। আস্তাবলের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বেরিয়ে বাথান বাড়িটা চক্কর দিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলো।

ধীর গতিতে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোতে লাগল ওরা। বিগট্রে-র অশ্বারোহীরা মাত্র একঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, হ্যারির ধারণা, ওরা সোবার্সের বাথানে আগেই পৌঁছুতে পারবে কারণ কুপারের লড়য়েরা আগে শহরটার উপরই হামলা চালাবে। তারপর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বাথানে পৌঁছুবে।

জেফ যাত্রাপথে মাত্র একবারই প্রশ্ন করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'ম্যাক সোবার্সের বাথানে।'

'বড়?'

'বেশ বড়।'

'মালামাল?'

'অনেক। তুমি কি মনে কর, ওখানে তোমাদের ইয়ার্কি মারতে নিয়ে যাচ্ছি?'

জেফ কিংবা লং জন যাতে কোনওরকম সন্দেহ করতে না পারে সেজন্যে সাবধানতা অবলম্বন করলেও ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল হ্যারি। কাজ তাকে করতেই হবে। কুপারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর আগেই ওকে অ্যাপ্‌ল বাথানে পৌঁছাতে হবে এবং যে ভাবেই হোক নিজেকে মুক্ত হবে। ও এখনও জানে না কীভাবে মুক্ত হবে, কিন্তু মুক্ত না হতে সোবার্সের বাড়িঘর আর গরুমোষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

মাতাল হয়ে আছে জেফ। তার এই মাতলামি খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু আছে, এই অবস্থায় ও কমবেশি অসতর্ক হয়ে পড়বে।

মাঝরাতেরও অনেক পরে ওরা পাইন অ্যাপ্‌ল বাথানের পিছনের খাঁড়িতে পৌঁছুল।

'ওই যে নীচে সোবার্সের দালান,' বলল হ্যারি।

খুশি হয়ে উঠল জেফ, 'চমৎকার, এখনও কুপারের লোকরা এখানে পৌঁছায়নি তা হলে!'

পকেট থেকে বোতল বের করে লং জন আর জেফ কয়েক ঢোক মদ গিলল। তারপর ঘোড়া থেকে নামল দুজন।

'কী কী পাওয়া যাবে ওখানে?' শুধাল জেফ।

'বাঁধন খুলে দাও। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক থাক, তোমাকে আর অত কষ্ট করতে হবে না। এখানেই থাকো। এখানেই থাকতে পার সেজন্যে ঘোড়ার পা বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি।' চেঁচিয়ে উঠল জেফ।

হ্যারি শুকনো গলায় বলল, 'বেশ তা হলে অন্তত মদের বোতলটা দিয়ে যাও।'

'অবশ্যই।' রাজি হয়ে গেল জেফ। কারণ বোতলটা ইতিমধ্যেই ও শূন্য করে ফেলেছে। বোতলটা হ্যারির হাতে দিল ও। লং জন ঘোড়ার পা বেঁধে দিল। জেফকে মৃদু ধন্যবাদ জানাল হ্যারি। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ওদের।

আশাতীত ভাবে সহজ হয়ে গেল হ্যারির কাজ। ওরা শ্রবণসীমার বাইরে চলে গেছে বলে যখন নিশ্চিত হলো, তখন ও বোতলটা দুহাতে ধরে উবু হয়ে লোহায় সজোরে আঘাত করল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোতলটা। দুহাতে দুটো বড় টুকরো রয়ে গেল। মাথার দিকের টুকরোটা তলায় রেখে তার উপর চেপে বসল ও। তারপর ভাঙা বোতলটার দিকের উপর হাতের বাঁধনটা ঘষতে লাগল। দুবার ওর কব্জি কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু ছাড়ল না ও। দড়ি অনেকটা কেটে যাওয়ার

ওর বাকিটুকুও দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। হাতের বাঁধন খোলার পর কাঁচের টুকরো দিয়ে পায়ের বাঁধন কেটে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগল না।

জেফ কিংবা লং জন ওদের জিনের থলেতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র রেখে গেছে কিনা দেখবার জন্য দ্রুত ওদের ঘোড়ার দিকে গেল হ্যারি। না, ওরা কেউ আগ্নেয়াস্ত্র রেখে যায়নি। ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগল ও। ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে ও দমবার পাত্র নয়। অন্তত আজকের রাতে।

মূল বাথান বাড়ির পিছনেই ওয়াগন শেড। তার আড়ালে দাঁড়াল হ্যারি। কান খাড়া করে রইল। বাড়ির ভিতরে একটা চলমান আলো। ওর মনে হলো, জেফ বাইরে থেকে ধাক্কাধাক্কি ডাকাডাকি করার ফলে কেউ ফটক খুলে দিতে আসছে। নিঃশব্দ পায়ে এগোতে লাগল হ্যারি। মনে মনে প্রার্থনা করছে, যে দরজা খুলতে আসবে তার হাতে যেন বন্দুক থাকে। পাশাপাশি এ কথাও ওর মনে হলো, সেক্ষেত্রে জেফ তো তাকে গুলি করবে। মিরান্ডা সোবার্স যদি বন্দুক হাতে বেরোয় তাকেও রেয়াত করবে না জেফ। মনে মনে শিউরে উঠল হ্যারি।

বাড়ির কোণে এসে থামল হ্যারি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ ওর কানে ভেসে এল লং জনের হুংকার। তার হাতের রাইফেলের নলটা বাতির আলোয় চকচক করছে। তবে সেটা যে কার দিকে উদ্যত তা দেখতে পাচ্ছে না হ্যারি। তার মানে, জেফ ইতিমধ্যেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোটা। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল লং জন।

নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে লং জনের দিকে এগোতে লাগল হ্যারি। ইতিমধ্যে দু'তিন পা এগিয়ে লং জন ফটকের সামনে চলে গেছে। ও আরও কাছে পৌঁছুল হ্যারি। বাড়ির ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল একটা কণ্ঠ মিরান্ডার।

একটা পাথরের উপর গিয়ে পড়ল হ্যারির হাত। পাথরটা তুলে নিয়ে এগোতে লাগল ও। ফটকের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও লং জনের আরও কাছে পৌঁছুল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ও এখন লং জনের ঠিক পিছনে

এমন সময় ঘুরে দাঁড়াল লং জন। কিন্তু হ্যারির উপর দৃষ্টি ফেলার ফুরসত পেল না। হাতের পাথরটা সজোরে ওর মাথার ওপর নামিয়ে আনল হ্যারি। অস্পষ্ট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল লং জন। ওকে ডিঙিয়ে গিয়ে রাইফেলটা তুলে এক লাফে বাড়ির ভেতর ঢুকল হ্যারি।

জেফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিরান্ডা। অগ্নিমূর্তি ও অকুতোভয়। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস লিটল। তার হাতে বাতি।

জেফ বলছে, 'লেডী, এখানে যে একটা সিন্দুক আছে তা কে না জানে।

পাথান মালিকদের বাড়িতে সিন্দুক থাকবে না, এ তো হতেই–'
'জেফ!' অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করল হ্যারি।
মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল জেফ। ওর বন্দুকটা হোলস্টারে রাখা। কারণ ও জানে, লং জন ওর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখছে। হ্যারিকে দেখে প্রথমে চমকে উঠল ও। তারপর ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল মুখে।
নরম করে জেফ বলল, 'এসো হে বাপু, হাত লাগাও।
'হাত লাগাব বটে। কিন্তু তোমার পক্ষে নয়। তোমার খেল খতম।'
মিরান্ডার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল হ্যারি, ওর মুখ দেখতে চাইল। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়? এখন এক মুহূর্তের জন্যও জেফের দিক থেকে চোখ সরানো যাবে না। ইতিমধ্যেই কঠিন হয়ে উঠেছে জেফের চেহারা। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে শুরু করেছে।
জেফের গর্জন শোনা গেল, 'তা হলে ব্যাপারটা–'। কথাটা শেষ করল না ও। কে যেন দৌড়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।
দাঁত বের করে হাসতে লাগল জেফ। 'তোমার খেলই খতম,' বলল সে। 'ওই তো লং জন আসছে।' হ্যারির পেছনে অন্ধকারের দিকে ওর দৃষ্টি।
হ্যারি ঘুরতেই আর্তনাদ করে উঠল মিরান্ডা। জেফ চোখের নিমেষে ডান হাত দিয়ে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে বাঁ হাত দিয়ে মিরান্ডাকে ঝাপটে ধরে হ্যারি আর ওর মাঝখানে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। নিজের বোকামি বুঝতে পেরে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলল হ্যারি। গুলি চালাল। কিন্তু গুলিটা জেফের গায়ে লেগেছে কিনা তা বোঝবার আগেই ওর কানের কাছে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হলো। মনে হলো বিশাল একটা পাথর দিয়ে ওর মাথাটা কে যেন গুঁড়িয়ে দিল।
যখন জ্ঞান হলো তখন হ্যারি নিজেকে অনেকগুলো ঘোড়সওয়ারের দৃষ্টির সামনে আবিষ্কার করল। মাটির উপর শুয়ে আছে ও। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। এত আলো এল কোত্থেকে?
ঘাড় ফেরাতেই আলোর উৎসটা চোখে পড়ল হ্যারির। ম্যাক সোবার্সের পাথান বাড়ি জ্বলছে। মাথার কাছে কারা যেন কথা বলছে। একটা কনুই-এর উপর ভর দিয়ে মাথা তুলল ও। মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মিরান্ডা। ওর মুখ রক্তহীন। পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস লিটল; অন্য পাশে বাবুর্চি রথম্যান আর ওদের পিছনে বিরাট একটা ঘোড়ার উপর বসে আছে আর্থার কুপার।
একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল হ্যারি। অদূরে পায়ের দিকে চোখ পড়ল। দুটো মৃতদেহ। নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে জেফ আর লং জন।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হ্যারি। মিরান্ডার দিকে এগোল। পিছন থেকে কথা বলল কুপার, 'তা হলে তুমি একাই বাঁচতে পেরেছ?'
রথম্যানের চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। 'দোষটা আমারই। ভেবেছিলাম মরে গেছে। এখন দেখছি।'

আর্থার কুপার শেয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠে বলল, 'তোমাকে কি ওরা জোর করে এনেছিল? তুমি বাধা দাওনি নিশ্চয়ই? তা তোমার এই হাল হয়েছে। ঠিক আছে, এবার ফিরে চল।'

কোনও জবাব দিল না হ্যারি। ও তাকিয়ে রইল মিরান্ডার ফ্যাকাশে মুখের দিকে।

বেন ওয়ারেন নিজেই হ্যারির ঘোড়া নিয়ে এল। বলল, 'আমি না তোমাদের বাথান পাহারা দিতে বলেছিলাম?'

মিরান্ডার গলা শোনা গেল, 'সম্ভবত ও আর ওর বন্ধুরা তোমাদের এই উৎসব ছেড়ে থাকতে চায়নি। আহা, ওদেরও তো একটু আধটু ফুর্তি দরকার।' ঘৃণা আর বিদ্রূপ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠ থেকে। 'কে আমাকে দিয়ে বাবার সিন্দুক খোলাবে তাই নিয়ে তিনজনের মধ্যে কী জোর প্রতিযোগিতা।'

বেন ওয়ারেন হ্যারির শার্টের কলার চেপে ধরে বলল, 'ওঠ্ ঘোড়ায়।' তারপর ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে বলল, 'তোমাদের একজন নেমে এসে ওকে ঘোড়ার সাথে বেঁধে ফ্যালো।'

প্রথমে পরিস্থিতিটা বুঝতে হ্যারির অসুবিধা হলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল, মিরান্ডা স্বভাবতই ধরে নিয়েছে, জেফ, লং জন আর ও একসাথে এসেছিল। বাড়ির মধ্যে জেফ ওকে যে কথা বলেছিল তাতে ওর এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। রথম্যানের পায়ের শব্দকেই জেফ লং জনের পায়ের শব্দ বলে মনে করেছিল। এবং সুযোগটা কাজে লাগাতে চেয়েছিল। মিরান্ডাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করার সময় ওর গুলিতেই জেফ মরেছে এবং রথম্যানের বন্দুকের গুলিতে ও জ্ঞান হারিয়েছে। আর কুপারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী যে হামলা চালাতে আসছে এই খবরটা মিরান্ডাকে জানাতেই রথম্যান বাথান বাড়িতে ফিরে আসছিল। হ্যারি ঘোড়ায় চড়তেই একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে ওর পা বেঁধে দিল।

কুপারের গলা শোনা গেল, 'চলো হে বিজয়ী বীরেরা। আমাদের অভিযান শেষ। ম্যাক সোবার্সের সঙ্গে শেষবারের মত মোকাবেলা করতে আবার আসতে হতে পারে, অবশ্য ও যদি ডানকান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারে। সে সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। বিদায়, মিস সোবার্স। তোমার বাবাকে আমার অভিবাদন জানিও, অবশ্য যদি সে সত্যি বেঁচে থাকে। আর বোলো, আমার ক্ষতি করলে এ ছাড়া অন্য কোনও রকম অভিবাদন আমি জানাতে পারি না।' কথাগুলো শেষ করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল কুপার।

অসুস্থ বোধ করতে লাগল হ্যারি। ওর মাথার চুল রক্তাক্ত। কাপড়-চোপড়েও এখানে সেখানে রক্তের ছোপ, মাথার যেখানে গুলি লেগে চামড়া কেটে গেছে সেখানে খুব জ্বলছে। বাঁ দিকের কান থেকে ঘাড় পর্যন্ত অবশ হয়ে আছে। কেমন বমি বমি লাগছে ওর।

মুক্তিলাভের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওর। মিরান্ডা সোবার্সকে কুপারদের গোলা সম্পর্কে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টাও বিফল হয়েছে। চেষ্টাটা ওর বিপক্ষেই চলে গেছে, ও আবার বন্দী হয়েছে এবং বেন ও জেরি এখন ওকে খুশিমত শাস্তি দেবে। সবচেয়ে কঠিন শাস্তিই ওদের কাছ থেকে হ্যারি প্রত্যাশা করতে পারে।

সম্ভবত গোটা ব্যাপারটাই ওর ভুল হয়েছে। কারণ, কোনও অবস্থাতেই ও সোবার্সের বাথান রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু মিরান্ডা ওকে সত্যিই অভিভূত করেছে। কোনও মেয়ে যে এমন অকুতোভয় হতে পারে তা ও কখনও ভাবতেও পারেনি।

মিরান্ডার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে ওর ঘোড়াটা তখন দুটি মাত্র শব্দ ভেসে এল ওর কানে, 'কুপারের পোষা কুত্তা!'

এসব সত্ত্বেও হ্যারি এই ভেবে সান্ত্বনা পেল, ও যে পালাতে চেষ্টা করেছিল তা শুধুমাত্র জেফ আর লং জনই জানত। দুজনই এখন মৃত। ওরা দুজন মরে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে ওর পলায়ন হয়তো সহজতর হবে।

সিদ্ধান্ত নিল হ্যারি, যেভাবেই হোক আবার পালাতে হবে ওকে। এই ঘটনায় ও একটা পক্ষ নিয়েছে—ম্যাক সোবার্স আর মিরান্ডা সোবার্সের পক্ষ। ওরা ওর সম্পর্কে যাই ভাবুক না কেন ও এখন ওদের লোক। আর তা একদিন ও প্রমাণও করে দেবে। ও যদি কুত্তাই হয় তা হলে ও সোবার্সেরই কুত্তা হবে, কুপারের নয়।

অবশ্য কারও কুকুরই ও হতে চায় না।

দশ

পশুপালকদের সভা শেষ। কয়েকজন বাথান মালিকের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাক সোবার্স। ফ্রেডারিক আস্তে আস্তে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। ম্যাকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাথান মালিকদের সঙ্গে টুকরো টুকরো কথাবার্তার ফাঁকে ম্যাক সোবার্স ফ্রেডারিককে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবে নাকি?'

ফ্রেড একটু আমতা আমতা করে বলল, 'আপনার যদি সময় থাকে তা হলে—'

সোবার্স তার সঙ্গীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে ফ্রেডকে নিয়ে একটু দূরে সরে এল। বলল, 'কী ব্যাপার, ফ্রেড?'

'আজ রাতের স্টেজে পাঠানোর জন্য আমি একটা চিঠি লিখতে চাই। আপনি তো এখুনি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবেন, চিঠি লিখতে যেটুকু সময় লাগবে

ততক্ষণ দেরি করা কি সম্ভব হবে আপনার পক্ষে?'

'চিঠি?' একটু বিস্মিত হলো সোবার্স। তারপর হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই কোনও মেয়ে?'

'জ্বী, স্যার,' ফ্রেডও হেসে জবাব দিল। 'চিঠিটা বেশ কিছুদিন আগে পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দেয়ার সময় পাইনি।'

'ঠিক আছে? আমি শহরে আরও কিছুক্ষণ থাকব। অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু সাবধান, ফ্রেড, আমাদের পরিকল্পনার কথা চিঠিতে কিছু লিখবে না। স্টেজের উপর হামলা চালিয়ে চিঠিটা হাতিয়ে নিতে পারে কুপার।'

'না, স্যার, ওসব জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটা টাকসনে থাকে। ও আর আমি কিছু গরু কিনছি। সেজন্যে ওকে টাকা পাঠাতে হবে।'

'টাকা আছে তো তোমার কাছে?'

'আছে কিছু।'

ম্যাক ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডলারের একটা বান্ডিল বের করে অনকেগুলো নোট ফ্রেডকে দিয়ে বলল, 'এগুলো তোমার কাজের পুরস্কার। অনেকগুলো গরু কেনা যাবে এই টাকায়।'

টাকার পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে গেল ফ্রেডারিক। তারপর তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, এ তো অনেক টাকা, স্যার। অনেক গরু কেনা যাবে, অসংখ্য ধন্যবাদ, ও খুব খুশি হবে, স্যার।'

ধন্যবাদে কর্ণপাত না করে পশুপালকদের কাছে ফিরে গেল ম্যাক। ডলারগুলো পকেটে ঢোকাল ফ্রেড। কেমন একটা অপরাধবোধে অপ্রসন্ন হয়ে গেল মন। সে-ভাবটা মুছে ফেলার জন্য ও সেলুনে গিয়ে ঢুকল। দুপাত্তর পেটে পড়তেই অস্বস্তিটা দূর হয়ে গেল।

সেলুনের ডেস্ক থেকে কাগজ ও এনভেলাপ সংগ্রহ করে লিখবার টেবিলে গিয়ে বসল ফ্রেড। বিকেলে সামার এন্ড-এর পশুপালকদের সভায় যা যা আলোচনা হয়েছে সব কথা সবিস্তারে লিখল। ডানকান শহরের উপর কবে, কখন হামলা চালানো হবে, কারা হামলায় থাকবে, কারা নেতৃত্ব দেবে, মোট কতজন থাকতে পারে হামলাকারীদের দলে, কী করে শহরটাকে পুড়িয়ে দেয়া হবে, বিগট্রে-র উপর যে হামলা হবে তাতে কে কে থাকবে সবই লিখল। একটা কথাও বাদ দিল না। লেখা শেষ করে চিঠিটা ভাঁজ করে এনভেলাপে পুরল। খামের বাইরে ডানকানের ফ্রেট এজেন্ট ও টেলিগ্রাফার ফুট ফ্যারাডের নাম লিখল। তারপর অন্য একটা এনভেলাপের বাইরে টাকসনের একটা মনগড়া নাম ও ঠিকানা লিখে তার মধ্যে সাদা কাগজ পুরল। পরে খাম দুটোর মুখ বন্ধ করে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। মনটা ওর খুশিতে ভরে উঠেছে

বোসাম স্টোর্সের পোস্ট অফিসে ও খোদ বোসামের কাছ থেকেই ডাক টিকেট কিনল। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, 'বোসাম, টাকসন থেকে এখানে

।ঠাঁ আসতে ক'দিন লাগে?'

'দিন সাতেক তো বটেই।'

'তাই তো জানতাম। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? অন্তত সাতদিন আগে আমার একটা চিঠি আসবার কথা।'

'বোধহয় রাস্তায় কোথাও আটকে গেছে।'

ফ্রেড চিন্তার ভান করে বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' তারপর ।।.চর চিঠিগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ডানকানের ফ্রেট এজেন্টের নাম ম্যুট ফ্যারাডে না?'

'হ্যাঁ।'

খামের উপর ডাকটিকেট সাঁটতে সাঁটতে ফ্রেড বলল, 'দেখা যাক ওর ।।।। পাওে কিনা। আমার মনে হয় চিঠিগুলো ওর কাছেই আটকে আছে।'

বোসাম ওর হাত থেকে চিঠি দুটো নিয়ে বলল, 'লোকটা একটু ঢিলেঢালা ।।।পের বটে।'

বাইরে আসতেই আবার কেমন যেন ভয় করতে লাগল ফ্রেডের। ধীরে ।।।। আস্তাবলের দিকে এগোল ও। সামনেই পড়ল আস্তাবলের মালিক বেড ।।।।ক। ও বলল, 'কী হে তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে যে, কী হয়েছে?'

'না কিছু হয়নি। তবে বেশ ক্লান্ত বোধ করছি।'

হামলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভয় আর অস্বস্তির মধ্যে কাটল ফ্রেডের। ।।। দিন সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পর সোবার্সের বাথানের একজন অশ্বারোহী সামার ।।। শহরের দিকে রওনা দিল। সোবার্স আর ফ্রেড রইল দলটির সামনে। ।।।দের নাকে কেরোসিনের গন্ধ আসছে। প্রত্যেক ঘোড়ার জিনেই কেরোসিনে ।।।ানো মোটা দড়ি নেয়া হয়েছে। সেখান থেকেই আসছে গন্ধ।

দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে ওরা নিউ ব্যাটারী কাউন্টির পশ্চিমে একটা পাহাড়ের ।।। পৌছুল। অন্যান্য বাথানের ঘোড়সওয়ারদেরও একই জায়গায় পৌছানোর কথা। ওখান থেকে একযোগে সবাই ডানকান শহরের দিকে যাত্রা ।।।বে। পথটা একটু দুর্গম। তাই ওদিক থেকে হামলা আসতে পারে তা ।।।তো শহরের লোকরা কল্পনাও করবে না। ওরা যদি হামলা প্রত্যাশা করেও ।। হলে দক্ষিণ পশ্চিমের সমতল থেকেই আশা করবে। বুদ্ধিটা রয় ।ক্রফোর্ডের। সোবার্স তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছে।

ম্যাক সোবার্সের ঘোড়সওয়ার দলের আগেই অন্য বাথানগুলোর অশ্বারোহীরা ওখানে পৌছে গেছে। কেরোসিনের গন্ধে গোটা এলাকার বাতাস ।।রি হয়ে উঠেছে।

ঘোড়সওয়ারদের অনেকেই নিঃশব্দে ঘোড়ার উপর বসে আছে। ওদের ।।খ্যা গুণবার চেষ্টা করল না ফ্রেড। অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। তবে ও ।।।ণা করল, দলে অন্তত সত্তর জন আছে। চক্রাকারে দাঁড়ানো অশ্বারোহীদের মাঝখানে রয়েছে ওদের নেতারা— বাথানের মালিকরা। ওদের

কোমর আর জিনের থলের বন্দুকের উপর তারার আলো পড়ে চিকচিক করছে।

কথাবার্তা হচ্ছে চাপা গলায়। ফিসফিস করে। কাউবয়রা একজায়গা হলে যেমন হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়, হাসি ঠাট্টা চলে, তা একেবারে অনুপস্থিত।

সোবার্সকে নীরবে অভ্যর্থনা জানাল ওরা।

রয় ক্লিফোর্ড বলল, 'ঠিক সময়েই এসেছ।'

'সবাই এসেছে?' জানতে চাইল ম্যাক।

'কয়েকজনকে শহরে রেখে এসেছি। স্টেজ না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা যাতে স্টেজের লোকেরা সন্দেহ করে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাদের আগে ডানকানে পৌঁছে ওদের সাবধান করে না দিতে পারে। স্টেজ ছাড়ার পর ওরাও এসে পড়বে।'

'চমৎকার।' খুশি হলো সোবার্স।

দায়িত্বগুলো সবাইকে আবার বুঝিয়ে দেয়া হলো। পর্যলোচনাও করা হলো। শহরের মধ্যে ঢুকেই নয় দশজনের চারটে দলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। শহরের বাসিন্দারা যাতে গোড়াতেই ভয় পেয়ে না যায় সে জন্যে ঘোড়সওয়াররা আস্তে আস্তে এগোবে। অন্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অলিগলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগাবে। বাছাই করা আটজন- যাদের মধ্যে ফ্রেডারিকও থাকবে- শুঁড়িখানা কভার করবে। অন্য চারজন সেলুন আগলাবে। আগুন ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত বার আর সেলুনের খদ্দেরদের সেখানেই আটকে রাখবে ওরা।

আগুন পুরো শহরটাকে গ্রাস করে ফেললে চারটি গ্রুপ প্রধান সড়কগুলো ও কেন্দ্রস্থল থেকে গোলাগুলি চালাতে থাকবে। ওদের উপরে যারা গুলি চালাবে তাদের প্রয়োজন হলে খুঁজে বার করে খতম করতে হবে। গোলাগুলির ফাঁকে অন্যরা ঘোড়াগুলো হিচিং রেল থেকে খুলে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দেবে।

তারপর কয়েকজনকে শহরে রেখে অন্যরা কুপারের বিগট্রে বাথানের দিকে যাত্রা করবে। বলা বাহুল্য পরিকল্পনাটি সকলেরই পছন্দ হয়েছে।

শেষ দলটি পৌঁছুবার পর ডানকান শহরের দিকে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হলো। ওরা যে ট্র্যাক ধরে এগোবে সেটা দীর্ঘকাল ধরে অব্যহৃত রয়েছে। কিন্তু প্রবীণরা এখনও ট্রেইলটা ভোলেনি। এ পথে এগোলে ডানকান শহরে পৌঁছুতে চার ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ রাত একটার দিকে ওখানে পৌঁছুতে পারবে ওরা। দ্রুত এগোতে লাগল দলটা। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ আর মাঝে মাঝে দু'একটা হ্রেষাধ্বনি ছাড়া অন্য কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য ঝিঁঝিঁ পোকা দীর্ঘ প্রান্তর আর পাহাড়ের নৈঃশব্দের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

নিউ ব্যাটারী কাউন্টির যত গভীরে ঢুকছে, ওদের গতি ততই মন্থর হচ্ছে। এখানে যদি কুপারের ওই লোকরা ওদের আবিষ্কার করে তা হলে সমূহ বিপদ।

ফ্রেডারিক নিজের কথা ভাবছে। কুপার তাকে যেভাবে কাজ করতে বলেছে অনুগত ভৃত্যের মত সাফল্যের সঙ্গে তা ও সম্পন্ন করেছে। দুটো চিঠি লেখার পরামর্শটাও কুপারই ওকে দিয়েছিল। ফ্রেট এজেন্টের মাধ্যমে কুপারের কাছে লেখা চিঠিতে ও আরও জানিয়ে দিয়েছে যে, ও একটা কালো আলখাল্লা পরে থাকবে আর স্যালাভিয়ান শুঁড়িখানা কভার করার দায়িত্ব ওর উপর দেয়া হয়েছে। কুপারের লোকদের গুলিতে বেঘোরে যাতে ওকে মরতে না হয় তার জন্যই চিঠিতে এই তথ্য দুটো ও সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাতেও রক্ষা পাবে কিনা ও জানে না। ওর কাজ তো শেষ। তাই কুপারের কাছে কাল থেকে ওর কানাকড়ি দামও থাকবে না। সেক্ষেত্রে কুপার যে ওকে দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে দেবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেটাই বরং স্বাভাবিক। সামার এন্ড কাউন্টি আর সামার এন্ড শহরের লোকদের ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করার এই ষড়যন্ত্রে যে ও জড়িত আছে তা একমাত্র বেন ওয়ারেন আর কুপার ছাড়া কেউ জানে না। এবং এটা যে একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র তা-ও কেউ জানে না। কুপার হয়তো তা কাউকে জানতে দিতেও চায় না। তাই এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র সাক্ষীকে ও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেই বরং চাইবে। যতই এগুতে লাগল এই ভয়টা ততই বদ্ধমূল হতে লাগল ফ্রেডের মনে।

ডানকান শহরের পশ্চিমে, পাহাড়ের জঙলা ঢালে পৌঁছল সোবার্সরা। নীচে সামনের দিকে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি সমৃদ্ধ শহর ডানকান বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর শহরটা খুব বড় না হলেও সামার এন্ড-এর প্রায় দ্বিগুণ। শহরের প্রধান সড়ক দুটোই বেশ প্রশস্ত। দোকনপাটও অনেক। সবগুলোই বেশ সাজানো গোছানো। একটি বড় সড়কের পাশে শহরের আদালত ভবন।

এত রাতেও শহরের এখানে-সেখানে আলো জ্বলছে। কোনও কোনও দোকানে খদ্দেরও রয়েছে। সেলুনগুলো গম গম করছে। বাতি দেখা যাচ্ছে আস্তাবলেও।

নেতারা আলোচনায় মিলিত হলো। লী কার্টার বার্ন বলল, 'শেষ পর্যন্ত নিরাপদে যখন পৌঁছুতে পেরেছি তখন কেল্লা ফতে করতে আর অসুবিধা হবে না।' উল্লাস ওর কণ্ঠে। সামার এন্ডের ব্যাংকে ওর-ও বিপুল অর্থ গচ্ছিত ছিল। প্রতিশোধ-স্পৃহায় লী কার্টার বার্নও ক্ষেপে আছে।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' সোল্লাসে ফেটে পড়ল ম্যাক সোবার্স। 'রয়, তুমি তোমার দল নিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে আদালত ভবনের পাশ দিয়ে এগোও। এখুনি রওনা দাও।'

রয় ওর দলের লোকগুলোকে ডেকে নিয়ে রওনা দিল। একটু পরেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। অন্যরাও নির্ধারিত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাত্রা শুরু করল। শুধুমাত্র সেলুন দুটোতে যারা হামলা করবে কেবল তারাই রয়ে গেল।

ম্যাক ওদের মধ্য থেকে ওর নিজের গ্রুপের চারজনকে ডেকে নিল। বলল, 'খবরদার, জোর কদমে ঘোড়া ছোটাবে না। ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য রেখে সোজা এগিয়ে যাবে।'

ফ্রেডারিক ওর জন্য নির্ধারিত গ্রুপে যোগ দিল। ওরা পশ্চিম দিকে যাবে। ঢালু পথ বেয়ে ওরা প্রধান সড়কে গিয়ে উঠল। রাস্তায় এখনও বেশ লোকজন চলাচল করছে। কুপার এম্পোরিয়াম খোলা। ভেতরে খদ্দের রয়েছে। এটা আর্থার কুপারের এক আত্মীয়ের দোকান। শহরের দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে গেলে আর্থার কুপার আর তার আত্মীয়স্বজনেরই দখলে। ওরাই তো এই শহরের মালিক। হঠাৎ ফ্রেডারিকের মনে হলো, ওর চিঠি হয়তো কুপার পায়নি। মেরুদণ্ড শিরশির করতে লাগল ওর। তারপরই ওর চোখ গিয়ে পড়ল জো পার্ক হোটেলের দোতালার দিকে। প্রত্যেকটি জানালা খোলা। কিন্তু কোনও আলো নেই। হ্যাঁ, কুপার ওর বার্তা পেয়েছে। নিশ্চিত হলো ফ্রেড।

ম্যালাভিয়ন সেলুনের সামনে ওরা বারোজন ঘোড়া থেকে নামল। ওদের দলনেতা প্যারাডাইস বাথানের ফোরম্যান হাউলার বলল, 'ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখতে হবে। হিচিং রেইলের দিকে এগোও।'

হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধতে গিয়ে অহেতুক দেরি করল ফ্রেড। ওর জন্যে কোথাও কোনও সংকেত আছে কিনা লক্ষ করল। দেখতে না পেয়ে কিছুটা হতাশ হলো।

সেলুনের ভেতর থেকে হৈ-হুল্লোড় ভেসে আসছে। কথাবার্তা উচ্চ হাস্যরোল, গ্লাসে গ্লাস ঠোকার শব্দ, পিয়ানোর শব্দ সব মিলিয়ে একেবারে নরক গুলজার।

সাইডওয়াকে পৌঁছবার পর ফ্রেড বলল, 'সেলুনটা তো বেশ বড়। আমরা মাত্র চারজন সামাল দিতে পারব তো?'

হাউলার দাঁড়াল। ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে ধরল ফ্রেডের মুখের উপর। বলল, 'তুমি কি কেটে পড়তে চাও? ভয় পেয়েছ?'

চোখ গরম করে ফ্রেড জবাব দিল, 'আমি কি তাই বলেছি!' মনে মনে ক্ষেপে গিয়ে শপথ নিল ও। লোকটাকে সুযোগ পেলেই খতম করবে।

'বেশ।' হাউলার দুটো সিক্স-গান বের করল। ফ্রেডসহ অন্যরাও বের করল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে গেল হাউলার। ঢুকবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই একজন মাতাল কাউবয় ভেতর থেকে দোর ঠেলে বাইরে বেরোচ্ছিল।

হাউলারের কনুই-এর ধাক্কায় লোকটা চিৎ হয়ে সেলুনের মেঝেতে পড়ে গেল। হাউলারের পিছন পিছন দলের অন্য তিনজন সেলুনের ভিতরে ঢুকল।

সকলের শেষে ঢুকল ফ্রেড।

কাউন্টারের পেছনে আয়নার দিকে গুলি চালাল হাউলার। মুহূর্তে সব হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতা নেমে এল বারে।

আরও একবার ফাঁকা গুলি করল হাউলার। তারপর বারের লোকদের উদ্দেশে বলল, 'সবাই বেরিয়ে যাও সেলুন থেকে। শুধু বার কিপার আর বার টেন্ডাররা থাকবে। যাও, হাত তুলে বেরিয়ে যাও।'

সবাই একে একে বেরিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ চাপা গলায় কে যেন প্রশ্ন করল, 'এরা সামার এন্ডের লোক না?'

'ঠিকই,' জবাব দিল হাউলার, 'সামার এন্ডের লোকরা ওদের পাওনা আদায় করতে এসেছে।'

আবার সব শান্ত হয়ে গেল। হাতের ঘামে বন্দুকের কুঁদো ভিজে গেল ফ্রেডের। ইতি-উতি তাকাতে লাগল ও। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, পিছনের ব্যালকনিতে বিয়ারের শূন্য পাত্রের স্তূপের আড়ালে কী যেন নড়াচড়া করছে। বিয়ারের ক্যানের ভিতর দিয়ে ওদের দিকে তাক করা রয়েছে বন্দুকের নল।

মর্মভেদী একটা আর্তনাদ করে ফ্রেড দরজার দিকে ছুটল। কিন্তু তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে। শুরু হয়েছে গোলাগুলি। ওর কানের পাশ দিয়েই একটা গুলি বেরিয়ে দরজার পাল্লায় বিঁধল। পড়ি কি মরি করে ও রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

অন্ধকার আস্তাবলের দিকে প্রাণপণে ছুটে চলল ফ্রেড। উত্তর দিক থেকেও গোলাগুলির শব্দ আসছে। সম্ভবত ম্যাক সোবার্সের দল প্যান্ডোরা সেলুনে হামলা চালিয়েছে। আস্তাবলের অন্ধকারে পৌছুল ফ্রেড। মোটামুটি নিরাপদ জায়গাটা। কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু চোখে পড়লেই ওরা প্রতিপক্ষ ভেবে গুলি চালাবে। পরিচয় জানতে চাইবে না।

সমস্ত শহরটাই এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেলুনের চার কোণে কোত্থেকে চারদল ঘোড়সওয়ার দেখা দিল। সেলুনের ভিতর থেকেও বেরিয়ে এল রাইফেল হাতে কয়েকজন। তার মানে ওর সঙ্গে সামার এন্ড থেকে যারা এসেছিল কেউই বেঁচে নেই।

চারদিক থেকেই গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রেড আস্তে আস্তে আস্তাবলের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল। সামনের গলি পেরিয়ে পাশাপাশি দুটো দালান। জায়গাটা আরও নিরাপদ। অনেকগুলো ঘোড়ার জোরকদমে চলার শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ফ্রেড। সামার এন্ডের ঘোড়সওয়ারদের চারটি দলই জোরকদমে ছুটে চলেছে শহরের বাইরের দিকে। দু'পাশের দোকান আর দালানগুলো থেকে সমানে গুলি ছুটছে ওদের দিকে। ওর চোখের সামনেই তিনজন ঘোড়সওয়ার মাটিতে পড়ে গেল। আরোহীবিহীন কয়েকটা ঘোড়া ছুটে গেল সামনে দিয়ে।

এবার ওর নজরে পড়ল লী কাটারবার্ন আর তার দলটা। গুলি চালাতে চালাতে ওরাও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। ওদেরও একজন ঘোড়সওয়ার মাটিতে পড়ে গেল। যে গলিটার দিকে ও এগোতে চেয়েছিল সেখান থেকে কয়েকজন লোক গুলি চালাতে চালাতে বেরিয়ে এল।

থমকে গেল ফ্রেড। দারুণ বাঁচা বেঁচে গেছে। ওদিকে গেলে এতক্ষণ খতম হয়ে যেত। গলাটা ভয়ে শুকিয়ে গেল ওর। পিছনে সেলুনের দিকে মুখ ফেরাল ও। অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে রাস্তার উপর। গোলাগুলির শব্দ আর তেমন আসছে না। তার বদলে ভেসে আসছে আহতদের চিৎকার আর কাতরানি। কয়েকটা ঘোড়াও পড়ে আছে রাস্তার উপর। সামার এন্ড কাউন্টির একজন আহত যোদ্ধা হামাগুড়ি দিয়ে একটা আহত ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। অনেক কষ্টে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলাল। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

চোখ বন্ধ করল ফ্রেড। আস্তাবলের দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো সেই গুলিটার কথা। ও সেলুনের দরজা দিয়ে বেরোবার সময় সেটা দরজায় বিঁধেছিল। ওটা কি ওর দিকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল? কুপার কি ওকে খুন করতে চায়? ওর আনুগত্যের শাস্তি দিতে চায়? ষড়যন্ত্রের সাক্ষী মুছে ফেলতে চায়? কুপার কি ওর লোকদের, লাল গলাবন্ধ পরা লোকটাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিল?'

সামার এন্ডের লড়ুয়েরা যারা এখনও বেঁচে আছে এবং অক্ষত আছে—তাদের সবাই নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। আহতদের কাতর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে ডানকান শহরের লড়ুয়েদের উল্লাস। এখনও দু-একটা গুলির শব্দ আসছে।

চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না ফ্রেডের। তবু জোর করে খুলল। কয়েকজন লোক বাতি হাতে নিয়ে আহত আর নিহত লোকগুলোর মুখ পর্যবেক্ষণ করছে।

ফ্রেডের কানে ওদের কণ্ঠ ভেসে এল, 'না, কোথাও নেই, পালিয়েছে। আমার গুলিটা বোধহয় লাগেনি। কিন্তু ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। কর্তা ওর লাশ চায়।'

অন্য একটি কণ্ঠ: 'দুত্তোর ছাই। আর ভাল্লাগে না। আমি সেলুনে যাচ্ছি। এক পাত্তর না টানলে আর চলছে না।'

'তা হলে বরং এক কাজ করি। ওই যে যারা মরে গেছে, ওদের একজনকে একটা লাল গলাবন্ধ পরিয়ে কর্তার কাছে হাজির করিগে। বললেই হবে, এই লোকটার গলাতে লাল গলাবন্ধ ছিল।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ফ্রেড। হাত-পা শক্ত হয়ে গেল। গলাটা শুকিয়ে এল। এখন ওকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। আর সেজন্যে এখানে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আর কিছুক্ষণ পরে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর আবার

শব্দ হবে। পথঘাট জনশূন্য হবে। তখন বেরিয়ে পড়বে ফ্রেড। কিন্তু কোথায় যাবে ও? ওর মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে তো চারদিকেই। খুনের দায়ে পুলিশ ওকে খুঁজছে। ষড়যন্ত্রের সাক্ষীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুপার ওকে খুন করার হুকুম দিয়েছে। পাইন অ্যাপল বাথানে ওর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না। অতখানি সাহস ওর নেই। কখন যে ওর বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস হয়ে যাবে কেউ তা বলতে পারে না।

হ্যাঁ, ও কুপারের কাছেই ফিরে যাবে। সবাই বলে, কুপার নাকি নিজের লোক খুন করে না। তার কাছে গিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে ও, ওর কাজ করবে, যতক্ষণ না ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছে ততক্ষণ তার কাছে থাকতে হবে। তাতেও যে ঝুঁকি নেই তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গত্যন্তর নেই ফ্রেডের। ঝুঁকিটা নিতেই হবে ওকে।

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল ফ্রেড। বাঁচবার আশায় এই অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ওর আনন্দেই কাটল। পথঘাট ক্রমশ জনশূন্য হয়ে গেল। শহর নিস্তব্ধ হলো। এখন আর গোলাগুলি হচ্ছে না। কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে না। আস্তাবলের অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ফ্রেড।

একটু এগোতেই একটা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ওর কানে এল। অস্পষ্ট আলোয় একটা ঘোড়া চোখে পড়ল। দেশলাই বের করে আগুন জ্বালাতেই দেখল, ঘোড়াটা বে জাতের। চেনা ঘোড়া– পাইন অ্যাপল বাথানের। পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঘোড়ার সওয়ার– মার্সি– মরে গেছে। ও তো ওদের দলেই ছিল। সেলুনের মধ্যে ওদের উপর গুলি চালানো শুরু হলে ও কোনওমতে বোধহয় বেরোতে পেরেছিল। হিচিং রেইল থেকে ঘোড়া খুলেও ছিল। কিন্তু উঠতে পারেনি। গুলি খেয়েছে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়ে ঘোড়ায় চাপল ফ্রেড। লাল গলাবন্ধটা খুলে ফেলে দিল। তারপর জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বিগট্রে বাথানের দিকে। ও যখন বাথান বাড়ির চত্বরে পৌঁছুল, মেক্সিকানরা তখন ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী? ফ্রেড?'

শুকনো গলায় ফ্রেড বলল, 'কিছু না। বিলকুল কিছু না।'

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে ও সোজা কুপারের অফিসের দিকে এগোল। অফিস তালাবন্ধ। কামারশালায় ঢুকে এক টুকরো লোহা বের করল ও। সেটা দিয়ে তালা ভেঙে অফিসে ঢুকল। ভেতরটা অন্ধকার।

আলো না জ্বালিয়েই একটা চেয়ারে বসে রইল ফ্রেড। ঘুমে ওর চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমালে চলবে না। কুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ঘুমিয়ে পড়লে সে-ঘুম আর কোনওদিনই ভাঙবে না।

এগারো

'সত্তরের মধ্যে মাত্র বাইশজন হারিয়েছি,' টিম লিয়ারী নরম করে বলল, 'আমরা ভাগ্যবান বটে।'

সামার এন্ড কাউন্টির লড়ুয়েরা ব্যর্থ অভিযান শেষে ফিরে আসছে। প্রত্যেকেই ক্লান্ত-অবসন্ন। সবাই কমবেশি আহত ও যন্ত্রণার্ত, আর ব্যর্থতার গ্লানিতে বিপর্যস্ত। ওদের অনেকের ঘোড়াও জখম হয়েছে।

কারা বেঁচে আছে, কারা মরেছে এখনও তা জানা যায়নি। অন্ধকারে অস্পষ্ট অবয়বগুলো দেখা যাচ্ছে কেবল। কারও কারও হঠাৎ কাতরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ যন্ত্রণা চাপা দেয়ার জন্যে নিঃশ্বাস চেপে রাখছে।

শেরিফ টিম লিয়ারী ডাক দিল, 'ম্যাক সোবার্স!'

'হ্যাঁ।' পাশ থেকে জবাব ভেসে এল।

টিম কিছু বলবার আগেই একজন কাউবয় বলল, 'আমার ঘোড়াটা খুব জখম হয়েছে। এগোতে পারছে না। ওরা যদি পিছু পিছু এসে হামলা করে তা হলে বিপদ হবে।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওরা আমাদের পিছু নেবে না। তার দরকার হবে না ওদের।'

'আমরা কে কে এখনও টিকে আছি দেখা দরকার। তোমরা সবাই ঘোড়া থামাও।' টিমের গলা শোনা গেল আবার।

সবাই ঘোড়া থামাল।

টিম হাঁক দিল, 'রয় ক্লিফোর্ড!'

'আছি, বেঁচে আছি। কিন্তু গায়ে গুলি লেগেছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার আমার।'

'কিনড্রে?'

কোনও জবাব শোনা গেল না।

'এন্ডারমল, গিবস, রনসন, ক্র্যামার, জোসেফ?'

শুধু গিবস আর ক্র্যামারের গলা শোনা গেল

আবার চলতে শুরু করল ওরা। টিম তার ঘোড়াটা ম্যাক সোবার্সের ঘোড়ার পাশে নিয়ে এল। বছরের পর বছর ধরে দুজনের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এটা তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

টিম লিয়ারী প্রশ্ন করল, 'বিশ্বাসঘাতকটা কে?'

'জানি না, তবে যে করেছে সে আমাদের পরিকল্পনার নাড়ী নক্ষত্রটুকুও জানে। আমাদের কী করে ওরা ঘায়েল করবে তাও তার জানা ছিল।'

'সে যে-ই হোক, আমার ধারণা, সে-ও বাঁচতে পারেনি,' বলল টিম।

'কে জানে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক। 'তবে বেঁচে থাকলে তাকে ওর ঋণ শোধ করতেই হবে।'

মনে মনে গোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছিল ম্যাক। আজকের এই ব্যর্থ অভিযানের সব দায় তো তারই। ও নিজেই তো সবাইকে উস্কে দিয়ে এই অভিযানের আয়োজন করেছিল। পরিকল্পনাও ওরই। সুতরাং ব্যর্থতার সব দায়িত্বও, ওর মতে, ওর নিজের। ওর জন্য এতগুলো লোক মরেছে। এই দুঃখ আর ব্যর্থতায় ম্যাক মর্মে মর্মে মরে যাচ্ছে। ও এখনও বেঁচে আছে বটে কিন্তু হেরে গেছে। আর্থার কুপারের কাছে ওর চরম পরাজয় ঘটেছে।

ম্যাকের মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে টিম লিয়ারী তা জানে। ও বলল, 'কী করবে বল, ম্যাক, বিধাতার ইচ্ছের উপর কারও হাত নেই।'

'হয়তো তাই,' হতাশা প্রকাশ করল ম্যাক।

তারপর ওরা নিঃশব্দে এগোতে লাগল। কাউন্টি সীমান্তে যখন পৌঁছুল তখন ভোর হয়েছে। চারদিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে। তবু কেউ কথা বলছে না। ডবল এম বাথানের একজন ঘোড়সওয়ার যে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে তা-ও ওরা জানতে পারেনি।

সবাই বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। রয় ক্লিফোর্ডের পায়ের আঘাতটা খুবই গুরুতর। রক্তও পড়েছে অনেক। ওর ঘোড়াটাও মরেছে। অন্য একটি বাথানের ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসছে। নিজের ঘোড়াটা হারাবার পর কেমন করে যে অন্য একটি ঘোড়ায় চেপেছে ও নিজেই এখন তা মনে করতে পারছে না। ওর তারুণ্য ঝলমল মুখখানা শুকনো ফ্যাকাসে। ওর সহজাত আত্মপ্রত্যয়টুকুও যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

হতাহত হয়েছে কাউবয়রাই বেশি– এই ধরনের লড়াই-এ যা হয়ে থাকে। এই সব ঘোড়সওয়ার তাদের পেশাটাকে কেবল চাকরি বলে মনে করে না। মনিবকে শুধু মনিব বলে মনে করে না। আপন জন মনে করে। আত্মীয় জ্ঞান করে এবং প্রয়োজন হলে তাদের হয়ে জান দিয়ে লড়াই করে। তাদের লড়াই ওদের নিজেদেরও লড়াই। ওদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত।

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে ম্যাক সোবার্সের। ওর গোয়ার্তুমির জন্যেই এতগুলো জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। নিজের প্রতি ঘৃণা জেগে উঠছে ওর মনে।

সামার এন্ড শহরের কাছে এসে পড়েছে ওরা। সামনের টিলাটা পেরিয়ে মোড় ঘুরলেই শহর। সামনের দিকের ঘোড়সওয়াররা মোড় ঘুরেছে। ম্যাক সোবার্সের ঘোড়া সবার পেছনে। একটু পরে ওর ঘোড়াও মোড় ঘুরবে।

হঠাৎ সামনে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল। ম্যাক দেখল সামনের ঘোড়াগুলো থেমে গেছে। ঘোড়া থামাল না ও। অন্য অশ্বারোহীদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। শহরের দিকে তাকাল। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সামার এন্ড শহর বলতে যা বোঝাত তা এখন একটা ধ্বংস স্তূপ মাত্র। এখনও বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। শহরের এক মাত্র দালান ব্যাংক ভবনটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু। আর সব কিছুই মাটির সাথে মিশে গেছে। শহরের প্রান্তে শিমুল গাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সামার এন্ড শহরের ধ্বংসস্তূপের দিকে। ওর সঙ্গীরাও তেমনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কথা বলতে গেল ম্যাক। কিন্তু স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। কে যেন ওর কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে।

প্রচণ্ড ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ম্যাক লাগাম ধরে কষে টান দিল। জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল শহরের দিকে। অন্যরা পিছু নিল।

শহরের সব মানুষ– বিশেষ করে মেয়ে আর শিশুরা সবাই রাস্তায়। ওরা চিৎকার করছে, কাঁদছে, বিলাপ করছে, অভিশাপ দিচ্ছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঘরবাড়ি, আস্তাবল, খোঁয়াড়, গুদাম, দোকানপাট– যা কিছু দাহ্য পদার্থ ছিল আগুনের লেলিহান শিখা সবই গ্রাস করেছে। এখন ওটাকে একটা সমতল ভূমিই বলা যায়। আছে শুধু ব্যাঙ্কের দালানটা আর পাথরের কয়েকটি চিমনি।

ঘোড়া থেকে নামল ম্যাক সোবার্স।

আস্তাবলের মালিক রেড মাইক আস্তে আস্তে ওদের দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'নিশ্চয়ই পথে ওদের সাথে দেখা হয়েছে তোমাদের?'

ওরা কেউ জবাব দেবার আগেই এ জটলা থেকে বেরিয়ে এল মিরান্ডা।

'বাবা! বাবা!' চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। দৌড়ে এসে বাবার বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ম্যাক ওকে বুকে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্য মেয়েরা তাদের আত্মীয়স্বজনকে খুঁজতে লাগল। যারা তাদের স্বজনদের পেল না তাদের বুকফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে বাবার বুক থেকে মাথা তুলল মিরান্ডা। অল্প কথায় ডানকানে শহরের ঘটনা বলল ম্যাক। একটু ইতস্তত করল মিরান্ডা। তারপর বলল, 'বাবা, তুমি কি এরকম আরও কোনও ঘটনার সংবাদ সইতে পারবে? পারবে বাবা?'

ম্যাক ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকাল।

'কুপাররা গতরাতে আমাদের বাথান পুড়িয়ে দিয়েছে। সব বাথানে আগুন দিয়েছে। ডাবল এম, প্রিমরোজ, সেভেন হার্ট সবগুলো ছাই হয়ে গেছে। মাটির সাথে মিশে গেছে।'

ম্যাকের মুখভাবের এতটুকু পরিবর্তন হলো না। একটা পেশীও নড়ল না। যেন সব চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদেরও একই অবস্থা। ওরাও যেন ওদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারছে না।

একটু পরে ম্যাক রেড মাইককে একান্তে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছিল, মাইক?'

'যা দেখছ তাই। কুপার পঞ্চাশ-ষাটজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে শহরে চড়াও হয়। মেয়ে আর শিশুদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে। তারপর একের পর এক আগুন ধরিয়ে দেয়। ডেপুটি শেরিফ ওর অফিস থেকে গুলি চালিয়েছিল। তাই ওকে ভিতরে রেখেই ওরা ওর অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ও ছাড়া আর বোধহয় কেউ মারা যায়নি। শহরের ঘোড়াগুলো ও তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। শহরে আগুন লাগানোর পর ওরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সবগুলো বড় বাথানই ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শুধু তোমার আর ক্লিফোর্ডের পাথরের তৈরি ঘরগুলো রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য দরজা জানালা পুড়ে গেছে। র‍্যাঞ্চগুলো থেকে গবাদি পশুও নিয়ে গেছে অনেক।

নীরস আর একঘেয়ে ভাবে বলে গেল রেড মাইক। শেষের দিকে আরও নিস্তেজ হয়ে এল ওর গলা। প্রায় সারাদিনই মদ গেলে রেড মাইক। এখন ওর মদ না খেলে চলবে না। কিন্তু এক ফোঁটা মদও নেই সারা শহরে।

রেড মাইককে রেখে লিয়ারীর কাছে চলে গেল ম্যাক। উপস্থিত লোকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে ও। 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো,' বলল শেরিফ, 'মেয়ে আর শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করা। আমার তিনজন লোক চাই। সবচেয়ে কাছের বাথান থেকে গরু আনতে হবে। জবাই করে সেগুলো রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। গাভী এনে দুধ দোয়াতে হবে বাচ্চাদের জন্যে। তোমরা কয়েকজন পলব্রাউনের স্টোরের ছাই খুঁড়ে দেখ, সেলারে আটা পাওয়া যায় কিনা। খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে বাদবাকি কাজ করা যাবে। চিন্তা করার ফুরসতও মিলবে।

বিকেল নাগাদ লতাপাতা দিয়ে আচ্ছাদন করে কোনমতে গোটা চারেক ছাউনি গড়ে তোলা হলো। গরু জবাই করে, চামড়া ছাড়িয়ে ঝলসে নিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ল। মোটামুটি শৃঙ্খলা ফিরে এল। সারারাতের ধকলের পর পুরুষরাও ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। টিম লিয়ারী ঘুম থেকে উঠে আবার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

ও বলল, 'তোমরা সবাই নিশ্চয়ই নিজ নিজ বাথানে ফিরে যেতে চাইছ? কিন্তু তার আগে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু একটা ভাবতে হবে আমাদের এবং শহরের। ম্যাক, তুমি কী বল? আবার কি সব কিছু নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব?'

'আমি আবার সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলব। পনেরো বছর আগে আমি একদিন নিঃস্ব হয়েছিলাম। সব কিছু তখন নতুন করে গড়ে তুলেছিলাম। আবারও গড়ে তুলব। হার মানবার লোক যে আমি নই তা তুমি জান, টিম।'

ফ্র্যাংক বার্নস নামের একজন র‍্যাঞ্চার বলল, 'কিন্তু আমি এর মধ্যে নে
ম্যাক। এত ঝুটঝামেলা, লড়াই আমার আর সইবে না। আমি এখান থেকে
চলে যাব। অবশ্যই নতুন করে শুরু করতে হবে আমাকেও। কিন্তু এ
অভিশপ্ত এলাকায় কুপারের নাকের ডগায়, আর নয়। যা ঘটেছে তার জন
আমি কাউকে দায়ী করছিনে। কিন্তু ঢের হয়েছে, আর নয়। আমার দুটি ছে
আছে, কয়েকটি ঘোড়া আছে, ওয়াগন আছে সেগুলো নিয়ে আমি অ
কোথাও নতুন করে বাথান গড়তে চাই।'

অধিকাংশই ওকে সমর্থন করল। এদের মধ্যে অনেকেই আছে ব্যাং
ডাকাতির ফলে যারা সর্বস্ব খুইয়েছে, ঋণের টাকাও শেষ হয়ে গেছে অথ
গতবারের লড়াই-এ ওদের বাথান চালাবার লোকরা মারা গেছে।

ম্যাক ওদের সমস্যা বোঝে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে, কিন্তু ওদে
সাথে সে একমত হতে পারল না। ও বলল, 'আমি এখানেই থাকব, কোথাও
যাব না। আমার সব টাকা পয়সা গেছে, বাড়ি ঘর পুড়েছে তা সত্ত্বেও এখা
থেকে নড়ব না আমি। এই এলাকায় পনেরো বছর আমার জায়গা হয়ে
বেঁচে থাকলে আরও পনেরো বছর হবে।' ডাকনকান শহর আর নি
ব্যাটারী। কাউন্টির দিকে ইশারা করে ও বলল, 'তা ছাড়া– ওদের সাথে
আমার শেষ লড়াই এখনও হয়নি। সময় আমার একদিন আসবেই। সেদি
সব লেনদেন চুকিয়ে দেব।'

কিন্তু অধিকাংশ বাথান মালিকই ওকে সমর্থন করল না। তাদের মতে
বর্তমান অবস্থায় সেখানে আর বাথান চালানো সম্ভব হবে না। ওরা বাথা
চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে এসেছে, ঝুটঝামেলা পাকাতে বা লড়াই করতে
নয়। তাদের বর্তমান দুরবস্থায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে অবিরাম লড়া
করে বাথান চালানো সম্ভব নয় বলেই ওরা মত প্রকাশ করল। দু-চারজ
অবশ্য ম্যাক সোবার্সকে সমর্থন করল, এদের বাথান এতই ছোট যে কুপা
ওদের উপর হামলা চালানোর কষ্ট স্বীকার করেনি।

ম্যাক সোবার্স ওদের আবার বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুবিধা করতে
পারল না। ওদের কয়েকজন অবশ্য রয় ক্লিফোর্ডের মতামত চেয়েছিল। কি
ও কোনও অভিমত প্রকাশ করল না। ও বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
ঝোঁকের মাথায় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে আমি রাজি নই। পা না সারা পর্যন্ত এ
নিয়ে আমি চিন্তাও করব না। আমি আশা করি, আপনারাও ধীরে সুস্থে
সিদ্ধান্ত নেবেন। ঝোঁকের মাথায় কিছু করবেন না।'

তা সত্ত্বেও অধিকাংশই সামার এন্ড কাউন্টি ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত প্রকা
করল। কয়েকজন ম্যাকের সঙ্গে থেকে যাবে বলে জানাল। কেউ কেউ র
ক্লিফোর্ডকে সমর্থন করল।

ওয়েস এন্ডার্স টিম লিয়ারীকে বলল, 'শেরিফ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যা
চলে যেতে চায়, তাদের বাথান নিলামের ব্যবস্থা করুন। যারা যাবে তাদে

...তাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করাই ভাল।'

'এডার্স, তুমি ভুল করছ,' জোর দিয়ে বলল ম্যাক।

'অতীতেও অনেক ভুল করেছি। আর একটা করলে বিশেষ কিছু এসে যাবে না।'

বারো

...ন্যার শেষে বাথানে ফিরল কুপারের অশ্বারোহীরা। তখন বাথানের কাজকর্ম ...শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে একবার নজর বুলিয়েই কুপার বুঝল, কোনও রকম গোলমাল হয়নি এখানে, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে।

বেন ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কুপার। বলল, 'একটু পরেই কলোরেডোর বাকি লোকগুলোকে আমার কাছে হাজির করবে। হ্যারি ...সলটনকেও।'

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে নিজের অফিসের দিকে এগোল কুপার। ভেতরে ঢুকেই দেখল কে একজন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অস্পষ্ট আলোয় প্রথমে চিনতে পারল না ও। একটু পরেই বুঝল, লোকটা ফ্রেডারিক। 'সুপ্রভাত, ফ্রেড,' বলল কুপার।

'সুপ্রভাত, স্যার,' মিউ মিউ করল ফ্রেড।

'কুপার ওর চেয়ারের দিকে এগোতে এগোতে প্রশ্ন করল, ডানকানের খবর কী, ফ্রেড?'

শান্তগলায় ফ্রেড বলল, 'চমৎকার, সার। আপনি যেমন পরিকল্পনা করেছিলেন। ওদের অনেক লোক মরেছে মনে হয়।'

'ম্যাক সোবার্স মরেছে কিনা বলতে পার?'

'না, সার। ওকে আমি আর দেখিনি।'

'ও না মরলেই খুশি হব,' চেয়ারে বসতে বসতে ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় বলল কুপার। 'এত সহজে আর এত আরামে ওকে মরতে দেয়া যাবে না।'

'সার, আমার একটা নিবেদন আছে।'

'বল।'

'আমি কি আপনার কোনও ক্ষতি করেছি? বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? নাকি আপনার জন্য আমি..., আপনার জন্য আমি...। যদি আমাকে বিদায় করে দিতে চান তা হলে,– তা হলে। সার, আমি এখান থেকে বরং চলে যাই।' কথা জড়িয়ে যেতে লাগল ফ্রেডের।

'তুমি কী বলতে চাইছ, ফ্রেড?' নরম করে বলল কুপার। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?'

ফ্রেড বলল, 'ওরা আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল, সার। ওদের কথা আমি শুনেছি।'

'কাদের কথা শুনেছ?'

'আমি চিনি না সার, ওদের। ওরা কারা তা জানি না। তবে ওরা লাল গলাবন্ধ পরা একজন লোককে ডানকান শহরে খুঁজছিল। বলছিল, লোকটাকে দেখলেই গুলি করতে হবে। বলছিল, আপনার হুকুমেই–'

এই সময় বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। কুপার পাশের রুম দেখিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'এখুনি ওই রুমে গিয়ে ঢোকো। আমি না ডাকা পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে না। যাও।'

ফ্রেড দৌড়ে পাশের রুমে ঢুকে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজা খুলে কলোরেডোর তিন ডাকাত আর হ্যারি অফিসের ভেতর ঢুকল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল কুপার।

'কী খবর, বস?' জিজ্ঞেস করল রাসকিন।

রাসকিন লোকটার বয়স প্রায় বিশ বছর। যেমন ভয়ঙ্কর চেহারা, তেমনি তাতে ধূর্ততার ছাপ। বদমেজাজী। মদ খেয়ে প্রায় সারাদিনই মাতাল হয়ে থাকে।

হ্যারির ধারণা, জেফের পর রাসকিনই ডাকু দলটির সর্দার হবে। একটা হাত কোমরে আর অন্য হাতে হ্যাটটা বুকের উপর চেপে ধরে আছে লোকটা। পরনে একটা গরম ফতুয়া। যদিও এই গরমে এমন ফতুয়া কেউ পরে না।

চেয়ারে হেলান দিল কুপার। শীতল দৃষ্টি মেলে ধরল ওদের দিকে। তারপর বলল, 'তোমাদের যে কেন আমি এতদিন এখানে রেখে দিয়েছি তা আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে কাজটা আমার ঠিক হয়নি।'

'কেন, বস?' রাসকিন প্রশ্ন করল। ওর চোখে ভয়ের আভাস। 'কোনও ঝুটঝামেলা–?'

কুপার বলল, 'তোমাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তোমরা ডাকাতি করতে গিয়েছিলে, আর এই ছোকরাকেও সাথে নিয়েছিলে।'

রাসকিন তীর্যক দৃষ্টিতে একবার হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না বস, আমরা তিনজন বেন ওয়ারেনের হুকুম অনুযায়ী বাংকহাউসেই ছিলাম।'

'অন্য দুজন?'

'ওরা গিয়েছিল। কিন্তু আমরা যাইনি।' বুক ফুলিয়ে বলল রাসকিন। 'আমাদেরকেও ওরা নেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা রাজি হইনি। আর হ্যারিকে আপনি দোষ দিতে পারবেন না। ও কিছুতেই যেতে রাজি ছিল না। জেক ওকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল– কারণ একটাই ও-ই ওখানকার রাস্তাঘাট চেনে।' হ্যারির দিকে তাকিয়ে রাসকিন প্রশ্ন করল, 'ঠিক বলছি কিনা তুমিই বলো, হ্যারি।'

রাসকিনের মতলবটা বুঝতে অসুবিধা হলো না হ্যারির। ডাকাতির ষড়যন্ত্রে যে ওদের অংশ ছিল, আর ওরাও যে তাতে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল এ কথা হ্যারি যাতে ফাঁস করে না দেয় এটাই রাসকিন ওর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'সত্যি কথাই বলেছে রাসকিন। আমার না গিয়ে উপায় ছিল না। জেফ বারবার আমাদের চাপ দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রাসকিনের প্রস্তাবে ভোটাভুটি হলো ওদের মধ্যে। ওরা তিনজন বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে পোকার খেলতে লাগল। একটু পরে আমাকে নিয়ে মদ আনতে বেরুল জেফ। লং জনও পেছন পেছন বেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। মদের দোকান থেকে বেরোতেই দেখলাম লং জন ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়েছে। ওরা দুজন আমাকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে বেঁধে ফেলল এবং সামার এন্ডে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। না গেলে ওরা আমাকে গুলি করত।'

'আর তুমি ওদের সোজা সোবার্সের বাথানে নিয়ে গেলে?'

হ্যারি শ্রাগ করে বলল, 'ওই একটা বাথানই আমি চিনি।'

কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কুপার। ও জানে, ওরা মিছে কথা বলছে। বিরক্ত হলো কুপার। কাজটা যে ওরা অন্যায় করেছে সে জন্যে নয়, হুকুম অগ্রাহ্য করেছে বলে।

ডেস্কের উপরের কাগজের তাড়া থেকে একটা খাম বের করল আর্থার কুপার। তার ভেতর থেকে বের করল একটা চিঠি। পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা কাটাকাটি করল। কিছু শব্দ মুছে ফেলল। নতুন শব্দ লিখল।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ওরা চারজন।

অনেকক্ষণ পরে কুপার বলল, 'তোমরা দু'জনই মিথ্যে কথা বলছ। সত্যি কথাটা হলো, কাল সাজ সাজ রব দেখে তোমরা তার কারণ জানবার চেষ্টা করেছ। শেষ পর্যন্ত জেনেও ফেলেছ যে কোথাও একটা হামলা হতে যাচ্ছে। আর যেহেতু তোমরা এসব করেই জীবিকা নির্বাহ কর তাই তোমরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে। ফাঁকতালে বাজীমাত করতে চেয়েছিলে। তোমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, এই হামলায় যদি তোমরা যোগ দাও তা হলে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তোমরাও সুযোগ ছাড়বে না বলে ঠিক করেছিলে। ঝুঁকিটা নিতে চেয়েছিলে। অবশ্য পুরো ঝুঁকি নয়। তাই দুজনকে পাঠিয়ে তিনজন রয়ে গেছিলে তোমরা।'

থামল কুপার। চিঠিটা আবার ভাঁজ করে কাগজের তাড়ার নীচে রেখে দিয়ে বলল, 'এখানে একটা ভদ্রগোছের জেলখানা আছে। যতক্ষণ না তোমরা সত্যি কথা বলছ ততক্ষণ তোমাদের সেখানেই আটকে রাখা হবে। আমি কখনও মিথ্যুকদের ভাড়া করি না। বেন, ওদের নিয়ে যাও তুমি।'

'সবগুলোকে?' জানতে চাইল বেন ওয়ারেন।

'হ্যাঁ। জেরির লোকগুলোকে ওদের পাহারায় মোতায়েন কর।'

বোকার মত চেহারা করে রইল হ্যারি। রাসকিন কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। কলোরেডোর অপর দুই ডাকু মাথা চুলকাতে লাগল। একটু পরে বেন ওয়ারেনের ধমক খেয়ে চারজনই চুপচাপ বেরিয়ে এল কুপারের অফিস থেকে।

জেলখানা বলতে যে রুমটায় ওদের ঢোকানো হলো সেটা উইং-এর শেষ মাথায়। সাইমন্ড-এর কামারশালার ঠিক সামনে। জানালায় মোটা শিক। দরজাটা খুব মজবুত। ওরা চারজন ভিতরে ঢুকতেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিল বেন।

বেন ওর বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার পরই আর্থারের ডাকে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ফ্রেড। ওর চোখে-মুখে এখনও আতঙ্ক।

নরম করে আর্থার বলল, 'বোসো ফ্রেড। ওই লোকটা হলো হ্যারি। তোমাকে দেখুক, তা আমি চাইনি।'

ফ্রেড বসবার পর কুপার বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কী যেন বলছিলে। আমার হুকুমে নাকি কে তোমাকে খতম করার চেষ্টা করছিল?'

কর্কশ গলায় ফ্রেড বলল, 'হ্যাঁ, তাই। কথাটা আমি নিজের কানে শুনেছি।' এই সময় বেন ওয়ারেন ফিরে এল। একটা চেয়ারে বসে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

ফ্রেড বলল, 'ওদের একজন বলছিল, লাল গলাবন্ধওয়ালাকে খুঁজে বের করে গুলি করতে হবে। অন্য একজন বলছিল, অত খোঁজাখুঁজির কাজ কী? এখানে তো অনেক মরা মানুষ আছে। একজনের গলায় লাল গলাবন্ধ পরিয়ে কর্তার কাছে নিয়ে গেলেই তো হলো। কিন্তু অন্যজন তাতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ওদের একজন সেলুনে গিয়ে ঢুকল। অন্যজন খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।' থামল ফ্রেড। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। আবার বলল, 'সত্যি যদি আমাকে খতম করতে চান, তা হলে এখুনি তা করে ফেলুন।'

কুপার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল ফ্রেডের দিকে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরল ও। তারপর হাসি থামিয়ে ফ্রেডের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলল, 'এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি।'

কুপার ওর ডেস্কের উপর কাগজপত্র ওলট-পালট করতে লাগল। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে কিছুক্ষণ আগে যে চিঠিটা কাটাকাটি করে ও কাগজের তাড়ার মধ্যে রেখে দিয়েছিল সেটাই আবার বের করল। ভাঁজ খুলে মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা একবার পড়ে ফ্রেডকে দেখিয়ে বলল, 'এই চিঠিটাই তো তুমি লিখেছিলে, তাই না?'

'চিঠিটা দেখে ফ্রেড বলল, 'নিশ্চয়ই। এই চিঠিটাই আমি পাঠিয়েছি।'

নীচের দিকে বিশেষ দ্রষ্টব্যতে যা লেখা রয়েছে তাও কি তোমারই লেখা?'

ফ্রেড পড়ল সব। স্তম্ভিত হয়ে গেল। ছানাবড়া হয়ে গেছে ওর চোখ দুটো। কুপারের দিকে চোখ তুলে জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু ওকথা আমি লিখিনি। কখনোই না। কেউ ওটা বদলেছে। এখানে লেখা আছে রয় ক্লিফোর্ড একটা লাল গলাবন্ধ পরে যাবে। তাতে করে ওকে চেনা সহজ হবে। কিন্তু ওকথা আমি লিখিনি। আমি লিখেছিলাম আমাকে যাতে চেনা যায়, তার জন্য আমি একটা লাল গলাবন্ধ পড়ব।' একবার কুপার আর একবার বেনের দিকে তাকাতে লাগল ফ্রেড।

'কিন্তু সে কথা তো আমার জানবার নয়। এখানে যা লেখা আছে, আমাকে তো তা-ই পড়তে হয়েছে। লেখা আছে, হামলার সময় ক্লিফোর্ডের গলায় একটা লাল গলাবন্ধ থাকবে। তাতে করে ওকে চেনা সহজ হবে। ক্লিফোর্ড আমার চরম শত্রুদের একজন। ওর মৃত্যু আমার একান্ত কাম্য। তাই আমি লাল গলাবন্ধওয়ালাকে গুলি করার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

তবু ফ্রেডের বিভ্রান্তি দূর হলো না। চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপটা লেগেই রইল।

এই সময় বেন ওয়ারেন খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে বলল, 'ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু খোলসা হয়ে গেছে, ফ্রেড। তুমি চিঠিটা পাঠিয়েছিলে নিউ ন্যাটারী কাউন্টির এজেন্ট ফুট ফ্যারাডের কাছে। ওর ওটা এখানে পৌঁছে দেবার কথা, তাই না?'

ফ্রেড মাথা ঝাঁকাল।

'আর তাতে তোমার নাম সই করা রয়েছে।'

'তা তো থাকবেই।'

গোলমালটা সেখানেই। তোমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। স্টেজ স্টেশনের বুলেটিন বোর্ডে তোমার ছবিও টাঙানো আছে। চিঠিটা পড়েই ও বুঝেছে হামলায় তুমিও থাকছ। তুমি হয়তো জান না, কী সাংঘাতিক লোভী মানুষ ওই ফুট ফ্যারাডে। ও জানে তোমাকে ধরে দিতে পারলে ও মোটা পুরস্কার পাবে। তাই হামলার সময় যদি তুমি ধরা পড় কিংবা মারা যাও তা হলে ফ্যারাডে যথাসময়ে আবির্ভূত হয়ে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তোমাকে আইনের হাতে তুলে দিয়ে পুরস্কারটা আদায় করতে পারবে। তাই ওই ফ্যারাডে ব্যাটাই তোমাকে ফাঁসানোর জন্য চিঠিটা বিকৃত করেছে।'

ব্যাখ্যাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো ফ্রেডের। মুখের পেশীগুলো আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে এল ওর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ধীরে ধীরে।

কুপার বলল, 'ঠিক এই ব্যাপারটাই যে ঘটেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, ফ্রেড। কিন্তু আমিও ছেড়ে দেব না ফ্যারাডেকে। আমার লোককে এভাবে ফাঁসিয়ে দেবার মতলব করার জন্যে চরম শাস্তি পেতে হবে ওকে।

বেন, তুমি ফ্যারাডের কাছে এই শয়তানির জন্য কৈফিয়ত তলব কর শেষের দিকটায় ক্ষেপে যাওয়ার ভান করল কুপার।

কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ফ্রেডের মনটা। হ্যাঁ, এই রকমই কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। অন্যরকম হবেই বা কী করে? কুপারের জন্য ও এতটা করেছে যে, ওর প্রতি কুপারের সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রেড। কুপার আর বেন ওয়ারেনের মধ্যে যে দৃষ্টি বিনিময় হলো, দুজনই যে শয়তানের মত করে হাসল তা ওর নজরে পড়ল না।

গলাটা পরিষ্কার করে কুপার আবার বলল, 'হ্যাঁ, আজকেই একটা লোক পাঠাও ফ্যারাডের কাছে। তারচেয়ে ভাল হয়, তুমি নিজেই যদি ওর কাছে চলে যাও। আর দ্যাখো, ফ্রেডের নামে যেখানে যত পুরস্কারের পোস্টার আছে সব সরিয়ে ফেল।'

'ঠিক আছে,' বলল ওয়ারেন। 'আমি আজকেই সব ব্যবস্থা করছি।'

'আর, ফ্রেড, তুমি বরং কিছুটা ঘুমিয়ে নাওগে। আমি তোমার জন্যে একটা চেক লিখে রাখব'খন। ঘুম থেকে উঠলেই ওটা পেয়ে যাবে তুমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। অনেক ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। দরজার দিকে এগোতেই আর্থার কুপার ডাকল, 'ফ্রেড, শোনো।'

ফ্রেড দাঁড়িয়ে কুপারের দিকে মুখ ঘোরাল।

কুপার মিষ্টি করে হেসে বলল, 'তোমাকে আমার একটা কথা বলা দরকার, তুমি যা করেছ আমি তার জন্য তোমার কাছে ঋণী। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তোমার সহযোগিতা না পেলে আমার ওই শত্রুগুলোকে কখনোই এভাবে শায়েস্তা করতে পারতাম না। তাই আমি চাই, তুমি এখানে আমার কাছেই থাকবে। বাথানের কাজ নয়, আমার ব্যক্তিগত কাজ করবে তুমি। বেনের একার পক্ষে সবটা কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। কী, রাজি?'

খুশি হয়ে সম্মতি জানাল ফ্রেড। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

একটা চরুট ধরিয়ে বেনকে জিজ্ঞাসা করল কুপার, 'ওর দায়িত্ব কাদের উপর দেয়া হয়েছিল?'

'বাথানের দুজন কর্মীর উপর।'

পয়সা কড়ি দিয়ে ওদের আজকেই তাড়িয়ে দাও। আর বলে দাও, এই কাউন্টির কোথাও যেন ওদের আমি দেখতে না পাই।

'সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'তা বটে। তা হলে থাক।'

'ফ্রেডেরে কী হবে? ও তো এখন ঘুমিয়েই পড়বে, এই ঘুমটাই কি শেষ ঘুম হবে?'

'এখন নয়।' কুপার একটু চিন্তা করে বলল, 'এই তল্লাটে তো নয়ই।'

'কিন্তু ওর এখানে থাকাটা ঠিক হবে না, আর্থার।'
'তা আমি জানি।'

তেরো

পাইন অ্যাপ্‌ল বাথানের লোকদের প্রথম রাতটা কাটল বাথান বাড়ির পিছনে বিশাল শিমুল গাছগুলোর তলায় ক্যাম্প করে। ইতিমধ্যেই মিসেস লিট্‌ল, গানম্যান আর অবশিষ্ট চারজন বাথান কর্মীর সাথে কথা বলেছে ম্যাক সোবার্স।

ও জানিয়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করলে ওরা চলে যেতে পারে। ও কোনও আপত্তি করবে না। আর যদি থেকে যেতে মনস্থ করে তা হলে কবে কখন ওদের বেতন দিতে পারবে তা ও বলতে পারে না।

ওরা কেউ যেতে চায়নি। ওর কাছে, ওর বাথানেই যে ওরা থাকবে, স্পষ্ট করেই তা জানিয়ে দিয়েছে। গাছতলায় থাকতেও আপত্তি নেই ওদের। বেতন নিয়ে ওরা ভাবছেও না। ওরা ম্যাক সোবার্সকে ছেড়ে যাবে না।

ফ্রুট সেলার থেকে উপকরণ বের করে মিরান্ডা আর মিসেস্ লিট্‌ল খাবার তৈরি করতে লাগল। ম্যাক বেরিয়ে গেল চারদিক দেখতে। গুদাম, আস্তাবল, খোঁয়াড়, ওয়াগন শেড– সবই পুড়ে গেছে। মূল দালানটাই রক্ষা পেয়েছে শুধু। কিন্তু তাতে যেখানে যতটুকু কাঠ ছিল সব পুড়ে গেছে। কাঠের ছাদও ভস্ম হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু পাথরের কাঠামোটা। সেটাও ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে।

ম্যাক অবশ্য বরাবরই এই বাড়িটাকে অস্থায়ী আবাস বলে মনে করে এসেছে। কেননা, বরাবরই ওর লক্ষ্য ছিল ওর আগের বাড়ি– আর্থার কুপারের বিগট্রে বাথান বাড়িটাতে ফিরে যাওয়া– ওকে ধ্বংস করে নিজের সম্পত্তি আবার দখল করা। কিন্তু এখন এই ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে ওর মনে হলো, এই বাড়িটাকেও অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবেসেছিল ও। এ হচ্ছে সেই বাড়ি যেখানে ওর মেয়েটা এক সময় হেসে খেলে বেড়িয়েছে। ওর চোখের সামনে যৌবনে পদার্পণ করেছে। ওর জীবনের দীর্ঘ পনেরোটা বছর তো এখানেই কেটেছে।

গাছতলার ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সাপার খেলো ম্যাক। আহারের সময় কেউ বড় একটা কথা বলল না। বলবার কি-ই বা আছে? বরং ওদের সামনে যে বিরাট দায়িত্ব পড়ে আছে, সবাই সেই ভাবছে।

নতুন করে ঘরবাড়ি তোলবার আর মেরামত করবার উদ্যোগ শুরু হলো পরদিন সকালেই। মিরান্ডাও কাজে হাত লাগাল। পরশু দিন ও জেরি

কুপারের সঙ্গে দেখা করতে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েছিল, কিন্তু জেরি আসেনি। ওর ধারণা, এই যে বিশ্রী মারামারি ফাটাফাটিটা হয়ে গেল, যা ও আর জেরি দুজনই ঘৃণা করে এসেছে, তার জন্যই ও সেদিন আসতে পারেনি। কিন্তু জেরির সাথে এখনি একবার ওর দেখা করা দরকার- খুব দরকার। দুদিন আগে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ওদের বিয়ের সম্ভাবনা আরও কমে গেছে; অনেকটা অসম্ভবের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দুজনের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তা আরও উঁচু হয়েছে। মিরান্ডা তো কখনোই পাইন অ্যাপল বাথানের উপর সে রাতের বর্বর হামলার কথা ভুলতে পারবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ডানকান শহরে যে গণহত্যা হয়েছে তার জন্য যারা দায়ী তাঁদের ও কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবে না। আর ও যতই চেষ্টা করুক এসবের পিছনে যে জেরির বাবা রয়েছে একথাও ও কখনও বিস্মৃত হবে না।

মিরান্ডা এখন কিছুটা বিভ্রান্ত। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে ওর কাছে। যাদের মাথা ঠাণ্ডা এমন কারও সাথে ও এখন কথা বলতে চায়। ও জানে জেরির সঙ্গে এখন আর বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। অনেক বছর সে প্রশ্ন উঠবেও না- কেননা, ওকে এখন খুব দরকার ওর বাবার। ওকে ছাড়া ওর বাবার পক্ষে নতুন করে সব কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব। আর এই যে বিশ্রী ঘটনাটা ঘটে গেল তার পরে ওর বাবা কোনওমতেই জেরির সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে রাজি হবে না।

এসব কথা জেরিকে ও বলতে চায়, জানাতে চায়। আরও একটা প্রশ্ন ও করবে জেরিকে, হ্যারি টুইসলটনকে আটকে রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও কী করে লোকটা ওর বাড়িতে হামলা করার সুযোগ পেল? ওই হামলায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্যেই কী জেরি কিংবা ওর বাবা ওকে মুক্তি দিয়েছিল? সে রাতে জেফ আর লং জনের আচরণের কথা ভেবে শিউরে উঠল মিরান্ডা। এখনও ওদের লাশ রয়েছে ওয়াগন বক্সে। বাথান কর্মীরা ওদের কবর খুঁড়ছে। আজ ওদের গোর দেয়া হবে।

বাড়িটার দিকে একবার তাকাল মিরান্ডা। মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোল ও। ঢাল বেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে বসে পড়ল একটা সেডার গাছের ছায়ায়? ওর চোখ গেল একটা জিনিসের দিকে। চিনতে পারল না জিনিসটা। কৌতূহলী হয়ে বস্তুটার কাছে এগিয়ে গেল ও। এক খণ্ড দড়ি। এক প্রান্তে গিঁট দেয়া। অন্য প্রান্তটা এবড়োখেবড়ো করে কাটা। পাশেই ভাঙা বোতলের কয়েকটা টুকরো। দুটোই পড়ে আছে একটা ঘোড়ার পদচিহ্নের কাছে। দড়িটা তুলে নিল মিরান্ডা। শুকনো রক্তের ছোপ দেখতে পেল তাতে।

এখানে রক্তমাখা দড়ি আর ভাঙা কাঁচের টুকরো এল কী করে ভেবে পেল না মিরান্ডা। ঘোড়াই বা এল কোত্থেকে? ভাল করে পরীক্ষা করতেই ও একটা লোকের ঘোড়া থেকে নামার এবং আরও একটু দূরে- যেখানে দুটো

ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে এগোবার ট্র্যাক দেখতে পেল ও। এর পরে ঘুরে পাহাড়ের ঢালুর দিকে নেমে গেছে ওটা।

ট্র্যাকটা দেখলেই বোঝা যায়, দ্রুত এগিয়ে গেছে লোকটা। খুব তাড়াহুড়ো ছিল বোধহয়। মিরান্ডা কৌতূহলী হয়ে ট্র্যাকটা অনুসরণ করল। পোড়ানোর আগে যেখানে ওয়াগন শেডটা ছিল সেখানে গিয়ে থেমেছে ট্র্যাকটা। তারপর বাড়ির দিকে গেছে। ওখান থেকে লোকটা দৌড়ুতে দৌড়ুতে এগিয়েছে এবং বাড়ির কোণে গিয়ে অন্যান্য ট্র্যাকের সঙ্গেই মিলেমিশে গেছে। তার মধ্য থেকে ওই ট্র্যাকটা বের করতে ওর বেশ খানিকটা সময় লাগল– কিন্তু শেষ পর্যন্ত সূত্রটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। লোকটা এখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছে। ভেজা মাটির উপর হাঁটু আর হাতের ছাপগুলো বেশ স্পষ্ট। কোথাও কোথাও অন্য ট্র্যাকের তলায় ছাপগুলো মিলিয়ে গেলেও মিরান্ডা দেখতে পেল, ট্র্যাকটা ওদের বাড়ির ফটকের দিকে এগিয়ে গেছে। এক জায়গা থেকে একটা বড় পাথর তুলে ফেলা হয়েছে খেয়াল করল ও। কিন্তু পাথরটা কোথাও দেখতে পেল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল মিরান্ডা।

তিনজন অশ্বারোহী পাহাড়ে এসে হাজির হয়েছিল। রক্তমাখা দড়ি। তার একটা প্রান্ত এবড়ো-খেবড়ো করে কাটা ছেঁড়া। অর্থাৎ কাঁচের টুকরো দিয়ে কাটা হয়েছে দড়িটা। কিন্তু কী বাঁধা ছিল ওটা দিয়ে? মনে পড়ল, ডাকাতটা যখন ওর কাছে সিন্দুকের চাবি দাবি করছিল তখন হঠাৎ– প্রায় মাটি ফুঁড়ে উদয় হয় হ্যারি। ডাকাতটাকে যখন হুমকি দিচ্ছিল হ্যারি, তখন ওর কব্জিতে রক্ত দেখেছিল মিরান্ডা।

তারমানে, হ্যারি টুইসলটনকে ওরা ঘোড়ার উপর বেঁধে নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, হ্যারিকে বেঁধে আনা হয়েছিল। তাই যদি হয়, মিরান্ডাদের র‍্যাঞ্চহাউস পর্যন্ত গেল কী করে ও? একটাই উত্তর হতে পারে, ডাকাতরা ওকে ওখানে রেখে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যখন চাবি দাবি করছিল, হ্যারি তখন কাঁচের টুকরো দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। তার মানে ও এতক্ষণ হ্যারির ট্র্যাকই অনুসরণ করেছে।

কেন? হ্যারি কী করতে গিয়েছিল ওখানে?

সে রাতের ঘটনাগুলো মনে করতে চেষ্টা করল মিরান্ডা। ডাকাতদের একজন বন্দুক হাতে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, অন্য জন ভিতরে গিয়ে ওর কাছে চাবি দাবি করছিল। দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটা হ্যারি নয়। হ্যারি পরে এসেছে হামাগুড়ি দিয়ে।

প্রশ্ন হলো, হ্যারি কেন বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল? ওর উদ্দেশ্যটা কী ছিল? লুটের মাল একাই সবটা ভোগ করতে চেয়েছিল? নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? আরও একটা প্রশ্ন: হ্যারি রাইফেল পেল কোথায়? ও তো বন্দী ছিল বিগট্রে-বাথানে। ওর কাছে তো আগ্নেয়াস্ত্র থাকবার কথা নয় তা হলে হয়তো

ও বন্দীই ছিল না। তা হলে কাঁচের টুকরো দিয়ে দড়ি কাটল কে?

হিসাব মেলাতে পারল না মিরান্ডা। মনের মধ্যে হাজার হাজার প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে কিন্তু সেগুলোর উত্তর জানা নেই ওর। ধীরে ধীরে খোঁয়াড়ের দিকে এগিয়ে রথম্যানকে খুঁজে বের করল ও। ওকে দেখে কাজ ফেলে এগিয়ে এল রথম্যান। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মিরান্ডা?'

'হামলার রাতে ডাকাত দুজন যখন আমার কাছে চাবি চাইছিল তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'বাংকহাউসে,' মাথা চুলকে বলল রথম্যান। 'তন্দ্রা মত এসেছিল আমার। হঠাৎ অসংখ্য ঘোড়ার খুরের আওয়াজে তন্দ্র ছুটে যায়। ওটা যে তোমার বাবার দল না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু ওরা কারা তা বুঝতে পারিনি। তাই বন্দুক হাতে সরাসরি বাড়ির দিকে যাই। বাড়ির ভিতরে আলো দেখে দরজার দিকে ছুটলাম। দেখলাম দরজার কাছে একটা লোক পড়ে আছে। তারপর উপরে চোখ তুলতেই দেখি একজন ডাকাত বন্দুক তুলছে। আমি কিছু করার আগেই ও গুলি করল। আমি তখন ওকে পাল্টা গুলি করলাম। বাকিটুকু তো তুমি জানোই।'

'জানি। কিন্তু তুমি বলছ, দরজার কাছে একজন পড়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কে?'

'তা ঠিক বলতে পারছিনে। তবে ডাকাত দলেরই কেউ হবে।'

'ওকে কি গুলি করা হয়েছিল?'

'মনে হয় না। বোধহয় মাথায় কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।'

পাথরের ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারল মিরান্ডা। ওই পাথর দিয়েই লোকটার মাথায় হ্যারি আঘাত করেছে। ওটাকে ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। ওর রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং অন্য ডাকাতটাকে খুন করেছে। রথম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল মিরান্ডা।

হ্যারি কী কী বলেছিল, স্মরণ করতে চেষ্টা করল মিরান্ডা। লোকটা যখন হ্যারির সাহায্য চেয়ে বলল, 'হাত লাগাও,' হ্যারি বলল, 'লাগাব, তবে তোমার পক্ষে নয়। তোমার খেল খতম।' ওটা নিঃসন্দেহে ওকে খতম করার হুমকি। আর সত্যি সত্যি হ্যারি ওকে গুলি করল। কিন্তু কেন? সিন্দুকের সব টাকা পয়সা একাই লুটবে বলে? অথবা, অথবা...। না, কোনও উত্তর মিলছে না।

দুজন অশ্বারোহীকে ওদের বাড়ির দিকে এগোতে দেখে চিন্তার খেই হারিয়ে গেল মিরান্ডার। ওদের একজন মহিলা, মিসেস এন্ডারসন। সম্ভবত সাহায্য চাইতে অথবা সাহায্য করতে এসেছেন। ও দ্রুত এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। মনটা সমবেদনায় ভরে গেল। সেদিনের লড়াইয়ে মহিলার

স্বামী নিহত হয়েছেন। কুপার ওদের বাড়িও জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পলিতকেশ বৃদ্ধা মিসেস এন্ডারসনকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল মিরান্ডা। পুরুষদের পোশাক তার পরনে। তাও ছেঁড়া আর ময়লা। মুখখানা ফ্যাকাসে, রক্তহীন। মিরান্ডাকে দেখলেই তার মুখে যে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে তার কোনও চিহ্নই আর নেই এখন। উনি খাবার ধার করতে এসেছেন। বললেন, 'আমার লোকরা সবাই শহরে রয়েছে। মেরামতের কাজে সাহায্য করছে। ওরা এসে গরু জবাই না করা পর্যন্ত খাবার কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।'

মিসেস লিটল ওর জন্য খাবার আনতে গেলেন। মিসেস এন্ডারসনের বাবুর্চি গেল সঙ্গে।

সবদিক একবার পর্যবেক্ষণ করে বৃদ্ধা বললেন, 'তোমরা বেশ ভাগ্যবান। দালানটা তোমাদের পাথরের তৈরি বলে টিকে আছে। আমাদের ঘরগুলো ছিল কাঠের। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।'

'সেদিক দিয়ে বলতে গেলে আমরা একটু ভাগ্যবান বৈ কী।' স্বীকার করল মিরান্ডা।

'মিসেস্ এন্ডারসন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'কুপারদের সব লোকই এখানে হামলা চালিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, সবাই। আর্থার কুপার ছিল, বেন ওয়ারেন ছিল আরও ছিল প্রায় বিশজন ঘোড়সওয়ার।'

'সেই শয়তানের বাচ্চা জেরি ছিল না?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস্ এন্ডারসন।

চমকে উঠল মিরান্ডা। পোড়া দালানটার দিকে তাকিয়ে ছিল বলে ওর চেহারার পরিবর্তনটা বৃদ্ধার চোখে পড়ল না।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে আত্মসম্বরণ করল মিরান্ডা। তারপর বলল, 'তা তো বলতে পারছি না। ওকে তো আমি চিনি না।'

বেদনা মিশ্রিত হাসি হাসলেন বৃদ্ধা। 'দেখলেই চিনতে পারবে। চেহারাটা অবিকল ওর বাবার। তবে শয়তানিতে বাপের চাইতে কয়েক কাঠি সরেস।'

'একথা কী করে বলছেন? আপনি চেনেন ওকে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল মিরান্ডা।

'ওকে চিনি কিনা?' অত্যন্ত তিক্ত শোনাল বৃদ্ধার গলা, 'না চিনে উপায় ছিল? ওর হুকুমেই তো কুপারের লোকরা আমার গুদামটা পুড়িয়ে দিল। সমস্ত খাদ্য নিমেষে ছাই হয়ে গেল। খোঁয়াড়ের খুঁটোগুলো পর্যন্ত ও আগুনে দিতে চেয়েছিল। বেন ওয়ারেন দিতে দেয়নি।'

মিরান্ডার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম করতে লাগল। অব্যক্ত একটা শূন্যতা যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। হঠাৎ ওর মনে হলো মিসেস এন্ডারসনের ভুল হয়নি তো? মহিলার বয়স তো অনেক।

ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

খুব সাবধানে ও কথা পাড়ল, 'আমি শুনেছিলাম, আর্থার কুপারের ছেলেটা, জেরি না কী যেন নাম, সে নাকি এই মারপিট ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নেই? এসব নাকি সে পছন্দ করে না?'

'তুমি ভুল শুনেছ, মিরান্ডা।' কঠিন শোনাল মিসেস এন্ডারসনের গলা, 'ও ছিল হামলাকারী বাহিনীর অন্যতম নেতা। জ্বালানো-পোড়ানোতে প্রচণ্ড উৎসাহও দেখিয়েছে। বারবার ও আর্থার কুপারকে বাবা বলে ডেকে তাকে নানা পরামর্শ দিয়েছে। সব বাথানে হানাদারদের পাঠানো হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে। তার সে কী উৎসাহ! মানুষের সর্বনাশ সাধনে এমন উদ্দীপনা শয়তানেরও আছে কিনা সন্দেহ। বাপের যোগ্য পুত্র বটে। হাজার হলেও একজন কুপার তো!'

মিরান্ডা আর কিছু বলল না। মিসেস্ লিট্ল খাবার নিয়ে এলেন। মিসেস্ এন্ডারসন ও তার বাবুটি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। মিরান্ডা দাঁড়িয়েই রইল। এক পা এগোনোর শক্তিও যেন নেই ওর।

জেরি তা হলে সত্যি হানাদার বাহিনতে ছিল!– সেই জেরি, যে এই ঝগড়াঝাঁটি মন কষাকষিকে ওর মতই ঘৃণা করত; এই রক্তপাতের অবসান কামনা করত ওর মতই। ও-ই এখন হয়েছে ওপক্ষের অন্যতম দলপতি– নেতৃত্ব দিয়েছে সোৎসাহে।

না, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। হয় মিসেস্ এন্ডারসন ভুল দেখেছেন ও শুনেছেন অথবা জেরি রাতারাতি বদলে গেছে। কিন্তু সে তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু ওর মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল– বিশেষ করে সেদিন ওর সঙ্গে জেরির দেখা করতে না আসার সঙ্গে গোটা ব্যাপারে যোগাযোগ আছে বলে মনে হতে লাগল।

একটা ঘোড়া নিয়ে ও ওদের সাক্ষাতের জায়গায় চলে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিন্তু জেরি এল না। মনটা ওর বিষাদে ভরে গেল। ও যখন ফিরল তখনও ম্যাক সোবার্স বাড়ি ফেরেনি।

মিসেস্ লিট্ল সাপার পরিবেশন করলেন। খেতে বসল মিরান্ডা। কিন্তু গলা দিয়ে ঢুকতে চাইল না খাবার। বেরিয়ে গিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপল ও। রোয়ান ক্রীকের ঢালুতে ট্যালবটের আস্তানায় চলে গেল।

ট্যালবট নিজে মিরান্ডাকে অভ্যর্থনা জানাল। দু-একটা কথার পর মিরান্ডা বলল, একটা চিঠি লিখতে হবে। কিন্তু ওদের বাড়িতে এখন কাগজ পেন্সিল কিছুই নেই বলে ওর শরণাপন্ন হয়েছে।

ট্যালবট মিরান্ডাকে ঘরে নিয়ে বসতে দিল। কাগজ পেন্সিল এনভেলোপ এগিয়ে দিল। জেরির কাছে চিঠি লিখল ও। লিখল, 'আগামী পরশু অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবে।' চিঠিটা একটা খামে ভরে তাতে জেরির নাম ঠিকানা লিখে সেটা আরও একটা খামে ভরে তাতে ডানকান শহরের

পোস্টমাস্টারের ঠিকানা লিখল।

ট্যালবট জানাল, পরদিন সে সামার এন্ড শহরে যাবে। মিরান্ডা ওকেই চিঠিটা ডাকে ফেলবার অনুরোধ জানাল।

বাড়িতে ফেরার পর মিরান্ডার মনে হলো, একটু কাঁদতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কান্না পেল না ওর।

চোদ্দ

মিরান্ডা চিঠি লিখেছিল রোববারে। ট্যালবট সেটা ডাকে ফেলল সোমবার। সে রাতেই ওটা ডানকান শহরে পৌঁছুল। পোস্টমাস্টার চিঠি খুলল মঙ্গলবার সকালে। দেখল ভেতরে জেরির নামে একটা খাম রয়েছে। সেটা সে খুলল না। অনেক দিন ধরে এই শহরে আছে। কুপারদের কোপানলে পড়লে পরিণতি কী হয় তা ওর জানা আছে। চিঠিটা তক্ষুণি জেরি কুপারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কী ভাবে চিঠিটা ওর কাছে এসেছে একটা চিঠিতে তা-ও জানিয়ে দিল।

চিঠিটা সকালেই পেয়ে গেল জেরি। একবার কোনওমতে পড়ে রাগে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল ও। ঘর থেকে বেরিয়ে খোঁয়াড়ের দিকে চলল। রাগে তখন ওর সারা শরীর জ্বলছে। রাগটা ওর নিজের উপরই। যে ম্যাক সোবার্স ওর মাকে চরম লাঞ্ছনা দিয়েছে, যার কোপানলে পড়ে ওর মা অনাহারে প্রাণ দিয়েছে– ছিঃ জেরি কিনা তার মেয়ের সাথে প্রেম করেছে এতদিন! বিয়েও করতে চেয়েছে! রাগে নিজের গায়ের চামড়া কামড়াতে ইচ্ছে করছে ওর। সেই ম্যাক সোবার্সের মেয়ে তাকে দেখা করার হুকুম দিয়েছে ভাবতেই ওর রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে। ওর মনে হলো, এখুনি, এই মুহূর্তে মেয়েটাকে যদি চাবকাতে পারত তা হলে মনের জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হত। ও প্রতিজ্ঞা করেছে, ওর মেয়ের দুর্গতির জন্য যে লোকটা দায়ী তাকে ও চরম শাস্তি দেবে– উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে ও।

কীভাবে শাস্তি দেবে তা-ও ভেবে রেখেছে জেরি। হঠাৎ করেই আইডিয়াটা খেলে গিয়েছিল ওর মাথায়। আইডিয়াটা এমন চমৎকার যে ও নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন ওকে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে জেরি ওর বাবার অফিসে গেল। আর্থার কুপার সেখানে ছিল না। কিন্তু জেলখানার চাবি কোথায় ওর তা জানা আছে। চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল ও। কামারশালায় গিয়ে বন্দুকটা রাখল তারপর সাইমন্ডকে সঙ্গে নিয়ে জেলের দিকে গেল। জেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। সাইমন্ডকে

তালা লাগিয়ে দেবার নির্দেশ দিল।

হ্যারি আর কলোরেডোর তিন কাপ্তান বাংকে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ওরা জেরিকে অভ্যর্থনা জানাল না। ও তা আশাও করেনি।

'হ্যারি তুমি বাংকেই থাক। আর তোমরা নেমে ওই কোণের দিকে চলো,' ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে হাঁক ছাড়ল জেরি।

ঘরটা খুবই লম্বা। সুতরাং ঘরের কোণে চাপ গলায় কথাবার্তা হলে হ্যারির বাংক থেকে তা শোনা যাবে না। হ্যারি অবশ্য শুনতে আগ্রহীও নয়। মাথার ক্ষতটা খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। অন্য কোনও ব্যাপারে এখন উৎসাহ নেই ওর।

'তোমাদের একটা দায়িত্ব দেব আমি, একটা লোককে খুন করতে হবে। পারবে?' প্রশ্ন করল জেরি।

'জেলে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ পারব না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রাসকিন।

'ছেড়ে দেয়া হবে?'

'কত টাকা পাওয়া যাবে?'

'প্রত্যেকে পাঁচশো ডলার করে।'

'বেশ, রাজি আমরা। কিন্তু কাজ শেষ করে কি আমার এই ফাটকে ঢুকতে হবে।'

'না। সে-রাতে বাবাকে তোমরা দারুণ রাগিয়ে দিয়েছিলে। আজকেই আমি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমাদের হয়তো আরও কাজ দেয়া হবে। কিন্তু এই কাজটাই করতে হবে সকলের আগে।'

নিড়ল চোখ দুটো ছোট ছোট করে বলল, 'তা কাজটা কী? কাকে সাবাড় করতে হবে?'

'ম্যাক সোবার্সের নাম শুনেছ?'

ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল তারপর প্রায় এক সাথে বলল, 'শুনেছি।'

জেরি আরও বিশদ ভাবে ওর পরিচয় দিয়ে বলল, 'এই লোকটাকে খতম করতে হবে। কীভাবে করবে জানি না, কিন্তু করতেই হবে।'

'এ আর এমন কী কাজ? অনায়াসে করে ফেলব।'

'উঁহুঁ। যা ভাবছ অতটা সহজ নয়। ধরা পড়লে রক্ষা পাবে না। ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে। খুব সাবধানে কাজ সারতে হবে। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের। কিন্তু কাউকে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। কারও চোখে পড়া চলবে না। আমি ওর আর ওর বাথানের যে বর্ণনা দেব তার ভিত্তিতে তোমাদের কাজ সারতে হবে। তা যতই দেরি হোক না কেন।'

'তবু বলব কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়,' জোর দিয়ে বলল রাসকিন।

'বেশ। বেশ। রাতে তোমাদের মুক্তি দেয়া হবে।'

জেরি জানালা দিয়ে সাইমন্ডকে ডেকে দরজা খুলে দিতে বলল। দরজা

শাপা হতেই বেরিয়ে গেল ও। হ্যারি একটা কথাও শুনতে পায়নি। ঘুমের ভান করে পড়ে রইল ও।

একটু পরে যখন পোকার খেলা শুরু হলো হ্যারি তখন উঠে খেলায় যোগ দিল। ডাকাতগুলোর সঙ্গে ওর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। তার জন্য অনেক মিথ্যে বলে ওদের বোঝাতে হয়েছে যে, ও সত্যি সত্যি একজন আইন অপরাধী লোক। তা ছাড়া ও যে-কুপারের কাছ সে-রাতের ঘটনাটি বলে ওদের ফাঁসি দেয়নি সেজন্যেও ওরা ওকে বেশ সম্মান করে। নিজেদের লোক বলে মনে করে।

একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল হ্যারি। কয়েকটা টান দিয়ে বলল বাইরের দুনিয়ায় যে কী হচ্ছে কে জানে?' দার্শনিকের মত শোনাল প্রশ্নটা।

'সুসংবাদ আছে। আজ রাতে আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে,' সোল্লাসে জানাল রাসকিন।

হ্যারি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'সে কী? বুড়ো কুপারের রাগ পড়ে গেছে তা হলে?'

'উঁহুঁ, জেরি কুপারের একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'ওহ,' নির্লিপ্ত গলায় বলল হ্যারি। আর কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল। আবার কোন্ দুর্মতি হয়েছে ছোকরার, কে জানে?

খবরটা ওরাই উৎসাহের আতিশয্যে ওকে জানাল। জেরি একটা লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছে ওদের উপর। লোকটার নাম ম্যাক সোবার্স। খবরটা পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনল হ্যারি। ও একবার জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, ওকেও মুক্তি দেয়া হবে কিনা। কিন্তু জেরির মতলবটা শোনার পর চেপে গেল তা।

ম্যাক সোবার্সকে খুন করার জন্য জেরি যে ওকে মুক্তি দিতে পারে না তা ও বোঝে। সোবার্সের পক্ষ নিয়ে ও একবার জেরিকে আঘাত করেছিল। সুতরাং সে-প্রশ্ন ওঠে না।

একটা বিষয় ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, ম্যাক সোবার্সকে খুন করার দুরভিসন্ধিটা এককভাবে জেরির নিজের– ওর বাবা এটা জানে না। কারণ, আর্থার কুপার যদি সোবার্সকে খুন করতে চাইত তা হলে গত পনেরো বছরে যে কোনও সময়ে তা করতে পারত।

হাই তুলে হ্যারি বলল, 'মুক্তির জন্যে এরকম কাজ পেলে আমিও করতাম।'

খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল হ্যারি। উঠে পায়চারি করতে লাগল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কামারশালার দিকে তাকিয়ে সাইমন্ডের কাজ দেখল কিছুক্ষণ। কাল এই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিস্ময়কর কণ্ঠ শুনেছিল ও। ফ্রেড নামে এক লোককে কী যেন বলছিল আর্থার। লোকটাকে চেনে

কিনা, বা কখনও দেখেছে কিনা তা ও বলতে পারে না, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা বেশ চেনা বলে মনে হয়েছে। আজ আবার গলাটা শোনা যায় যদি, কান পেতে রইল ও। আবার সেই কণ্ঠস্বর কানে এলে হয়তো লোকটার পরিচয় জানা সম্ভব হবে।

দুপুরের দিকে কুপারের অফিসের সামনে থেকে দুটো কণ্ঠস্বর ভেসে এল। একটা বেন ওয়ারেনের; অন্যটা আর্থার কুপারের।

'লোকটা তিনটের দিকে এখানে আসবে,' বলল আর্থার। তখন ফ্রেড যেন এখানে থাকে। ওকে পাঠিয়ে দিও।'

'ফ্রেডকে না হলে কি চলবে না?'

'না। ওকে দরকার। লোকটা আমার চাইতে ফ্রেডের কথার বেশি গুরুত্ব দেবে।'

বেন ওয়ারেন আরও কী যেন বলল তা স্পষ্ট শুনতে পেল না হ্যারি। কুপারের অফিসের দরজা বন্ধ হবার আর বেনের হেঁটে যাওয়ার শব্দ কানে এল ওর। সাইমন্ডের কাজ দেখতে দেখতে, আর্থার কুপার এবার কী মতলব এঁটেছে তা ভাবতে লাগল হ্যারি। এখানে নয়, অন্য কোথাও সে ফ্রেডের গলা শুনেছে– এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ওকে দেখলে হয়তো চিনতেও পারবে হ্যারি।

চিবুক চুলকাতে চুলকাতে চিন্তা করতে লাগল হ্যারি। থুতনিতে শক্ত দাড়ি গজিয়েছে। হাতটা হঠাৎ থেমে গেল ওর। আপন মনে হাসল। একটা বুদ্ধি খেলে গেছে মাথায়।

পোকার খেলা যেখানে চলছিল সেখানে গিয়ে বসল হ্যারি। মাঝে মাঝে দাড়ি চুলকাতে লাগল। মুখে ফুটিয়ে তুলল বিরক্তির চিহ্ন। রাসকিন বলল, 'কী হলো তোমার? দাড়ি খামচাচ্ছ কেন, চুলকাচ্ছে?'

'আর বোলো না, কী যে বিরক্তিকর ব্যাপার। দাড়ি না কামালে কী বিশ্রী যে লাগে।' নাক কুঁচকাল হ্যারি।

'তা দাড়ি কামাও না কেন?'

'ক্ষুর পাব কোথায়?'

'আমারটা নাও।'

'পানি নেই। আয়না নেই। শুধু ক্ষুরে কি হবে?'

হাসল রাসকিন। 'আয়না ছাড়া যে কামাতে পারে না, সে তো খোকাবাবুরও অধম।'

'তা হতে পারে। আমি বোধহয় চিরদিন খোকাবাবুই থেকে যাব।'

'আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

দুপুরে বাবুর্চি যখন খাবার নিয়ে এল তখন রাসকিন ওর কাছে আয়না আর পানি চাইল। একটু পরে বাবুর্চি জিনিসগুলো দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে অন্যরাও কামাবে বলে ঠিক করেছে। ওদেরকেই আগে কামাবার সুযোগ দিল হ্যারি।

ওর পালা এলে ও-ও কামাল। মুখ ধোবার সময় হাতের টোকা দিয়ে জানালার উপর থেকে আয়নাটা ফেলে দিল। ঝনঝন করে ভেঙে গেল আয়নাটা।

রাসকিন মাথা তুলে ঘটনাটা দেখে বলল, 'না, সত্যি তোমার আর বয়স হলো না।'

হ্যারি একটু লজ্জার ভান করে বলল, 'ঠেলা লেগে পড়ে গেল।' তারপর নিজেই কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো এক জায়গায় করতে লাগল। এক ফাঁকে সবচেয়ে বড় টুকরোটা শার্টের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। অন্যগুলো ফেলে দিল জানালার বাইরে।

দুপুরে খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ পোকার খেলল ওরা। তারপর রাসকিন আর নিডল দিবানিদ্রা দিতে গেল। বটল জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসে সলিটেয়ার খেলতে লাগল। হ্যারি কিছুক্ষণ পায়চারি করে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই নাক ডাকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল রুমের মধ্যে।

ঘরের ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে শার্টের ভিতর থেকে আয়নার খণ্ডটা বের করল হ্যারি। জানালায় এমনভাবে বসাল যাতে বাড়ির এই উইংয়ের সবটা দেখা যায়। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

ভাগ্য ভাল হ্যারির। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বেন ওয়ারেন একজনকে সঙ্গে নিয়ে কুপারের অফিসের দিকে যাচ্ছে। লম্বা-চওড়া লোকটা। গায়ে সাদা শার্ট, কালো বুট। দুটোই বেশ দামী। কোমরে মুক্তো-খচিত রিভলভার। বেশ পয়সাওয়ালা লোক নিশ্চয়ই। সম্ভবত ধনী কোনও বাথানওয়ালা। লোকটার চেহারায় এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখলেই চেহারাটি মনে থাকে। বেন ওকে কুপারের অফিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। চলে গেল আউট বিল্ডিং-এর দিকে। একটু পরেই অন্য একজনকে নিয়ে ফিরে এল ও।

এই লোকটাই ফ্রেড। ভাবল হ্যারি।

আয়নার ভিতর দিয়ে লোকটাকে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল ও। কুপারের অফিসের কাছাকাছি আসতে লোকটাকে খুব ভাল করে দেখতে পেল। দেখেই চিনতে পারল। এ হচ্ছে সেই ফ্রেডারিক– ম্যাক সোবার্স যাকে গুপ্তচর করে ডানকান শহরে পাঠিয়েছিল।

একটু মজা লাগল হ্যারির। কিন্তু ঘটনাটার তাৎপর্য অনুধাবন করতেই ও চমকে উঠল। তা হলে ঘটনাটা এই! এই ফ্রেডারিকই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ম্যাক সোবার্সের সাথে। সোবার্সের চরম সর্বনাশের জন্যে তা হলে এই লোকটাই দায়ী। শুধু সোবার্সেরই নয় আরও অনেকের বাথান পুড়েছে। সামার এন্ড শহরও ছাই হয়ে গেছে। অনেকগুলো পরিবার পথে বসেছে।

সোবার্সরা যখন ডানকান শহরে হামলা করতে এসেছিল ওই লোকটার দেয়া খবর পেয়েই তখন কুপার সামার এন্ডের বাথানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে শহরটাও জ্বালিয়ে দিয়েছে। কে জানে সামার এন্ড কাউন্টির ব্যাংকে ডাকাতির ব্যাপারেও ওই লোকটার কোনও হাত ছিল কিনা?

জানালা থেকে সরে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল হ্যারি। সোবার্সের দলে কুপারের এই রকম একজন গুপ্তচর থাকলে ওদের যে পতন ঘটবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে?'

কিন্তু এখন ফ্রেড এখানে কী করছে? আর ওই অপরিচিত লোকটাই বা কে? হয়তো নিউ ব্যাটারী কাউন্টিরই একজন বাথান মালিক ও। কিন্তু লোকটা যে-ই হোক কুপারের অফিসে ওরা সবাই যে আরও একটা ষড়যন্ত্র করছে এবং সে-ষড়যন্ত্রটা যে সামার এন্ড কাউন্টি আর সোবার্সের বিরুদ্ধে তাতে কোনও সন্দেহ নেই হ্যারির। বেঞ্চ থেকে উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল ও। ঘরে যে আরও লোক আছে তা যেন ভুলে গেছে।

বটলের ডাকে ওর চেতনা ফিরে এল। 'কী ব্যাপার, এমন হাঁটাহাঁটি করছ কেন?'

কঠিন দৃষ্টিতে একবার তাকাল হ্যারি। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'বিরক্তি ধরে গেছে। পায়ে খিল ধরে গেছে বন্দী থাকতে থাকতে।'

'পায়ে আরও খিল ধরবে। এ তো সবে শুরু।'

পনেরো

ফ্রেডকে নিয়ে কুপারের অফিসে ঢুকল বেন ওয়ারেন। নবাগত লোকটার সঙ্গে ফ্রেডের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে ফ্রেড আর ইনি পল ক্লেটন। টেক্সাস থেকে এসেছেন।'

আগন্তুকের সঙ্গে করমর্দন করল ফ্রেড। বসল সবাই। পল ক্লেটনের আচরণ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। কিন্তু লোকটার নীল চোখে এক ধরনের ধূর্ততা আছে যা ফ্রেডের ভাল লাগল না। লম্বা চওড়া লোকটাকে একজন ধনী র‍্যাঞ্চার বলে মনে হলো ওর।

আর্থার কুপার শুরু করল, 'আপনি ম্যাক সোবার্স আর সামার এন্ড কাউন্টির সঙ্গে আমার বিবাদের খবর নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন?'

পল ক্লেটন বলল, 'বেনের কাছে শুনেছি কিছু কিছু।'

'তা হলে কেন আমি আপনাকে ডেকেছি তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'পুরোপুরি নয়।'

কুপার বলল, 'ওখানকার র‍্যাঞ্চাররা এই বিবাদে থাকতে চায় না। ওদের মধ্যে যারা শান্তিপ্রিয় তারা বাথান বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে চায়। আমি কিনতে চাই একটা।'

'কারটা– কোন্ বাথান?'

'রয় ক্লিফোর্ডের সেভেন হার্ট।'

'ওকে চিনব কী করে?'

একটু ভেবে আর্থার বলল, 'লাল চুল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, মাঝারি গড়ন। তা ছাড়া চিনবার ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না। ওখানকার শেরিফ টিমথী লিয়ারী সে-ব্যবস্থা করে দেবে।'

ক্লেটন অন্যান্য খুঁটিনাটি, যেমন কত দামের মধ্যে কিনতে হবে, কতদিনের মধ্যে কেনবার ব্যবস্থা করতে হবে এসব জানতে চাইল। ক্লেটন লোকটা যে পাকা ব্যবসায়ী তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না ফ্রেডের। কিন্তু কেন যে কুপার বিশেষ করে সেভেন হার্টই কিনতে চায় বুঝতে পারল না ও। তা ছাড়া কেমন করে সেটা দখল করবে, সেখানে কী করবে, কেনই বা গোপনে কিনতে চাইছে তা-ও বুঝতে পারল না।

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পর কুপার বলল, 'সময় কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দলিল চাই এক সপ্তাহের মধ্যেই।'

আর কোনও তথ্য পরিবেশন করল না কুপার। ক্লেটনও জানতে চাইল না। উঠে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল।

লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় আর্থার বলল, 'ডানকান শহরেই সামার এন্ডের স্টেজ কোচ মিলবে। ট্রেন থেকে নেমে সামার এন্ডে যাচ্ছেন এমন ভান করতে হবে আপনাকে।'

বেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল লোকটা।

কুপার বলল, 'তোমার কি মনে হয়, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়?'

কুপারের মত লোক ওর পরামর্শ চাইছে, মতামত জানতে চাইছে! খুশিতে গদ গদ হয়ে ফ্রেড বলল, 'কাজের লোক বলেই তো মনে হলো। আপনি ঠিক লোককেই বাছাই করেছেন।'

'আমারও তাই মনে হয়।' আর্থারও খুশির ভান করল। 'যাকগে তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরী আলোচনা আছে। বেন ফিরে আসুক, আমি কীভাবে কাজ করি, এরপরে আমরা কী করতে যাচ্ছি, কেন আমি রয় ক্লিফোর্ডের র‍্যাঞ্চ কিনতে চাই সব তোমাকে বলব। এসব তোমার জানা দরকার।'

একটু পরেই ফিরে এল বেন। আর্থার হাতের ইশারায় ওকে বসতে নির্দেশ দিল। তারপর ফ্রেডের উদ্দেশে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ জমির লোভ থেকেই আমি সেভেন হার্ট কিনতে চাইছি?'

'আমি অনেক কথাই ভেবেছি। কিন্তু কোনও কূল কিনারা পাইনি।'

তিনজনই হেসে ফেলল। তারপর আর্থার বলল, 'সামার এন্ড কাউন্টি দিয়ে রেলপথ যাচ্ছে। আগামী মাসে রেলকোম্পানীর এজেন্ট ওখানে যাবে। রেলপথের জন্যে জমির স্বত্ব কিনবে।'

চমকে উঠল ফ্রেড। কিন্তু কিছু বলল না।

'ওখানে রেলপথ বসলে সামার এন্ড কাউন্টি সমৃদ্ধ হবে। গবাদিপশু বেচতে আর কোনও অসুবিধা হবে না ওদের, এখন গবাদি পশু পাঠাতে হলে শতকরা দশভাগ হারে পশু কর দেয় ওরা। টাকাটা পাই আমরা। রেলপথ হলে তা আর ওদের দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করারও থাকবে না।'

'তা হলে ব্যাপারটা এই?' এতক্ষণে বুঝল ফ্রেড।

'তাই রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগেই আমাকে ব্যবস্থা নিতে হলো। সেজন্যেই আমি সামার এন্ড কাউন্টিতে হামলা চালিয়েছিলাম। তবে সেভেন হার্ট কেনার ব্যাপারটা এই ব্যবস্থার একটা পৃথক দিক।'

'কী সেটা?' সাহস করে প্রশ্নটা করল ফ্রেড।

'সেভেন হার্ট রেঞ্জে গিয়েছ কখনও?'

'গিয়েছি।'

'ওটার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছ?'

ফ্রেড ঘাড় নেড়ে বলল, 'রেঞ্জটা ভালই আর কী?'

বেন ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল কুপার তারপর বলল, 'তুমি কি লক্ষ করেছ কপারস্টোন ক্রিক সামার এন্ড কাউন্টির সবগুলো বড় বাথানের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সেভেন হার্টই ওই ক্রিকের সবচেয়ে বড় রেঞ্জ।'

'বোধহয়।'

'বেশ। কখনও খেয়াল করেছ, কপারস্টোন ক্রিক সেভেন হার্ট অধিত্যকা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উত্তরের ক্যানিয়নে পড়েছে?'

আবার মাথা নাড়ল ফ্রেড।

কুপার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। অস্পষ্ট ভাবে হাসল একটু। 'লক্ষ করেছ বোধহয়, সেভেন হার্ট রেঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে রোয়ান লেক। এপাশে কপারস্টোন আর ওপাশে রোয়ান লেক। মাঝখানে সেভেন হার্ট। এখন মাত্র কয়েকশো ডলারের ডিনামাইট দিয়ে রেঞ্জটা ধ্বংস করে দিলে কপারস্টোন ক্রিকের সব পানি রোয়ান লেকে চলে যাবে। উত্তরে সামার এন্ড কাউন্টিতে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রিকের উত্তর দিকটা শুকিয়ে যাবে। ফলে সামার এন্ডের সবগুলো বাথান বন্ধ হয়ে যাবে– ম্যাক সোবার্সেরটাও।' বলতে বলতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল কুপার।

সবটাই বুঝতে পারল ফ্রেড।

'আর এজন্যেই,' বলতে লাগল কুপার, 'সেভেন হার্ট বাথানটা আমার চাই, পল ক্লেটন প্রথমে ওটা নিজের নামে কিনবে। তারপর লিখে দেবে আমাকে। আমি একদল শক্তিশালী লোক নিয়ে ওখানে বাথান দখল করব। রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু হবার আগেই কপারস্টোর ক্রিকের পানি রোয়ান লেকে বয়ে যাবে। মাথায় হাত দিয়ে বসবে ম্যাক সোবার্স আর সামার এন্ডের সব বাথান মালিক। ওদের সব স্বপ্নসাধ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল ফ্রেড।

'আর সেভেন হার্ট একবার আমার হাতের মুঠোয় এলে তোমার জন্যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

ফ্রেড চলে যাওয়ার পর ডেস্কের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে কুপারের দিকে তাকিয়ে রইল বেন। নিভে যাওয়া সিগারেটটা আবার ধরিয়ে বলল, 'কাজটা তুমি ভাল করলে না, আর্থার। সামান্য পয়সা পেলেই খবরটাও সোবার্স কিংবা ক্লিফোর্ডের কাছে বেচে দেবে।'

'দেবে নাকি? সে-সুযোগ কি তুমি ওকে দেবে?'

'না। কখনোই না। আমার তো মনে হয় আমরা একটু দেরি করে ফেলেছি। এতটা দেরি করা ঠিক হয়নি।'

'হয়তো তাই, বেন, কিন্তু কাউকেই আমি ঘুমের মধ্যে হত্যা করা পছন্দ করি না। আর আমি যেখানে থাকি সেখানেও না।'

'বেশ।' হাই তুলে ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে বেন বলল, 'তোমার ইচ্ছা তো সবসময়ই মেনে চলা হয়। তা দায়িত্বটা কি কলোরেডোর লোকগুলোর উপর দেব?'

'তোমার ইচ্ছা।'

'ওদের সাথে তুমি কথা বলবে, না আমি?'

'আমিই বলব। তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও এখানে। আর রাতে সাপারের পর ফ্রেডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিও।'

'দেব।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেনের মুখ।

ষোলো

জেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বেন ওয়ারেন। বলল, 'কর্তা তোমাদের ডেকেছেন।'

ওরা সবাই উঠে পড়ল। হ্যারিও।

'তুমি না হে লালচুলো ছোকরা। তোমাকে ডাকেনি,' হ্যারির উদ্দেশে বলল বেন।

আবার বাংকে শুয়ে পড়ল হ্যারি। একটা সিগারেট বানিয়ে সেটা জ্বালিয়ে টানতে লাগল। বেরিয়ে গেল তিন ডাকু। দরজায় তালা পড়ল।

কুপার যে আরও একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে, নতুন একটা ঘোট পাকাচ্ছে, এই সন্দেহটা তখন বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হলো হ্যারির। কিন্তু কী করবে ও? অসহায় আক্রোশে ও ফুঁসতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল কলোরেডোর তিন কাপ্তান, ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় আবার তালা লাগাল বেন।

হ্যারি ওদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, আবার কোনও অভিযানে বেরুচ্ছ নাকি?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল রাসকিন।

বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল হ্যারি। বলল, 'আমি কি এমনই অকর্মার ধাড়ী যে, কোনও কাজই কেউ আমাকে দেয় না?'

'আহা, অত দুঃখ করছ কেন? হয়তো তোমার জন্যে আরও বড় কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে,' একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল রাসকিন। পকেট থেকে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা বের করে গুণে গুণে তিনভাগ করল। একটা ভাগ নিজে রেখে অপর দুইভাগ ওর দুই সঙ্গীর হাতে তুলে দিল। তারপর চেয়ার ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে মুখ করে বসে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, হ্যারি, হয়তো তোমাকে এমন কাজ দেয়া হবে যাতে আমরা তিনজন যত টাকা পেয়েছি তুমি একাই অত টাকা পাবে।'

'থাক তোমার আর তোষামোদ করতে হবে না। তোমাদের যখন কাজ জুটেছে তখন তা চুটিয়ে করোগে।'

'তা তো করতেই হবে। দুটো কথা তোমাদের সবাইকে সব সময় মনে রাখতে বলি, কেউ না বললে কখনও কোথাও যাবে না। আর পয়সা না পেলে কুটোটি নাড়বে না।'

'কিন্তু আমার যে সে-সুযোগ আসছে না। আমি যদি কুপারের জন্যে কাজ করতে চাইও তবু তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

'তুমি কি টাকা পেলে খুন করতে– পিছন থেকে গুলি করতে রাজি আছ?' রাসকিনের প্রশ্ন।

গর্জে উঠল নিড্‌ল, 'চুপ, বুড়োমিয়া কি বলেছে, মনে আছে?'

'চুলোয় যাক ও। অর্ধেক টাকা তো পেয়েই গেছি। এসব ব্যাপার কখনও ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। আগে হোক পরে হোক ফাঁস হয়েই যায়। আমি বরং অন্য একটা কথা ভাবছি, একজন বাথান কর্মীকে খুন করার জন্যে কুপার এত টাকা ব্যয় করছে কেন? লোকটার জীবনের কী এতই দাম?'

চমকে উঠল হ্যারি। কিন্তু ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। কোনওরকম আগ্রহ প্রকাশ করল না।

কিন্তু রাসকিন দমবার পাত্র নয়। আপনমনেই বলে চলল, 'তাও আবার

লোকটা এই বাথানের কর্মী নয়!'

'নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোনও খোঁজ খবর নিতে এসেছে। আর ওর ...নটা বুঝতে পেরেছে কুপার।' টোপ ফেলল হ্যারি।

'হতে পারে। আবার, লোকটাকে এই তল্লাটে গুলি করা চলবে না। এলাকার বাইরে খুন করতে হবে।'

নিডল বিরক্ত হয়ে বলল, 'থামো না, বাছা, এবার। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি ...ছ।'

'কেন কী বলেছি? বললেই বা কী? ও তো আর বেরোতে পারছে না। এই জেলখানায়ই ওকে পচতে হবে। আর তুমি নিড্ল। খবর্দার বলছি আমার ...পর কোনও মাতব্বরী করবে না।' চোখ গরম করল রাসকিন।

চটে উঠল নিড্লও। ওর দুচোখে আগুন জ্বলে উঠল তারপর কী মনে ...রে আত্মসম্বরণ করল। বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। যেতে দাও। যেতে দাও।'

কিন্তু রাসকিনের রাগ পড়ল না। গজ গজ করতে করতে একটা সিগারেট পাকিয়ে ঠোঁটে লাগাল। আগুন ধরিয়ে সশব্দে কয়েকটা টান মেরে বলল, আসলে তুমি তো আমার বন্ধু মানুষ, তোমাকে সব কথাই বলা যায়। যে লোকটাকে আমরা গুলি করতে যাচ্ছি তার নাম ফ্রেডারিক। পুবদিকে সেকেন্ড ...ারে লোকটাকে গুলি করতে হবে। লোকটাকে কাল ওখানে পাওয়া যাবে। কেন যে ওকে গুলি করতে হবে তা আমরা জানি না, তবে এই কাজের জন্যে আমাদের প্রত্যেককে তিনশো স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। তুমি কি আরও কিছু জানতে চাও?' কথাগুলো বলতে বলতে ও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল নিডলের দিকে। কিন্তু নিডল আর মুখ তুলল না। আপনমনে সলিটেয়ার খেলতে লাগল।

হ্যারি বলল, 'দোস্ত, আসলে আমি কিছুই জানতে চাই না। এসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।'

'তা হবে। তুমি তো দেখছি সাধু পুরুষ বনতে যাচ্ছ।'

হো হো করে একটা অট্টহাসি দেবার ভান করে হ্যারি বলল, 'তুমি তো বেশ রসিক মানুষ। জব্বর বলেছ।'

হাসল রাসকিনও।

নিজেকে আবার মনে মনে গাল দিল হ্যারি। ও যদি মুক্ত থাকত তা হলে যেভাবেই হোক এই খুনটা ঠেকাবার চেষ্টা করত আর ফ্রেডারিককে বন্দী করে ...োবার্সের সামনে হাজির করত। সত্যি কথা বলতে বাধ্য করত। কিন্তু এখন? ও নিজেই যে বন্দী হয়ে আছে। অথচ ও জানে সামার এন্ড কাউন্টি আর ...োবার্সের এই দুর্দিনে ওদের সবচে উপকার করতে পারত একমাত্র ও-ই।

নিজের উপর চরম বিরক্তিতে মনটা তেতো হয়ে গেল হ্যারির। অনেকক্ষণ ...লিং-এর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'ভাল কথা, তোমাদের অন্য কাজটার কী হলো? জেরি ছোকরার সেই কাজটা?'

'ছোকরা জাহান্নামে যাক। ওর কাজ আমরা করছিনে।'

নিডল বলল, 'ও কাজটা আমি করব রাসকিন। তুমি আর বটম বুড়ে কাজটা করগে।'

'কক্ষনো না। আমি যা বলব শুধু সেটাই করবে তুমি। আমার হুকু মাফিক চলতে হবে তোমাকে। সোবার্সকে খুন করলে সামার এন্ডের প্রতি লোক আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। ওসব পাগলামির দরকার নেই।' রাসকিনে দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল নিডল।

হ্যারি চরম হতাশার ভান করে বলল, 'যদি পারতাম তা হলে আমি ও কাজটা নিতাম। কিন্তু জেরি কুপার আমাকে তো ওটা করার দায়িত্ব দেবে না।'

'কেন দেবে না?'

'সোবার্সের মেয়ে সম্পর্কে বাজে কথা আমি ওকে ঘুষি মেরেছিলাম।'

রাসকিন কৌতূহলী হয়ে বলল, 'মেয়েটাকে তুমি পছন্দ কর নাকি?'

বোকার মত চেহারা করে হ্যারি বলল, 'তা নয়। তবে জেরি ছোকরা ইতে একটু বেশি পছন্দ করি ওকে।'

'কিন্তু এভাবে তো কাজ পাওয়া যায় না-উপার্জন করা যায় না।' মন্তব্য করল রাসকিন।

'তা জানি। সেদিন কাজটা আমি বোকার মতই করে ফেলেছিলাম। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি। তা হলে হয়তো আমাকে এই নরকে পচতে হত না।

সমবেদনার সুরে রাসকিন বলল, 'আচ্ছা আমি জেরির সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।'

একটু আশান্বিত হলো হ্যারি। ও যে রকম চাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ হয়তো সেদিকে মোড় নিতেও পারে।

রাতের আহারের পর কলেরেডোর ডাকাতদের নিয়ে গেল বেন। হ্যারি একা পড়ে রইল জেলে।

রাসকিন ওর কথা রাখবে কিনা নিশ্চিত হতে পারছে না হ্যারি। ও হয়তো ভুলে যাবে কিংবা জেরি হয়তো ওর কথা কানেই তুলবে না। তা সত্ত্বেও জেরি যদি এসেই পড়ে তা হলে তার সম্বর্ধনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রাখতে চাইল ও।

রুমটার ভেতর কোথাও কোনও অস্ত্র নেই- এক টুকরো লোহা কিংবা কাঠ নেই। চেয়ারের পায়াটা খুলে নিলে হয়! কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখবে কোথায়?

বেঞ্চগুলোর কাঠ যদি খুলে নেয়া যায় তা হলেও একই অবস্থা হবে। হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল হ্যারি।

মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পর বড় চেয়ারটার সব পায়া খুলে ফেলতে পারল।

আবার কাঠগুলো যথারীতি জুড়ে চেয়ারটা দাঁড় করিয়ে রাখল। ছোট চেয়ার আর বড় বেঞ্চটারও একই অবস্থা করল। কারোই বোঝবার উপায় নেই যে ওগুলোর সব পেরেক খুলে ফেলা হয়েছে। বসতে গেলে উল্টে পড়ে যাবে।

চেয়ারটা টেবিলের পাশে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখল যে, জেরি যদি বসে চাইলে যেন চেয়ারটা টেনে নিতে না হয়। তারপর ছোট বেঞ্চটা টেবিলের পাশে নিয়ে অপেক্ষা করার একঘেয়েমি দূর করার জন্যে তাসের প্যাকেটটা নিয়ে সলিটেয়ার খেলতে বসল। পর পর কয়েকটা গেম খেলল। কানটা পাতা রইল, বাইরে কোনও শব্দ হয় যদি!

সময় গড়িয়ে চলল। ক্রমশ নিরাশ হয়ে পড়ছে ও। জেরি বোধহয় আসবে না। রাসকিনের কথা হয়তো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কে জানে রাসকিন হয়তো বলেইনি কিছু।

জেরির আসবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে হ্যারি। এমন সময় দরজার বাইরে বুটের আওয়াজ হলো। দরজার তালা খোলার শব্দ হলো।

খোলা দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জেরি।

'কী খবর?' জানতে চাইল হ্যারি। দরজার পাল্লা বন্ধ করে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল কুপার। ঝকঝকে তকতকে পোশাকে সজ্জিত হলেও এবং সাথে একটা ধূসর মুক্তোখচিত রাইফেল থাকলেও অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে জেরিকে।

'তুমি কি মনে কর রাসকিনের কাছে তুমি যে প্রস্তাব করেছ তা আমি গ্রহণ করব?'

উঠে দাঁড়াল না হ্যারি। জেরির দিকে একবার তাকিয়ে আবার ছাদের দিকে ফিরে বলল, 'তবু তো এসেছ।'

'তোমাকে জানাতে এসেছি, একসপ্তাহ পরে খুনের দায়ে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির জেলে পাঠানো হবে তোমাকে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন?'

'আমার কাছে এমন একটা অস্ত্র আছে যা দিয়ে তুমি সোবার্সকে ঘায়েল করতে পারবে; ওকে খুন না করেও। আমার বিশ্বাস সেই অস্ত্রটা তোমাকে দিলে খুশি হয়েই আমাকে মুক্তি দেবে।'

'কী আছে?' কৌতূহলী হলো জেরি। সন্দেহও হলো।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো কাগজ বের করল হ্যারি। সাবধানে ভাঁজ খুলে জেরির দিকে মেলে ধরল। টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে কাগজটা হাতে নিল জেরি।

'প্রথমত,' বলল হ্যারি, 'এটা হচ্ছে পাইন অ্যাপল বাথানের মোটামুটি নির্ভুল একটা মানচিত্র। এই যে ক্রীক, ঝরনা আর–'

জেরি বলল, 'না।'

'না মানে।'

'না, মানে না। ঝরনাটা এখানে নয় আর এদিকেও নয়। ক্রিকটাও এখানে নয়।'

'দাঁড়াও,' পেন্সিলের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল হ্যারি, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি দাগ দাও এখানে। পেন্সিল আছে?'

'দাগ দেব? কেন?'

'বলছি না এটা গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে সবই বলব।'

একটু চিন্তা করল জেরি। তারপর পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করল।

হ্যারি আবার বলল, 'দাগ দাও এখানটায়।'

টেবিলের ঠিক উপরেই বাতি। পেন্সিলে আঁকা মানচিত্রটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। একটু ঝুঁকে প্রায় আনমনে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল জেরি, তাকাল ম্যাপটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটা ওর উপর উল্টে দিল হ্যারি। চেয়ারটা ভেঙে চিৎ হয়ে পড়ে গেল জেরি। বুকের উপর পড়ল টেবিলটা।

হ্যারি এক লাফে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জেরি ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। হাত চলে গেছে রাইফেলের দিকে। কিন্তু রাইফেলের কুঁদোটা ধরবার আগেই ওর ডান হাতের উপর প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল হ্যারি। পরের লাথিটা মারল চোয়ালে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল হ্যারি। আবার লাথি তুলতেই দুই হাতে মুখ ঢাকল ও। কিন্তু রেহাই দিল না হ্যারি। লাথির উপর লাথি চালাতে লাগল।

ইতিমধ্যেই জেরির বুকের উপর থেকে টেবিলটা সরে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যারি ওর ওপর। পেটের উপর প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল একটা। কোঁক করে একটা শব্দ করল জেরি। একটু পরেই নেতিয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে।

লড়াইটা একেবারে এক তরফা হওয়ায় একটু দুঃখিত হলো হ্যারি। এক মিনিটের মধ্যে জেরির কাপড় খুলে সেগুলো পরে নিল ও। বাংক থেকে কম্বল নামিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে তা দিয়ে জেরির হাত পা বাঁধল কষে। মুখের মধ্যেও গুঁজে দিল। বাংকের উপর ফেলে জেরির মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে শুইয়ে দিল। টেবিলটা সোজা করে দাঁড় করাল। চেয়ারের কাঠগুলো একটা বাংকের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখল কামরাটা। যদি কেউ ভেতরে ঢোকে তা হলে এক নজরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়বে না তার। মনে হবে হ্যারি বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতল হ্যারি। না, বাইরে থেকে কোনও শব্দ আসছে না। জেরির রাইফেলটা হাতে নিয়ে, বুলেটের বেল্টটা কোমরে বেঁধে নিয়ে জেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল ও।

দরজায় তালা লাগাতে ভুলল না।

বুক ফুলিয়ে আস্তাবলে ঢুকল হ্যারি। দেশলাই জ্বালাতেই ভাল একটা জিন চোখে পড়ল। সেটা ঘাড়ে নিয়ে বড় আস্তাবলের পিছনে ছোট আস্তাবলের দিকে এগোল ও। আর্থার আর ওর ছেলে জেরি কুপারের ঘোড়াগুলো এই আস্তাবলেই রাখা হয়। জায়গাটা গুদামের পাহারাদার মাউন্ডের বাসার খুব কাছেই। গুদামে আলোও জ্বলছে। তা সত্ত্বেও সাহসে ভর দিয়ে আস্তাবলে ঢুকল হ্যারি।

যে ঘোড়াটা ওর কাছে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট বলে মনে হলো সেটা বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাউন্ডের প্রশ্ন ভেসে এল, 'জেরি নাকি?'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বিকৃত গলায় চিৎকার করল হ্যারি। তারপর ঘোড়ায় চাপল।

বাথানের দক্ষিণ দিকে যেখানে বাড়িঘর নেই সেদিকে রওনা দিল। বাথান পেরোনোর সাথে সাথেই দক্ষিণ-পুবে ডানকান শহরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও। এখন ও মুক্ত। ওর একটা ঘোড়া আছে। আছে বন্দুক আর বুলেট। এখন শুধু চাই কিছু তথ্য।

সতেরো

আপন মনে শিস দিচ্ছে ফ্রেডারিক। গত দুই বছরের মধ্যে কখনও শিস দেয়নি। কিন্তু এখন ও খুশি। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন ও আর্থার কুপারের পরম বিশ্বস্ত ও পছন্দের লোক। তার মানে, ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার জন্যে ওকে কোনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

তাই আপন মনে শিস দিচ্ছে ফ্রেড। সকালটা বেশ মনোরম। চমৎকার বাতাস বইছে। সকালের একটু আগে ও বিগট্রে বাথান থেকে বেরিয়ে পুব দিকে সামার এন্ড-এর স্টেজের রাস্তায় পড়েছে। সেখান থেকে হাতের বাঁয়ে প্রথম পথটা ধরেছে ও। এই পথ ধরে এগোলেই গ্রে কুপারের সেকেন্ড ম্যানর বাথানে পৌঁছুতে পারবে। বেন ওয়ারেন নিজেই রাস্তাটা বাতলে দিয়েছে ওকে।

সামনে থেকে একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখল ফ্রেড। কিন্তু ও আত্মগোপন করল না– যদিও সেটাই করা উচিত বলে একবার মনে হয়েছিল ওর। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে, ভয় কীসের? আর্থার কুপারের পেয়ারের আদমী ও। ওর গায়ে কে হাত দেবে?

কাউবয়টাকে ভাল করে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করল না ফ্রেড। ওর

ঘোড়াটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। মুখটা নীচের দিকে নামানো। সে-ও শিস দিচ্ছে।

ঘোড়সওয়ার কাছাকাছি আসতেই ফ্রেড বলল, 'কেমন আছ, দোস্ত?'

লোকটা চট করে মাথা তুলল, একই সঙ্গে বন্দুকটাও তুলে ধরল ওর দিকে। চমকে উঠল ফ্রেড। তারপর লোকটার মুখের দিকে তাকাল। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওর। মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করতে লাগল। রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা।

অনেক কষ্টে, ক্ষীণকণ্ঠে ফ্রেড উচ্চারণ করল, 'হ্যারি, তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। বলল, 'বন্দুকটা ফেলে দাও। তারপর নেমে পড়ে ঘোড়াটা রাস্তা থেকে সরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাও।' কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

'আমি, আমি, বাহ, আমি–'

'তুমি কী তা জানতে চাই না। যা বলছি করো।'

হ্যারির নির্দেশ পালন করল ফ্রেড। বন্দুকটা ফেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ও। জন্তুটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা ঝোপের দিকে এগোল।

হ্যারি এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে বন্দুকটা তুলে আবার ঘোড়ায় চড়ল। তারপর ফ্রেডের দিকে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রেডকে বলল, 'বোসো, ফ্রেড। অনেকক্ষণ লাগবে বোধহয় তোমার কথাবার্তা শুনতে।'

ফ্রেড বসল। ওর দিকে ওর রাইফলটাই তাক করে একটু দূরে বসল হ্যারি। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছাড়ল। তীর্যক দৃষ্টি মেলে তাকাল ফ্রেডের দিকে। নীরবে অপেক্ষা করছে ফ্রেড। ওর মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য।

'কাল রাতে আমি পালিয়েছি, ফ্রেড। তারপর থেকে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কারণ,' একটু থামল হ্যারি, 'আমার কিছু তথ্য প্রয়োজন। সেগুলো তুমিই দিতে পার। সামার এন্ড কাউন্টি আর সামার এন্ড শহরের প্রায় বিশজন ঘোড়সওয়ারকে ডানকান শহরে হত্যা করা হয়েছে। সামার এন্ড-এর সব বড় বাথান ধ্বংস করে দিয়েছে কুপাররা, তুমি কি এর জন্য গর্বিত, ফ্রেড?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ফ্রেড।

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল হ্যারি।

'আমার এটা না করে উপায় ছিল না,' অবশেষে উচ্চারণ করল ফ্রেড।

'যার বাথানে তুমি কাজ করতে, যে তোমাকে বিশ্বাস করত, তাকে আর তার বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে উপায় ছিল না তোমার?'

'না, উপায় ছিল না,' পুনরাবৃত্তি করল ফ্রেড, 'আমি বরাবরই কুপারের হয়ে কাজ করেছি। যদি না করতাম তা হলে আমাকে ওরা মেরে ফেলত।'

ঘৃণায় কুঞ্চিত হলো হ্যারির মুখ। সামার এন্ড শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বড় র‍্যাঞ্চগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিশজনের মত মানুষ খুন হয়েছে। তোমার জীবনের দাম কি ওগুলোর চাইতেও বেশি?'

নীরব রইল ফ্রেড।

হ্যারি বলল, 'তুমি কুপারের হয়ে কাজ করে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওই খুনে উন্মাদটা তোমাকে বিশ্বাস করে?'

ফ্রেড মাথা তুলে বলল, 'করে।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল হ্যারি। 'তুমি কি জানতে, আমাকে কলোরেডোর [illegible] জন ভাড়াটে বন্দুকবাজের সাথে আটকে রাখা হয়েছিল?'

'শুনেছি।'

'এই ট্রেইলের কোথাও ওরা একজন লোকের জন্যে অপেক্ষা করছে। কার জন্যে, জানো?'

মাথা নাড়ল ফ্রেড।

'তুমি। তোমার জন্যে?'

চমকে হ্যারির দিকে তাকাল ফ্রেড। মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

সময় গড়িয়ে চলল।

অনেকক্ষণ পর যেন আপন মনে ফ্রেড বলল, 'বোধহয় ঠিকই বলছ তুমি।'

বিস্মিত হলো হ্যারি। প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এটা আশা করেছিলে?'

'না। তবে করা উচিত ছিল। মাথাটা খাটালে বুঝতে পারতাম। কাল আমার সঙ্গে কুপার যেমন গদ গদ ভাবে কথা বলেছে এখন বুঝতে পারছি এটা আসলে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ। আমি যাতে ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ না করি সেজন্যেই আসলে কাল অনেক খাতির করেছে। অনেক গোপন কথা বলেছে। তখনি আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল।'

একটু থামল ফ্রেড। সামনের বালির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তোমাকেও কি সেজন্যেই পাঠিয়েছে?'

'না। বললাম তো আমি পালিয়ে এসেছি। তবে আমি তোমাকে সোবার্সের কাছে নিয়ে যাব। ওরা তোমার কথা শুনলে খুব খুশি হবে।'

কেঁপে উঠল ফ্রেড। অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, 'না। তার চাইতে তুমি বরং এখানেই আমাকে গুলি করে মেরে ফ্যালো।'

'কিন্তু, গুলিতে মরার চাইতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া কি ভাল নয়?'

'তাতেও মৃত্যু এড়াতে পারব না। আমার পাপের শাস্তি ভোগের সময় এসে গেছে। কিন্তু আমি সামার এন্ডে যাব না। তুমি বরং এখানে আমাকে গুলি করে রেখে যাও।'

'বাজে কথা বোলো না। তোমাকে যেতেই হবে আমার সাথে।'

'আমি যাব না, হ্যারি। হতাশায় ভেঙে পড়ল ফ্রেড। 'পারলে আমার লাশ নিয়ে যাও। গুলি কর আমাকে।'

ফ্রেডের প্রতি করুণা হলো হ্যারির। সেই সঙ্গে বিভ্রান্তও হলো। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'এসব করে ফায়দা হবে না, ফ্রেড। তুমি কুপারের লোক ছিলে। ও সোবার্সের বিরুদ্ধে আরও কিছু ষড়যন্ত্র করছে। তুমি তা জান। তোমাকে আমি সোবার্সের কাছে নিয়ে যাবই। দরকার হলে তোমাকে পিটিয়ে আধমরা করে নিয়ে যাব।' সক্রোধে ফ্রেডের দিকে এগিয়ে গেল ও।

কিন্তু ফ্রেড তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না। বলল, 'আমি যাব না, হ্যারি। তবে যা জানতে চাও সবই তোমাকে বলব।'

থামল হ্যারি। একটু চিন্তা করে বলল, 'বেশ, বলো তা হলে।'

কুপারের ষড়যন্ত্রটা প্রকাশ করে দিল ফ্রেড। বলতে বলতে বারবার কথার খেই হারিয়ে ফেলল, এলোমেলো উল্টোপাল্টা বলে গেল। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা বুঝে নিল হ্যারি।

প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করল ও। ও জানে ফ্রেড এখন ওর জীবনরক্ষার জন্যে, সোবার্সের মোকাবেলা না করার জন্যে কথাগুলো বলছে।

কী করে কুপারের সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়েছিল, ওর হুকুমে কীভাবে ও সোবার্সের ওখানে গুপ্তচরগিরি করেছে, কীভাবে ডানকান শহরে হানা দেয়ার পরিকল্পনা ও কুপারকে জানিয়েছে, ওর সামনেই কীভাবে সামার এন্ডের লোকদের হত্যা করা হয়েছে, ওকেও কীভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, কোনওকিছু ও গোপন করল না।

শেষে যোগ করল, 'আমি এটুকুই জানি। আমার অপরাধের শেষ নেই, এর ক্ষমাও নেই। কিন্তু আমি সামার এন্ডে যাব না। আমি কুপারকে ভয় পাই, কিন্তু আরও বেশি ভয় পাই সোবার্সকে। তুমি আমাকে এখানেই গুলি করে মেরে ফ্যালো। এই দয়াটুকু করো আমাকে।'

'কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? পালিয়ে গিয়েও তো রেহাই পাবে না। আইন তোমাকে খুঁজছে। কুপার তোমাকে খুন করার জন্যে বন্দুকধারী পাঠিয়েছে। সামার এন্ডে তুমি যাবে না বলে পণ করেছ। তা হলে তুমি যাবে কোথায়?'

'জানি না, বলছি তো আমাকে তুমি এখানেই গুলি করে মেরে রেখে যাও। সেটাই হবে আমার উপর সবচেয়ে বড় দয়া।'

'বেশ। তুমি যখন সোবার্সের ওখানে যাবে না বলছ, তা হলে যেখানে খুশি তুমি যাও। যদি পারো দূরে, অনেক দূরে– অন্য কোনও রাজ্যে চলে যাও। আর আমার কথা যদি বলো তা হলে বলব, আমি জীবনে কখনও কাউকে অকারণে খুন করিনি। আর তোমার মত একজন অসহায় লোককে হত্যা করার মত প্রবৃত্তি আমার কখনও হবে না।

'তোমার ঘোড়াটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আধমাইল দূরে ছেড়ে দেব। তোমার বন্দুকও থাকবে ঘোড়ায়। তুমি হাঁটতে হাঁটতে এগোও। আমি

পারাতে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

ম্লান একটা হাসি দিল ফ্রেড। চলে গেল হ্যারি। কিন্তু ও বসেই রইল। অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল। ট্রেইলের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। মনে খুশি হলো ও. কলোরেডোর বন্দুকধারীরা ওর খোঁজে এদিকেই আসছে। ওদের জন্যে ও প্রতীক্ষা করতে লাগল।

টেক্সাসের কথা, শৈশবের কথা, মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। সত্যি কি হ্যারি ওর মায়ের কাছে টাকা পাঠিয়েছে? না পাঠালেও কিছু আসে যায় না। ও নিজেই তো অনেক টাকা পাঠিয়েছে। ও যে একটা মেয়েকে খুন করেছিল ওর মা হয়তো এখনও তা জানে না।

মেয়েটার কথা যখন ও ভাবছে সেই সময় ওর গায়ে গুলি লাগল।

আঠারো

সোবার্সের ওখানে পৌঁছুলে ওকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হবে এমন ধারণা একবারও মনে ঠাঁই দেয়নি হ্যারি। ও জানে ম্যাক এখনও ওকে ব্যাংক ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী কুপারের ভাড়াটে ডাকাত বলে মনে করে। পাইন অ্যাপল বাথান পোড়ানোর সময় সেখানে ওর উপস্থিতির ফলে তার সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রথমত, ম্যাককে যুক্তির কথা শোনানো হবে। তার জন্য ওকে হয়তো অনেক অপমান সইতে হবে, অনেক গালমন্দ খেতে হবে। হয়তো গুলির মুখোমুখিও হতে হবে– ওর একমাত্র ভরসা মিরান্ডা সোবার্স। দেখা যাক কী হয়।

সারাদিন চলবার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে ও পাইন অ্যাপল বাথানে গিয়ে পৌঁছুল। লংজন ও জেফের সঙ্গে যেখানে গিয়ে থেমেছিল. এবারও সেখানে গিয়ে থামল।

গাছের নীচে ক্যাম্পটা চোখে পড়ল হ্যারির। বড় একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। তার আলোয় পাথরের দালানটাও চোখে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নামল হ্যারি। জন্তুটাকে একটা সেভার গাছে বাঁধল। রাইফেলটা লাগামে ঝুলিয়ে রাখল। গুলির বেল্টটাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা করল ও। তবু ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে বসতে পারে এই ভয়ে এটা ওকে করতেই হলো। ও হয়তো মেজাজ খারাপ করে বন্দুক বের করতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিণতি কী হবে তা তো জানাই আছে।

অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছুতেই লোক চিনতে পারল হ্যারি। একটা পাথরের ওপর বসে আছে মিরান্ডা। ওর পাশে বসে আছে ম্যাক সোবার্স

রথম্যান ও মিসেস লিট্‌ল বাসনপত্র পরিষ্কার আর গোছগাছ করছে। বাধ
কর্মীরা কাছেই বসে আছে। ম্যাক কিছু একটা বলছে। আর সবাই শুনছে।

কোনওরকম শব্দ না করে ধীর পদক্ষেপে হ্যারি এগিয়ে চলল। ও চা
ম্যাক যদি মুখ তোলে তা হলে আগুনের আলোয় যেন ওকে পুরোপুরি দেখ
পায়।

হ্যারিকে প্রথমে দেখল ডীন পিটার নামে একজন কাউবয়। সো
হলোও। হাতটা চলে গেল রাইফেলের দিকে। ওর নড়াচড়া চোখে পড়
সামনের দিকে তাকাল ম্যাক। একমুহূর্তের জন্যে সবাই পাথর হয়ে গে
তারপর লাফ দিয়ে বাক্সের উপর থেকে নেমে দাঁড়াল ম্যাক। হাত চলে গে
বন্দুকের দিকে।

হ্যারি যেমনটা আশা করেছিল ঠিক তেমনটিই ঘটল, বাধা দি
মিরান্ডা। ওর বাবার কব্জি চেপে ধরল। 'বাবা, বাবা, গুলি কোরো না। দেখ
না ও নিরস্ত্র।'

মেয়ের হাত ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল ম্যাক। ইতিমধ্যে বন্দুক হাতে
উঠে দাঁড়িয়েছে পিটার।

নড়ল না হ্যারি। পালাবার চেষ্টা করল না। ওর ক্লান্ত মুখে অস্পষ্ট হা
দেখা দিল। রাইফেল কক করে হ্যারির পেছনে অন্ধকারের দিকে তাক
পিটার।

'আমি একা। কথা বলতে এসেছি।'

'আমি ওর দিকে বন্দুক তাক করে আছি, ম্যাক।' জানাল পিটার।

হ্যারির দিকে এগিয়ে এল সোবার্স। মিরান্ডা এল পেছন পেছন। ও
সামনে এসে থেমে ম্যাক বলল, 'তুমি তো ফাঁসিতে মরতে আসনি, হ্যারি।
তোমার মতলবটা কী?'

'আমার কিছু বলবার আছে।' মিরান্ডার দিকে সাহায্যের আশায় তাক
হ্যারি। কিন্তু ওর মুখেও উত্তেজনার ছাপ। সন্দেহ নেই, মেয়েটাও ও
আগমনকে একটা ফাঁদ বলে মনে করছে।

ম্যাক হ্যারির দিকে রাইফেল উঁচিয়ে মুখ না ঘুরিয়েই হুকুম দিল, 'জ্যা
প্রিঙ্গল, তুমি পাহাড়ের দিকে যাও। টেড, চলে যাও ক্রীকের দিকে। রথম্যা
আগুনটা নিভিয়ে দাও।'

'ধীরে, ম্যাক, ধীরে,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যারি, 'আবার কষ্ট করে আগুনটা
জ্বালাতে হবে। আজ সকালে আমি কুপারের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি।
টিলার উপরে আমি একটা চুরি করা ঘোড়া আর রাইফেল রেখে এসেছি।
আমাকে কেউ অনুসরণ করেনি। কেউ সাথে আসেনি। আমি একা।'

মিরান্ডা বলল, 'ওর কথা আমার বিশ্বাস হয়, বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়ো
না অত।'

মেয়ের কথা কানে তুলল না সোবার্স। আবার হাঁক ছাড়ল, 'এক্ষুণি

শুয়ে পড় সবাই। আর আগুনের কাছ থেকে সবাই দূরে সরে যাও।'

ওরা বেরিয়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগল ম্যাক। একটু পরে রথম্যান আর তার পরপরই টেড ফিরে এল।

রথম্যান বলল, 'ওর ঘোড়াটা আছে ওখানে।'

'কোথাও কিছুই দেখলাম না, ম্যাক,' জানাল টেড।

দ্বিধায় পড়ে গেল সোবার্স। ইতিমধ্যে অন্যদিক থেকে ফিরে এল প্রিঙ্গল। সেও জানাল, গোলমেলে কোনও ব্যাপার তার চোখে পড়েনি। কানেও আসেনি।

সোবার্স বলল, 'বেশ। তোমরা চারদিকে লক্ষ রাখবে। গোলমেলে কিছু দেখলে কিংবা শুনলে একবার ফাঁকা গুলি করবে।' তারপর হ্যারিকে বলল, 'চলে এসো, খুনে বদমাশ।'

অগ্নিকুণ্ডের কাছে এল ওরা। ডীন হ্যারির দেহ তল্লাশী করল। পাওয়া গেল না কিছু। তারপর সোবার্স ওকে বসতে হুকুম করল।

একটা জিনের উপর বসল হ্যারি। মিরান্ডা আর সোবার্স আবার বাক্সের উপর বসল। বাথানের কর্মীরা একটু দূরে বসল। ওদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সোবার্স বলল, 'বলো, তোমার কী বলবার আছে?'

'আমি কি ধূমপান করতে পারি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল সোবার্স। আসলে একটু সময় নিতে চাচ্ছে হ্যারি। তা ছাড়া, কীভাবে শুরু করবে তা-ও একটু গুছিয়ে নিতে চায় মনে মনে। বিশেষ করে কোথা থেকে যে শুরু করবে তা ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

'যা আমি বলতে চাই তার জন্যে অনেক সময় লাগবে।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'আর্থার কুপারের সর্বশেষ ষড়যন্ত্র– তোমাদের এখান থেকে চিরতরে উৎখাত করার চক্রান্ত করেছে ও।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হ্যারির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোবার্স বলল, 'ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা পাওয়ার মতলবে তুমি আমার মন ভেজাতে এসেছ? নাকি কুপারের ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে আমাকে বোকা বানাতে এসেছ? নাকি অন্য কোনও মতলব আছে তোমার? কিন্তু যতই আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করো না কেন কাঠগড়ায় তোমাকে দাঁড়াতে হবেই। সেকথা তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। তারপর ইচ্ছা হলে তুমি মুখ খুলবে, ইচ্ছা না হলে খুলবে না।'

হ্যারি শান্তভাবে ধীরেসুস্থে ধূমপান করছিল। ম্যাকের কথা শেষ হলে ও বলল, 'তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?'

ক্ষেপে গিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ম্যাক। ওর গলা দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ বেরোল। মিরান্ডা ওকে টেনে বসাল। হ্যারির দিকে অগ্নিদৃষ্টি মেলে ও

বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলতে পারো তুমি।'

সিগারেটের শেষাংশ অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হ্যারি বলল, 'সোবার্স, যে লোকটা তোমার সর্বনাশ করেছে সে হচ্ছে ফ্রেড- ফ্রেডারিক। সে-ই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বরাবরই ও কুপারের টাকা খেয়ে আসছে। এখন থেকে দশ মাস আগে এক দিন অসুস্থ অবস্থায় তোমার বাথানের প্রান্তে পড়েছিল। তাই না?'

মিরান্ডা বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ও পাহাড় ডিঙিয়ে আসেনি। এখানে আসবার আগে এক সপ্তা বিগট্রে বাথানে ছিল ও। তার সাতদিন আগে ওকে বেন ওয়ারেন এক জলাশয়ের ধারে প্রায় মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে বাথানে নিয়ে যায়। লোকটা কী কারণে যেন আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, কারণ আমি জানি না। যেহেতু এই তল্লাটে কেউ ওকে চেনে না তাই কুপার ওকে এখানে গুপ্তচর হিসেবে পাঠাবার মতলব করে। ওকে তোমার বাথানের পাশে ফেলে রেখে যায়। ওরা আশা করেছিল ও তোমার লোকদের চোখে পড়বে, তারা ওকে মানবতার খাতিরে তোমার এখানে নিয়ে আসবে। ওদের আশা পূরণ হয়েছিল। লোকটা এতই অসুস্থ আর দুর্বল ছিল যে ওকে পাঁজাকোলা করে ওয়ারেন তোমার বাথানে রেখে গিয়েছিল।'

সোবার্স মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'কথাগুলো আংশিক সত্য। কিন্তু ফ্রেড তো আমার হয়ে লড়েছে এবং লড়াইতেই ও মারা গেছে। ও বিশ্বাসঘাতক ছিল না।'

'ও কোথায় এখন?'

'মরে গেছে আরও অনেকের সাথে।'

'ওর সঙ্গে আজ সকালে আমি কথা বলেছি,' বিরস গলায় বলল হ্যারি। 'হামলার রাত থেকেই ও বিগট্রে বাথানে ছিল। ও-ই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কলোরেডোর ডাকাতরা ডানকানে আছে কিনা, এই খোঁজ নেবার জন্যে ওকে যখন পাঠিয়েছিলে তখন ও কুপারকে তোমার উদ্দেশ্য জানিয়ে আসে। কুপার ডানকান শহরের লোকদের হামলা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।'

'এ জঘন্য মিথ্যা, ও কখনোই আমার পক্ষ ত্যাগ করেনি,' চিৎকার করে উঠল সোবার্স।

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ করল হ্যারি, 'বেশ, ডানকান শহরের এজেন্টের কাছে চিঠি লিখবে বলে ফ্রেড কি বাথান মালিকদের সভা থেকে বেরিয়ে আসেনি? ওই চিঠির মধ্যেই কুপারের কাছে লেখা চিঠিটা ছিল। আর তোমরা কবে, কখন এমন কী কোন পথ দিয়ে ডানকানে হানা দেবে, কতজন লোক থাকবে, কে নেতৃত্ব দেবে সবই লেখা ছিল ওই চিঠিতে।'

সোবার্স অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর

সেদিনের ঘটনা মনে পড়ল। ফ্রেড চিঠি লিখবে বলেছিল। লিখেছিলও কিন্তু কোন ঠিকানায় তা তো ও দেখেনি।

'এক মিনিট, হ্যারি,' মিরান্ডা বলল, 'এসব তুমি জানলে কেমন করে?'

'ফ্রেড আজ সকালে আমাকে বলেছে। আরও অনেক কথাই বলেছে। সেসব কি তোমরা শুনতে চাও?'

'ও যদি বিশ্বাসঘাতকই হবে,' মিরান্ডা রাগত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তা হলে এসব বলবে কেন?'

'তোমরা যদি শুনতে চাও তা-হলে সেকথাও তোমাদের বলব,' শান্ত গলায় বলল হ্যারি। 'তবে সেসব কথা সত্যি কিনা তা আমি বলতে পারব না কিন্তু যদি সত্যি হয় তা হলে দুমাস পর তোমার বাবা পথের ভিখিরি হয়ে যাবে।'

'বেশ, বেশ, কত মিথ্যা কথা তুমি বলতে পার বলে যাও,' বিদ্রূপ করল সোবার্স।

'ও আমাকে বলেছে, হ্যারি আবার শুরু করল, 'একমাসের মধ্যেই দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ের এজেন্ট রেলপথের জন্যে জমি কিনতে সামার এন্ডে আসবে।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল সোবার্স। 'কী বলছ তুমি?' অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

মিরান্ডা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'তুমি জানলে কী করে? তুমি জানলে কী করে?'

হ্যারি তাকাল ওর চারদিকে। ওর জবাব শোনবার জন্যে সবাই অধীর হয়ে আছে। ও বলল, 'ফ্রেডই আমাকে বলেছে। ও শুনেছে কুপারের কাছে। আর রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কুপারকে। কবে ওদের এজেন্ট আসছে তাও জানিয়েছে।'

'আমাদের জানায়নি কেন?'

'তোমাদেরকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু বেন ওয়ারেন মেল স্টেজ থেকে সে-চিঠি সরিয়ে ফেলে।'

হ্যারির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ম্যাক। এ খবরটা ও জানে মেল ঠেকানো হয়েছিল, চিঠির বস্তা লুট হয়েছিল। কিন্তু পরে তা আবার বিস্ময়কর ভাবে ফেরতও দেয়া হয়েছিল।

একজন বাথানকর্মী প্রশ্ন করল, 'চিঠি চুরি করে কুপারের কী লাভ? তাতে তো রেলপথ ঠেকানো যাবে না।'

মুখ তুলে প্রশ্নকর্তাকে দেখল হ্যারি। সেই জ্যাক প্রিঙ্গল যাকে ওর সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্যে ওর আগের কর্মস্থলে পাঠানো হয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে নীরবে মৃদু হাসল হ্যারি। তারপর বলল, 'কারণ কুপার রেলপথের কাজ শুরু হবার আগে আর ব্যাপারটা তোমার জানার আগে কিছু

সময় চায়। বাথান মালিকদের নিরুৎসাহ করার জন্যেই ও সামার এন্ডে হামলা চালিয়েছিল। ওর ধারণা, এই হামলার ফলে অনেকেই এখান থেকে চলে যেতে চাইবে। কিন্তু যদি ওরা রেলপথের খবর শোনে তা হলে যাবে না।'

'কিন্তু আগে হোক পরে হোক ওরা তো জানবেই। এর সঙ্গে কুপারের সময় চাইবার সম্পর্ক কী?'

'কারণ, কুপার এ সময়ের মধ্যেই, রেলপথ সম্পর্কে তোমরা জানবার আগেই রয় ক্রিফোর্ডের সেভেন হার্ট বাথান কিনতে চায়। ওর ধারণা, রয় বিক্রি করতে রাজি আছে।'

'ওর কাছে বেচবে না,' বলল ডীন।

'না। তবে ওর টাকায় অন্যের কাছে।' হাত তুলে ওকে বাধা না দেবার ইঙ্গিত করে হ্যারি বলল, 'আমাকে শেষ করতে দাও। কুপার এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে অনেক বাথান মালিকই ওদের বাথান বিক্রি করে এখান থেকে চলে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওরা রেলপথের খবরটা জানে না। ওরা জানুক তাও কুপার চায় না। তা হলে ওর পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সেভেন হার্ট কেনাও সম্ভব হবে না। কিন্তু ওটা ওর চাই-ই।'

'কেন? ওখানে কি সোনার খনি পাওয়া গেছে নাকি।' টেড বিদ্রূপ করল।

'এই তল্লাটের সব বাথানেই পানি আসে সেভেন হার্টের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপারস্টোন ক্রিক থেকে। কুপারের মতলব হলো, সেভেন হার্ট কিনে ও ডিনামাইট দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল ভেঙে দিয়ে সব পানি রোয়ান লেকের দিকে বইয়ে দেবে। তখন কোনও বাথানেই আর পানি যাবে না। আর পানি ছাড়া বাথান চলে না। তাই রেলপথ তখন স্থাপিত হলেই কী আর না হলেই কী! এটাই কুপারের আসল চাল। আর এতদিন সে যা যা করেছে তা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যেই।'

ম্যাক অনেকক্ষণ ধরে ফ্যালফ্যাল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ যে ভয়ংকর মতলব। শয়তান ছাড়া এ তো কারও মাথাতেই খেলবে না। পরিকল্পনা কুপারের মতই শোনাচ্ছে বটে। তা তুমি একজন খদ্দেরের কথা বলছিলে। সে কে?'

'তার নাম পল ক্রেটন। কুপারের টাকা নিয়ে ও সামার এন্ডে আসবে। ইতিমধ্যেই ওর সেখানে পৌঁছানোর কথা। ও বাথানটা কিনেই আবার কুপারের নামে বেচে দেবে।'

নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল ম্যাক। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

মিরান্ডা বলল, 'বাবা, বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?'

ম্যাকের নিস্পন্দ মূর্তির দিকে তাকিয়ে হ্যারি বুঝতে পারল, ওর মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ও যাকে একজন জঘন্য অপরাধী বলে মনে করে তার কথা ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারছে না।

'তোমার এসব কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?' শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই ফসল ম্যাক। 'তোমাকে তো কখনোই আমি সত্যি কথা বলতে শুনিনি।'

'জ্যাক প্রিঙ্গল ফিরে এসে কিছু বলেনি? ওকেই না হয় আবার জিজ্ঞেস করো।'

'ওরা তো বলেছে, তোমার মত ভাল লোক নাকি পৃথিবীতে আর একটাও জন্মায়নি। কিন্তু পরে যে তুমি পাল্টে গেছ তা তো আর ওরা জানে না।'

'আমি বদলাইনি, ম্যাক। একটুও বদলাইনি। তোমার সন্দেহপ্রবণ মন—'

'সন্দেহপ্রবণ মন?' চটে গেল ম্যাক, 'তা হলে বলো তুমি আমার বাথান থেকে পালিয়েছিলে কেন?'

মিরান্ডার দিকে তাকাল হ্যারি। কিন্তু ও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

'তুমিই বলো, ম্যাক, পালানোটাই কি স্বাভাবিক নয়? বন্দীজীবন কার পছন্দ?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল ম্যাক। কিন্তু তার আগেই মিরান্ডার গলা শোনা গেল, 'সত্যি কথাটা বলে দাও, হ্যারি।'

হ্যারি চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি না বললে আমিই বলছি। বাবা, হ্যারি পালায়নি। ওকে একজন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার নির্দেশেই ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল জেরি কুপার।'

একটু লজ্জিত হলেও মাথা উঁচু করে ও জেরি কুপারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক দুই শহরের লড়াই-এর প্রতি ওদের ঘৃণার কথা উল্লেখ করে বলল, 'কিন্তু ও যে ওর বাবার উপযুক্ত পুত্র তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, বাবা।'

ম্যাক মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ও ব্যাপারে না হয় আমি ভুল করেছিলাম, কিন্তু তুমি যে আমার এখানে ডাকাতি করতে এসেছিলে, আমার বাথান পোড়ানোয় অংশ নিয়েছিলে সে কথা তো সত্যি?'

'না। আমি জ্বালাতে আসিনি। তোমাদের বাঁচাতে এসেছিলাম। পারতামও যদি না রথম্যান হঠাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই গুলি চালাত।' গোটা কাহিনিটা বলে গেল হ্যারি। কোথায় ওরা থেমেছিল। কীভাবে হাতের বাঁধন খুলেছিল। পাথর দিয়ে কীভাবে আঘাত করেছিল লংজনকে সবই ও খুলে বলল। ওর কথার সাথে মিরান্ডার ছেঁড়া দড়ি, বোতলের ভাঙা টুকরো, ঘোড়ার ট্রেইল পর্যবেক্ষণ— সব মিলে গেল, 'ও যা বলছে সবই সত্যি। বাবা,' বলল মিরান্ডা। 'সব কিছুরই প্রমাণ আছে। আমি নিজে যাচাই করেছি।'

কোনও কথা বলল না ম্যাক। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। হ্যারিকে যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না তা স্পষ্টই বোঝা গেল। হ্যারির

দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এসব খবর নিয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে এলে কেন? তুমি তো পালিয়ে যেতে পারতে।'

সোবার্সের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল হ্যারি বলল, 'যদি আমি নিজেও জানতাম। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। তবু তুমি শুনতে চাও তা হলে...'

'অবশ্যই শুনতে চাই।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, 'প্রথমত তুমি আমাকে ধরে নিয়ে এলেও আমার সাথে কখনোই দুর্ব্যবহার করোনি। কোনও অন্যায় আচরণ করোনি। আর টিম তো চমৎকার ব্যবহার করেছে। তাই তোমাদের যে ক্ষতি কুপার করেছে তা আমাকে ব্যথিত করেছে। তা ছাড়া আমি ভেবেছিলাম প্রিঙ্গল ফিরে এলেই আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল ধারণা দূর হবে। সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তোমার মেয়েকে অনুসরণ করতে গিয়ে পরিস্থিতি আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। আমাকে ধরে নিয়ে গেল জেরি কুপার। সেখানে বন্দী অবস্থাতেই আমি যা দেখলাম শুনলাম তাতে বুঝলাম কুপার একটা আস্ত শয়তান। ও শিয়ালের মত ধূর্ত, বিবেক বলতে কিছু নেই।' হ্যারি একটু থেমে দম নিয়ে বলল, 'আশা করি আমার কথা তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বলে যাও।'

'তোমাকে খুন করার জন্যে জেরি কলোরেডোর ওই ডাকাত তিনজনকে নিয়োগ করতে চেয়েছিল। আর মিস মিরান্ডা সম্পর্কে জেরি যে সব নোংরা উক্তি করেছে তা উচ্চারণ না করাই ভাল। তারপর আমি ফ্রেডের ব্যাপারটা জানলাম। আগেই আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওই লোকটাই তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যখন জানতে পারলাম, কুপার ওকে হত্যার জন্যে কলোরেডোর বন্দুকবাজদের হুকুম দিয়েছে তখন আমি ওর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম ফ্রেড অনেক বেশি জেনে ফেলেছিল বলে কুপার ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই অবস্থায় আমার জায়গায় তুমি নিজেকে কল্পনা করে দেখো, কোন পক্ষে তুমি যোগ দিতে।'

'হুম,' উচ্চারণ করল ম্যাক।

'তাই আমি পালিয়ে গিয়ে ফ্রেডকে তোমার এখানে ধরে আনতে চেয়েছিলাম। আমি পালালাম, ফ্রেডকে পাকড়াও করলাম কিন্তু ও কিছুতেই এখানে আসতে রাজি হলো না। তবে কুপার ওকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছে এই খবরটা জানতে পেরে এতই মুষড়ে পড়ল যে ওর ষড়যন্ত্রের কথা সবটাই আমার কাছে ফাঁস করে দিল। তাই এখন আমি এখানে।'

'তুমি– তুমি কি ফ্রেডকে হত্যা করেছ?'

'না। ওর মত একজন অসহায় আর দুর্বলচিত্ত লোককে হত্যা করার প্রবৃত্তি আমার হয়নি সংক্ষেপে এই আমার কাহিনি। তোমরা ইচ্ছে হলে

'বিশ্বাস কর, না হলে আর কিছু বলবার নেই।'

ম্যাক কিছু বলল না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই সময়ই হ্যারি ওর তুরুপের তাসটা খেলাবার সিদ্ধান্ত নিল। বলল, ম্যাক, একটা পথ আছে যার মাধ্যমে তুমি আমার বক্তব্যের সত্যতা সহজেই যাচাই করতে পার।'

'কীভাবে?'

'তুমি আমাকে এখানে আটকে রেখে আজ রাতেই শহরে চলে যাও। তাহলেই পল ক্লেটনের দেখা পাবে বলে আশা করি। কুপার এই লোকটাকেই রয়ক্লিফোর্ডের বাথান কিনতে পাঠিয়েছে।' লোকটার চেহারার বর্ণনাও দিল হ্যারি।

চট করে উঠে দাঁড়াল ম্যাক। টেডকে বলল, 'ওঠো, টেড। ঘোড়ায় জিন লাগাও। আমরা বেরোচ্ছি।' হ্যারির উদ্দেশে বলল, 'জানি না, কেন, তবে তোমাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। যদিও এক সময় আমি ফ্রেডকেও বিশ্বাস করেছিলাম।'

বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিতে গেল ম্যাক। মিরান্ডা এগিয়ে এল হ্যারির দিকে। এতক্ষণ হ্যারিকে লক্ষ করছিল ও। মনে মনে তুলনা করছিল জেরির সাথে, জেরির মত সুদর্শন নয় হ্যারি। ওর মত চাকচিক্যও নেই, কিন্তু যা আছে তা কোনওদিন লাভ করতে পারবে না জেরি। সেই গুণটা হচ্ছে ওর দৃঢ়তার আত্মবিশ্বাস আর চারিত্রিক দৃঢ়তা যা কোনওদিনই বদলাবে না।

হ্যারির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিরান্ডা বলল, 'সত্যতা যাচাই ছাড়াই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি উইলসটন।'

হ্যারি একটু লজ্জার সাথেই ওর হাতটা ধরে বলল, 'ধন্যবাদ। যখন এলাম তখনও বুঝতে পারছিলাম না, আমাকে গুলি করা হবে না চাবকানো হবে।'

'বাবাও তোমার কথা বিশ্বাস করেছেন। তবে উনি অনেক পোড় খাওয়া মানুষ তো।'

'তা বটে।' স্বীকার করল হ্যারি।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হ্যারি? জেরি হঠাৎ আমার উপর ক্ষেপে গেল কেন?'

'আমি জানি না, মিস মিরান্ডা।'

'তুমি ওকে ঘৃণা কর?'

'তোমাদের বিরুদ্ধে ও যা করেছে তার জন্যে ওকে অবশ্যই ঘৃণা করি। অন্য কোনও কারণে নয়।'

'কিন্তু তাতে তোমার কী এসে যায়?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল হ্যারি। তারপর বলল, 'হয়তো ওর জবাব দিতে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমি লজ্জিত নই। আমি তোমাকে

খুব লক্ষ্মী মেয়ে. ভাল মেয়ে, সৎ আর বন্ধু-ভাবাপন্ন বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস তোমাকে যে বিয়ে করবে সে যথার্থই ভাগ্যবান। অথচ জেরি তোমার ক্ষতি করার সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে। আমি এর প্রতিকার করতে চাই।'

'কী হবে প্রতিকার করে? কী লাভ?' দ্রুত একপাশে সরে গেল মিরান্ডা।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল হ্যারি।

উনিশ

গত চব্বিশ ঘণ্টা দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি হ্যারি, তবু ও ক্লান্ত বোধ করছে না। সোবার্স আর টেডের মাঝখানে থেকে ও চলতে লাগল। প্রথমদিকে কেউ কোনও কথা বলল না। হ্যারি মিরান্ডার কথা ভাবছিল, সত্যি মেয়েদের বোঝা বড় কঠিন। জেরি ওর ক্ষতির চেষ্টা কম করেনি। আঘাত কম করেনি। তা সত্ত্বেও ওর কোনও ক্ষতি হোক মেয়েটা তা চায় না। তার অর্থ ও এখনও জেরিকে ভালবাসে। সম্ভবত সুযোগ পেলে ও এখনও জেরির বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে। মন থেকে চিন্তাটা মুছে ফেলতে চেষ্টা করল হ্যারি।

ম্যাক সোবার্সের বিস্ময়কর নরম গলা শুনে ওর দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। 'আমি যদি সব কথা মিরান্ডাকে বলতাম,' বলল ও, 'তা হলে হয়তো হ্যারির সঙ্গে ওর কখনোই দেখা সাক্ষাৎ হত না। কুপারকে কেন আমি এত ঘৃণা করি। তার সব কারণ মেয়েটা জানে না।'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে তা হলে কীভাবে এর সূত্রপাত তা আমাকে বলতে পারো। খুশি হব।'

'অনেক বছর আগের কথা। আমরা দুজনেই তখন টেক্সাসে বাথান শুরু করি। আমরা দুজনের কেউই কাউকে পছন্দ করতাম না। ঘটনাচক্রে দুজন একই মেয়ের প্রেমে পড়ি। আর্থার ওকে লাভ করে।

'বিয়ের পর বাথান বড় করার জন্যে ক্ষেপে ওঠে কুপার। সে-জন্য ও আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকেও টাকা ধার নিয়েছিল। এই সময় একজন বাথান মালিক খুন হয়। লোকটার সঙ্গে কুপারের শত্রুতা ছিল। তাকে খুনের দায়ে ওর ছয় বছর জেল হয়। কিন্তু খুন ও করেনি। ও তখন অন্যরকম মানুষ ছিল। আসল খুনী কে পরে জানতে পারি আমি। তাকে ধরবার জন্যে মেক্সিকো সিটিতে যাই। ওকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধরতে পারিনি।

'ফিরে এসে দেখি আমার যে আত্মীয়টি কুপারকে টাকা ধার দিয়েছিল সে তার টাকা উদ্ধারের জন্যে ওর স্ত্রীকে বাথান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাথানটাও কেড়ে নিয়েছে।

'আমার সেই আত্মীয়কে আমি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়েছিলাম। তারপর পাঁচ বছর ধরে আমি ভদ্রমহিলার খোঁজ করি। কিন্তু ওর সন্ধান পেতে ব্যর্থ হই। পরে জানতে পারি, মেক্সিকো সীমান্তে এক ক্যান্টিনে ও ঝিগিরি করত, সেখানেই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অসুখে ভুগে ও মারা যায়।

'জেল থেকে বেরিয়ে আর্থার ওর স্ত্রীর ওই বেদনাদায়ক পরিণতির আর বাথানটা হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্য আমাকে দায়ী করে। ও ওর সব আত্মীয় নিয়ে আমার পিছনে লাগে। আমার গরুর পাল কেড়ে নিয়ে যায়, আমার লোকদের খুন করে। বারবার বাথানে হামলা চালায়। ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছি। একটা ছেলেও হয়েছে। আমার বাথানে আর্থার কুপারের হামলার সময় আমার ছেলেটা ওর দলের লোকের গুলিতে মারা যায়। আমার স্ত্রী এই ঘটনায় একেবারে ভেঙে পড়ে। মিরান্ডার জন্ম দিয়ে ও মারা যায়। হয়তো এটাই আর্থারের কাম্য ছিল।

'এসব কথা মিরান্ডা জানে না। ওর যে একটা ভাই ছিল আর সে যে আর্থারের হামলায় নিহত হয়েছিল তা-ও ওকে কখনও বলিনি। এখন মনে হয়, ওকে কথাগুলো বলা উচিত ছিল আমার।'

সামার এন্ড শহরে না পৌঁছানো পর্যন্ত ম্যাক আর কোনও কথা বলল না। এখানে ওখানে কয়েকটা অগ্নিকুণ্ড চোখে পড়ল ওর। ম্যাক বলল, 'দ্যাখো শহরটার কী দশা করেছে কুপার।'

ইতিমধ্যেই ধ্বংসাবশেষ কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। এখানে সেখানে তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্য দিয়ে ওরা শেরিফের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁবুটা অন্ধকার।

ওরা ঘোড়া থেকে নামার পর ম্যাক একাই তাঁবুর ভেতরে ঢুকল। একটু পরেই ভেতরে আলো জ্বলে উঠল। ম্যাক ওদের ভেতরে ডাকল। পোশাক পরছিল টিম। হেসে বলল, 'কেমন আছ খোকাবাবু?'

জবাবে হ্যারি বলল, 'হ্যালো, শেরিফ।'

শেরিফ ম্যাককে প্রশ্ন করল, 'তারপর কী ব্যাপার, ম্যাক।'

ম্যাক সোবার্স হ্যারির কাহিনি সবিস্তারে বয়ান করল। হ্যারিও ওকে মাঝে মাঝে সাহায্য করল।

সবটা শুনে টিম বলল, 'আমি জানি কুপারের এই এজেন্ট পল ক্রেটন কোথায় আছে। সেলুনে দেখেছি আমি। পরিচয়ও হয়েছে।'

'সত্যি?' চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করল সোবার্স।

'আমি কী মিথ্যে বলছি?'

'তা হলে চলো, আমরা এখুনি রয় ক্লিফোর্ডের ওখানে যাই।'

'চলো। তোমরা এগোও আমি আসছি।'

ওরা যখন সেভেন হার্ট বাথানে পৌঁছুল পুব আকাশ তখন ফরসা হয়ে উঠেছে। অস্পষ্ট আলোয় কালো একটা দালান চোখে পড়ল হ্যারির। এখানে

সেখানে পড়ে আছে ছাই-এর স্তূপ। বলতে গেলে চারদিকে কেবল ছাই আর ছাই।

রয় ক্লিফোর্ডের দালান ছিল একতলা, পাথরের তৈরি। সোবার্সের দালানটির মত এটারও ছাদ আর জানালা দরজা সব পুড়ে গেছে। তবে একটু দূরে বাংকহাউসের ছাদটা অক্ষত রয়েছে, যদিও সেটারও সর্বাঙ্গ কালো।

সেই বাংকহাউস থেকেই ওদের চ্যালেঞ্জ করা হলো।

জবাব দিল শেরিফ, 'আমি টিম লিয়ারী, জোসেফ। আমরা রয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে এল ফোরম্যান জোসেফ। হাতে রাইফেল। প্রশ্ন করল, 'আবার কোনও গোলমাল?'

'এখনও শুরু হয়নি, তবে হতে পারে। রয় কোথায়?'

'বাংকহাউসে। ওখানেই অফিস করেছে এখন। থাকেও ওখানেই।'

ইতিমধ্যে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা ভিতরে ঢুকতেই দেখল ঘুম ভেঙেছে রয়ের। শুয়ে আছে ও। মুখটা শুকনো। ওদের দেখে ম্লান হাসল। বলল, 'কী ব্যাপার? কী মনে করে?'

'শরীর কেমন, রয়? জখমের অবস্থা?'

'এখন একটু ভাল।' দরজায় দাঁড়ানো ফোরম্যান জোসেফকে কফি বানানোর নির্দেশ দিয়ে রয় ওদের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাল।

হ্যারির সঙ্গে রয় ক্লিফোর্ডের পরিচয় করিয়ে দিল সোবার্স। করমর্দন করল ওরা। রয় হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করছে, দেখতে পেয়ে শেরিফ বলল, 'হ্যাঁ, এই সেই হ্যারি টুইসলটন। বন্দী টুইসলটন। ওর যা বলবার আছে শোনো।'

তৃতীয়বারের মত হ্যারি ওর কাহিনি শোনাল। ইতিমধ্যে কফি এসে পড়েছে। কফি খেতে খেতে কাহিনিটা একসময় শেষ করল ও।

উত্তেজনায় উঠে বসেছে রয় ক্লিফোর্ড। হ্যারির কথা শেষ হতেই টিমকে জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি বলছ, তুমি ওই পল ক্লেটনকে সামার এন্ড শহরে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, হ্যারি যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে দুই এক দিনের মধ্যেই হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ও।'

রয় ক্লিফোর্ড হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি চিনি না। কিছুই জানি না তোমার সম্পর্কে। কিন্তু তুমি যা বলছ সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কুপার এভাবেই কাজ করে। ও সত্যি খবরটাই পেয়েছে। সত্তর হাজার ডলার পেলেই আমি বাথান বিক্রি করে এখান থেকে চলে যাব।'

'তা হলে?' সোবার্স অসন্তোষের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

টিম লিয়ারী কিছু একটা বলতে যেতেই হ্যারি তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এক মিনিট। তোমরা শলাপরামর্শ শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

রয় বলল, 'বলো।'

'আমি জানতে চাই, তোমরা আমার কাহিনি বিশ্বাস করলে কিনা। যদি না করে থাক তা হলে আমি এখান থেকে আজই চলে যেতে চাই। কিন্তু যদি বিশ্বাস কর, তা হলে আমার আরও একটা কথা বলবার আছে।'

সোবার্স দৃঢ়তার সাথে বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমার প্রত্যেকটা কথা আমি বিশ্বাস করি।' অন্য দুজনও সোবার্সের কথায় সায় দিল।

সোবার্স প্রশ্ন করল, 'এবার বলো, তোমার আর কী বলবার আছে?'

তোমরা কি সত্যি আর্থার কুপারকে জব্দ করতে চাও?'

'চাই বই কী। একশোবার চাই।' তিনজন সমস্বরে জবাব দিল।

'তা হলে শোনো...'

হ্যারি বলে গেল। ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনল। শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের তিনজনের চেহারা।

সোবার্স বলল, 'উত্তম পরিকল্পনা।

রয় ক্লিফোর্ড বলল, 'চমৎকার।'

টিম যোগ দিল, 'এর চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না।'

'পাশের ঘর থেকে তোমরা অনায়াসে আমার উপর লক্ষ রাখতে পারবে।'

'সে-প্রশ্নই ওঠে না,' তিনজন সমবেত কণ্ঠে জানাল আবার।

মৃদু হাসল হ্যারি।

বিশ

দুপুরের দিকে পল ক্লেটন শেরিফের তাঁবুতে এল। হাসিমুখে ওকে অভ্যর্থনা জানাল টিম। কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলল দুজন। তারপর কাজের কথায় এল পল ক্লেটন।

'দেখুন, শেরিফ, আমি আপনার কাছে একটু সাহায্য চাই। অবশ্য যদি আপনার কোনও অসুবিধা হয় তা হলে আলাদা কথা।'

'বলুন, কী ব্যাপার?'

'আমি টেক্সাসের একজন বাথান মালিক,' শুরু করল পল, 'ওখানেই শুনেছি, এখানে আপনাদের সঙ্গে নিউ ব্যাটারী কাউন্টির প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেছে। আপনাদের এদিকটা জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল টিম।

'আরও শুনতে পেয়েছি যে ওই ঘটনার পর এখানকার অনেক বাথান

মালিক তাদের বাথান বিক্রি করে চলে যেতে চায়। আমার কিছু টাকা আছে। এ তল্লাটে তাই আমি একটা বাথান কিনতে চাই।'

পল ক্রেটনের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে শেরিফ বলল, 'আশ্চর্য, আপনি এই গোলমেলে জায়গায় বাথান কিনে এই হুজুগের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চান? জেনেশুনে আপনি এখানে আসবেন? বলছেন কী আপনি?'

'গোলমালের কথাটা যে আমি ভাবিনি তা নয়। তবে আমি যদি নিজেকে গোলমালে জড়িয়ে না ফেলি তা হলে বোধহয় কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তো কারও শত্রুতা নেই। ওরা কেউ আমাকে চেনেও না। তা সত্ত্বেও যদি আমার বিরুদ্ধে কেউ শত্রুতা করতেই চায়, কোনও ক্ষতি করতে আসে, আমিও তাকে ছেড়ে দেব না।'

'আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

হাসল ক্রেটন, 'তা, না হলে অতদূর থেকে আসব কেন?'

'কী ধরনের বাথান কিনতে চান? বড় না ছোট্ট।'

'মোটামুটি বড়। বেশ বড়?'

টিম ওর পাইপ ধরিয়ে বলল, 'সেরকমটা পাওয়া দুরূহ হবে না। বেশ কয়েকটা বড় বাথানের মালিক বাথান বিক্রি করতে আগ্রহী। ফ্রাংক হারনেস্টন, উইলী র‍্যাঞ্চার– এদের বাথান বেশ বড়। মিসেস এন্ডারসনও ওঁর বাথান বেচতে চান। রয় ক্লিফোর্ড তো পারলে আজকেই চলে যায়। ব্যাংক ডাকাতিতে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। মাদাম লিংকনও তার বাথান বেচবেন।

'এসব বাথান কতটা বড়?'

শুকনো হাসি হেসে টিম বলল, 'সে-কী শুধু বলে বোঝানো যায়। ওগুলো আপনার স্বচক্ষে দেখতে হবে।'

'বেশ, আমিও দেখতেই চাই। না দেখে তো কেনবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি একটা লোক দিন যে আমাকে সবটা ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'লোক পাওয়া তো খুবই মুশকিল।' চিন্তাক্লিষ্ট গলায় বলল টিম। 'প্রত্যেকটা সমর্থ মানুষই এখন শহর মেরামতের কাজে লেগেছে। তবে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি বোধহয়।'

'তা হলে তো খুব ভাল হয়।'

সেদিনই বিকেলে শেরিফ টিমথী লিয়ারী পল ক্রেটনকে নিয়ে মিসেস এন্ডারসনের বাথানে পৌছুল।

ভদ্রমহিলার সাথে ক্রেটন গবাদিপশু, কর, ঘাস, দ্রব্যমূল্য এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করল। টিম বুঝতে পারল পল ক্রেটন লোকটার জানাশোনা যেমন ভাল তেমনি ব্যবসায় বুদ্ধিও ক্ষুরধার। মিসেস এন্ডারসন যখন ওকে ওর বাথানটা ঘুরিয়ে দেখাল তখন ও বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করল না।

পল ক্লেটন আর শেরিফ রাতে ওখানেই থাকল, মিসেস এন্ডারসনের শর্ত পরীক্ষা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরদিন সকালে ওরা রয় ক্লিফোর্ডের সেভেন হার্ট বাথানের দিকে এগোল। রয়ের বাথান মিসেস এন্ডারসনের বাথানের লাগোয়া বলে শেরিফ নিজেই ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে।

বাংকহাউসের কাছেই ওরা ঘোড়া থেকে নামল। শেরিফের পেছন পেছন রয় ক্লিফোর্ডের রুমে ঢুকল পল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। কোণের দিকে একটি বিছানায় এক যুবক শুয়ে আছে।

'হাই, শেরিফ,' বলল যুবক।

'হাই, রয়। কেমন আছ এখন?'

'আর থাকাথাকি।' পল ক্লেটনের প্রতি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল ও।

'ইনি পল ক্লেটন। টেক্সাসের একজন র‍্যাঞ্চার।' জানাল টিম।

শায়িত যুবকের দিকে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করল পল ক্লেটন। যুবক বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

পল ক্লেটন ও শেরিফ বসল। খুচরো আলাপ আলোচনা হলো কিছুক্ষণ। তারপর শেরিফ বলল, 'এই ভদ্রলোক এখানে একটা বাথান কিনতে চান। উনি এখানকার গোলমালের খবর শুনেছেন, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেননি। আমি ওকে বলেছি, সম্ভবত তুমি তোমার বাথান বিক্রি করতে আগ্রহী। তাই উনি এসেছেন।'

কিছুক্ষণ ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে থেকে যুবক বলল, 'বাথানের খদ্দের। তা ঠিকই শুনেছ তুমি, টিম। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। বেচতে না পারলে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাব। এই গোলমাল আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

একটু থামল যুবক। তারপর যোগ করল, 'মি. ক্লেটন, আমি একটা লোক দিচ্ছি। সে সবকিছু আপনাকে দেখিয়ে দেবে। আসলে বাথানটা খুবই ভাল। গবাদিপশু পালনের সুযোগ-সুবিধা প্রচুর। আপনার যদি পছন্দ হয় তা হলে দামদস্তুর করা যাবে।'

'বেশ। আপনি লোক দিন।'

'টিম, জোসেফকে ডাকো তো।'

শেরিফ রুমের বাইরে গিয়ে ফোরম্যানকে ডেকে নিয়ে এল ক্লেটনের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল।

'জোসেফ,' বলল রয়, 'এই ভদ্রলোককে বাথানটা দেখিয়ে আনো। কোনও জায়গা বাদ দেবে না। সব দেখাবে। টিম, তুমিও যাবে নাকি?'

'যাই। আমিও একটু ঘুরে আসি।'

ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই পাশের রুমের দরজা খুলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সোবার্স। বলল, 'সাবাস, হ্যারি চমৎকার অভিনয় করেছ।'

হাসতে হাসতে হ্যারি প্রশ্ন করল, 'টোপ গিলবে বলে মনে হয়?'

'সে তো আগে থেকেই গিলে বসে আছে।'

সন্ধ্যার দিকে হ্যারি আবার ক্লিফোর্ডের বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটু পরেই বাথান দেখে ফিরে এল ক্লেটন আর শেরিফ।

হ্যারি বলল, 'আগে খেয়ে নাও, পরে কথা হবে। খালি পেটে কথাবার্তা তেমন জমবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর অফিসরুমে ফিরে এল ওরা। পল কেটন পাইপ ধরিয়ে চোখ বুজে আরামে টানতে টানতে বলল, 'এবারে বোধহয় আমাদের দামদস্তুরের কথা বলবার সময় হয়েছে?'

'তোমার কি সত্যি পছন্দ হয়েছে? তা ছাড়া কুপারের ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখেছ?'

'আমার এই বাথান পছন্দ হয়েছে। আমি এটা কিনতে চাই। আর তোমাদের কুপারকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা আমি জানি। দ্যাখো, গোঁয়ার আমিও কম নই। আর প্রয়োজনের সময় দুর্বুদ্ধি আমার মাথায়ও কম খেলে না। এবার দামটা বলো।'

হ্যারি বলল, 'দ্যাখো, ক্লেটন। এই বাথানের দাম কম করেও আশি হাজার ডলার। তবে আমি সত্তর হাজার ডলারে বেচতে পারি। তার এক পয়সা কমেও আমি বেচব না। হয় বিলিয়ে দেব না হয় আমরণ কুপারের সাথে লড়ব।'

পল ক্লেটন একখণ্ড কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে মিনিট পাঁচেক হিসাব করে বলল, 'ঠিক আছে। ওই দামই পাবে।'

ক্লেটনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যারি বলল, 'বেশ, কবে তুমি আসবে, বল?'

'কাল আমি টাকা পয়সা আর একজন নোটারি পাবলিক নিয়ে আসব। দলিলও নিয়ে আসব।'

হ্যারি শেরিফকে দেখিয়ে বলল, 'শেরিফ নিজেই তো পাবলিক নোটারি। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আর যা যা দরকার হবে ও-ই তা করে দেবে। আর কিছু?'

'না। দলিল সই করার পর টেক্সাসে গিয়ে লোকজন পাঠিয়ে দেব আমি। তুমি কি তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবে?'

'দলিল সই হলে কালকেই আমি চলে যাব। চাবিও তোমাকে আমি কালই দিয়ে দেব। আমার লোকদের কী হবে? তুমি নেবে, না আমি ওদের নিয়ে যাব? ওরা অবশ্য আমার সঙ্গে যাওয়াটাই বেশি পছন্দ করবে। আসলে আমাকে ভালবাসে বলেই ওরা গোলাগুলি, জ্বালাও-পোড়াও অগ্রাহ্য করে এখানে আছে।'

স্বস্তির সঙ্গে পল বলল, 'তা হলে আমার নিজের লোকেরাই আসবে।'

পরদিন দলিল সই হয়ে গেল। রয় ক্লিফোর্ড সেজে হ্যারি টুইসলটন যথারীতি দলিলে সই করল। টাকা পয়সা লেনদেন হলো।

ক্লেটন বিদায় নেবার উপক্রম করতেই হ্যারি বলল, 'আমি আজই চলে যাব, ক্লেটন। তুমি যখন ইচ্ছে দখল নিতে পার। শুধু বাবুর্চিকে রেখে গেলাম; ও সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। ইচ্ছে হলে ওকে রেখেও দিতে পারো অথবা বিদায়ও করে দিতে পারো।'

ক্লেটন ওকে ধন্যবাদ দিয়ে দলিলটা পকেটে পুরে খোশমেজাজে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে ও বলল, 'আমিই জিতলাম মনে হচ্ছে।'

'সেটা কে কীভাবে দেখে তার উপর নির্ভর করে,' হেসে জবাব দিল হ্যারি।

টিমও বেরিয়ে গেল ক্লেটনের সঙ্গে। যাবার সময় বলল, 'এই বিপুল সম্পত্তির দলিল নিয়ে কারও একা পথ চলা ঠিক নয়।'

একটা সিগারেট বানিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগল হ্যারি। ওর পরিকল্পনায় কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিনা গভীর ভাবে তা পর্যালোচনা করল। না, আপাতত কোনও ত্রুটি দেখা যাচ্ছে না।

এক ঘণ্টা পর।

রয় ক্লিফোর্ডের ফোরম্যান জোসেফকে হ্যারি বলল, 'উত্তর দিকে এখান থেকে অন্তত এক মাইল দূরে আমাদের একটা ক্যাম্প তৈরি করতে হবে। তাতে অন্তত ত্রিশজনের এক সপ্তাহ বসবাস করার মত সবরকম ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেইসঙ্গে চাই অঢেল গোলাবারুদ। আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই বাথান একেবারে জনশূন্য করে ফেলতে হবে। বাবুর্চি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।'

সন্ধ্যার আগেই ছোট্ট একটা ক্যানিয়নের পাশে পাহাড়ের আড়ালে ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল। তৈরি শেষ হওয়ার আগেই লোকজন পৌঁছুতে শুরু করল সেখানে। ম্যাক সোবাস তার সঙ্গী অশ্বারোহীদের নিয়ে পৌঁছে গেল। অন্যান্য বাথান থেকেও লোক এল। সবাই এল যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে।

পরদিন সকালে হ্যারি টেডকে একান্তে ডেকে বলল, 'আজই যে যবনিকা উঠবে তা আমি বলি না। তবে সে-সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এখান থেকে ক্লিফোর্ড আর তার লোকজন সরে গেছে কিনা তা দেখবার জন্যে কুপার

আজই লোক পাঠাবে বলে মনে হয়। ও আসে কিনা তা আমাদের জানতে হবে। সম্ভব?'

'অবশ্যই

সেদিনও একের পর এক অশ্বারোহী আসতে লাগল লড়েঙ্গে ইয়ে মারেঙ্গে এমন একটা ভাব ওদের চোখে মুখে। প্রত্যেকেরই জিনের থলেতে রাইফেল। অতিরিক্ত শেল-বেল্ট। বুলেটের পর বুলেটের কেসও এসে পৌঁছুল এর অনেকগুলোই যে মাটির নীচে রাখা ছিল কেসগুলোর চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়।

রাতে টিম লিয়ারী পৌঁছানোর পর পরামর্শ বৈঠক বসল। সোবার্স সবাইকে গত এক সপ্তাহের ঘটনাবলীর বয়ান দিয়ে তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল।

'আমার হিসেব অনুযায়ী আর্থার কুপার আজই বাথানের দখল নেয়ার জন্যে লোকজন নিয়ে হাজির হবে। আমরা ওদের মোকাবেলা করতে চাই। এটাই হলো পরিকল্পনার মোদ্দা কথা।'

একজন লোককে ডেকে সোবার্স বলল, 'তোমরা এই ক্যানিয়নের প্রবেশ পথের পাহারায় থাকবে। ওরা ভেতরে ঢুকলেই রাস্তা আটকে ফেলবে। বাদবাকী সবাই বাংকহাউসের ভেতরে থাকবে। আর্থার কুপারকে একটা সুযোগ দেয়া হবে। হয় সে আত্মসমর্পণ করবে, অথবা লড়াই করে মরবে। তবে ও লড়াই করতে চাইলেই আমি বেশি খুশি হব।'

ক্যাম্পফায়ারের দিকে তাকিয়ে সোবার্স আবার বলল, 'রয় ক্লিফোর্ড, হ্যারি টুইসলটন, টিম লিয়ারী আর আমি বাংকহাউসে থাকব না। আমরা থাকব রয় ক্লিফোর্ডের অফিসে।'

'এখন আমাদের কী করতে হবে?' প্রশ্ন করল একজন।

'রয় এখান থেকে চলে গেছে কিনা সে-খবর নেয়ার জন্য কুপার অবশ্যই লোক পাঠাবে। তার আসবার অপেক্ষায় আছি আমরা। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাজ শুরু হবে।'

শেষরাতের দিকে টেড ক্যাম্পে এসে পৌঁছুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এসেছিল! কুপারের লোক এসেছিল। আমি যা দেখেছি তাতে মনে হলো, লোকটা ওর ফোরম্যান বেন ওয়ারেন। ও দরজা খুলে ক্লিফোর্ডের অফিসে ঢুকল। পরে বেরিয়ে এসে বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলল। তারপর চারদিকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল।'

'তুমি কি বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলেছ '

'হ্যাঁ, সন্ধ্যায় বেন ওয়ারেন চলে যাওয়ার পর। আমি মাটির উপর সটান সাতঘণ্টা উপুড় হয়ে পড়ে ছিলাম কোনও সুযোগ নেবার চেষ্টা করিনি।

'বাবুর্চিকে কি জিজ্ঞেস করেছে বেন?'

বেন এমন ভাব দেখিয়েছে যেন ও শহর থেকে রয়ের সঙ্গে দেখা করতে

এসেছে। রয় চলে গেছে বলে বাবুর্চি যে কথা বলেছে ও তো বিশ্বাস করেনি। ওকে মিথ্যাবাদী বলতেও ছাড়েনি। কিন্তু বাবুর্চিকে বেকায়দায় ফেলে কোনও কথাই আদায় করতে পারেনি। ও ওর বক্তব্যে অটল ছিল। ও বলেছে, রয় শহরে গেছে। তবু কুপারের লোকটা ওর সঙ্গে বেশ চটাচটি করেছে।'

সমবেত লোকদের উদ্দেশে সোবার্স বলল, 'বেশ, এবার আমাদের অভিযান শুরু হলো। যাদের যে হুকুম দেয়া হয়েছে আশা করি তা তাদের মনে আছে। প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে হবে। একটা কথা, কেউই ধূমপান করবে না। চলাফেরা একেবারেই নিষেধ। জায়গাটা যেন একদম জনশূন্য দেখায়। কেউ ধূমপান করলে তা বিপদের কারণ হতে পারে। আমাদের সব পরিকল্পনা তা হলে ভেস্তে যাবে। ওরা দু'একদিন পরেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা রাতে আবার এই ক্যাম্পে ফিরে আসব।'

ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল সবাই। সোবার্স গুণে দেখল সংখ্যায় ওরা চল্লিশ। ও যা আশা করেছিল তারচেয়ে বেশি লোকই এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা এরা কেউ হুজুগে নাচতে নাচতে আসেনি। লক্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়েই এসেছে, প্রত্যেকে মধ্যেই রয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্দমনীয় স্পৃহা এবং অটল সংকল্প।

সকাল হবার আগেই ওরা সেভেন হার্ট বাথানে ঢুকল। যার যার নির্ধারিত জায়গায় চলে গেল সবাই।

সকাল থেকেই জায়গাটাকে জনশূন্য বলে মনে হতে লাগল। একমাত্র বাবুর্চি ক্রিস্টোফার ছাড়া কোনও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে বাতাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

বাংকহাউসের মধ্যে বাথানের লোকগুলো নীরব। কেউ তাস খেলছে। কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। অফিস কক্ষে অপেক্ষা করছে সোবার্স, হ্যারি, রয় আর শেরিফ টিম লিয়ারী। রয় ক্লিফোর্ড বিছানায় শুয়ে রয়েছে। ওর চোখেমুখে উত্তেজনা। সোবার্স সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে, টিম চোখ বন্ধ করে। হ্যারি মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছে। দুপুরে ওরা ক্যাম্প থেকে আনা খাবার খেলো।

দিনটা এভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে ওদের মনে হলো, আজ বোধহয় কুপার আসছে না। হ্যারি খোলা বাতাস ঢোকবার জন্যে দরজাটা খুলে দিল। ও ঘুরে দাঁড়াবার আগেই অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল ওর কানে।

ধীরে ধীরে ও অন্যদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ওরা আসছে।'

সোবার্স চট করে বেরিয়ে বাংকহাউসে গিয়ে বলল, 'ওরা আসছে। তোমরা বন্দুক হাতে তৈরি থেকো। কিন্তু আমি সংকেত না দেয়া পর্যন্ত কেউ

নড়বে না।' নির্দেশ দিয়ে আবার রয়ের অফিসে ফিরে এল সোবার্স।

অশ্বারোহীদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। বাংকহাউসের সামনে এসে কয়েকটা ঘোড়া যে থেমে গেল তাও বেশ বোঝা গেল।

বাইরে থেকে আর্থার কুপারের গলা ভেসে এল, 'ওহে ছোকরা, ঘরগুলো কি সব তালা চাবি দেয়া?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল বাবুর্চি, 'আপনি কি মি. ক্লেটনের লোক?'

'হ্যাঁ। চাবি কোথায়?'

'অফিসরুমে। আপনার ঠিক সামনে। দরজা খোলাই আছে। চাবি আছে টেবিলের উপর।'

হ্যারি সন্তর্পণে দরজার কাছ থেকে সরে এসে রয় ক্লিফোর্ডের বিছানার কোণে বসল। দরজার দিকে মুখ ওর। সোবার্স একটু নড়েচড়ে বসল।

বাইরে পায়ের আওয়াজ ক্রমশ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু থামল শব্দটা। নব ঘোরানোর শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল আর্থার কুপার।

হ্যারি ওর মুখের দিকে তাকাল। অস্পষ্ট অন্ধকার ঘরে ঢোকবার সাথে সঙ্গেই কুপার বুঝতে পারল, ভেতরে লোক আছে। হঠাৎ করে থেমে গিয়ে চারদিকে তাকাল ও। শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল। ওর পেছন পেছন বেন ওয়ারেনও রুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সিগারেট লটকে আছে ওর নীচের ঠোঁটে। ঘরে লোকজনের উপস্থিতি সেও টের পেয়ে গেছে। হ্যারি দেখল বেনের চোখ দুটো হঠাৎ করে জ্বলে উঠল।

উঠে দাঁড়াল ম্যাক সোবার্স। হ্যারি চোখের কোণ দিয়ে তা দেখতে পেল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

প্রথমে কথা বলল শয্যাশায়ী রয় ক্লিফোর্ডই। 'আরে, আর্থার কুপার, তুমি এখানে কী মনে করে! কী সৌভাগ্য আমার! এসো এসো! আমার অভিবাদন গ্রহণ করো!'

বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না কুপার। স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল সোবার্সের দিকে।

'সম্বর্ধনা জানাতে এসেছ, তাই না, ম্যাক?' ব্যঙ্গ করল কুপার।

'তা বলতে পারো,' সবিনয়ে নিবেদন করল সোবার্স। 'কিন্তু ওর প্রশ্নের জবাব দাও।'

নড়ে উঠল বেন ওয়ারেনের হাত। তীক্ষ্ণকণ্ঠে হ্যারি বলল, 'খবরদার, বেন। চালাকি করতে যেও না।'

গোঁয়ারের মত আরও কয়েক পা এগিয়ে এল কুপার। তারপর রয় ক্লিফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেভেন হার্টে কী করতে এসেছি আমি?' কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠ, 'প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করতে চাই।' ধীরে ধীরে কোটের সাইড পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও একটা কাগজ বের করে বলল, 'আমি এই বাথান কিনেছি। আমি এটার মালিক।'

'আমি এই বাথান বেচে দিয়েছি বলে তো আমার মনে পড়ে না!' হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতে নিতে জানাল ক্লিফোর্ড।

'ওই সব ফোতো কথায় ভবি ভুলবে না। আমার সঙ্গে পঞ্চাশজন লোক আছে। দরকার হলে ওরা জোর করেই দখল নেবে। আমি বলছি, এখুনি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও তোমরা।'

কেউ নড়ল না। রুমের মধ্যে কেবল কাগজের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'পল ক্লেটনের নাম রয়েছে দলিলটাতে,' হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল ক্লিফোর্ড, 'কাল যে লোকটা এসেছিল সে-ই বোধহয় ক্লেটন, তাই না, হ্যারি।'

'বোধহয়।'

'ওই লোকটার কাছেই কী তুমি সেভেন হার্ট বিক্রি করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। রয় কাগজটা ভাঁজ করে কুপারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দুঃখিত, কুপার। আমি সেভেন হার্ট বিক্রি করিনি। এই লালচুলো লোকটা, হ্যারি টুইসলটন– ও-ই বিক্রি করেছে ওটা।'

ধীরে ধীরে হ্যারির দিকে ফিরল কুপারের দৃষ্টি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল হ্যারি। শান্ত গলায় বলল, 'আমিই এই বিছানায় শুয়ে ছিলাম। দলিলে সইও করেছি আমি। টাকা নিয়েছি– মানে তোমার টাকা নিয়েছি...' একটু থামল হ্যারি। কেমন একটা অস্বস্তিতে ভুগছে ও। আবার বলল, 'তোমাকে যা বোঝাতে চাচ্ছি, বোকাপাঁঠা, তা হলো আমিই রয় ক্লিফোর্ড সেজে দলিলে সই করেছি। সুতরাং এই দলিলের এক পয়সাও দাম নেই। তুমি এই বাথানের মালিক নও। তুমি আর তোমার বন্দুকধারীরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছ। কিন্তু, অনধিকার প্রবেশ করো আর নাই করো তুমি এই কাউন্টিতে ঢুকেছ, এটাই যথেষ্ট। টিম, ওকে যা করবার করো।'

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে শেরিফ বলল, 'বিশজন লোককে হত্যা, রবি কোডারিককে হত্যা, যুক্তরাষ্ট্রে ডাক চুরি এসব দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। তুমি অযথা ঝামেলা না পাকিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আমার সঙ্গে গেলেই খুশি হব।'

বেন ওয়ারেন ধীরে ধীরে একবার দরজার বাইরে তাকিয়ে আবার ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে হাই তুলল।

আর্থার কুপার অস্পষ্ট হেসে বলল, 'মাত্র চারজন মিলে আমাকে পঞ্চাশজন লোকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গ্রেফতার করবে এমন দিন এখনও আসেনি, টিম।'

'শুধু এই চারজনই নয়,' শান্ত গলায় জানাল ম্যাক। 'বাংকহাউস ভর্তি লোক আছে। আশেপাশে লোক আছে। আমরা তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি মাত্র।'

কুপার আর সোবার্স– দুই যুগের শত্রু এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

দুজনই দুজনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানছে। মনে হচ্ছে এখুনি একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। পিন পতন নিস্তব্ধতা ঘরে।

নীরবতা ভাঙল ম্যাক, 'আজ লেনদেন চুকিয়ে ফেলার দিন, আর্থার। হয় লড়ো, না হয় আত্মসমর্পণ করো।'

সোবার্সের মাথার ওপর দিয়ে বেনের দিকে তাকাল কুপার। মাথাটা ডানদিকে কাত করল সামান্য। সংকেতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না হ্যারির। দরজার দিকে এক পা পিছিয়ে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বের করল বেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি চালাল হ্যারি। গুলিটা সরাসরি ওর হৃদপিণ্ডে গিয়ে ঢুকল। বেনের শরীরটা পাক খেয়ে দরজার উপর পড়ে গেল। সেখান থেকে পড়ল মেঝেতে। পড়ে গেল রিভলভারটাও।

সেই মুহূর্তে আর্থার কুপারও রিভলভার বের করার জন্যে কোমরের দিকে হাত বাড়াল। ব্যাপারটা দেখল ক্লিফোর্ড। চাদরের তলায় ওর হাতেও একটা কোল্ট রয়েছে। কিন্তু ও সেটা ব্যবহার করল না। কারণ, লড়াইটা ওর নয়, ম্যাক সোবার্সের।

ম্যাক নিজেও তা জানে। আর্থারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। বজ্রমুষ্টিতে এমন ভাবে কুপারের হাত চেপে ধরল যে, ওর পক্ষে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করা অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত গর্জন করে বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ডভাবে একের পর এক ঘুষি মারতে লাগল সোবার্সের মুখে। তারপর সজোরে এক ধাক্কা মেরে ওকে দেয়ালের উপর ফেলে দিল। কিন্তু ততক্ষণে সোবার্সের মুঠোর কঠিন চাপে ওর আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। রিভলভারটা কোনওমতে ধরল বটে কিন্তু হাতে ওর তেমন জোর নেই। হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কুপার ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকের উপর।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে ম্যাক সোবার্স। ওর হাতে রিভলভার। আক্রমণ উদ্যত কুপারের দিকে ধীরে ধীরে ও ট্রিগার টিপল।

বাইশ

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল হ্যারি। এক হাত উপরে তুলে বাইরে অন্ধকারে দাঁড়ানো অশ্বারোহীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'আর্থার কুপার আর বেন ওয়ারেন মরে গেছে। এখানে বাংকহাউসে আমার পঞ্চাশজন লোক রয়েছে। তোমরা আত্মসমর্পণ করবে, না লড়াই করে মরবে?'

জবাবে একটা গুলি এসে দরজার পাল্লায় লাগল। সাঁই করে সরে গেল হ্যারি। পরমুহূর্তে দরজার উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, ওদিকে

হাউসের জানালা দিয়ে অনেকগুলো রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হল। বাংকহাউসের পেছনের দরজা দিয়েও বেরিয়ে পড়েছে সামার এন্ডের লোকরা।

অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে গেছে আর্থার কুপারের লোকরা। ওরা আছে ফাঁকা জায়গায় আর শত্রু রয়েছে বাংকহাউসের মধ্যে, কিংবা কোনও কিছুর আড়ালে। সুতরাং ওরা অনেকে মরল, আর বাদবাকীরা অবস্থা খারাপ দেখে পিঠটান দিল। কেউ কেউ তাদের নিহত ঘোড়ার আড়ালে আত্মগোপন করল। কয়েকজন পোড়া দালানের আড়ালে গিয়ে গুলি চালাতে লাগল।

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল হ্যারি। জেরিকে চায় ও।

কোথায় আছে জেরি?

জেরি তখন গুলি চালাতে চালাতে পোড়া দালানটার দিকে এগোচ্ছে।

বাংকহাউসের কোণে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত জেরিকে দেখতে পেল হ্যারি। পোড়া বাড়িটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জেরি।

একজন অশ্বারোহী গুলি চালাল হ্যারির দিকে। পাল্টা গুলি চালিয়ে জবাব দিল হ্যারি। সামনের আঙিনায় এখন আর কোনও অশ্বারোহী দেখা যাচ্ছে না। আহত আর নিহত মানুষ ও তাদের ঘোড়াগুলো পড়ে আছে সেখানে। পোড়াবাড়িটার ভেতর থেকে এখন গুলি বর্ষণ করা হচ্ছে।

গ্রাহ্য করল না হ্যারি। দৌড়ে পিছু নিল জেরির। কিন্তু কোথায় গেল জেরি?

পোড়াবাড়ির একটা জানালা দিয়ে একটা লোককে গুলি চালাতে দেখল ও। চিৎকার করে ওকেই জিজ্ঞেস করল হ্যারি, 'জেরি ছোকরাটা কোথায়?'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। চিনল হ্যারি– রাসকিন। রাসকিনও ওকে চিনল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে রাইফেল তুলল, কিন্তু ওকে গুলি করার সুযোগ দিল না হ্যারি। ওর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল রাসকিনের দেহটা। থামল না হ্যারি। সামনের রুমটার দিকে এগোল। ওটা হলঘর, কিন্তু জেরি ওখানে নেই।

পরের রুমটার দিকে এগোল হ্যারি। সামনে অন্ধকারে কী যেন নড়ে উঠল।

'কুপার, জেরি কুপার,' চিৎকার করে ডাক দিল হ্যারি। এক পশলা গুলি ছুটে এল ওর দিকে। কিছু একটা ওর পায়ে বিঁধল। পড়ে গেল ও। শুয়ে শুয়েই পর পর দুবার ট্রিগার টিপল।

'সাহস থাকলে সামনে এসো,' জেরির গর্জন শোনা গেল।

নিঃশব্দে রাইফেলে গুলি ভরল হ্যারি। ও কোথায় আছে বোঝবার চেষ্টা করল। ও এবং জেরি দুজনেই রয়েছে করিডরে। এখানেই কোথাও ছিল দোতালার সিঁড়ি। কিন্তু সেটা পুড়ে যাওয়ার পর সেখানে ছাই আর কয়লার স্তূপ পড়ে আছে। জেরি রয়েছে করিডরের শেষপ্রান্তে। ওদিকে বেরোবার

কোনও পথ নেই। বলা যেতে পারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জেরি।

পরিস্থিতির সুযোগ নেবে বলে স্থির করল হ্যারি। ওকে আত্মসমপ
বাধ্য করবে। হত্যা করা চলবে না। হ্যারি কথা দিয়েছে মিরান্ডাকে। না হ
এখানে এতক্ষণ জেরির লাশ গড়াগড়ি খেতো।

দৃঢ় গলায় হ্যারি বলল, 'জেরি, হাত তুলে বেরিয়ে এসো। আমি গু
করব না। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করলে আমার গত্যন্তর থাকবে না।'

কোনও জবাব শোনা গেল না।

আবারও হ্যারি ডাকল, 'কুপার।'

গুলি হলো একবার। ছাই আর কয়লার গাদায় গুলি লেগে ময়লা ছিট
পড়ল হ্যারির গায়ে।

'ওখান থেকে বেরিয়ে এসো,' এবার হুংকার ছাড়ল হ্যারি। 'গুলি কর
না।'

'এটা কি ওই খুনেটার মেয়ের হুকুম?' বিদ্রূপ করল জেরি।

হ্যারি কুৎসিত একটা গাল দিল। রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।
চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, তাই, কিন্তু কেন তা জানি না। আর তাই তোমাকে
এখনও গুলি করিনি। কিন্তু যদি আমার কথা না শোনো তা হলে তোমাকে
গুলি করা ছাড়া আমার কোনও উপায় থাকবে না।'

অপেক্ষা করতে লাগল হ্যারি। নিঃশব্দে কিছুটা সময় পার হয়ে গেল
হ্যারি আবারও বলল, 'কুপার, তোমাকে শেষবারের মত সুযোগ দিচ্ছি।'

'বেশ আমি আত্মসমর্পণ করব।'

তা হলে অস্ত্রগুলো দূরে ফেলে দাও। আমি যেন শব্দ শুনতে পাই এমন
করে ফেলে দাও।

'দেব। কিন্তু তোমাকে ফেলে দিতে হবে।'

'বিশ্বাস হয় না?'

'না। তোমাকে বিশ্বাস নেই। খুনে সোবার্সের কুকুরকে বিশ্বাস নেই।'

দাঁতে দাঁত ঘষল হ্যারি। 'বেশ আমি আমার রাইফেল ফেলে দিলাম।'

রাইফেলটা দূরে ছুঁড়ে দিল হ্যারি। খটাং করে শব্দ হলো।

'আমিও ফেলে দিলাম।'

দুবার অস্ত্র ফেলে দেবার শব্দ শোনা গেল।

'বেশ এবার বেরিয়ে এসো। কিন্তু মাথার উপরে হাত তুলে।'

জেরির এগিয়ে আসবার শব্দ শুনতে পেল হ্যারি। অন্ধকারে ওর লম্বা
চওড়া শরীরটা অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে। হাত দুটো মাথার উপরে তোলা।
সাত-আট ফুট দূরে থেমে গেল জেরির অবয়ব। ওর গলা শোনা গেল,
'কোথায় তুমি?'

উঠে দাঁড়াল হ্যারি। 'এখানে। এদিকে এসো।'

ধীর পদক্ষেপে মাথার উপর হাত রেখেই এগিয়ে এল জেরি। কাছে

আরও কাছে। দু'ফুট দূরে। তারপর–।

হ্যারি মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ পেল না। আচমকা বুকের উপরে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল হ্যারি। চিৎ হয়ে কয়লা আর ছাই-এর গাদার উপর পড়ল ও। দু'পা এক করে লাফ দিয়ে ওর বুকের উপর লাথি মেরেছে জেরি। হতভম্ব হয়ে গেল হ্যারি।

আবার ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুপার। কিন্তু অন্ধকারে সরাসরি ওর উপর পড়তে পারল না। হ্যারির বুকের বাঁ দিকে পড়ল। সুযোগটা নিল হ্যারি। বাঁ হাত দিয়েই ও জেরির গলাটা চেপে ধরল। তারপর এক ঝটকায় জেরিকে ছাই-এর গাদার উপর ফেলে দু'হাতে ওর গলাটা সাঁড়াশির মত চেপে ধরল। হাত দুটো ছাড়াবার জন্য কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করল জেরি। পা দুটো জড়ো করে হ্যারির বুকের উপর লাথি মারার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওর গায়ের উপর সেঁটে রইল হ্যারি। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো এভাবে গলা চেপে ধরে রাখলে মারা যাবে কুপার। কিন্তু ওকে হ্যারি হত্যা করবে না, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মিরান্ডাকে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও জেরির গলা থেকে হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল। জেরি একটু পরে নড়ে উঠল। অস্পষ্ট গোঙানি বেরুল ওর গলা থেকে। যাক মরেনি খেজন্যাটা। সতর্ক হয়ে গেল হ্যারি। কে জানে হয়তো আবারও আক্রমণ করে বসবে।

বাইরে থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। গরাদহীন জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো দেখা গেল। গোলাগুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কারা যেন বাতি নিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। হঠাৎ করে একটা চেহারা ওর সামনে ভেসে উঠল, একটি নারী কণ্ঠ কানে এল, 'হ্যারি! হ্যারি টুইসলটন!'

হাঁপাতে হাঁপাতে ও কোনওমতে উত্তর দিল, 'এখানে।' ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হলো ও। কণ্ঠটা মিরান্ডা সোবার্সের। আর ও জানে মেয়েটার প্রথম প্রশ্ন কী হবে?

কিন্তু ও কোনও প্রশ্ন শুনতে পেল না। একটি নরম উত্তপ্ত দেহের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল হ্যারি। মিরান্ডা ওকে জাপটে ধরেছে। ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। কিন্তু তবু ওর মনে হচ্ছে এখুনি ওই প্রশ্নটা করবে মিরান্ডা।

প্রশ্ন করল মিরান্ডা, 'তুমি কি আহত হয়েছ?'

'না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল হ্যারি, 'ওই লোকটাও না।'

মাথা তুলল মিরান্ডা, 'কে?'

'ওই তো ও।' মিরান্ডার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জবাব দিল হ্যারি। বাতির আলোয় ছাই-এর গাদার পাশে মাথা নিচু করে বসে আছে জেরি। হ্যারির দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেল মিরান্ডা।

'তোমার জন্যেই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

কোনও কথা বলল না মিরান্ডা। অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

হ্যারি বলল, 'জেরি কুপার, একমাত্র তুমি ছাড়া সবাইকেই দেনা চুকিয়ে দিতে হয়েছে। আর্থার, বেন, রাসকিন, ফ্রেড কেউই রেহাই পায়নি। শুধু তুমিই বেঁচে গেলে। মাথা তুলে দ্যাখো। মিরান্ডা তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ও তোমাকে চায়?'

'সত্যি?' বিদ্রূপ করল মির‍্যান্ডা।

গম্ভীর গলায় জেরি বলল, 'ও আমাকে চাইতে পারে। কিন্তু ও আমাকে পায়নি।'

তীক্ষ্ণ গলায় মিরান্ডা প্রশ্ন করল, 'হ্যারি তুমি কী বলতে চাচ্ছ? কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

তিক্ত কণ্ঠে হ্যারি জবাব দিল, 'তুমি আমাকে যা করতে বলেছ তা-ই। এখানেই ও আছে। একটু হয়তো বিধ্বস্ত, কিন্তু সুন্দর, সুদর্শন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল ও।

'হ্যারি!' আবেদন ফুটে উঠল মিরান্ডার গলায়। 'ফিরে এসো।'

ফিরে এল হ্যারি।

'দাঁড়াও,' ওর একটা হাত চেপে ধরল মিরান্ডা। 'জেরির কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেটা তোমার সামনেই করতে চাই।'

'জেরি, হঠাৎ করে তুমি আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে কেন?'

'কারণ, তুমি একজন সোবার্স।'

'সেতো বরাবরই ছিলাম, তা তোমার অজানাও ছিল না।'

'কিন্তু তোমার বাবা যে আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী তা জানতাম না। তুমি যে একজন ঘাতকের মেয়ে তা জানতাম না।'

'ধন্যবাদ, জেরি।' নরম গলায় বলল মিরান্ডা। 'এক সময় ভাবতাম এই দুই পরিবারে একমাত্র তুমি আর আমিই সুস্থ মানুষ। এখন বুঝলাম, সুস্থ একমাত্র আমিই। অন্তত তোমাকে ঘৃণা করার মত সুস্থতা আমার আছে।'

'অবশ্যই। তা তুমি কখন আমাকে গুলি করছ?'

এই সময় বাইরে থেকে শেরিফ টিম লিয়ারীর গলা ভেসে এল, 'কলোরেডোর ডাকাতদের কেউ বেঁচে আছে নাকি?'

'দুজন আছে।' জবাব শোনা গেল।

'এখুনি ওদের উত্তর দিকের ট্রেইল ধরতে বলে দাও।'

মিরান্ডা বলল, 'তুমি বরং ওদের সঙ্গে যাও। এখানে তোমার কোনও জায়গা নেই। কখনও হবে না।'

'সেটাই ভাল।— তোমার কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব সরে থাকাটাই আমার পছন্দ।' অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল জেরি।

হ্যারির দিকে ঘুরল মিরান্ডা, 'তোমার প্রশ্নের জবাব মিলেছে?'

'আমি কি কোনও প্রশ্ন করেছি?'

'শব্দ দিয়ে নয় চোখ দিয়ে। তুমি ভেবেছিলে আমি এখনও জেরিকে ভালবাসি। এখন– এখন তো বুঝতে পারলে?'

হ্যারি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি কি শুধু ওই একটা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করিনি?'

'তুমি যদি সত্যিই জানতে চাও তা হলে বলব, না, তোমার চোখে আরও একটি প্রশ্ন ছিল।'

'উত্তর দিতে চাও?'

'প্রশ্নটা শোনবার আগে নয়।'

হ্যারি মিরান্ডাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল।

***

রত্নগিরি

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৭

এক

'একটা লোককে খুন করলেই তার নাম-নিশানা মুছে যায় না।' মন্তব্যটা আঁদ্রে ব্যাস্টনের।

'তাই বলে বিশ বছর পরে? বিশ ব-ছ-র?' বলল মেয়েটি।

'তোমার জন্যে হয়তো মেলা সময়, ফ্যানি, কিন্তু তোমার ফিলিপ চাচার মত লোকের কাছে সে-দিনের কথা।'

'কিন্তু কেউ জানবে কীভাবে? বহুকাল আগের ঘটনা, তাও অনেক দূরের!'

'সে যাই হোক, নিউ অরলিন্সে এক লোক এসেছে। নানান প্রশ্ন করছে। ওর নাম ওসমান।'

'কী?'

'অ্যাঞ্জেল ওসমান। আইনজীবী। পশ্চিমের পাহাড়ে পিয়েরের সাথে যে-লোক গিয়েছিল তার নামও ছিল ওসমান।'

ফ্যানি ব্যাস্টন সুন্দরী। খর্বকায়। একহারা। কামুকী। ওর কাঁধ নরম এবং আশ্চর্যরকমের ফরসা। ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটজোড়ায় আমন্ত্রণের ছোঁয়া। চোখ দুটো ডাগর।

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'ক্ষতি কী? যত ইচ্ছে প্রশ্ন করুক। আমরা কিছু জানি না– কিচ্ছু না। তা ছাড়া বাইরের কেউ জানে না যে বলে দেবে।'

আঁদ্রে ভ্রূকুটি করল। 'কী জানি?' ঠোঁট ওল্টাল। 'বোধহয় জানে না। কিন্তু ওর মতিগতি আমার ভাল ঠেকছে না– ফিলিপ যদি একবার জেনে ফেলে...'

'খেল খতম,' বলল পল। 'এক কানাকড়িও দেবে না আমাদের।'

'তোমাকে নাও দিতে পারে,' আঁদ্রেকে বলল ফ্যানি। 'কিন্তু আমি তখন শিশু। বয়েস পাঁচ বছরও হবে না। পলও এমন কিছু বড় ছিল না। আমরা কোনও দোষ করিনি।'

'তুই ভাবছিস কোনও লাভ হবে তাতে?' বলল পল। 'আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে ফিলিপ চাচার কেবল একটা ছুতো চাই। তোকেও দেবে না, বুঝলি। তোর কারণে এমনিতেই চাচার মাথা কাটা গেছে বহুবার।'

'তা হলে,' সামনে ঝুঁকল ফ্যানি, অ্যাশট্রেতে আধপোড়া সিগারটা নিভিয়ে

দল, 'মেরে ফেলো ওকে। আমাদের গন্ধ পাওয়ার আগেই অ্যাঞ্জেল ওসমানকে খুন করে খাঁড়িতে ফেলে দাও। এক্ষুণি!'

আঁদ্রে তার ভাইঝির প্রস্তাবে একটুও অবাক হলো না। 'মনে হচ্ছে তুই কোনও মতলব ঠাউরেছিস?'

'না, কাজটা তুমি নিজেই করো, আঁদ্রে। এ-সব তোমার নতুন না।' আঁদ্রের দিকে চোখ তুলে ফ্যানি হাসল। 'একটা ছুতো বের করে চ্যালেঞ্জ করো। নিউ অরলিন্সে পিস্তলে তোমার সমান কেউ নেই। এ-পর্যন্ত তুমি কজনকে হালাল করেছ, আঁদ্রে? মানে, ডুয়েলে?'

'বারো।' জবাব দিল আঁদ্রে। 'মন্দ বলিসনি। এতে মনে হয় কাজ হবে।'

'তোমার খুব রক্তের নেশা, আঁদ্রে,' আপত্তি জানাল পল। 'শেষ করার ঢের রাস্তা আছে। আমাদের হয়ে কাজটা করে দেবে অন্য কেউ।'

'না।' ফ্যানির গলা চড়ল। 'বাইরের লোককে এর মধ্যে টানা ঠিক হবে না।'

'ও ঠিক কথাই বলছে, পল।' আঁদ্রে অ্যাশট্রেতে সিগারের ছাই ঝাড়ল। তবে আমরা বোধহয় খামোকা উতলা হচ্ছি। অ্যাঞ্জেল ওসমান কিছুই জানতে পারবে না। পিয়েরে ছিল ফরাসি, লুইসিয়ানার লোক। ওসমানকে ও-ই এনেছিল গাইড হিসেবে। কিন্তু সে একবারও আমাদের চোখের আড়াল হয়নি। আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেন এই খোঁচাখুঁচি, তবে আমার বিশ্বাস আমাদের চুপচাপ থাকাই উচিত হবে।' শ্রাগ করে সিগারের গোড়ার দিকে তাকাল সে। 'আমাদের সাহায্য ছাড়াও নিউ অরলিন্স ওর মত লোককে হজম করার ক্ষমতা রাখে। অতীতে বহু করেছে।'

'লোকটাকে দেখেছ?' ফ্যানির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। বিরাট শরীর। আমার চেয়েও লম্বা-চওড়া হবে। সুদর্শন। দামী পোশাক। তোরা যাকে স্মার্ট বলিস...'

পল পলক তুলল। 'আঁদ্রে, বছর কয়েক আগে ফেরিঘাটে গোলমাল হয়েছিল– সেই লোকটার নামও তো ওসমান ছিল?'

'ঠিক, পল। আমিও, মনে হচ্ছে, ওইরকম কী একটা যেন শুনেছিলাম। ওদের একজনের টাকাপয়সা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়, তারপর গোলাগুলি– একেবারে রক্তবন্যা।'

'তা হলে আমাদের ধাঁধার উত্তরও পেয়ে গেলাম,' বলল ফ্যানি। 'এক ওসমানের খুনের বদলা নিতে এসেছে আরেক ওসমান।'

তাই, ওর অনুমান যথার্থ, আঁদ্রে ভাবল। সহজ সরল কায়দা। একে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে। পুরোনো দিনের কেউ কাছে-পিঠে থাকলে দেখা করবে তার সাথে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। অ্যাঞ্জেল ওসমান জানে না কিছু, জানতে পারবেও না।

চকিতে আরেকটা ভাবনা উদয় হলো ওর মাথায়। ম্যাপটা এখনও তার

কাছে আছে। গুপ্তধনের চাবিকাঠি ওই ম্যাপ, এ-বিশ্বাসে রেখে দিয়েছে। কেউ জানে না ওটার খবর। কাউকে বলেনি সে। ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের সোনার কাছে পৌঁছুনোর একমাত্র উপায় যখন কারও কাছে থাকে, তার কথা সে ফাঁস করে না। সোনা আছে ওখানে। সে-আমলের সরকারি নথিপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে ও। ফরাসি বাহিনীর সোনা লুকোনোর উল্লেখ ছিল ওইসব নথিপত্রে। ত্রিশ মিলিয়ন!

সোনার খোঁজে আবার ওখানে যাওয়ার কথা অনেকদিন ধরেই সে ভাবছে। এ-বার বোধহয় তার সময় হয়েছে। তার বয়স এখন চল্লিশ, শরীরে প্রচুর শক্তি। বুদ্ধিও অনেক পাকা। ভবিষ্যতের কথা তাকে ভাবতে হবে, ফিলিপকে সে মোটেও বিশ্বাস করে না ওদের কাউকেই পছন্দ করে না ফিলিপ। অবশ্যি না করার পেছনে সঙ্গত কারণ রয়েছে।

কতটুকু জানে ওই ওসমান ব্যাটা?

সেন্ট চার্লস হোটেল। অ্যাঞ্জেল ওসমান আয়নায় পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল, তারপর লিনেনের স্কার্ফটা জায়গামত বসিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। সিঁড়ির মাথায় মুহূর্তের জন্যে থামল ও, হাত চলে গেল বাঁ-কোমরে। না, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রাশানটা যথাস্থানেই রয়েছে। কোনওরকম বিপদের আশঙ্কা করছে না ও, তবে মানুষ অভ্যাসের দাস।

সফরটা বোধহয় মাঠেমারা যাবে। গোড়াতেই তার মনে সংশয় জাগে। নিউ অরলিন্স বড় শহর। বিশ বছর কেটে গেছে। ওর হাতে যে-সব সূত্র রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট মজবুত নয়। তবু, মা যদি এতে সন্তুষ্ট হন, অ্যাঞ্জেল বেগার খাটতেও রাজি।

সত্যিই, কী তথ্য আছে তার কাছে? বিশ বছর আগে এক লোক পশ্চিমের পাহাড়ে যেতে চায়। লোকটার উচ্চারণে দারুণ ফরাসি টান ছিল। সম্ভবত সে আগেও একবার গিয়েছিল ওই জায়গায়, বা এমন কারও খবর জানত যে গিয়েছিল।

বাবাকে ফরাসি লোকটা গাইড হতে অনুরোধ করে। মাস দুয়েকের সফর– যাওয়া আর আসা।

ইন্ডিয়ান হামলার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কেন একজন লোক নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে চাইবে? ফার? সে-ক্ষেত্রে পুরো শীত কাটাতে হবে ওখানে। খনি? বোধহয় তাই। হয়তো সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল সত্যি সত্যি ওখানে মূল্যবান কিছু আছে কি না। বা জানত সোনা মিলবেই।

অন্তত সেটাই তার বিশ্বাস ছিল।

সবগুলো সূত্র জোড়া দেয়ার পর অ্যাঞ্জেল একজন ফরাসি লোককে খুঁজতে শুরু করে। লোকটা সম্ভবত লুইসিয়ানা থেকে এসেছিল। এবং পশ্চিমের পাহাড়ে যাতায়াত আছে এমন কারও সাথে যোগাযোগ ছিল তার।

গোটা ব্যাপারটাই ভাসাভাসা, অনুমান নির্ভর। তবু এর ফলে ওর কাজ অনেক হালকা হয়ে যায় কারণ লুইসিয়ানা থেকে খুব বেশি ফরাসি পশ্চিমে যায়নি।

এ-লোক বড় দল নিতে চায়নি সাথে। তবু, ওরা একা গিয়েছিল এ-রকম মনে করার কোনও যুক্তি নেই।

সুতরাং দলের কেউ একজন ফিরে আসা অসম্ভব নয়। বা ওদের কোনও আপনজন থাকতে পারে যে জানে ব্যাপারটা। কিন্তু অ্যাঞ্জেল একটা সমস্যায় পড়ে, প্রথমে বুঝতে পারছিল না কোত্থেকে কাজ শুরু করবে। তবে ওর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, বহু সময় সহজ রাস্তাতেই সবচেয়ে ভাল ফল দেয়। এ-ক্ষেত্রে মাইনিং সম্পর্কিত সরকারি নথি ঘাঁটাই হচ্ছে সহজতম পন্থা।

আরেকটা উপায় আছে। এটাও সমান সহজ। পুরোনো মানুষদের সঙ্গে দেখা করে তাদের স্মৃতিকে উস্কে দেয়া। এ-জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। অ্যাঞ্জেলের সে-ধৈর্য আছে, এতে আনন্দ পায় ও, সময়ও আছে ওর হাতে।

ডিনারে গিয়ে একটা নিরালা কোণ বেছে নিল অ্যাঞ্জেল। চুপচাপ বসে রইল। আশপাশের লোকজনের অলস গুলতানি আর হোটেল ব্যান্ডের হালকা মিউজিক উপভোগ করছে। ও কাজের সময় একাকী ডিনারে বসতে পছন্দ করে। সুস্থিরভাবে চিন্তাভাবনার অবকাশ পাওয়া যায়, পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আজ রাতে আলোয় ঝলমল করছে ডাইনিং রুম। বাহারে পোশাক-পরা মহিলারা ভিড় জমিয়েছে। পুরুষরাও সবাই কমবেশি সুবেশী।

ওর সবচেয়ে কাছের টেবিল দুটো পূর্ণ: একটায় ওর সমবয়েসী কয়েকজন খদ্দের বসে। অন্যটিতে অত্যন্ত সুদর্শন প্রবীণ এক দম্পতি অভিজাত চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে সুন্দরী মহিলা। মহিলার চুল পেকে সাদা, চোখজোড়া তারুণ্যে সজীব।

ওয়েটার আসতে খাবারের ফরমাশ দিল অ্যাঞ্জেল। 'কী ওয়াইন দেব, সার?'

'শ্যাতো-দ্য-পেপে,' মৃদু স্বরে বলল ও।

প্রবীণ ভদ্রলোক ঘাড় ফেরাল ওর দিকে। চোখাচোখি হলো ওদের, অ্যাঞ্জেল হাসল। 'চমৎকার ওয়াইন, সার।'

'ধন্যবাদ, এই পরিবেশে অন্য কিছু মানাত না।'

'এখানে নতুন?'

'আগেও এসেছি। তবে বসার সুযোগ পেলাম আজই।' ওয়েটারকে বোতল খুলে ওয়াইন চাখতে লক্ষ করল অ্যাঞ্জেল, তারপর ও বৃদ্ধের উদ্দেশে ঘুরল। 'আমি মাইনিংয়ের ব্যাপারে আগ্রহী। কলোরেডোর স্যান হুয়ান পাহাড়ে। শুনেছি নিউ অর্লিন্সের কে নাকি সোনা পেয়েছে ওখানে।'

বুড়ো হাসল। 'আমার সন্দেহ আছে, সার। গুজব।'

'তবু মানুষ গেছে?'

'বেশি না। বোকার দল। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে ফরাসি সরকার একবার একটা মিলিটারি ডিটাচমেন্ট পাঠিয়েছিল– সেও বহুদিন আগের কথা।'

'আর কারা গিয়েছিল জানেন?'

'না, আমরা তখন আখচাষে ব্যস্ত।'

'পিয়েরে গিয়েছিল না?' মন্তব্য করল বৃদ্ধের স্ত্রী।

'পিয়েরে?' ভুরু কোঁচকাল বুড়ো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে অনেক পরে। ও আর ফিরে আসেনি, ফলে আমরাও জানতে পারিনি ওর যাওয়ার উদ্দেশ্য। আমার ধারণা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল। ব্যাস্টনদের মধ্যে নানাধরনের লোক আছে। কোনও কিছুতেই লেগে থাকে না একভাবে। অনেক ধান্দা ওদের।'

'চার্লস!'

'ওই আঁদ্রের কথাই ধরুন, ও স্রেফ একটা–'

চকিতে এক লোক এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। 'তুমি কিছু বলছিলে, লা ক্রুইগ?'

চোখ তুলল অ্যাঞ্জেল। বিশালদেহী। মুখটা যেন পাথরে কোঁদা। নীল শীতল চোখ। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। তবে পাক-দেয়া গোঁফ আছে।

'আমার কথা বলছিলে, লা ক্রুইগ?'

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেল চমকে উঠল। মুখ সাদা হয়ে গেছে, চোয়াল শক্ত। পরক্ষণে মনোবল ফিরে পেল বুড়ো, ওঠার উপক্রম করল।

পলকে, চেয়ার ছাড়ল অ্যাঞ্জেল। 'তুমি ভুল করে আমাদের কথার মধ্যে এসে পড়েছ, মিস্টার। আমার পুরোনো দুই পড়শীর ব্যাপারে আলাপ করছিলাম আমরা। অ্যান্ডি আর বার্ট মাসটার্স। তুমিও তা হলে চেনো ওদের?'

'কে?'

পাঁই করে ঘুরল ব্যাস্টন।

'ওদের চিনলে,' বলল অ্যাঞ্জেল, হাসছে, 'নিশ্চয়ই বুঝবে সবকিছু। অ্যান্ডি, ও ছিল দেশি মদের কারবারি। টেনেসি থেকে এখানে এসে আড্ডা গাড়ে। ভাল কথা, তোমার নামটা? আমি ওসমান। অ্যাঞ্জেল ওসমান।'

'আঁদ্রে ব্যাস্টন। না, সার, তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।' ব্যাস্টনের গলা শীতল। 'আমার যেন মনে হলো এইলোক–'

'আলবত বুঝেছ। মাসটার্সরা খুব বাজেলোক ছিল। আমার ধারণা ওটা ওদের আসল নাম না। তবে একটা ব্যাপারে বুড়ো অ্যান্ডির প্রশংসা করতেই হয়। ওর দুটো ঘেয়ো কুকুর–'

'আমার বিশ্বাস আমাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল আঁদ্রে। কটমট করে অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে আমার

সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না, সার।'

মুচকি হাসল অ্যাঞ্জেল। 'কী অদ্ভুত যোগাযোগ, ভাই না? আমিও ঠিক এ-কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমারও পছন্দ হয়নি তোমাকে। যাকগে, মোদ্দা কথাটা আগে শেষ করে নেই– পিয়েরের কী পরিণতি হলো?'

চমকে উঠল আঁদ্রে, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, তারপর লাল। ও মুখ খুলতে পারার আগেই, অ্যাঞ্জেল বলল, 'অবশ্যি আমার তাতে মাথাব্যথা নেই। তবে কিনা হঠাৎ করে কোনও লোক গায়েব হয়ে গেলে স্বভাবতই মানুষের সন্দেহ জাগে। বিশেষ করে পিয়েরের মত লোক। নিশ্চয়ই একা ছিল না ও? দুর্গম এলাকায় কেউ একা যায় না। ফলে আর যারা ছিল তাদের ব্যাপারেও প্রশ্ন ওঠে। ওদের কেউ কি ফিরে এসেছিল?'

করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়াল অ্যাঞ্জেল। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. ব্যাস্টন। বসো, কিছু সত্যিকার গোপন আলাপ করি।'

কথা শেষ করেই ঝপ করে বসে পড়ল অ্যাঞ্জেল। ব্যাস্টন ঘুরে চলে গেল। মুখ হাঁড়ি।

নিজের চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে বুড়ো। মুখ পাংশু। অ্যাঞ্জেলের দিকে ফিরল তার স্ত্রী। 'ধন্যবাদ, সার। অসংখ্য ধন্যবাদ! ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। ওরা আমাদেরকে একদম দেখতে পারে না। আর ওই আঁদ্রে ব্যাস্টন তো ঝগড়াটে– কথায় কথায় পিস্তল বের করে।'

'তাই?' আড়চোখে আঁদ্রের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেল। অদূরে একটা টেবিলে বসেছে সে। 'পিয়েরের সঙ্গে পশ্চিমের সফরে ও গিয়েছিল?'

প্রথমে কোনও জবাব এল না, তারপর মহিলা নিচু স্বরে বলল, 'আমাদের এখন যাওয়া দরকার, মসিয়ে। অনেক রাত হলো, আমার স্বামী ক্লান্ত।'

বিধ্বস্ত চেহারায় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লা ক্রুইগ। অ্যাঞ্জেলের একবার মনে হলো লোকটা বুঝি পড়ে যাবে। কিন্তু কাঁধ শক্ত করে খাড়া রইল সে। তারপর তাকাল অ্যাঞ্জেলের দিকে। 'ঠিক জানি না– তবে আমার বিশ্বাস, ছিল।'

অ্যাঞ্জেল উঠে দাঁড়াল। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। কোনও সাহায্য–'

'ধন্যবাদ।'

ফের বসে পড়ল ও। দেখল মন্থর গতিতে চলে যাচ্ছে ওরা, নিরহঙ্কারী অথচ দারুণ আত্মাভিমানী দুজন মানুষ।

হঠাৎ একটা গলা ভেসে এল। 'মি. ওসমান? আমি ফ্যানি ব্যাস্টন তখনকার ব্যবহারের জন্যে আমার চাচা লজ্জিত।'

অ্যাঞ্জেল পলক ওঠাতে সামনে এক যুবতীকে দাঁড়ানো দেখতে পেল রূপের আগুন। চট করে উঠে পড়ল ও। 'এ-রকম ভুল হয়,' বলল ও।

'ন-না, সত্যি আমরা সবাই লজ্জিত। আমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা

নিয়ে তুমি চলে যাও আমরা তা চাই না।' ওর হাত ধরল ফ্যানি 'মি ওসমান, আসো না, বিষ্যুৎবারে আমাদের বাসায়– ডিনার করবে?'

'আসব।'

নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে ফ্যানি তার ভাই আর চাচার উদ্দেশে হাসল 'এবার,' বলল ও, 'তোমাদের কাজ তোমরা সারো।'

দুই

নিউ অরলিন্সে আমাদের ওসমানদের যাতায়াত সেই ওখানে যখন প্রথম শহর গড়ে ওঠে তখন থেকে। এ-বার আমি বাতি দেখা বা ফ্যানডাংগো নাচে যোগ দিতে নয়, যাচ্ছি অ্যাঞ্জেলকে একটা ট্রেইল খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

যে-ট্রেইলটা আমাদের খুঁজতে হবে সেটা বিশ বছর আগের– আমাদের বাবার ট্রেইল।

বাবা ছিলেন ভবঘুরে মানুষ, শেষ-বয়েসে পুরোপুরি পাহাড়ি বনে গিয়েছিলেন।

এর আগেও বার দু-তিনেক পশ্চিমের পাহাড়ের গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু শেষবারে আর ফিরে আসেননি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ সে সময়টাই ছিল ভয়ঙ্কর, পশ্চিমে গেছে এ-রকম বহু-লোকেরই আর হদিস পাওয়া যায়নি পরে, হয়তো ইন্ডিয়ান হামলার শিকার হয়েছে।

এ-ক্ষেত্রে কী ঘটে থাকতে পারে আমরা তা আঁচ করতে পারি। আমাদের ধারণা বাবা কোনও পাহাড়ি এলাকায় পড়ে যান ঘোড়া থেকে, হয়তো সে সময় তাঁর পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল, বা এমনও হতে পারে যে গোলাবারুদ ছিল না, এই অবস্থায় ইন্ডিয়ানরা চড়াও হয় তাঁর ওপর। পশ্চিমে অনেক দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে একজন মানুষের জীবনে। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে এ-সব ব্যাপারে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে মাকে নিয়ে।

তাঁর এখন বয়েস হয়েছে, বেশির ভাগ সময় কাটে বাবার স্মৃতি রোমন্থন করে। জানতে চান কী ঘটেছে বাবার ভাগ্যে। মায়ের আশঙ্কা বাবা বোধহয় অসহায় অবস্থায় আটকা পড়েছেন কোনও পাহাড়ে, কিংবা ইন্ডিয়ানরা জিম্মি করে রেখেছে তাঁকে। প্রায় রাতেই মায়ের ঘুম আসে না, বেতো দোলনা চেয়ারটায় বসে কেবলই বাবার কথা ভাবেন।

বাবার ক্ষমতা আমরা জানি। সবজান্তা মানুষ বিপদে ঘাবড়াবার পাত্র নন, সময়-সুযোগ পেলে ঠিকই বেরিয়ে আসতে পারবেন সমস্যার জাল কেটে। আমাদের ভাইদের বিশ্বাস, বেঁচে থাকলে, যে-কোনওভাবেই হোক, এতদিনে তিনি ঠিকই ফিরে আসতেন।

আমরা এখন নিউ মেক্সিকোয় বাস করছি। ও'নীল তার মোরার ব্যথান গচে দেয়ার চেষ্টা করছে, পশ্চিমে শালাকো নামে নতুন যে-শহরটা হয়েছে খানে উঠে যাবে। অ্যাঞ্জেল ওকালতিতে ব্যস্ত, তবে ও বলেছে কিছু সময় দতে পারবে, আর আমি দেখলাম আমার টো-টো করতে কোনও অসুবিধে নাই। মা ছাড়া, আর কোনও মেয়েই আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবে না।

'ওরিন, আমি নিউ অরলিন্সে গিয়ে দেখব নথিপত্র কী পাওয়া যায়, ম্যাঞ্জেল জানায় আমাকে। 'তারপর তুই আসার পর কাজে নামার চেষ্টা করব।'

বাবা ঠিক কোথায় যেতে পারেন, এ-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়ার আশায় মায়ের সাথে আমরা তিন ভাই বসেছিলাম। উদ্দেশ্য, বাড়িতে বাবার শেষের দিনগুলোর কথা আলাপ করব। রকি বিরাট এলাকা, অজস্র পাহাড় কিন্তু ওখানে রেঞ্জ কেবল একটা নয়, শয়ে শয়ে। সুতরাং জানা দরকার ঠিক কোন পাহাড়টায় গিয়ে খোঁজা শুরু করতে হবে।

ব্ল্যাক হিলসে নাকি বিগ বেল্টসে? অ্যাবসারোকাস, না স্যাংগর ডি ক্রিসটোস? গ্রীন হর্নস, বিগ হর্নস, উইন্ড রিভার, স্যান হুয়ান্স, লা প্লাতাস, নিডলস, মগলোন্স, ইউনিতাস, ক্রেজি মাউন্টিন্স, স্যালিশ– কোথায়?

হাজার হাজার লোক যেখানে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে, সেখানে একজনের খোঁজ কোথায় করব?

নিউ অরলিন্স থেকে রকি বহুদূর, তবু পথের সূত্রপাত হওয়া উচিত ওখান থেকেই কারণ বাবা যখন টেনেসির কামবারল্যান্ড থেকে রওনা হন তখন তিনি নিউ অরলিন্সেই যাচ্ছিলেন।

শহুরে পরিবেশে আমি হাঁসফাঁস বোধ করি। লোকজনকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে যা মনে হয়, সর্বদা ওরা তা নয়। আমি লক্ষ করেছি শহুরে মানুষের সচরাচর দুটো রূপ থাকে। যখন যেটায় সুবিধা, তখন সেই মূর্তি ধারণ করে।

অ্যাঞ্জেল শহুরে কেতার মানুষ। আমি মসৃণ পাথুরে মেসায় যেমন স্বচ্ছন্দে একটা ঘোড়াকে ট্র্যাক করতে পারব, শহরের হাবভাব বুঝতে ও তেমনি ওস্তাদ। অবশ্যি এটাও ঠিক যে, ট্র্যাকিং কিংবা গান ফাইটে আমার বা ও'নীলের চাইতে অ্যাঞ্জেল কোনও অংশে কম যায় না। ও অল্প বয়েসেই আইন পড়তে শুরু করে, স্যাডলব্যাগে সবসময় ব্ল্যাকস্টোনের একখানা বই রাখত, ফুরসত পেলে খুলে বসত ওটা। অ্যাঞ্জেলকে বলা যায় কথার রাজা। খাঁটি ওয়েলশবাসীর মত গলা ওর। মধু ঝরে। একবার মুখ খুললে কারও না শুনে উপায় নেই।

আগেই বলেছি নিউ অরলিন্স আমার কাছে নতুন কোনও জায়গা নয়। আমরা ওসমানরা, কিনটাকি আর টেনেসির পাহাড়ি লোকদের সঙ্গে মিলে, ছেলেবেলা থেকেই ভেলায় চড়ে আসতাম এইদিকে। তবে আমি যে-সব জায়গা চিনি, সেগুলোতে অ্যাঞ্জেল না যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেখানে গেলে

আমাদের এলাকার উড়নচণ্ডীগুলোকে পাওয়া যাবে জানতাম, আমি সাধারণত সেখানেই যেতাম। ওদেরকে বলে-কয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতাম আমি। এগুলোর মধ্যে বিলি ফিলিপসের ১০১ র‍্যাঞ্চ, লুলু হোয়াইটের মেহগনি হল, দ্য ফাইভ ডলার হাউস, মারফির ড্যান্স-হাউস অন্যতম।

ও-সব জায়গায় যেতে হলে বুকের পাটা থাকা চাই। আমার খুব একটা অসুবিধা হত না, কারণ ছোটবেলায় বাবা আমাদের লড়াইয়ের কায়দা কৌশল শিখিয়েছেন। তবে দু-একবার আমিও ধোলাই খেয়েছি।

সেন্ট চার্লস হোটেলটা ভারি সুন্দর জায়গা। এত ছিমছাম হোটেল আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার এই ধূলিমলিন বেশে এ-পরিবেশে আমি বেমানান।

কেরানির চুল ঘাড় অবধি লম্বা, তেল দিয়ে টানটান করে আঁচড়ানো, আমার দিকে সে এমনভাবে তাকাল যেন একটা রাস্তার কুকুর ঢুকে পড়েছে পোর্চে। 'জি?' বলল সে।

'আমি অ্যাঞ্জেল ওসমানকে খুঁজছি,' বললাম। 'এখানেই উঠেছে ও।'

একটা ঢাউস রেজিস্টার টেনে তালিকাটা পড়ল কেরানি। 'ওহ্, হ্যাঁ! মি. ওসমান। কিন্তু উনি তো নেই। চলে গেছেন– দাঁড়ান দেখি– বিশ তারিখে, সার। দুদিন হলো চলে গেছেন।

আমার মন খুঁতখুঁত করে উঠল। অ্যাঞ্জেল বলেছিল সেন্ট চার্লসে আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে ও। কাজেই ও যদি কোথাও গিয়েও থাকে, ফিরে আসবে।

'ঠিক জানো? আমার সাথে এখানেই দেখা করার কথা ছিল।'

'দুঃখিত, সার। মি. ওসমান চলে গেছেন। কোথায় যাচ্ছেন বলে যাননি।'

'মালপত্র নিয়ে গেছে?'

'অবশ্যই, উনি'– আচমকা রাশ টানল লোকটা যেন কোনও ব্যাপারে ভাবছে– 'না, ওঁর জিন আর রাইফেলটা রেখে গেছেন।'

এইবার আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। স্যাডল আর উইনচেস্টার ছাড়া ওসমানরা এক পা নড়ে না। অ্যাঞ্জেল তা করবে এটা যুক্তিতে টেকে না।

'আমাকে বরং একটা ঘর দাও,' বললাম আমি। 'সম্ভব হলে ও যেটায় ছিল।'

ইতস্তত করল কেরানি, বুঝতে পারছে না আমি ঘরভাড়া দিতে পারব কি না। পকেট থেকে পার্স বের করে ওকে দুশো ডলারের দুটো নোট দিলাম। 'এটা রাখো,' বললাম আমি, 'শেষ হয়ে গেলে জানিও। আর একজন দর্জিকে পাঠিয়ে দাও– আমার সুট বানাতে হবে।'

বিলাসবহুল কামরা। মেঝেতে কার্পেট, এক দেয়ালে সোফা। ঘরের মাঝখানে, টেবিলের ওপর বিশাল ফুলদানি। এক কোণে নকশা-করা তামার

সোরাই। মেহগনি কাঠের উঁচু খাট। বাজুতে রকমারি কাজ। লাগোয়া বাথরুম। মালপত্র নামিয়ে রেখে চারপাশে নজর বোলালাম আমি। সাফ করা হয়েছে ঘর যাতে অ্যাঞ্জেলের কোনওকিছু রয়ে না যায়। কিন্তু ওকে আমি ভাল করে চিনি বলেই জানি কোথায় খুঁজতে হবে।

এক কোণে কার্পেটের তলায় দুটো স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেলাম। অ্যাঞ্জেলের স্বভাবে একটা বৈশিষ্ট্য– ওই টাকা ওর হাতের পাঁচ, পাছে কখনও বিপাকে পড়তে হয়, তাই সযত্নে আলাদা করে তুলে রাখে। এখন আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে একটা ঘাপলা হয়েছে। কোনও বিশেষ কারণে ওকে যদি স্যাডল আর রাইফেল রেখে যেতেও হয়, এই টাকা অ্যাঞ্জেল কিছুতেই ফেলে যাবে না।

মুহূর্তে আমার মাথা সচল হলো। সেটা ১৮৭০ সাল। তখনকার দিনে নিউ অরলিন্সে ছিনতাই, গুমখুন ছিল নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু অ্যাঞ্জেল নির্বোধ নয়। ও এমন এক জায়গার মানুষ যেখানে ভালুকের সাথে লড়তে হয়, আকাশে সর্বদা শকুনের ওড়াউড়ি। তা ছাড়া, আমার ভাই বলেই বলছি না, অ্যাঞ্জেল খুব চালু ছেলে।

হঠাৎ বিষম খেলাম আমি। অ্যাঞ্জেল চালু, তবে পুরুষালি কাজে, মেয়েদের ব্যাপারে ওকে কোনও মতেই জহুরি বলা যাবে না ও নীল বা আমি, আমরা খুব সন্দিগ্ধমনা, হয়তো অ্যাঞ্জেলকে যেভাবে করে, মেয়েরা আমাদেরকে সে-রকম পাত্তা দেয় না বলেই। ওর কথার তোড়েই অধিকাংশ মেয়ে পটে যায়। তার ওপর, ও ভীষণ বন্ধুপ্রিয় মানুষ। ফলে অ্যাঞ্জেল যদি কখনও বিপদে পড়ে, অনায়াসে ধরে নেয়া যায় এর মধ্যে কোনও মেয়েলোক জড়িত আছে। অবশ্যি, অধিকাংশ পুরুষের বেলায় এ-কথা খাটে।

আমার দুটো সুটের মাপ নিয়ে দরজি যখন বিদায় নিল, রুমবয়কে ডাকলাম আমি। 'এই ঘরে,' বললাম, 'দিন দুয়েক আগে একজন সুদর্শন ভদ্রলোক ছিল। দীর্ঘদেহী, হাসিখুশি চেহারা। মনে পড়ে?'

'পড়ে।'

'আমি তার ভাই। কাজেই মন খুলে কথা বলতে পারো। ওর কাছে কি কোনও মহিলা এসেছিল?'

'না। খুব অল্প সময়ই ঘরে ছিলেন তিনি।'

'আর কারও সঙ্গে ওকে দেখেছ? ওর হদিস বের করতে হবে আমাকে।' লোকটার হাতে একটা রৌপ্যমুদ্রা রাখলাম আমি। 'খোঁজ নাও। কিছু জানতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এসে জানাবে। আর একটা ডলার দেব।'

বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই বড় সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে তার জীবনযাপন পদ্ধতি যদি অন্যের জানা থাকে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা ভাঙলে কারও না কারও নজরে পড়বেই।

অ্যাঞ্জেলকে মনে রাখা সোজা। মানুষের সাথে ভাল ব্যবহারের জন্যে ওকে চেষ্টা করতে হয় না... আপনাআপনিই আসে। ওর স্বভাবই ওইরকম। সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার, ঝামেলা এড়ানোর সুযোগ থাকলে তাই করে। ওকে যেভাবে মুখের কথায় পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে দেখেছি তেমনটি আর কাউকে দেখিনি।

আবার, পাশাপাশি, ও শক্তিমানও বটে, আমার মতই। আমি যে-কাজে একবার হাত দিই তার শেষ না দেখে ছাড়ি না। চমৎকার বক্সিং জানে ও, যে-কোনও মামুলি কর্নিশ-স্টাইল কুস্তিগিরের চেয়ে ভাল। দুহাতেই লক্ষ্যভেদে পটু। অ্যাঞ্জেল শান্তিপ্রিয় সাদাসিধা মানুষ, কিন্তু প্রয়োজনে ভয়ানক কঠোর হতে পারে ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার অর্থ সেধে নিজের বিপদ ডেকে আনা।

আমি খোঁজ নিতে শুরু করলাম, দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আমার ভাইয়ের কথা, কিন্তু কেউই আশাব্যঞ্জক কিছু বলতে পারল না। যদিও সেন্ট চার্লসের আশপাশে যারা থাকে, মোড়ের কাগজঅলা আর রাস্তার ভাটিতে এক কফি হাউসের ওয়েট্রেস চিনতে পারল।

কফি হাউসটা ছোট, একটা লোহার ব্যালকনির নীচে। রাস্তার দিকে চওড়া জানালা, পাশে টেবিল পাতা।

এমনিতেই আমি কফিখোর মানুষ, তায় লুইসিয়ানা অঞ্চলের কফির সুনাম আছে। জানালা-সংলগ্ন টেবিলটায় আসন নিতেই সুন্দরী ওয়েট্রেস আমার কফি নিয়ে এল। অ্যাঞ্জেলের কথা জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ! খুউব মনে আছে, তবে দু-তিন দিন হলো আর আসছেন না।'

'ও কি রোজ আসত?'

'অবশ্যই। আপনি যেখানে বসেছেন, ঠিক ওই চেয়ারেই বসতেন। বলতেন, ওর নাকি রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে ভাল লাগে।'

'একা বসত?'

'হ্যাঁ– সবসময়। তবে শেষবারে এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখেছিলাম।'

'যুবতী?'

ওহ্, না। মিসেস লা ক্রুইগ– তা ষাটের বেশি তো হবেই।'

একসাথে কফি খেয়েছিল?'

না, কেবল আলাপ করেছিলেন কিছুক্ষণ। মহিলা ওঁকে কোনও ব্যাপারে ধন্যবাদ জানান। আ... আমি আড়ি পাতিনি, বুঝেছেন, তবু কিছু কিছু কথা কানে আসে সেন্ট চার্লসের ডাইনিং রুমের ঘটনা। ওদেরকে মি. ওসমান কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সে-জন্যেই মিসেস লা ক্রুইগ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।'

যাক, অবশেষে একটা সূত্র পাওয়া গেল।

অ্যাঞ্জেল কখনোই অলসভাবে বসে কফি পান করার বান্দা নয়। ও যখন একাধিকবার এখানে এসেছে, নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল তার। অ্যাঞ্জেল পথচারী দেখতে ভালবাসে, তাই কী?

কোন ধরনের লোক? অনেক মানুষ আছে রাস্তায়, প্রতি মুহূর্তেই কেউ না কেউ যাচ্ছে এখান দিয়ে। আমার বিশ্বাস স্রেফ এ-কারণে ও বসেনি জানালার পাশে। নিশ্চয়ই নজর রাখছিল কারও ওপরে।

ওই রেস্তোরাঁয় আধঘণ্টা কাটালাম আমি। কাজ সেরে সেই ওয়েট্রেস ফিরে এল আমার টেবিলে অন্য যারা কফি পান করছিল তারা চলে গেছে ইতিমধ্যে।

'বসো,' বললাম আমি। 'আমার নাম ওরিন ওসমান, সংক্ষেপে ওরিন। সত্যি, তোমাদের শহরটা চমৎকার, এত পথচারী আর কোথাও দেখিনি আমি।'

মেয়েটা আমোদ পেল। 'আপনি বুঝি খুব ঘোরেন?'

'বলতে পারো...'

আমি আর কিছু বলার আগেই, রাস্তার উল্টোদিকের স্যালুন থেকে এক লোক বেরিয়ে এল। বিশালদেহী। চওড়া কাঁধ। অত বড় হাত আমি খুব কম মানুষেরই দেখেছি। চওড়া, ভোঁতা মুখ। পরনে ছাইরঙের কোট-প্যান্ট, পায়ে বুট।

'লোকটা কে?'

ওয়েট্রেস এক নজর দেখেই চোখ সরিয়ে নিল। 'ও যেন টের না পায় আপনি তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। ওর নাম হিপো সোয়ান। গুণ্ডা। দাসপ্রথা উঠে যাওয়ার আগে ব্যাস্টনদের কফি বাগান দেখাশোনা করত। এখন স্যালুনে স্যালুনে ঘুরে বেড়ায়।'

হোটেলে ফিরে ডেস্কে গেলাম আমি। 'যাওয়ার সময় আমার ভাই কিচ্ছু বলে যায়নি?'

'আসলে, মি. ওসমান, আপনার ভাইয়ের সাথে সে-দিন আমার দেখাই হয়নি। উনি লোক পাঠিয়ে মাল নিয়ে যান।'

'ব্যস? লিখিত কোনওকিছু না?'

'না না। নির্দেশ ছাড়া অতিথির জিনিস আমরা কাউকে দেই না। ওটা আমাদের ফাইলেই আছে।' মেসেজটা বের করল কেরানি। সাদামাঠা কাগজের চিরকুট, অ্যাঞ্জেলের হাতের লেখার সাথে কোনও মিল নেই।

রেজিস্টার খুলে দুটো সই পাশাপাশি রাখলাম। মিলল না।

কেরানির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। 'দুঃখিত, সার। আমি ম্যানেজারকে ডাকছি।'

তিন

উপরে আমার ঘরে চিন্তাভাবনা করতে বসলাম আমি। নির্ঘাত বিপদে পড়েছে অ্যাঞ্জেল, কঠিন বিপদে। ও ঝামেলা সন্ধান করার মত লোক নয়, তেমন অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে ওর মিষ্টি কথাই যথেষ্ট... কী ঘটল?

ও কামরায় ফেরেনি। জাল চিঠি দেখিয়ে অন্য কেউ অ্যাঞ্জেলের লাগেজ নিয়ে গেছে। ওগুলোর জন্যে যে-লোকই এসেছিল, সে কল্পনাও করেনি যে হোটেল লকারে রাইফেল আর স্যাডল থাকতে পারে। নিউ অরলিন্সে যারা আসে তাদের সঙ্গে সাধারণত এ-ধরনের জিনিস থাকে না।

যতটুকু বুঝছি, আমার কাছে এখন একটা সূত্রই আছে: কফি-শপে যে-মহিলার সাথে কথা বলেছিল ও– মিসেস লা ক্রুইগ– এই অঞ্চলে এ-রকম নাম হরহামেশা শোনা যায়।

সেন্ট চার্লসের ডাইনিং রুমে ওই মহিলা ছিল, কোনও সমস্যা থেকে তাকে উদ্ধার করে অ্যাঞ্জেল। ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কোনও মেয়ে বিপদে পড়লে ওসমানরা কখনোই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। অতএব ডাইনিং রুম থেকেই তদন্ত শুরু করতে হবে।

দুদিন ধরে লাপাত্তা... আমার বুক কেঁপে উঠল।

ছিনতাই রাহাজানির জন্যে নিউ অরলিন্সের দুর্নাম আছে। আকছার ঘটছে এ-সব। হয়তো অ্যাঞ্জেলের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে, ওর সর্বস্ব অপহরণ করে গুমখুন করেছে ওকে। ডাইনিং রুমে কী ঘটেছিল জানতে হবে আগে, তবে সেখানে কোনও আলামত পাব তার নিশ্চয়তা নেই। যদিও সে-আমলে, বহু বছর আগে, আমরা ভেলায় করে এখানকার ফেরিঘাটে নিয়মিত আসতাম, কিন্তু এখন সে-সব কথা কেউ মনে রেখেছে বলে মনে হয় না, তবু ড্যান্স-স্যালুনের পথে একবার ঢুঁ মারতে হবে, বলা যায় না অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু পেয়েও যেতে পারি।

ওই অঞ্চলে আমার এক বন্ধু থাকে। মেয়ে, যদ্দূর জানি পারতপক্ষে ওকে সকলে এড়িয়ে চলে। অল্পবয়েস থেকেই ও খুব বেপরোয়া। কোনও একসময় দুবার ওকে সাহায্য করেছিলাম আমি। ফেরিঘাটের চোর-ছ্যাচড়দের সাথে মেয়েলোকের বিরোধ, কথাটা ভাবাই যায় না। ব্রিক-টপ জ্যাকসন যোগ্যতার সাথে তাই করে আসছে। বাটপার, খুনে কী নয় ব্রিক-টপ– অপরাধ জগতের সব ঘটনা ওর নখদর্পণে। পুরোনো বন্ধুত্বের জেরে, আশা আছে, আমাকে সাহায্য করবে ও।

দরজায় আলতো টোকা। বেল্টের তলায় পিস্তল গুঁজে, পাল্লা ফাঁক

করলাম আমি।

সেই নিগ্রো রুমবয়. একেই একটা ডলার উপহার দিয়েছিলাম।

'মি. ওসমান?' ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ও। 'আপনার জন্যে খবর আছে. সাহ্।'

আমি আর একটা ডলারের জন্যে পকেটে হাত ঢোকালাম. কিন্তু ওর মাঝে লোভ দেখা গেল না।

'একজনের সাথে আপনার ভাইয়ের তর্কাতর্কি হয়েছিল, সাহ্। লোকটার নাম ব্যাস্টন. সাহ্।'

'ব্যাস্টন?' নামটা কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছে?

'আঁদ্রে ব্যাস্টন. সাহ্।'

ও এমনভাবে বলল যেন আমার চেনা উচিত। যখন দেখল আমি হতভম্ব হয়ে গেছি. রুমবয় আবার বলল, 'মি. ব্যাস্টনকে নিউ অরলিন্সের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক বলেই সবাই জানে, সাহ্। বারোজন লোককে খুন করেছেন... ডুয়েলে, সাহ্। পিস্তল, ছোরা সবকিছুতেই ওস্তাদ।'

কোনও কোনও জায়গায় এর হয়তো বিশেষ কোনও মূল্য নেই. কিন্তু নিউ অরলিন্সে এ-সবের তাৎপর্য অন্যরকম।

'কী ব্যাপারে?'

সংক্ষেপে ডাইনিং রুমের ঘটনা জানাল ও. তবে তাতে খুব একটা লাভ হলো না। তুচ্ছ ব্যাপারে কথা কাটাকাটি, ব্যাস্টনের জায়গায় অন্য কেউ জড়িত থাকলে লোকে আমল দিত না।

'আমার ভাই যাদের সাথে কথা বলছিল তাদের নাম কি লা ক্রুইগ?'

'জি. সাহ্। তাই। ওরা ভালমানুষ, খুব ভাল, সাহ্।'

'আর ব্যাস্টনরা?'

নিগ্রো রুমবয়ের বয়েস কম করে হলেও পঞ্চাশ। মার্জিত চেহারা। কথাবার্তায় বোঝা যায় মোটামুটি লেখাপড়া জানে। ও যে আর কথা বাড়াতে চায় না সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তবে আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না. এই লোক লা ক্রুইগদের পছন্দ করে. কিন্তু ব্যাস্টনদের নয়।

'এখানে কয়েক ঘর ব্যাস্টন আছে. সাহ্। ওদের মধ্যে ভাল লোকও আছে। বেশিরভাগই তাই। মি. ফিলিপ. বুড়োমানুষ. সাহ্... যুদ্ধের আগে আমি ওঁর দাস ছিলাম, সাহ্। উনি খুব ভালমানুষ।'

'আঁদ্রে?'

দোনোমনো করল নিগ্রো। 'মি. ওসমান. সাহ্, আমি ওর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না।'

'তখন যে বললে বারোজন লোককে খুন করেছে ও।'

'আমি শুধু ডুয়েলের উল্লেখ করেছি. সাহ্। আরও আছে. সাহ্. সেগুলোতে নিয়মকানুন মানা হয়নি।'

যে-তিমিরে সে-তিমিরেই রয়ে গেলাম আমি 'ব্যাস্টনের সঙ্গে অ্যাঞ্জেলের বচসা হয়, তারপর যে যার পথে চলে যায় ওরা লা ক্রুইগ পরিবারের সাথে কথা বলতে পারলে জানতে পেতাম কী বিষয়ে আলাপ হয়েছিল ওদের। কিন্তু আমি আশাবাদী হতে পারছি না আশঙ্কা হচ্ছে অ্যাঞ্জেল বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে।

আরও দুদিন তদন্ত করার পরেও এতটুকু অগ্রগতি হলো না কাজের। অ্যাঞ্জেল এখন চারদিন হলো নিখোঁজ। এ-বার আমি লা ক্রুইগ পরিবারের সাথে দেখা করলাম।

লাইব্রেরিতে বসেছিল ওরা। আমাকে দেখে অবাক হলো। দ্রুত উঠে দাঁড়াল মি. লা ক্রুইগ, যদিও তাকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল। এই প্রৌঢ়ত্বেও ছিমছাম চেহারা ওর। 'মি. ওসমান? দুঃখিত। আমি আশা করেছিলাম–'

'আমার ভাইকে। অ্যাঞ্জেল দেখতে আমার চেয়ে ভাল।'

'আপনি–'

'উইলিয়ম ওরিন ওসমান, ম্যাম। আমার ভাইয়ের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে কিনা তাই জানতে এসেছি।'

'দেখা? নিশ্চয়ই। এক রাতে আমাদের ঠিক পাশেই ডিনারে বসেছিলেন মি. ওসমান। আর একদিন কফিশপে আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হয়।'

'হ্যাঁ। হঠাৎ করেই দেখা, তবে হয়ে ভালই হয়েছিল– আমি ওঁকে আবার ধন্যবাদ জানাতে চাইছিলাম।'

'আচ্ছা, সার, সে-রাতে কী ঘটেছিল বলবেন? অবশ্যি আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে। আজ চারদিন হলো অ্যাঞ্জেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, ভয়ার্ত দৃষ্টি।

'ঠিক কী ঘটেছিল বললে আমার হয়তো উপকার হত,' বললাম আমি 'ব্যাস্টন সম্পর্কে অনেক কিছুই আমার কানে এসেছে, কিন্তু আমি ডাইনিং রুমের ঘটনাটা জানতে আগ্রহী।'

ধীরে ধীরে, দুজনে মিলে সবকিছু খুলে বলল। কিন্তু শেষের ওই প্রশ্নটা, পিয়েরের কী হয়েছে, বোধগম্য হলো না আমার। ওদেরকে সেটা জিজ্ঞেস করতে ওরা জানাল যে অ্যাঞ্জেল বলেছিল সে স্যান হুয়ানে মাইনিংয়ের ব্যাপারে উৎসাহী। এটা আমার কাছে নতুন তথ্য নয়, আগেই ঠিক করেছিলাম আমরা কেউ আমাদের কৌতূহলের কারণে সন্দিহান হয়ে উঠলে আমরা এ-কথাই বলব। আমরা ধারণা করেছিলাম এতে করে হয়তো অ্যাঞ্জেল এমন কারও খোঁজ পাবে যে নিউ অরলিন্স থেকে পশ্চিমের দুর্গম অঞ্চলে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের ঢিলটা ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছে।

'আচ্ছা, আঁদ্রে কি একা ছিল?'

ওর ভাইঝি, ফ্যানি, আর ভাতিজাও ছিল।'

'পিয়েরে কে?'

'আঁদ্রের ভগ্নিপতি। পিয়েরে বন্টেম্পস। পশ্চিমে কোনও মূল্যবান জিনিসের খোঁজে গিয়েছিল ও। পিয়েরে বরাবরই অমন, একটা ছুতো পেলেই এখানে সেখানে ছুটে যেত। শোনা যায়, ইন্ডিয়ানদের হাতে ওখানে মারা পড়ে ও। আঁদ্রে ফিরে আসে।'

তবু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিছু। ডুয়েলিস্ট হিসেবে খ্যাতি আছে এ-রকম এক লোকের সাথে তর্কাতর্কি হয় অ্যাঞ্জেলের। এমন কিছু বলেছিল ও যাতে আঁদ্রে দারুণ ভড়কে গিয়েছিল।

আরও কয়েকটা প্রশ্নের পর মনে হলো পিয়েরে বন্টেম্পসের সাথেই বাবা পশ্চিমে রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে আঁদ্রে ব্যাস্টনসহ আরও কজন ছিল। তবে অন্যদের পরিচয় জানা গেল না।

এরপর আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাকবোর্ডে চড়ে হোটেলে ফিরে এলাম। আমি যখন গাড়ি থেকে নামি, হোটেলের উল্টোদিকে রাস্তার মোড়ে হিপো সোয়ান দাঁড়িয়েছিল। এ-বার ওকে দেখামাত্র মনে পড়ল ব্যাস্টন নামটা কোথায় শুনেছিলাম আগে। কফিশপের মেয়েটা জানিয়েছিল হিপো একসময় ব্যাস্টনদের কফিবাগানে কাজ করত।

দোড়গোড়ায় পৌঁছে ঘাড় ফেরালাম আমি। হিপো সোয়ান সিগার ধরাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উঁচুতে ম্যাচ ধরেছে ও, অন্তত আমার তাই মনে হলো।

সঙ্কেত? হলে, কার কাছে?

হয়তো মিছে সন্দেহ, ছায়া দেখেই চমকে উঠছি, তবু সাবধানের মার নেই। ডেস্কে আমার জন্যে কোনও মেসেজ রেখে যায়নি কেউ তাই সোজা আমার ঘরের উদ্দেশে দোতলার সিঁড়িতে উঠলাম।

জানালা দিয়ে, মনে পড়ল, সামনের রাস্তাটা দেখা যায়। ওই জানালায় কেউ দাঁড়ালে নীচের রাস্তায় ম্যাচ ধরানোর দৃশ্য সহজেই তার চোখে পড়বে।

সিঁড়িতে ঘুরে ডেস্কে ফিরে গেলাম আমি। কেরানি চলে গেছে, তার জায়গায় আমার পরিচিত সেই নিগ্রো রুমবয়টা রয়েছে।

'আমার পাশের কামরায় কেউ আছে? যেটার দরজা আমার ঘরের দিকে খোলে?'

রেজিস্টার দেখল সে। 'না, সাহ্।'

ডেস্কের ওপর একটা রুপোর ডলার রাখলাম আমি 'কিছুক্ষণের জন্যে ওটা ব্যবহার করতে দেবে?'

সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল ও। 'বিপদ, সাহ্?'

'আমি সাবধানী মানুষ। একজন ওসমান গায়েব হয়েছে এটুকুই যথেষ্ট, এখন আমার ঘরে কেউ যদি আমার জন্যে ওত পেতে থাকে, তা হলে সে করিডরের দরজার পাশেই ঘাপটি মেরে থাকবে।'

'সেটাই স্বাভাবিক, সাহ্।' চাবি আর ডলারটা আমার দিকে ঠেলে দিল সে। 'সাহ্, আমি কি ম্যানেজারকে ডাকব?'

'ধন্যবাদ... না।'

ঘুরে সিঁড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। পেছন থেকে আমার মঙ্গল কামনা করল নিগ্রো। 'যাত্রা শুভ হোক, সাহ্।'

পা টিপে টিপে কার্পেট-মোড়া করিডরের ভাটিতে গেলাম আমি, সাবধানে আমার পাশের কামরাটা খুলে চাবিটা ফুটোতেই ঝুলিয়ে রাখলাম। দৌড়ে আমার নিজের ঘরের দরজায় গেলাম আমি, হাতল ঘোরালাম, তারপর গাল দিলাম নিজেকে, যেন চাবি আনতে ভুলে গেছি।

আলতো পায়ে দৌড়ে পাশের কামরায় ফিরে এলাম, তারপর ঝট করে খুলে ফেললাম লাগোয়া দরজাটা।

জানালা গলে সামান্য আলো আসছে, দরজার পাশে অপেক্ষা করছে এক লোক। দরজা খোলার শব্দে একটা ছায়া নড়ে উঠল... আরও একজন রয়েছে।

আমাকে তেড়ে এল ওরা, দুজনেই। বিশাল শরীর, সম্ভবত কঠিন লোক বলে কুখ্যাতিও আছে। সাঁড়াশি আক্রমণ চালাল আমার ওপর। পিস্তল, ছুরি দুটোই রয়েছে আমার কাছে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোল্ট সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই সৃষ্টি করবে বেশি। গুলির শব্দে লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া অন্য বোর্ডাররা ঘুমোচ্ছে এখন। দুদিক থেকে ওরা আমাকে তেড়ে আসতেই আমি মোকাবেলা করতে এগিয়ে গেলাম। পায়ের পাতা আংটার মত করে বাধালাম একটা চেয়ারের পেছনে, তারপর ডানদিক থেকে যে-লোকটা ছুটে আসছিল লাথি মেরে তার দিকে ঠেলে দিলাম। ধপাস করে মেঝেতে আশ্রয় নিল ও। ইতিমধ্যে আধপাক ঘুরে গেছি আমি, পূর্ণশক্তিতে স্ট্রেট রাইট-জ্যাব করলাম দ্বিতীয়জনের ওপর।

লোকটা উচ্চাভিলাষী, দ্রুতগতিতে ছুটে আসছিল, আমার রাইট-জ্যাবের সঙ্গে যখন মাঝপথে মোলাকাত হলো থামার সময় পেল না।

চটাস আওয়াজ হলো একটা, তারপর হাড় ভাঙার শব্দ, ওর নাক অ্যাকর্ডিয়ানের মত ভাঁজ হয়ে গেল আমার মুঠির নীচে। লোকটা মেঝেতে পড়তেই ওর মাথার একপাশে লাথি হাঁকালাম আমি।

প্রথমজন ওঠার প্রয়াস পাচ্ছিল, এক মুহূর্ত অপচয় করলাম না আমি। ছুরির ফলা চেপে ধরলাম ওর শ্বাসনালিতে। 'আমার কিচ্ছু আসে যায় না, তোমার কী ইচ্ছে?' বললাম।

বার দুয়েক চোখ পিটপিট করল ও, বুঝতে পারছে পাঁয়তারা করলে কী ঘটতে পারে। ছুরির একটা মোচড়, তা হলেই কাল ভোরে বুট-হিলে জায়গা হবে ওর।

জমে গেল ও। 'আল্লাহ্‌র দোহাই! আমাকে মেরো না! আমি কোনও

ক্ষতি করতে চাইনি!'

'কে পাঠিয়েছে?'

'আমি জা–'

ছুরির ফলা একটু চেপে বসল। আরেকটু চাপ দিলেই কার্পেটে ওর রক্ত ঝরবে। 'বাঁচতে চাইলে মুখ খোলো। কে পাঠিয়েছে তোমাদের– কেন?'

'সোয়ান। আমাদের দায়িত্ব ছিল তোমাকে ছালায় পুরে, খিড়কি পথে বেরিয়ে খাঁড়িতে ফেলে দেয়া।'

'ওঠো।' এক কদম পিছিয়ে ওকে ওঠার সুযোগ করে দিলাম আমি। ওর গলায় ক্ষীণ রক্তের ধারা, ভয়ে কাঁপছে। সামান্য ছড়ে গেছে চামড়া, কিন্তু এতেই এত ভড়কে গেছে যে মনে হয় ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করবে।

'ওটাকেও নিয়ে যাও!' পা দিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে দেখালাম আমি।

আমার কাছ থেকে সরে গেল ও। 'আমার কোনও হাত ছিল না। ও,' মেঝের লোকটাকে দেখাল, 'আর হিপো। ওরাই সব নষ্টের গোড়া।'

এক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, তারপর ছোরা উঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম। 'ওকে কোথায় নিয়ে গেছে?'

ফিসফিস আওয়াজ বেরোল ওর গলা থেকে। 'খাঁড়িতে। একটা হাউসবোটে। ঠিক কোনটায় আমি জানি না।'

'ভাগো!'

উবু হলো ও, অনেক কসরত করে তুলল ওর সঙ্গীকে, টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালালাম আমি, তারপর লাগোয়া ঘরটার দরজা টেনে তালা আটকে দিলাম। আমার ছুরির ফলায় রক্তের দাগ লেগেছিল, মুছে ফেললাম।

মৃদু ঠোকার শব্দ দরজায়। আবার সেই নিগ্রো। 'চাবিটা, সাহ্? আপনার কাজ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো জেনে রাখা দরকার।

ওর মুখে হাসি নেই। 'জুডাস, সাহ্। জুডাস প্রিস্ট।'

'ধন্যবাদ, জুডাস।'

দরজার দিকে ঘুরল নিগ্রো। 'দুজনকে, সাহ্? ভাল দেখিয়েছেন, সাহ্।'

'তুমি দেখেছ?'

'ওহ্, হ্যাঁ, সাহ্! জি, সাহ্।' পকেটে হাত চালান করল, যখন বেরিয়ে এল, পাঞ্জায় পেতলের মোটা বাক্‌ল্ পরা। 'আমরা আমাদের অতিথিদের অসম্মান হতে দিতে পারি না, সাহ্। অন্তত সেন্ট চার্লসে।'

'ধন্যবাদ। তোমার ব্যাপারে ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করব আমি।'

'সাহ্, আপনি কিছু না বললেই ভাল হয়। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, জুডাস।'

ও পেছনে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। ধপ করে বিছানায় বসলাম আমি। অ্যাঞ্জেল খাঁড়িতে একটা হাউসবোটে বন্দী। এত অল্পে সমস্যার সমাধান হবে না, কমপক্ষে একশো হাউসবোট আছে ওখানে।

হয়তো মারা গেছে অ্যাঞ্জেল, কিংবা যাওয়ার পথে। এ-মুহূর্তে হয়তো সবধরনের সাহায্য দরকার ওর।

অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না...

চার

বিছানার কিনারে বসে সমস্যাটা পর্যালোচনা করলাম আমি। অ্যাঞ্জেলকে আমার খুঁজে বের করতে হবে– শিগগির। ওকে বাঁচিয়ে রাখবে ওরা, এ আশা করা বোকামি। তবে অ্যাঞ্জেলের জিভ শিচ্ছিল, ছেঁদো কথায় কেউ যদি ওদের দেরি করাতে পারে, ও-ই পারিবে।

এর কোনও অর্থ হয় না। আজকাল অহেতুক খুনোখুনি করে মানুষ, তুচ্ছ কারণ বিরাট হয়ে ওঠে ওদের কাছে। দেখেশুনে মনে হয় মানুষের এই পশুত্বের যেন শেষ নেই।

আমিই যে খুব একটা ভাল, বুকে হাত রেখে বলতে পারি না। যে-কোনও অস্ত্রচালনায় পটু, কিন্তু ছলচাতুরীতে একদম আনাড়ি। আমার সবকিছু সহজ-সরল, সামনাসামনি।

বাবাকে পশ্চিমের পাহাড়ে যে-ফরাসি লোকটা নিয়ে গিয়েছিল তার খোঁজে শহরে আসে অ্যাঞ্জেল, পাবে সে-সম্ভাবনা ছিল না বললে হয়, তবু নিশ্চয়ই কিছু জেনে ফেলে ও। তারপর, খাবার টেবিলে বসে লা ক্রুইগ দম্পতির সাথে কথা বলার সময় একটা নামোল্লেখ করে। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব কথাবার্তা হয় তার জের ধরে অ্যাঞ্জেল প্রশ্ন করে, পিয়েরের কী পরিণতি হয়েছে? আর এতেই ঢিল পড়েছে ভীমরুলের চাকে।

পশ্চিমের সফর থেকে ফিরে আসেনি পিয়েরে। ওই সফরে আঁদ্রে ব্যাস্টন ছিল। পিয়েরে সম্পর্কে ওই প্রশ্নটা পছন্দ হয়নি আঁদ্রের, এ থেকে কী বোঝা যায়? হয়তো পিয়েরেকে বিপদে ফেলে পালিয়ে এসেছে সে। কিংবা এমন কিছু আত্মসাৎ করেছে যার মালিক পিয়েরে... আবার এমনও হতে পারে যে ওকে খুন করেছে আঁদ্রে।

তবে সবই অনুমান। এ-ধরনের তত্ত্বে ঝুঁকি প্রচুর, প্রায়শ চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বোঝা যায় না যে-অনুমানের ভিত্তিতে একটা মীমাংসায় পৌঁছুনো হচ্ছে, আসলে সেই অনুমানেই গলদ রয়েছে।

বাবা প্রায় একই সময়ে পশ্চিমের উদ্দেশে নিউ অর্লিন্স ত্যাগ করেন। অ্যাঞ্জেলের মুখে ওসমান নামটা শুনে আঁদ্রের ভিত কেঁপে যায়। তারপর ও নিজেকে যখন একজন ওসমান বলে পরিচয় দিয়ে পিয়েরের কথা জিজ্ঞেস করেছে, তখনই নিখোঁজ হয়েছে অ্যাঞ্জেল।

এখন আমার যা করণীয়: চার-পাঁচশো হাউসবোটের মধ্য থেকে আলাদাভাবে একটাকে খুঁজে বের করতে হবে। এবং তা করার একটামাত্র উপায় আমার জানা আছে, গ্যালাটিন স্ট্রীট হয়ে খাঁড়িতে যাওয়া। আমি কাজ চালানোর মত স্প্যানিশ আর ফরাসি ভাষা জানি। ওগুলোর দরকার পড়বে। ইয়াংকি, অর্থাৎ আমেরিকান শহর হওয়ার আগে নিউ অরলিন্সে প্রায় একশো বছর অবধি মূলত স্প্যানিশ আর ফরাসিদের বাস ছিল। খাঁড়ি এলাকায় অনেকেই এখনও কেবলমাত্র ফরাসি ভাষাতেই কথা বলে। যেমন বাইপ টেশ অঞ্চলে ক্যাজুন, অর্থাৎ কানাডিয়ানদের বাস।

প্রথমেই, এমন কাউকে আমার দরকার যে খাঁড়ি এল্যাকাটা ভালমত চেনে। তাই আমি গ্যালাটিন স্ট্রীটে রওনা হলাম। সমস্ত গোপন খবরের আখড়া ওটা। ওখানে আমার দু-একজন চেনাজানা লোক আছে। একজনের কাছে জানলাম ব্রিক-টপ মারা গেছে।

অপ্রশস্ত রাস্তায় হাঁটছি আমি। চোখ খোলা। সব পরিচিত মুখ। আমার বিশ্বাস দুনিয়ার সব নৌবন্দরেই এ-ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। চোর বাটপার খুনে। পরস্ব অপহরণের জন্যে সর্বদা মুখিয়ে আছে, চাই শুধু একটা ছুতো।

মারফির ড্যান্স-স্যালুনে ঢুকে একটা বিয়ারের ফরমাশ দিলাম আমি। গ্যালাটিন স্ট্রীটে এই একটা জায়গাতেই নিশ্চিন্তে কিছু মুখে দেয়া চলে, অন্যখানে খাবারে বিষ মেশানো থাকলে আমি মোটেই অবাক হব না। ঘাড় ফিরিয়ে আশপাশে তাকাচ্ছি, হঠাৎ এক লোক এসে দাঁড়াল আমার পাশে। লম্বা, ছিপছিপে, কানে দুল।

মুখখানা লম্বাটে, চোখ দুটো হলুদ। মাথায় প্যানটারস হ্যাট। হ্যাটের ব্যানডানা থুতনিতে শক্ত করে বাঁধা। গায়ে বাদামি কোট, গলায় স্কার্ফ। লোকটা রোগা, কিন্তু বোঝা যায় পাকানো দড়ির মত শক্তি রাখে দেহে।

'নিশ্চিন্তে খেতে পারো, ওসমান। মারফিকে বিশ্বাস করা যায়।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'কিন্তু কানে দুল-পরা অচেনা লোক কে?'

'আমি টিংকার,' বলল ও। আর এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

টিংকারের ছুরি খুব বিখ্যাত। তালার জাদুকরও বলা হয় ওকে। আমাদের কামবারল্যান্ড-স্মোকি এল্যাকায় এ-নাম সবাই একডাকে চেনে। টিংকার জাতিতে জিপসি।

'ভালই হলো তোমাকে পেয়ে। আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যে খাঁড়ি এলাকা চেনে।'

'আমি তেমন চিনি না,' বলল ও, 'তবে যারা চেনে তাদের সঙ্গে খাতির আছে।'

'ওরা অ্যাঞ্জেলকে আটকে রেখেছে,' বললাম আমি। 'আঁদ্রে ব্যাস্টন আর হিপো সোয়ান।'

'ওরা ভয়ঙ্কর লোক, ওরিন।'

'আমাকে চেনো তুমি?'

'মগলোন্সে তোমাকে সাহায্য করতে যারা গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। ক্রিস ওসমান আমার বন্ধু। কোনও খবর জানাতে হলে তোমাকে কোথায় পাব?'

'সেন্ট চার্লস। আমি না থাকলে, জুডাস প্রিস্ট নামে এক নিগ্রো আছে, ওর সাথে কথা বলতে পারো।'

'চিনি। ভাল লোক।'

বার থেকে সরে দাঁড়াল টিংকার, হাতছানি দিয়ে এক লোককে ডাকল। আমার কাঁধে হাত রাখল টিংকার। 'এ আমার বন্ধু। ওরিন ওসমান।'

'তাই,' বলল লোকটা, ওর চোখে সমীহ।

এ-বার আমার দিকে ফিরল টিংকার। 'এখন নিউ অরলিন্সের যেখানে খুশি যেতে পারো, কেউ তোমাকে ঘাঁটাবে না,' বলল ও। 'তবে খাঁড়ির কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।'

আমাদের চারপাশে চোর-ছ্যাঁচড়, পকেটমার ভিড় করেছিল, কিন্তু আমি যখন চলে যেতে উদ্যত হলাম ওরা পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ওই ভিড়ের মধ্যে টিংকারের বন্ধুকে দেখতে পেলাম আমি। চোখাচোখি হতে হাসল ও।

খোঁজাখুঁজিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। খানিক বিশ্রামের আশায় হোটেলের পথে রওনা হতেই হঠাৎ পথ জুড়ে দাঁড়াল হিপো সোয়ান। 'ওকে সেন্ট চার্লসে পৌঁছে দাও, হিপো,' বললাম আমি। 'নইলে এরপর কিন্তু আমার সাথে লাগতে হবে তোমার।'

ভেংচি কাটল ও, সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে তাকাল, কিন্তু ওরা তখন হাওয়া। কেবল আমরা দুজন মুখোমুখি। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না ওর। হিপো কাউকে ডরায় না, কিন্তু এখানে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা ওর মাথায় ঢুকছে না। আধডজন লোক সাথে করে এসেছিল সে, অথচ এখন একা দাঁড়িয়ে।

হিপোর গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। পুরু ঠোঁট। কুঁতকুঁতে নিষ্ঠুর চোখ মোটা চামড়ার আড়ালে প্রায় সবটাই ঢাকা পড়েছে।

'তোমার সাথে লাগতে হবে? ঠিক হ্যায়, যখন খুশি!' বলল ও।

লোকটাকে ভাল ঠেকল না আমার। দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে আসলে কাপুরুষ। তবু একে হালকাভাবে নেয়া যাবে না। এই লোক নিষ্ঠুর, কারণ নিষ্ঠুরতা পছন্দ করে ও।

'ওর গায়ে যদি একটা আঁচড়ও লাগে, হিপো, তোমাকে মাছের খোরাক বানাব আমি।'

আবার হাসল ও। আমাকে নিয়ে এতটুকু চিন্তিত নয়। আমি কখনোই হুমকি দিতে পছন্দ করি না, ফাঁকা বুলি বলে মনে হয়, কিন্তু এখন আমার এক ভাইয়ের সাহায্য দরকার, সুতরাং হুমকিতে যদি কিছুটা কাজও হয় আমি তার ব্যবহার করব।

'একটা ওসমান মরে গেলে ক্ষতি কী?' ঘেউ ঘেউ করল ও।

'তোমার কাছে কিছু না, কিন্তু আমাদের আর সবার কাছে অনেক কিছু।'

'সবার? আমি কেবল একটাকেই দেখছি।'

হাসলাম আমি। 'হিপো,' বললাম মৃদু স্বরে, 'প্রয়োজন হলে যত চাও তত আসবে। আমি একসাথে ডজনখানেকের বেশি দেখিনি, এক দাদা-দাদির বিবাহবার্ষিকীর দিনটি ছাড়া। সে-দিন একশোর বেশি ছিল। আমি সবাইকে গুনিনি।'

আমার কথা ওর বিশ্বাস হলো না। ওর লোকরা যেভাবে কেটে পড়েছে নিঃশব্দে সেটাও হিপোর মনঃপূত হয়নি। ভিড়ের মধ্যে অদ্ভুত কালো কালো কিছু মুখ চোখে পড়ছে ওর। এদের ও আগেও দেখেছে– কিন্তু আজ কেন জানি সহসা ওদেরকে অন্যরকম মনে হচ্ছে।

'ঠিক আছে, আবার দেখা হবে,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'তখন তোর ঘাড় মটকাব– এভাবে!' দুহাতে মটকানোর ভঙ্গি করল হিপো, তারপর চলে গেল ওখান থেকে। আমি সেন্ট চার্লসে ফিরে ডিনারের জন্য কাপড় পাল্টালাম।

আমার নতুন সুটখানা এসেছে। চমৎকার ফিট হয়েছে গায়ে। আমাকে বোধহয় সুন্দর দেখাচ্ছে, লজ্জা পেয়ে আয়নার কাছ থেকে সরে গেলাম। বড় বড় চিন্তা করে কী লাভ? আসলে তো আমি একটা গেঁয়ো চাষা, পাহাড়ি ভূত ছাড়া কিছু নই, দীর্ঘ অশ্বারোহণ আর কঠিন কাজে যার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কড়া পড়ে গেছে।

এই দামী পোশাকে এখানে বসে কী করছি আমি? কবার পরব এটা? এত বিলাসবহুল হোটেলেই-বা উঠেছি কেন? আমি ক্যাম্পফায়ার, লাইন ক্যাম্প, বাঙ্কহাউসের যোগ্য। সম্বল বলতে একটা জীর্ণ স্যাডল, গোটা দুই আগ্নেয়াস্ত্র আর একজন কাউহ্যান্ডের যা থাকে– লম্বা দড়ি। ল্যারিয়েট। কথাটা না ভোলাই মঙ্গল হবে আমার জন্যে।

তবু কখনও কখনও পরিস্থিতি মানুষকে ভুলোমন করে তুলতে পারে, মেয়েদের বিশ্বাস করার অধিকার অ্যাঞ্জেলের আছে। দেখতে ভাল, নাচতে জানে, সঙ্গীত রসিক। ওর গানে মুগ্ধ হয়ে একটা বীভারও পুকুর ছেড়ে আসতে বাধ্য।

এগুলোর কোনওটিই আমার বেলায় খাটে না। আমি সাদামাটা

নির্জনতাপ্রিয় মানুষ। অস্বাভাবিকরকমের লম্বা। চওড়া কাঁধ। কুঠারের মত মুখ: শক্ত চোয়াল, অজস্র ক্ষতচিহ্ন, মারামারির সাক্ষ্য। আমার বুকেও জখম আছে, জীবনে যে-কবার জিতেছি, তা যেন আবার খোয়ানোর জন্যেই।

'নরম কার্পেট, সাদা লিনেন, কিংবা দামী কাচ আর রুপোর ঝলকানি আমার জন্যে নয়। পোড়া পাইন পাতার গন্ধই আমার কাছে সেরা সুরভি, জন্মই হয়েছে আমার তারা-জ্বলা আকাশের নীচে ঘুমোতে।

তবু যথাসম্ভব ধোপদুরস্ত হয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নীচে ডাইনিং রুমে গেলাম আমি।

জীবন মানুষের জন্যে যে-ফাঁদ পাতে, তা যে সবসময় ইস্পাতের তৈরিই হবে, এ দিব্যি কেউ দিতে পারে না।

আমি যখন দরজা দিয়ে ঢুকি মেয়েটা তখন একাকী বসেছিল। আমাকে দেখে ওর চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো, মৃদু হাসি তিরতির করে কাঁপতে লাগল ঠোঁটে।

নিঃসন্দেহে ও সুন্দরী, এত যে ওকে দেখামাত্র আমার বুক ধক করে উঠল। সহসা ভয় পেয়ে চলে যেতে নিলাম আমি, কিন্তু মেয়েটা দ্রুত অথচ যৌবনের হিল্লোল তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মি. ওসমান? উইলিয়ম ওরিন ওসমান?'

'হ্যাঁ, ম্যাম।' দুহাতের মাঝখানে হ্যাট নাচালাম আমি। 'সাপার খাব বলেই এসেছি। আপনি?'

'তুমি। তোমার অপেক্ষাই করছিলাম,' বলে চোখ নামাল ও। 'জানি না, আমাকে হয়তো উগ্র ভাববে, কিন্তু আ...'

'কিচ্ছু না,' বললাম আমি। একটা চেয়ার টেনে বসতে দিলাম ওকে। 'বলতে কী, একা একা খেতে খারাপই লাগত। বেশিরভাগ সময়ই তো একা থাকি।'

'তাই বুঝি?'

বড় বড় চোখে তাকাল ও। অতিকষ্টে ঢোক গিললাম আমি।

'হ্যাঁ, ম্যাম। জীবনে বহু দেশ ঘুরেছি। অধিকাংশই বুনো, দুর্গম এলাকা।'

'তোমার নিশ্চয়ই খুব সাহস।'

'না। আসলে এ ছাড়া আর কিছু জানি না। এটা আমার জন্মগত অভ্যাস।'

শার্টের কলারটা আমার আঁটসাঁট মনে হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। পিস্তলটা বেঁকে পেটের ওপর চলে এসেছে, খোঁচা দিচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি ঘাম দেখা দিয়েছে আমার কপালে, মোছার জন্যে উসখুস করছে হাত।

'তোমার মুখটা খুউব কঠিন। মানে চামড়ার কথা বলছি। একেবারে মেহগনির মত।'

'তেমন কিছু না,' বললাম আমি। 'তবে সহজে কাটে না, এই যা। অনেক সময়–'

সময়মত জিভে লাগাম দিলাম আমি। এ-রকম অভিজাত মেয়ের কাছে ওইসব গল্প মানায় না। হঠাৎ আমার গালে হাত রাখল ও।

'রাগ করলে? আসলে আমি দেখতে চাইছিলাম যতটা মনে হয় ততখানি শক্ত কিনা!' তুলতুলে হাত, ঘুঘুর পালকের মত। অনুভব করছি হাতুড়ির ঘা পড়ছে আমার বুকে; শঙ্কা পাছে শুনে ফেলে ও।

আচমকা আর একজন উদয় হলো টেবিলের পাশে। 'মি. ওসমান, সাহ্? আপনার একটা খবর আছে, সাহ্।' তারপর সুরটা একটু বদলে জুডাস বলল, 'কেমন আছেন, মিস ব্যাস্টন?'

পাঁচ

জুডাস যা ভেবেছিল ওই নামে ঠিক সে-ফলই দিল। মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। একটামাত্র শব্দে আমার বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে জুডাস, অবশ্যি আমি কৃতজ্ঞ ওর কাছে, বেলুনটা গরম বাতাসে ভরা ছিল। কোনও বদমতলব না থাকলে, এ-ধরনের মেয়ে আমার সাথে মাখামাখি করতে আসবে না।

আগের মতই ঘর আলো করে হাসল ও, কিন্তু ওর চোখে চাপা ক্রোধ লক্ষ করলাম আমি। ওই মুহূর্তে জুডাস প্রিস্টকে খুন করতে পারলেই বোধহয় খুশি হত ফ্যানি ব্যাস্টন।

মুহূর্তের জন্যে হাতে-ধরা চিরকুটটার কথা ভুলে গেলাম আমি, কিন্তু ফ্যানি ব্যাস্টনই ওটার প্রতি আমার মনোযোগ ফিরিয়ে আনল।

ওর জবাবের তোয়াক্কা না করেই জুডাস চলে গেছে। আমার বিশ্বাস, কোনও জবাব আশাও করেনি ও। আড়চোখে আমার হাতের চিরকুটের দিকে তাকাল মিস ব্যাস্টন। 'আমার কপালটাই ফাটা, যখনই কোনও সুদর্শন যুবকের সাথে কথা বলতে চাই একটা না একটা বাধা এসে পড়ে। পরে পড়ো, অবশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

আমি শুধু হাসলাম। আমার শুভবুদ্ধি ততক্ষণে ফিরে এসেছে। 'জরুরি কিছু হতে পারে।'

চিরকুটের ভাঁজ খুলে মনে মনে পড়লাম: অ্যাবিসিন্থ হাউস। আজ রাত ১১ টায়। চিঠির নীচে দস্তখতের জায়গায় টিংকারের ছবি আঁকা। একটা দ্রুত অথচ বিস্ময়কররকমের জ্যান্ত রেখায়।

চিঠিটা ভাঁজ করে শার্টের পকেটে রাখলাম আমি, তারপর ঢাকনার

বোতাম আটকে দিলাম। উপলব্ধি করছি এটা হাতানোর জন্যে ফ্যানি৫ ধবধবে সাদা হাত দুটো নিশপিশ করছে। কিন্তু আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না। মনে হচ্ছে সেটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছে ও।

'তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছিলাম,' বলেই একটা মিথ্যা যোগ করলাম আমি। 'অ্যাঞ্জেল তোমার সাথে ওর দেখা হওয়ার কথা জানিয়েছিল আমাকে। বলেছিল শিগগিরই তোমার বাসায় যাবে।'

বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল ফ্যানি, কপাল কুঁচকে আছে। ব্যাপারটা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত। অপরাধ নিয়ে যাদের কারবার, তারা জানে মানুষ কথা বলতে ভালবাসে, প্রায়ই সবকিছু বলে ফেলে তারা। তা ছাড়া ও জানে না যে অ্যাঞ্জেলের সাথে কোনও কথাই হয়নি আমার।

'ভুল শুনেছ,' বলল ফ্যানি। 'তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার অল্প কিছুক্ষণের আলাপ। তবে ওই অল্প সময়েই ওকে আমার ভাল লেগেছিল। বলতে কী, আজকে আমার এখানে আসার কারণও এটাই। ও কথা দিয়েছিল আমাদের বাসায় যাবে, কিন্তু তারপর থেকে আর ওর দেখা নেই। তারপর শুনলাম তুমি ওর খোঁজ করছ। কী হয়েছে তোমার ভাইয়ের?'

'আমিও তোমাকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলাম, ম্যাম। ও কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ভোলে না। নির্ঘাত মারাত্মক কিছু ঘটেছে। এখানে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।'

'মি. ওসমান, আমরা যদি কোনও সাহায্যে আসি, বলতে দ্বিধা কোরো না। এখানে আমাদের অনেক বন্ধু আছে। নিউ অরলিন্সের গোড়াপত্তনের পর থেকেই আমাদের পরিবার বাস করছে এখানে।'

'সে-সময় পুরুষদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হত,' বললাম আমি। 'মেয়ে বিশেষ ছিলই না এ-দিকে। তারপর নষ্টা মেয়েদের যখন এখানে নির্বাসনে পাঠানো শুরু হলো, তখন অবস্থার উন্নতি হয়।'

বেনভিলের সময় ফ্রান্স থেকে জাহাজে করে অষ্টাশিটা মেয়েকে পাঠানো হয় এখানে। উদ্দেশ্য, নিউ অরলিন্সে যে-সব ফরাসি রয়েছে তাদের সঙ্গে ওদের বিয়ে দেয়া। ওই মেয়েগুলোকে বাছাই করা হয়েছিল প্যারিসের কারাগার বা 'হাউস অভ কারেকশন' থেকে। এরা সবাই ছিল পাজির হদ্দ, হেন শয়তানি নেই যা করত না। তাই এরপর আবার মেয়ে পাঠানোর সময় ওরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কিছু ভাল মহিলাকে বেছে নেয়। উপহার হিসেবে নানা জিনিস দেয়া হয় ওদের সঙ্গে। এই মেয়েরা ছিল সৎচরিত্রের, ঘরকন্যার কাজ জানত। এদেরকে বলা হত 'ফাইলস আ লা ক্যাসেতি— বা কাসকিট গার্ল'।

নিউ অরলিন্সের লোকেরাই আমাকে বলেছে কারেকশন হাউসের মেয়েদেরকে কেউ তাদের নিজের রক্তের বলে স্বীকার করতে চায় না। ফলে ব্যাপারটা এ-রকম মনে হয় যেন ওদের সবাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা

গেছে। এখন যারা নিজেদেরকে এখানকার আদি বাসিন্দা বলে দাবি করে, তারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'কাসকিট গার্ল'-এর বংশধর বলে দাবি করে। কিন্তু আমি এমনভাবে কথাটা পাড়লাম যেন কাসকিট গার্লদের নামই শুনিনি কখনও।

'কারেকশন হাউসের মেয়েরা সবাই খারাপ, এটা বলা বোধহয় ঠিক না। কেউ কেউ ভাল হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই,' বললাম আমি। 'তোমার এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।'

রাগে জ্বলে উঠল ওর চোখ। মুখ লাল হয়ে গেল। 'আমাদের সাথে কারেকশন গার্লদের কোনও সম্পর্ক নেই, মি. ওসমান! ব্যাস্টনরা অভিজাত বংশের–'

'আমার তাতে একটুও সন্দেহ নেই, একমত হলাম আমি। 'লুইসিয়ানার উন্নতির পেছনে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নামকরা কিছু লোক আছে ওদের মধ্যে।'

বস্তুত আমি যা শুনেছি, এই পরিবারের দিন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। লোকে এখন ফিলিপকেই যা একটু সম্মান করে। অন্যদের সম্বল অহঙ্কার আর পুরোনো একটা বাড়ি। এই বংশের একটা ধারায় কিছু ভালমানুষ জন্মেছে। সরকারি চাকরি, সৈনিকবৃত্তি বা আর কোনও ভাল পেশা বেছে নিয়েছে এরা। আর অন্য ধারার লোকেরা ঝুঁকেছে জুয়া, কালোবাজারি, দাস-ব্যবসা এগুলোর প্রতি। আঁদ্রে, ফ্যানি এরা দ্বিতীয় ধারার লোক।

ফ্যানি ব্যাস্টনের পছন্দ হয়নি আমাকে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা। এখন হয়তো ভাবছে আমাকে ঘাঁটাতে না এলেই ভাল করত।

তবু নাছোড়াবান্দার মত লেগে রইল ও। 'তোমার কোনও কাজ থাকলে বলো– আমরা খুশিমনে সাহায্য করব।'

ওদের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার কারণ এখন আমি কিছু কিছু আঁচ করতে পারছি। ওরা ভয় পাচ্ছে আমাদের খোঁচাখুঁচিতে কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

এর মধ্যে টাকার প্রশ্ন জড়িত আছে, নইলে এতটা চিন্তিত বোধ করত না। পিয়েরে বাবাকে পশ্চিমের পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল... কেন?

আমার বিশ্বাস পিয়েরে জানত, কিংবা ধারণা ছিল যে সে জানে, সোনা কোথায় আছে। স্বল্প সময়ের সফর ছিল ওটা। এর অর্থ আরও আগে থেকেই পোঁতা ছিল ওই সোনা– অর্থাৎ গুপ্তধন।

'বস্তুত,' বললাম আমি, 'অ্যাঞ্জেল আর আমি, আমাদের বাবার খোঁজ বের করার চেষ্টা করছি। কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলে এসে তিনি নিখোঁজ হন।'

'মারাও তো গিয়ে থাকতে পারেন?'

'অবশ্যই, ম্যাম। তবে আমরা নিশ্চিত হতে চাইছি। মায়ের বয়েস হয়েছে, বাবার জন্যে উতলা বোধ করছেন। আমার ধারণা কোনও

শিকারীদের সাথে গাইড হিসেবে বাবা পশ্চিমে গিয়েছিলেন, অবশ্যি তার আগেই যদি এই শহরে নিহত হয়ে না থাকেন। যাই হোক, খোঁজটা পেলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব।'

'টেনেসিতে?'

'না, ম্যাম। আমরা এখন নিউ মেক্সিকোয় থাকি। তবে শিগগিরই কলোরেডোর লা প্লাতা এলাকায় উঠে যাব। দু-একজন ইতিমধ্যেই চলে গেছে। ও'নীল, স্যান্তা ফে-তে রয়েছে... তবে ওরও এখানে আসার কথা।'

'এখানে?' ওর স্বরে উৎকণ্ঠা। বোধহয় ভাবছে আর কতজনকে সামলাতে হবে।

'হ্যাঁ, ম্যাম। ও-ও আসতে পারে। আমাদের মধ্যে কোনও রহস্যের কিনারা করার ব্যাপারে ও'নীলই ওস্তাদ। পশ্চিমের কয়েকটা শহরে মার্শাল ছিল ও। তদন্ত কাজে অভ্যস্ত।'

খাবারের ফরমাশ দিয়ে নানান বিষয়ে আলাপ করতে লাগলাম আমরা। টিংকারের সঙ্গে দেখা হবে রাত এগারোটায়, সুতরাং এখনও বহু সময় আছে হাতে। ওর তলবের অর্থ নিশ্চয়ই কোনওকিছু জানতে পেরেছে সে- এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ, নইলে এভাবে ডেকে পাঠাত না।

অ্যাঞ্জেলকে আলোচনার বাইরে রাখার জন্যে ফ্যানি ব্যগ্র, পুরোনো দিনের কাহিনি শোনাচ্ছে ও, কফিবাগানের কথা বলছে। 'আমাদের বাগানটা তোমাকে দেখাতে পারলে হত,' বলল ও। 'অপূর্ব... দেখলে মুগ্ধ হতে হয়!'

'হবেই তো,' মন থেকে বললাম আমি। নিউ অরলিন্স আসলেই সুন্দর শহর। হাতে সময় থাকলে অবসর কাটানোর জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

'কলোরেডোর কথা বলছিলে,' বলল ফ্যানি, 'কোথায় থাকবে তোমরা?'

'তখন বললাম যে, লা প্লাতায়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, স্যান হুয়ানের ঠিক পেছনেই।'

আমি ঘোলাপানিতে মাছ শিকার জানি না, কিন্তু বুঝতে পারি কখন বড়শিতে মাছ গেঁথেছে। ফ্যানির অভিব্যক্তিতে কী ছিল বলতে পারব না, কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝলাম স্যান হুয়ানের উল্লেখ শুনে ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

ছোটখাট টিলা নয় স্যান হুয়ান চোদ্দটা চূড়ার সমষ্টি, এক একটি চোদ্দ হাজার ফুট বা তার চেয়েও বেশি উঁচু, দুর্গম অঞ্চল। একবার তুষারপাত শুরু হলে হয় পালাও, নইলে সারা শীত আটকা থাকো।

'কেমন জায়গা? আমি কখনও পাহাড় দেখিনি।'

আমি তাকালাম ওর দিকে, কিন্তু ওকে দেখছি না। দেখছি পাথরের ফাঁক দিয়ে ছুটে-চলা দুরন্ত লা প্লাতা নদীকে; পানিতে আকাশের রঙ, মেঘের ছায়া। শান্ত পুকুর, কেবল বীভার যখন সাঁতার কাটে তখনই ঢেউ ওঠে। ওদের পিঠে সূর্যের সোনা। মন উদাস-করা নিঝুম ক্যানিয়ন। ওপরে

বায়ুমণ্ডল এত পরিষ্কার যে চুড়োয় দাঁড়ালে দিগন্তে নিউ মেক্সিকোর প্রান্তরেখা চোখে পড়ে।

'ম্যাম,' বললাম আমি, 'এ-জীবনে তোমার কী ইচ্ছে জানি না, তবে যদি কোনওদিন সুযোগ পাও পাহাড়ে যেও। পূর্ণিমার রাতে বসন্তের হাওয়ায় পাহাড়ি তৃণভূমিতে যদি বেড়াতে পারো, তোমার জীবন ধন্য হবে!'

একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ও, একটুবাদে বলল, ওরিন, তুমি অদ্ভুত মানুষ। তোমার সাথে আমার দেখা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।'

আচমকা উঠে পড়ল ও। 'তোমার সঙ্গে থাকলে আমি নষ্ট হয়ে যাব। আমার সাথে থাকলে তুমি।'

'ভুল। আমি তোমাকে নষ্ট করতে যাব কোন দুঃখে! তোমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে। পাহাড়ের মানুষকে চার-দেয়ালের মধ্যে বাঁধতে চাইলে ভুল করবে।'

ও বিদায় নিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর চলে যাওয়া লক্ষ করলাম– সুন্দরী সুবেশী মহিলা। এই প্রথম কোনও মেয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করলাম আমি। এখন আমার জীবন শুষ্ক, নারীবিহীন। ড্রুসিলা মৃত। নোরা ফিরে গেছে– আবার কখনও আমাদের দেখা হবে কিনা জানি না।

একলা বসে আরেক গ্লাস ওয়াইনের ফরমাশ দিলাম আমি, ভাবছি ভবিষ্যতের কথা।

অ্যাবিসিস্থ হাউসটা কোথায় আমি জানি। নিউ অরলিন্সের একটা জনপ্রিয় জায়গা, উঠতি যুবকরা ভিড় জমায় আড্ডা মারতে। শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা ওটা, ফলে দুজন লোকের একান্ত সাক্ষাৎ নজরে পড়বে না কারও।

পাওনা চুকিয়ে রাস্তায় নামলাম আমি। চারদিকে অসংখ্য লোক; ঘুরছে, আড্ডা মারছে, হাসছে। ক্যাফে আর ড্যান্স-স্যালুন থেকে হালকা মিউজিক ভেসে আসছে, কিন্তু আমি হাঁটতে লাগলাম বড় রাস্তা ধরে, মাঝে মাঝে থেমে আমার ব্যাক ট্রেইল জরিপ করছি।

অ্যাবিসিস্থ হাউস যে-মোড়ে অবস্থিত সেখানে বহুলোকের আনাগোনা। আমি ক্যাফেতে ঢুকে খদ্দেরদের দিকে তাকালাম, কোনও পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। ফিরে যাব এমন সময় বেঁটে মোটামত এক লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। 'এইদিকে, মসিয়ে!' আমরা মোড় ঘুরতেই দেখলাম একটা ঢাকা বাকবোর্ডের পাশে টিংকার দাঁড়িয়ে।

ভেতরে ঢুকলাম আমরা। মোটা লোকটা চালকের আসনে উঠে বাকবোর্ড ছেড়ে দিল।

'আমার মনে হয়, ওর হদিস আমরা পেয়েছি। তবে গোলমাল হবে।'

'হোক,' জবাব দিলাম আমি। 'ওর কাছে সময়মত পৌঁছুতে পারলেই

হলো।'

আমরা একের পর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা পেরিয়ে আসছি। দু-এক জায়গায় পরিচিত কোনও সাইনবোর্ড বা দালান দেখতে পেলাম, তারপর একসময় থেমে গেল গাড়ি। কাছেই হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে কেউ; নিঃসঙ্গ, দুঃখকাতর গান।

গাড়ি ছেড়ে একটা অন্ধকার গলির ভেতর রওনা হলাম আমরা। আচমকা আমাদের পায়ের কাছে একটা বিড়াল লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাল। দোতলার জানালা থেকে বোতল ছুঁড়ে মারল কেউ একজন, রাস্তায় অন্যান্য বোতলের ওপর পড়ে ভেঙে গেল সেটা। কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা নদীর ধারে একটা ছোট্ট ডকে উঠলাম।

নিথর পরিবেশ। ডকে একটাও বাতি নেই। পাশের আরেকটা ডকের খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে নদীর কালো ঘূর্ণিপাকে।

একটা নৌকো বাঁধা, স্রোতের ধাক্কায় ডকের খুঁটিতে বাড়ি খাচ্ছে, ঘাটে একজন লোক দাঁড়িয়ে। তামাটে চেহারা, ডোরাকাটা শার্ট পেশী কামড়ে ধরেছে।

ওর ফরাসি উচ্চারণ শুনে বুঝলাম লোকটা ক্যাজুন। আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নৌকোয় নিয়ে গেল সে, তারপর আমরা রওনা হলাম। নৌকোয় আরও তিনজন লোক রয়েছে। ভারসাম্য বজায় রাখতে নৌকোর মাঝামাঝি জায়গায় বসলাম আমি। ওরা বাদামি রঙের ছোট্ট পালটা খাটাল। বাতাস বিশেষ নেই, তবু যা আছে তাতেই হাওয়া লাগল পালে, তরতর করে এগোতে শুরু করল নৌকো।

অ্যাঞ্জেলের খোঁজে যাচ্ছি আমরা। খোদা, ও যেন বেঁচে থাকে।

'চুপিচুপি,' বলল টিংকার, 'কাজটা চুপিচুপি সারতে হবে। ওদের লোকবল আমাদের চাইতে বেশি।'

'তোমার কাছে ছুরি আছে?' ডোরাকাটা শার্ট জিজ্ঞেস করল।

'আছে,' বললাম আমি। এরপর আর কোনও কথা হলো না।

শান্ত ওম-জড়ানো রাত। আমার মুখ খটখটে, অস্বস্তি বোধ করছি নৌকোয়। আমি স্যাডলে স্বচ্ছন্দ। ফের ছুরির কাছে চলে গেল আমার হাত।

ছয়

বাতাস পড়ে গেল, আশপাশের গাছ আর ঝোপে বাধা পেয়েছে। স্টার্নে দাঁড় টানার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। নিষ্প্রভ কালো পানি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক তারা চোখে পড়ে, জ্বলছে মিটিমিটি।

পাড়ে ভিড়ানো কয়েকটা নৌকো পেরিয়ে গেলাম আমরা, সবগুলোই

অন্ধকার এবং শান্ত। দুবার দুটো আলোকিত কেবিন অতিক্রম করলাম। একটা থেকে কয়েকজন মাতালের হল্লা ভেসে আসছিল। আমরা এখন, ভূতের মত, খাঁড়ির উদ্দেশে এগোচ্ছি।

অ্যাঞ্জেল বেঁচে রয়েছে কিনা আমি জানি না। সম্ভাবনা খুবই কম। অবশ্যি টিংকারের বিশ্বাস– আছে।

কোট খুলে ফেললাম আমি। সঙ্গে না আনলেই ভাল করতাম, কিন্তু রেখে আসার উপায় ছিল না। সন্ধ্যেয় বিনা কোটে সেন্ট চার্লসে যায় না কেউ।

'আর বেশি দূর না,' বলল কেউ একজন, আমি আমার ছুরির বাঁট স্পর্শ করলাম।

অন্ধকারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে অ্যাঞ্জেল। থেকে থেকে একটা-দুটো মাকড়সা, তেলাপোকা হেঁটে যাচ্ছে ওর মুখের ওপর দিয়ে। ওর জামা ঘামে ভেজা, এমনকী যেখানে রক্তে চটচটে সেখানেও। ওর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু যারা ওকে বন্দী করে রেখেছে, ওর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তাদের একটুও মাথাব্যথা নেই।

ওদের বিশ্বাস সে কিছু জানে, সোনার পেছনে ছুটছে। তার বাবার খোঁজ করছে সে, এই তথ্য মোটেও বিশ্বাস করেনি ওরা। বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল সে, ফলে বারুদে আগুন লেগেছে। ওদেরকে সে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ওর সন্দেহ নেই, ওরা যা জানতে চাইছে জানা হয়ে গেলে ওকে খুন করবে। তাই মুখে কুলুপ এঁটেছে অ্যাঞ্জেল, পালানোর ফিকির খুঁজছে।

ওর শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণা নেই। অস্ত্রচালনায় তার নৈপুণ্যের কথাও জানে না ওরা। এবং অ্যাঞ্জেলও এর সুযোগ গ্রহণ করেছে, নিজেকে একজন নিরীহ আইনজীবী হিসেবে উপস্থাপিত করেছে।

ফ্যানি ব্যাস্টন ওকে ভোলাতে পারেনি। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু ওর চেহারায় আরও কিছু ছিল, অস্বাস্থ্যকর কিছু যা ওকে চিন্তিত করে তোলে। ও সাবধান ছিল।

রাস্তায় প্রতি পদে হুঁশিয়ার ছিল যেন পেছন থেকে কেউ আচমকা আঘাত হানতে না পারে। কিন্তু পানীয়তে কিছু থাকতে পারে সন্দেহ করেনি... অন্তত সঙ্গে সঙ্গে নয়।

বস্তুত, বিপদ আসবে তা জানলেও ও এতটা আশা করেনি। সে কী জানে বাজিয়ে দেখতে চায় ওরা, এটা অ্যাঞ্জেল বুঝতে পেরেছিল। ওর ধারণা ছিল যখন ওরা বুঝতে পারবে যে আসলে সে কিছুই জানে না, ব্যাপারটা সেখানেই ইতি হবে।

প্রথমদিনই অ্যাঞ্জেল অনুধাবন করে তার মুখে পিয়েরের নাম শুনে ওরা ভয় পেয়েছে। নিশ্চয় পশ্চিমের অভিযানে এমন কিছু ঘটেছিল যা ফাঁস হয়ে যাক ওরা চায় না। পুরো ব্যাপারটা জটিল, কারও বিরুদ্ধে কোনওরকম

অভিযোগ খাড়া করা কঠিন– সাক্ষী-সাবুদ নেই।

ডিনার টেবিলের অলস আলাপে, তখনও ওদের আসল চেহারা ফুটে ওঠেনি, ফিলিপের নাম ও কয়েকবার শুনতে পায়। ফিলিপ ধনী মানুষ, আঁচ করে অ্যাঞ্জেল। পিয়েরের সাথে তার হৃদ্যতা ছিল। ওদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল কিনা সে বুঝতে পারেনি, তবে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে দুজনের মনের মিল ছিল প্রগাঢ়।

ঘুমের ওষুধের ব্যাপারটা ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। ঘরোয়াভাবে একান্তে গল্প করছিল ওরা। আঁদ্রে ডিনারে যোগ দিয়েছিল ওর সাথে... পল আর ফ্যানিও ছিল।

ড্রাগ মেশানো হয় কফিতে, তিতকুটে স্বাদের জন্যে টের পায়নি, তবে খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাঞ্জেল উপলব্ধি করে যে সে বিপদে পড়েছে। কিন্তু ততক্ষণে তার রিফ্লেক্স হ্রাস পেয়েছে। ওঠার প্রয়াস পায় সে, কিন্তু আঁদ্রে নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা মেরে চেয়ারে বসিয়ে দেয় তাকে। শেষ যে-দৃশ্যটি তার মনে আছে: ওদের ভ্রূকুটি-করা মুখ, অবহেলা ভরে দেখছে তাকে। এবং এর পরপরই ও জ্ঞান হারায়।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। হাউসবোটের গায়ে একটা নৌকো ভিড়ল। কয়েকজন লোক উঠে এল ওপরে। চাপা তর্ক, হুকুম, মানুষের ছুটোছুটি। যে-হোল্ডে আটকে রাখা হয়েছে অ্যাঞ্জেলকে, হঠাৎ তার হ্যাচওয়েরে ঢাকনা খুলে গেল। একটা লণ্ঠন দেখা দিল দরজার মুখে, ঘুমের ভান করল অ্যাঞ্জেল। ফের বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ, হুড়কো লাগানোর আওয়াজ পেল ও।

কী ঘটছে ভাসাভাসা আঁচ করতে পারে ও। হয় ওরা পাততাড়ি গুটোচ্ছে এখান থেকে অথবা প্রত্যাশা করছে কাউকে। হাবভাবে মনে হয় দ্বিতীয়টা হওয়াই স্বাভাবিক।

খোলের মেঝেটা স্যাঁতস্যাঁতে। এক জায়গায় কালো অপরিষ্কার পানি জমে আছে। কয়েক ঘণ্টা আগে ওই পানিতে হাত-পায়ের দড়ি ভিজিয়েছে অ্যাঞ্জেল। ক্ষারযুক্ত পানিতে চামড়ার পচন ধরতে সময় লাগেনি। ইতিমধ্যে ঢিলে হতে শুরু করেছে... এখন সামান্য শক্তিপ্রয়োগই যথেষ্ট।

দেয়ালের এক কোণে দড়ি বাধাল ও, ঘষতে শুরু করল।

অ্যাঞ্জেলের কপালে, সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল। চামড়ার দড়ি ওর কব্জিতে চেপে বসেছে, কিন্তু ও চেষ্টা চালিয়ে গেল। কিছু ঘটল না, তবে আরেকটু ঢিলে হলো দড়ি। আবার কান পেতে শুয়ে পড়ল ও, কব্জি ক্ষারযুক্ত পানিতে ডোবানো।

সামনে কোথাও ইঁদুর ছুটোছুটি করছে, শুনতে পাচ্ছে অ্যাঞ্জেল। এখন পর্যন্ত ওর কাছে আসেনি– তবে আসবে।

ওপরে, সবকিছু ঠাণ্ডা। কজন লোক আছে হাউসবোটে? আগে দুজন ছিল, এখন কমপক্ষে চারজন। অপেক্ষা করছে ওরা... আঁধারে খাপ পেতে, সশস্ত্র।

নিশ্চয়ই ওরিন, না হয়েই যায় না।

ওর সাহায্যে কেউ যদি আসে, তবে সে ওর ভাই। ও'নীল অনেক দূরে রয়েছে, নিউ মেক্সিকোতে। কাছাকাছি, ওর জানামতে, ওরিন ছাড়া আর কেউ নেই।

পিঠ উঁচু করে দড়ি ছেঁড়ার প্রয়াস পেল ও। তারপর আবার ঘষতে লাগল দেয়ালের কোনায়।

কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। অ্যাঞ্জেলের বিরাম নেই, একবার ঘষছে ফের পানিতে নামিয়ে দিচ্ছে দড়ি। বাঁধনের ভেতর কব্জি ঘোরানোর চেষ্টা করল ও, ঘুরল একটু।

লোমশ একটা-কিছু ওর গা ঘেঁষে চলে গেল, গা ঘিনঘিন করে উঠল অ্যাঞ্জেলের, পা চালাল সজোরে। চিঁচিঁ ডাক ছেড়ে ছুটে পালাল ইঁদুরটা। আবার দেয়ালের কোণে দড়িটা আটকাল ও, ঘষা মেরেই টান দিল। সহসা, হাল ছেড়ে দিল একটা কিছু। ওর কব্জির টানটান ভাব কমে গেল। কব্জি নাড়াল ও, ঘোরাল, ঝুপ করে খসে পড়ল বাঁধনটা।

চোখের সামনে হাত দুটো নিয়ে এল অ্যাঞ্জেল। ছড়ে গেছে, রক্তাক্ত, শার্টের হাতায় রক্তের ছোপ। হাত মুঠি করল ও, খুলল– কাজ করছে।

পলকে, গোড়ালির বাঁধন খোলায় মন দিল অ্যাঞ্জেল। ওপরে সবকিছু নীরব নিথর... এটা মনে রাখতে হবে তাকে। এই নিস্তব্ধতায় ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে ওরা। তার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও, দড়ির ফাঁস বানাচ্ছে একটা। ওর পায়ের দড়িটা পাঁচ ফুট লম্বা। ওটা বেল্টে গুঁজল সে, তারপর মেঝে থেকে একটা চৌকো প্যাটাতন খসিয়ে তুলে নিল।

ভারি নয়। ছফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া, উচ্চতা চার ইঞ্চি। তেমন আহামরি কিছু না হলেও কাজ চলবে।

হাত-পা ছড়িয়ে পেশীর খিল ছাড়াল ও, হ্যাচের কাছে সরে গেল। একটা দরজা, তার চার ধাপ পরে ডেক। ককিয়ে উঠল ও... একটুবাদে আবার।

ডেকে নড়াচড়ার শব্দ। কাতর চিৎকার করল অ্যাঞ্জেল, হোলডের ছাত পেটাল, তারপর হালকা পায়ের শব্দ পেল। দরজার বাইরে তালা খুলছে কেউ, তারপর একটা গলা ভেসে এল। 'জলদি, জেক! ওরা আসছে!'

দরজাটা খুলে গেল, অন্ধকার হোল্ডে ঝুঁকে উঁকি মারল এক লোক, লণ্ঠন ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়েছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে লোকটার মাথায় বোর্ড দিয়ে আঘাত করল অ্যাঞ্জেল। আর্তনাদ করে পেছনদিকে উল্টে পড়ল ও, হাত থেকে পড়ে লণ্ঠনের চিমনি ভেঙে গেল, কেরোসিনের স্রোত বইল সিঁড়িতে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু শিখা টপকে ওপরে ছুটল অ্যাঞ্জেল।

ডেকে চিৎকার করে কেউ একজন বলছে, 'ভাগো! ভাগো!' শটগানের গর্জন শোনা গেল একটা। ডেকে পড়ে-থাকা লোকটাকে কলার ধরে টেনে

তুলল অ্যাঞ্জেল, ছুঁড়ে মারল বাল্কহেডের গায়ে, পিস্তল আর ছুরি ছিনিয়ে নিল ওর বেল্ট থেকে। তারপর লোকটাকে ডিঙিয়ে রেইলের উদ্দেশে ছুটল।

এক বিশাল লোক বেরিয়ে এল দেয়ালের ও-পাশ থেকে, ছোরা-ধরা হাতটা সবেগে সামনে হাঁকাল অ্যাঞ্জেল। অন্ধের মত ছুরি চালিয়েছিল ও, তবু সংযোগ হলো শিকারের সঙ্গে, পোঁচ মারল নীচের দিকে। কাপড় ছিঁড়ছে, অনুভব করল অ্যাঞ্জেল, একটা চাপা আর্তচিৎকার কানে এল। তারপর ওর কপালে দাঁত-কপাটি-লাগানো ঘুসি পড়ল একটা।

টলে উঠল অ্যাঞ্জেল, আবার ছুরি চালাল, তারপর ছুরিসমেত রেইল টপকে পানিতে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে ও, এবং শটগানের আর একটা বজ্রনির্ঘোষ।

কালো পানির ওপরে উঠে এল ও, চটাস্ করে ওর অদূরে পানিতে আঘাত হানল একটা বুলেট, উল্টোদিকে ঘুরে ডুব দিল। তবে নৌকোটা দেখতে পেয়েছে সে, প্রাণপণে সাঁতরে ওটার দিকেই এগোচ্ছে।

পানির ওপর মাথা জাগাল ও, বলল, 'ওরিন!' নিচু অথচ স্পষ্ট গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে, নৌকোটা ঘুরে গেল ওর দিকে। ডুব দিল ও, ভেসে উঠল নৌকোর পেছনদিকে, গানল্ চেপে ধরল। মাস্তুল, কয়েকটা মুখ, বন্দুকের নলে রাইফেলের প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। দূরে হাউসবোটের হ্যাচ থেকে লকলক করে আগুনের শিখা উঠছে, ডেকে মানুষের হুটোপুটি, বালতি বালতি পানি ঢেলে নেভানোর চেষ্টা করছে আগুন।

'ওরিন?' আবার ফিসফিস করল ও।

'অ্যাঞ্জেল, সাবধানে উঠিস, আমার নতুন কোটখানা যেন নষ্ট না হয়।'

কয়েক জোড়া হাত নেমে এসে উঠতে সাহায্য করল ওকে। তারপর দাঁড় টানা শুরু হলো, অন্ধকার নদীতে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

'পান করার মত কিছু আছে? সকাল থেকে এক ফোঁটা পেটে পড়েনি।'

একজন একটা বোতল এগিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলের দিকে। পান করল ও। 'বারগান্ডি,' বলল, 'তবে বেশি পুরোনো না।'

'কী হয়েছিল?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'কয়েক দিন হলো তোর কোনও খোঁজ নেই।'

অ্যাঞ্জেল শব্দ করে হাসল, আবার বোতল উপুড় করল গলায়, তারপর বলল, 'ওই মেয়েটা–'

'দেখেছি ওকে।'

'আচ্ছা। কিন্তু ওর বাসাটা দেখেছিস। আলিশান–'

'কী হয়েছিল?' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

'[illegible] পর ডিনারে বসি আমরা। তারপর আমি যখন হোটেলে

আমাকে জেরা করে ওরা– লুকোনো কোনও জিনিসের ব্যাপারে।

'কিন্তু আমি কী বলব? আমরা খোঁজ করছিলাম বাবার, অথচ ওরা তা বিশ্বাস করতে নারাজ। কিছু উত্তম-মধ্যম দিল আমাকে, তবে বাড়িতে তুই যে-রকম দিতিস সে-রকম নয়। এরপর ওরা তাতানো লোহা ব্যবহার করতে চাইছিল, তাই আমিও দেখলাম এ-বার তা হলে কাটতে হয়।'

আবার বোতল গলায় উপুড় করল অ্যাঞ্জেল। 'দক্ষিণের আতিথেয়তার কথা শুনেছিলাম, তবে এতটা আশা করিনি।'

সমুদ্র থেকে হাওয়া ছুটে এল, আমরা পাল খাটালাম। কোট তুলে কোলের ওপর রাখলাম আমি।

নিশ্চুপ বসে সঙ্গীদের কথাবার্তা শুনছি। হাউসবোটের লোকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল কেউ, আমাদের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল ওরা। যে-লোকটাকে অ্যাঞ্জেল আঘাত করে, তার চিৎকারেই আমরা রক্ষা পেয়েছি। আমাদেরকে ভালমত দেখতে পাওয়ার আগেই এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে ওরা। সাবেক আমলের অস্ত্র, ছররাগুলো আগেভাগেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমরা যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও, আমাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল। আমাদের রওনা হতে দেখেছিল কেউ, খাঁড়ি পথে সে-ই তড়িঘড়ি সতর্ক করে দেয় হাউসবোটের লোকদের। অ্যাঞ্জেল আর এক মুহূর্ত দেরি করলে আমরা ওদের আওতার মধ্যে চলে আসতাম, এবং আমাদের কেউ কেউ, হয়তো-বা সবাই, কুমিরের খাদ্য হতাম এতক্ষণে।

'ওরিন,' অ্যাঞ্জেল সরে এল কাছে, 'আমরা যা জানি রহস্য তার চেয়ে গভীরে। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে একটা কিছু ধামাচাপা পড়ে আছে এখানে। আমাদের খোঁচাখুঁচিতে ওদের পাশার ছক উল্টে যাওয়ার দশা হয়েছে।'

'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল,' বললাম আমি। 'বিশ বছর আগে কী ঘটেছিল জানার জন্যে মারা পড়ার কোনও মানে হয় না।'

'যাওয়ার আগে একবার ফিলিপ ব্যাস্টনের সাথে দেখা করব। আমার ধারণা উনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন আমাদের।'

সেটা অবশ্যি করা যায়, তবে আমি ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী। নিউ অরলিন্স সর্বদাই আমার প্রিয় শহরগুলোর একটা, তবে এ-বার বোধ করি, আমরা এখানে অবাঞ্ছিত।

কী এমন ঘটেছিল বিশ বছর আগে? আমাদের সাথে, বাবার সাথে এর কী সম্পর্ক? কোনও এক পক্ষ হুঁশিয়ার ছিল আমরা যেন পানি ঘোলা করতে না পারি। পাশাপাশি তারা এও সন্দেহ করছে যে বাবার খোঁজ বের করা ছাড়াও আমাদের অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে।

ঘাটে নৌকো বেঁধে পাড়ে উঠলাম আমরা। কেউ নেই। আমাদের সঙ্গে সেন্ট চার্লস অবধি হেঁটে এল টিংকার। সাথে টমাস, অর্থাৎ ডোরাকাটা শার্ট।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, কোনও লোকজন নেই কাছেপিঠে। খুশি হলাম আমি। অ্যাঞ্জেল বা আমার কারও চেহারাই এ-মুহূর্তে অভিজাত হোটেলে ঢোকার উপযুক্ত নয়। সৌভাগ্য, কেউ আমাদের দেখতে পেল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো ঘুমিয়েছি আমরা হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত। জুডাস প্রিস্ট।

'গোসলের পানি রেডি,' বলল ও। 'আপনাদের হতে হতে আমার কাপড় ইস্ত্রি হয়ে যাবে।'

'কী ব্যাপার?'

'আইন,' শান্ত সুরে বলল ও। 'শেরিফ কথা বলতে চান আপনাদের সঙ্গে। আমার পরামর্শ যথাসম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করবেন। নিউ অরলিন্সে বেরোনোর চাইতে জেলে যাওয়া অনেক সহজ। তা ছাড়া, শহরে আঁদ্রে ব্যাস্টনের বন্ধুর অভাব নেই।'

পকেটঘড়ি বের করল ও। 'বেশি হলে এক ঘণ্টা সময় আছে আপনাদের হাতে।'

এক ঘণ্টা বাদে গোসল-শেভ সেরে ডাইনিং রুমে গিয়ে বসলাম আমরা। আমাদের পোশাক নিপাট, চেহারা শান্ত সমাহিত। আইনের লোক যখন এল আমরা দুজনেই খবরকাগজ পড়ছি।

সাত

খর্বকায় স্থূলদেহী এক লোক আমাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। তবে লোকটার চেহারায় যোগ্যতার ছাপ রয়েছে। আমার কাছে মনে হলো শেরিফ না হয়ে বক্সিং ট্রেনার হলেই ওকে যেন মানাত।

হাতে-ধরা একটা কাগজের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাঞ্জেল এবং উইলিয়ম ওরিন ওসমান?'

'জি, সার,' কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বলল অ্যাঞ্জেল। 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমার নাম ব্যারেস। আমি এখানকার শেরিফ।'

অ্যাঞ্জেল হাসল। 'আরেকজন আইনের লোকের সাথে দেখা হলে আনন্দ লাগে।'

ব্যারেস অবাক। 'আপনি-?'

'অ্যাটর্নি, এখন। তবে আমার ভাই আর আমি দুজনেই একসময় পশ্চিমে মার্শাল ছিলাম।'

'জানতাম না। দরকারে এসেছেন এখানে?'

'আইনের কাজে।' পাশের টেবিল থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে আমাদের পট থেকে কফি ঢালল অ্যাঞ্জেল। 'আমাদের বাবার মৃত্যুর কারণ সন্ধান করছি। অনেকদিন আগের ঘটনা, তবে এর সঙ্গে একটা এস্টেট জড়িত, আমরা প্রমাণ সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।'

'অ, আচ্ছা।' মনে হলো কীভাবে এগোবে তাই ভাবছে ব্যারেস। অ্যাঞ্জেলের মুখের জখমগুলোর দিকে তাকাল সে। 'কী হয়েছে আপনার?'

'দেখুন, মি. ব্যারেস,' বলল অ্যাঞ্জেল, 'আমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকলে আমরা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই না।'

কফিতে চুমুক দিল ব্যারেস। 'কাল রাতে নদীতে গোলাগুলি হয়েছে। আপনারা কিছু জানেন?'

'এটা কেবল আপনাকে বলছি, মি. ব্যারেস, আমাকে অপহরণ করে একটা হাউসবোটে আটকে রাখা হয়েছিল। মারধোর করেছে আমাকে, ভয় দেখিয়েছে। আমি পালিয়ে আসার সময় গোলাগুলি হয়।'

'এর সঙ্গে জড়িতদের কাউকে চিনতে পারবেন?'

'আলবত। প্রত্যেককে। মামলা হলে সাক্ষীসাবুদও দিতে পারব।'

ব্যারেস বিচলিত বোধ করল। কারও হুকুমে তদন্ত করতে এসেছিল সে, ওর ওপর নির্দেশ ছিল সম্ভব হলে আমাদের গ্রেফতার করার। নিউ অরলিন্সের একটা প্রভাবশালী মহল চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দুই ওসমানকে ফাটকে পুরতে। আমাদেরকে বাকি জীবন ওখানেই আটকে রাখার ইচ্ছে ছিল ওদের। ব্যারেস এ-ধরনের কূটকৌশলের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু সত্তরের দশকে নিউ অরলিন্সে এগুলো ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।

উপরন্তু, ওকে বলা হয়েছিল ওসমানরা টেনেসির চুনোপুঁটি- বাটপার। নদীপথে যত গোলমাল, তার সবই প্রায় কিনটাকি অথবা টেনেসির লোকদের কীর্তি, ফলে গ্রেফতারের নির্দেশে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

ওরা সেন্ট চার্লসে উঠেছে এটা প্রথম ধাক্কা, দ্বিতীয় ওদের মার্জিত অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবহার, এবং তৃতীয় ওদের একজন আবার অ্যাটর্নি। ব্যারেস বোকা নয়, এই পরিস্থিতিতে সে সাবধানে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল।

'আপনার বাড়ি?'

'স্যান্তা ফে। কিছুদিন আগে আমি নিউ মেক্সিকো থেকে আইন পরিষদের সদস্য হয়েছিলাম।'

আরও খারাপ। ই ধরনের লোক যখন বলছে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, তখন নিশ্চয়ই তা আছে।

'মি. ব্যারেস,' বলল অ্যাঞ্জেল, 'আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য বাবার সাথে পশ্চিমে কে গিয়েছিল জানা। কিন্তু প্রথম থেকেই এমন সব বাধা আসছে যে এখন আমার সন্দেহ রহস্য আরও গভীরে- তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানাটাই সব নয়।

'ব্যাপারটা যদি এখন কোর্ট অবধি গড়ায় একটা স্ক্যানডাল হতে বাধ্য। অনেকেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। নিউ অরলিন্সে আর একজনের সাথে দেখা করেই আমরা বিদায় নেব। অযথা ঝামেলা না বাড়িয়ে আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন।

'আমি রাজনীতিতে আছি বলেই জানি কোনও রাজনীতিকই স্ক্যান্ডালের শিকার হতে চায় না। তেমন অবস্থার সৃষ্টি হলে, যে-অফিসার এর জন্যে দায়ী তার প্রতি সেই রাজনীতিকের নেকনজর থাকবে না।'

'আপনি বলছেন আমি যেন গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাই?'

'হ্যাঁ। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব আমরা। শিগগিরই নিউ অরলিন্সে আবার আসব সে সম্ভাবনা কম।'

'আসল ব্যাপারটা কী আমাকে বলবেন, অফ দ্য রেকর্ড?'

'বলছি, অফ দ্য রেকর্ড।' নিজের কাপ ভরে, অ্যাঞ্জেল শহরে ওর আসার পর থেকে কী কী ঘটেছে জানাল সংক্ষেপে।

অনেকের নাম করল সে, কিন্তু সরাসরি কোনও অভিযোগ আনল না। 'আমার ধারণা, মি. ব্যারেস, আপনি সবকিছুই বোঝেন। এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য অসৎ; এরা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক কারণ নিজেদেরকে এরা কেউকেটা মনে করে– এদের বিশ্বাস কেউ ওদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। অথচ ওদের কাজকর্ম অ্যামেচারের মত।

'আমরা এসেছিলাম বাবার খোঁজে। এর পেছনে কোনও অপরাধ লুকিয়ে থাকতে পারে সন্দেহ করিনি। কাউকে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না আমাদের। বাবা কখন নিউ অরলিন্স ছাড়েন এবং ঠিক কোথায় যাচ্ছিলেন আমরা কেবল সেই তথ্যটুকুই জানতে চাইছিলাম। আমার বিশ্বাস ব্যাস্টন পরিবারের সবাই এ-খবর জানে। ওরা ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে বলতে পারত।'

'আর আমি যদি আপনাদের গ্রেফতার করি? এখুনি?'

স্মিত হাসল অ্যাঞ্জেল। 'মি. ব্যারেস, আমি নিশ্চিত আপনার তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। আপনাকে আমি একজন সৎ এবং যোগ্য অফিসার বলে মনে করি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সে-রকম পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমি তৈরি হয়েই আছি।

'দুটো চিঠি ডাকে দেয়া হয়েছে। একটা আমার ভাই আসার আগে। অন্যটা গতরাতের ঘটনার পর। আগামী দু-চার দিনের মধ্যে আমরা যদি মোরায় আমাদের ভাই ও'নীলের সঙ্গে যোগাযোগ না করি, ও রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের ব্যবস্থা করবে।'

হা-হা করে হাসল ব্যারেস। 'আপনি, দেখছি, কিছুই ভোলেন না। তবে এই ফাঁকে বলে রাখি, মি. ওসমান, ওই আঁদ্রে স্কাল্পহান্টার। ওর ভীষণ রক্তের নেশা।'

'এ-ধরনের লোকের সাথে আগেও মোলাকাত হয়েছে আমার।'

'সাবধান থাকবেন। ও কিন্তু এখন একটা ঝগড়া বাধিয়ে ডুয়েলের ফিকির খুঁজবে।'

অ্যাঞ্জেলের গালে ভাঁজ পড়ল। 'মি. ব্যারেস, আমরা দাঙাবাজ লোক। ছেলেবেলায় আমরা প্রথম দাঁত কাটি পিস্তলের বাঁটে। ও'নীল আর আমি পশ্চিমে এসেছি '৬৬-৬৭ সালে। আঁদ্রে ব্যাস্টন যদি লড়তে চায়, আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

ব্যারেস কাঁধ ঝাঁকাল। চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছিলাম আমি। পরিষ্কার বুঝলাম ও, আরও অনেকের মতই, অ্যাঞ্জেলের সহজ-সরল কথায় বোকা বনেছে। অ্যাঞ্জেল মিশুক, সহজে চটে না, কিন্তু পিস্তলের হাত দারুণ—বিদ্যুৎগতি।

'কার সঙ্গে দেখা করবেন?'

'ফিলিপ ব্যাস্টন। ইচ্ছে করলে আপনিও আসতে পারেন আমাদের সাথে।'

'আমি?' ব্যারেস বিস্মিত। 'মি. ওসমান, আপনি জানেন না তাই, ফিলিপ ব্যাস্টনের বাসায় আমাকে ঢুকতে হলে চাকরবাকর ঢোকার দরজা দিয়ে যেতে হবে। খুনের দায়ে তাঁকে যদি আমাদের গ্রেফতার করতে হয় চীফ প্রসিকিউটরকে নিয়ে খোদ পুলিসের বড়কর্তাকে যেতে হবে। ছটা চিনিকল, চারটা জাহাজের মালিক ফিলিপ ব্যাস্টন। এই শহরের বড় বড় দালানগুলো তাঁর। মিলিয়নিয়ার মানুষ, তবে ভদ্রলোক।

'সচরাচর বাড়ি থেকে বেরোন না। দুহাতে দান করেন। শহরের উন্নতিতে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া।' ব্যারেস থামল একটু। 'ওঁর সাথে দেখা করা আপনাদের জন্যে কষ্টকর হতে পারে।'

ব্যারেস চলে যাওয়ার পর আমরা নাস্তা সারলাম। প্রায় দুপুর, এই রকম সময় আমি কখনও অলসভাবে খাবার টেবিলে বসে থেকেছি কিনা আমার মনে পড়ে না। অ্যাঞ্জেল তার কিছু কিছু কাজ ওভাবেই করে, সাধারণত সবসময় একটা বই থাকে ওর কাছে, সুযোগ পেলেই খুলে বসে। আমার অভ্যেস বুনো ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ানো।

'ডুয়েলের কথা যদি বলিস,' অ্যাঞ্জেল বলল, 'চ্যালেঞ্জড় পার্টি হিসেবে অস্ত্র বেছে নেয়ার ক্ষমতা আমার থাকবে। বছর কয়েক আগে এখানকার এক রাজনীতিককে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে একজন। রাজনীতিক ভদ্রলোক ছিলেন সাত ফুট লম্বা। লোহার ব্যবসা করতেন। আর চ্যালেঞ্জার লোকটা ছিল নামকরা ডুয়েলিস্ট। রাজনীতিক ভদ্রলোকের লড়ার ইচ্ছে ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন লড়াই হবে, তবে স্লেজহ্যামার দিয়ে—ছফুট পানির নীচে দাঁড়িয়ে।'

'তারপর?'

'ডুয়েলিস্ট লোকটা এতে এত আমোদ পেয়েছিল যে সে তার চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করে নেয় এবং ওরা দুজন বন্ধু হয়ে যায়।' ঘোরানো রাস্তা ধরে

বাকবোর্ডটা আমাদেরকে দরজায় নিয়ে গেল। দেড়তলা সমান উঁচু দালান সামনের অংশে গথিক প্যাটার্নের ছয়টা থাম, জানালায় লোহার গরাদ। বাসার সামনে বিস্তৃত লন, একেবারে খাঁড়ির পাড় অবধি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ওকগাছের সারি।

যে-দিকেই তাকাই অ্যাযেলিস আর ক্যামেলিয়া ফুল। মনোরম জায়গা।

ভেতরে নিজের কার্ড পাঠাল অ্যাঞ্জেল। লাউঞ্জের চেয়ারগুলোর পিঠ উঁচু এত সৌখিন চেয়ার আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমার কাছে মনে হলো ঘরটা যেন আসবাবে ঠাসা। আমি স্প্যানিশ রীতির সুপরিসর র‍্যাঞ্চ-হাউস দেখে অভ্যস্ত।

আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিলিপ ব্যাস্টন দেখা করলেন দীর্ঘকায়, তবে অ্যাঞ্জেল বা আমার মত নয়। একহারা স্বাস্থ্য। আমাদের দুজনের দিকে তাকালেন উনি। 'আমি ফিলিপ ব্যাস্টন। তোমরাই দেখা করতে এসেছ?'

'সার,' শান্তভাবে বলল অ্যাঞ্জেল, 'আপনার বেশি সময় নেব না, যদিও এই বাড়িটা এত নিরিবিলি যে আমার থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'এ আমার ভাই, ওরিন ওসমান। আমরা আমাদের বাবার কবর খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আপনার ভগ্নিপতি, পিয়েরে বন্টেমপসের সাথে পশ্চিমে গিয়েছিলেন উনি। আমরা এসেছি আপনি যদি কিছু বলতে পারেন।'

ফিলিপ ব্যাস্টন চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর সংক্ষেপে বললেন, 'তোমাদের বাবার সাথে পিয়েরের জানাশোনা ছিল। পিয়েরে নিহত হয়েছে। তোমার বাবা কলোরেডোর স্যান হুয়ান মাউন্টিন্স চিনতেন, পিয়েরে তাঁকে গাইড হতে অনুরোধ করে। কথা ছিল কিছু পাওয়া গেলে উনিও তার একটা ভাগ পাবেন।

'আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে এখান থেকে রওনা হয় ওরা। পিয়েরের সাথে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বলতে পারো আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি। ন্যাটশেয থেকে আমাকে একটা চিঠি লেখে ও, তারপর আরকান-সয়ে পৌঁছে আরেকটা।

'আমার ধারণা ওরা আরকান-স হয়ে ওয়েবারস ফলসে যায়– অবশ্য সবই আমার নিছক অনুমান। ওখান থেকে পাহাড়ি অঞ্চলের শুরু কিনা। তবে ওই পর্যন্ত ওরা একসাথে ছিল।'

'পিয়েরে বন্টেম্পস্, বাবা, আর–'

ইতস্তত করলেন ফিলিপ ব্যাস্টন, তারপর বললেন, 'আরও চারজন ছিল। আমার ভাই আঁদ্রে, পেটিগ্রিউ নামে আরেকজন, এবং সোয়ান।'

'হিপো সোয়ান?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার দিকে চকিত দৃষ্টি হানলেন ফিলিপ। 'চেন?'

'আমার পেছনে ওকে লাগানো হয়েছিল।'

ব্যাস্টন কিছু একটা বলতে গিয়েও সামলে নিলেন, তারপর অ্যাঞ্জেলের উদ্দেশে ঘুরলেন। 'আর একজন ছিল... ক্রীতদাস।'

'নাম?'

আবার ইতস্তত ভাব। 'প্রিস্ট আনজুস প্রিস্ট।'

উঠে পড়ল অ্যাঞ্জেল। 'আরেকটা প্রশ্ন, সার, তারপরই আমরা বিদায় নেব। কী খুঁজছিলেন ওঁরা?'

বিরক্তির ছাপ ফুটল ব্যাস্টনের মুখে। 'সোনা। ১৭৯০-এর দিকে এক ফরাসি আর্মি ডিটাচমেন্ট লুকিয়ে রাখে ওগুলো। এ-ব্যাপারে সরকারি নথিপত্রও আছে।

'মতভেদ আছে, তবে কেউ কেউ মনে করে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডলারের সোনা আছে ওখানে। পিয়েরে আর আঁদ্রের বিশ্বাস ছিল ওটা ত্রিশ মিলিয়নের কাছাকাছি হবে। যাই হোক, ইন্ডিয়ান আক্রমণে গোটা ফরাসি দলটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শেষ-পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন পালাতে পেরেছিল।

'পিয়েরের কাছে ম্যাপ ছিল। তোমাদের বাবা ওখানে ওদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।'

'ধন্যবাদ।' অ্যাঞ্জেল হাত বাড়াতে বৃদ্ধ ফিলিপ করমর্দন করলেন ওর সাথে। ওর ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধের ব্যাপারে কিছু জানলেও তার কোনও আভাস দিলেন না।

গাড়িতে কিছু সময় নীরব রইলাম আমরা, তারপর আমি বললাম, 'ওখানে সোনা থাকা সম্ভব। সোনা লুকোনোর মত বহু জায়গা তখনকার দিনে ছিল ওখানে।'

'ওই এলাকা তুই চিনিস?'

'হ্যাঁ। শহুরে লোক ওখানে গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। পথ ভীষণ দুর্গম, উঁচু পাহাড়। বছরে মাত্র দু-তিন মাস সময় পাওয়া যায় কাজের, তারপর পালাতে হয়। নইলে তুষারপাতে আটকা পড়তে হবে।

'অত উঁচু জায়গায় ট্রেইল থাকে না। ঝড়-বৃষ্টি লেগেই আছে।'

'বাবার ব্যাপারে তোর কী ধারণা?'

'আমার বিশ্বাস ওদেরকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। তারপর রক্তপাত। আঁদ্রেরা কী রকম ভয় পেয়েছে দেখছিস না?'

'এতকাল পরে ভয়ের কী আছে? আমাদেরকে?'

'না, সার। ফিলিপকে। ওরা বুড়োর সম্পত্তির লোভে বসে আছে। কিন্তু বুড়ো ওদেরকে পছন্দ করে বলে মনে হয় না। এখন যদি জানতে পারে পিয়েরেকে খুন করেছে আঁদ্রে– এক কানাকড়িও পাবে না ওরা।'

'মনে হয় ওরা সোনার খোঁজে যাবে।'

'বোধ হয়।'

'আমাদের এখন কী করা?'

'আমার মতে, অ্যাঞ্জেল, আমাদের এখন উচিত স্টিমারে চেপে উজানে যাওয়া। আমরা এমন লোকের সন্ধান করব পুরোনো দিনের কথা যার মনে আছে।'

'আগামীকাল?'

'হ্যাঁ। তবে তার আগে আমি একবার একজন পাদ্রির সাথে কথা বলব।'

আট

ভোরে আমাদের মালপত্র গুছিয়ে উত্তরে যাওয়ার টিকিট কাটলাম আমরা। এই ঝলমলে শহরকে আমি যতই ভালবাসি না কেন, আবার পাহাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমার মন ছটফট করছিল। দিগন্তে পাহাড়বেষ্টিত তৃণভূমি দেখার আশায়, যেখানে বাতাসের সামনে ঘাস মাথা নোয়ায়, আমি উন্মুখ। অপেক্ষা করছি কখন আবার স্যাডলে চেপে ছুটতে পারব।

তবে প্রথমে আমাকে একজন পাদ্রির সাথে কথা বলতে হবে– জুডাস প্রিস্টের সঙ্গে। কিন্তু কোথাও পেলাম না ওকে। হোটেলের কাজ ছেড়ে দিয়েছে সে। জুডাসের উচ্চ প্রশংসা করল ওরা, যদিও আমি ওর খোঁজ করায় প্রথমে অবাকই হলো। বলল লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল।

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেল।

হোটেল কেরানি কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমি এত অল্পে সন্তুষ্ট নই, তাই আরেকজন পোর্টারকে ডেকে ওর চোখের সামনে দুটো রুপোর চাকতি ধরলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে ও একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর ডলার দুটোর দিকে। 'আপনাকে ওর ভাল লেগেছিল, মিস্টার। কেন, তা আমাকে বলেনি। তবে ওর বিশ্বাস ছিল আপনি ন্যায়বান লোক, শয়তান আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

'কোথায় পাব ওকে?'

'ও যদি প্রয়োজন বোধ করে, নিজেই খুঁজে নেবে আপনাকে। আপনি চেষ্টা করলেও পাবেন না। ও একজন ভুডু, সার।'

জুডাস কী তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি চাইছিলাম ওর সঙ্গে কথা বলতে। পিয়েরে বন্টেম্পসের সাথে যে দাস পশ্চিমে গিয়েছিল তার নাম ছিল আনজুস প্রিস্ট। আমার সন্দেহ জুডাস আমাকে সাহায্য করার কারণ শুধু আমার প্রতি ওর শ্রদ্ধা নয়, অন্য কিছু আছে।

আঁদ্রে ব্যাস্টন বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের ছায়াও দেখছি না আমরা। হিপো সোয়ানকে তাড়া করার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু অতিকষ্টে সেটা দমন

করলাম। ব্যারেসকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা চলে যাব, দূর করব ওর মাথাব্যথা, তা পালন করলাম আমরা, যদিও হিপোর ওপর আমার রাগ পড়ল না।

সে-কালে নদীপথ সবসময় ব্যস্ত থাকত। আমরা একটা স্টেটরুম দখল করলাম। নাম টেক্সাস। শ্রেভ, যাঁর নামে শ্রেভেনপোর্টের নামকরণ হয়েছে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নামে জাহাজের কেবিনের নাম রাখেন। সেই থেকে কেবিনগুলোকে স্টেটরুম বলার চল।

শেষ-সময়ে টিংকার এসে আমাদের সঙ্গী হতে চাইল। আমরা তিনজন আরকান-সয়ের উদ্দেশে উত্তরে রওনা হলাম। নিখুঁত ছাঁটের দামী কালো সুট গায়ে ডিনারে যোগ দিল টিংকার। ওই পোশাকে ভিনদেশী যুবরাজের মত লাগছিল ওকে। নিজের সমাজে ও বোধ করি তাই।

টেবিলে বসলাম আমরা, প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। খাবারের তালিকা দেখছি এমন সময়ে একটা নরম গলা শোনা গেল, 'বার থেকে কিছু দেব, জেন্টেলমেন?' জুডাস প্রিস্ট।

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল,' বললাম আমি।

ধূর্ত হাসি খেলল ওর মুখে। 'আচ্ছা? ঠিক আছে। পরে হবে।' একটু থামল ও। 'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে বাবুর্চি হিসেবে নিতে পারেন সঙ্গে।'

'ঘোড়ায় চড়তে পারো?'

আবার হাসল ও। 'জি, সাহ্। পারি। আর একটা কথা, সাহ্,' আমার দিকে তাকাল জুডাস, 'আমিও একটা কবর খুঁজছি। কেন হঠাৎ কবরের দরকার পড়ল সেটার কারণও সন্ধান করছি।'

'এসো তা হলে,' জবাব দিল অ্যাঞ্জেল। 'আমরা তোমাকে বাবুর্চির কাজ দিলাম।'

কয়েকদিন পর, মাঝরাতের দিকে, বড় ফেরি থেকে ছোট ফেরিতে স্থানান্তরিত হলাম আমরা। ওটা আমাদের আরকান-সয়ে নিয়ে যাবে। জুডাসও অজ্ঞাত কোনও উপায়ে জায়গা বদল করল, আমাদের সাহায্য ছাড়াই।

অ্যাঞ্জেল ওর কেবিনে চলে গেল, আমি ডেকে পায়চারি করতে লাগলাম, বড় স্টিমারের বিলীয়মান আলো, চাকায় পানির ঘূর্ণি দেখছি। প্যাডল হুইলের ঘূর্ণনে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার মাথায় একটা ছোট্ট ডিঙি চোখে পড়ল আমার, মনে হলো স্টিমারের ও-পাশ থেকে এসেছে ওটা। অলস চোখে ডিঙিটার দিকে তাকালাম আমি, কিন্তু স্টিমারের বাতি ঘুরে যাওয়ায় জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেছে, ফলে এর বেশি কিছু দেখতে পেলাম না। একটুবাদে দাঁড় টানার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে এল। স্টিমারের নীচে কীলবোটের গায়ে ভিড়ছে ডিঙিটা।

আমার মনে হলো দু থেকে তিনজন লোক উঠল ডিঙি থেকে। আমি

তখন ক্লান্ত, ধীর পায়ে আমাদের কেবিনের দিকে এগোলাম।

কয়েকটা পিপের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল টিংকার। 'ডিঙিটা দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন কেউ এসেছে।'

'তোমার ভীষণ সন্দেহবাতিক, টিংকার।'

'বন্ধু, সে-জন্যেই আমি বেঁচে আছি এখনও।'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা দুজন, স্টিমারের দোলায় ঢেউ ক্রমশ বড় হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে, অপলক দৃষ্টিতে দেখছি। চড়ায় ঠেকে না গেলে শিগগিরই আমরা স্যাডলে চেপে কলোরেডোয় ছুটব। তবু নৌভ্রমণে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না; নদীর চড়াই উতরাই, বেমক্কা বালিয়াড়ি, হাজারও সমস্যা। এই অর্থে পাইলটকে একজন জাদুকরের সাথে তুলনা করা চলে, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পথ করে এগোতে হয় তাকে। তার ওপর এইসব শাখা নদীতে স্টিমার চালানোর ঝক্কি দ্বিগুণ। আবার বড় নদীতে বেশি উজানে যেতে পারে না, আকস্মিক বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

'নিউ অরলিন্সের পর আর তোমরা তোমাদের বাবার খোঁজ পাওনি?' জিজ্ঞেস করল টিংকার।

'যদ্দূর মনে পড়ে। তবে আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তা ছাড়া আমি তখন ছোট, তারপর বয়েস বাড়তেই যুদ্ধে গেলাম– বিশেষ কিছু মনে নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা, খোলের গায়ে নদীর ফিসফিসানি শুনছি। ভাটিতে ওই ডিঙিতে এখন একটা বাতি জ্বলে উঠেছে।

'বাড়িতে যখন নতুন কেউ আসে বহুরকমের কথাবার্তা হয়। ফলে মানুষ যে-সব কথা হয়তো এমনিতে ভুলে যেত, গল্পে গল্পে তা জেগে ওঠে।

'একই বাবা-মায়ের সন্তানদের সবার স্মৃতিশক্তি সমান হয় না, প্রত্যেকেই ভাবে অন্যদের চেয়ে তার বেশি মনে আছে। তবে সবশেষে যে বাড়িতে ফেরে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সে তার স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেয়। আমার ধারণা অ্যাঞ্জেল বা ও'নীল আমার চেয়ে বেশি মনে করতে পারবে। বিশেষ করে ও'নীল। ও কোনওকিছুই ভোলে না।'

'খুব সম্ভব তোমার বাবা খুন হয়েছেন।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'আমার ভাল ঠেকছে না, ওরিন। কিছু একটা গোলমাল আছে কোথাও,' বলল ও।

'হয়তো আঁদ্রে ওদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। এখন ভয় পাচ্ছে ফিলিপ জেনে ফেললে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। আমি যতটুকু জানি আঁদ্রে, পল, আর ফ্যানি তাদের যা কিছু ছিল সব শেষ করে ফেলেছে। টানাটানি চলছে ওদের, এখন ফিলিপ যদি কিছু না দেয় পরের চাকরি করা ছাড়া ওদের সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।'

'উঁহুঁ, আরও কিছু আছে,' বলে কেবিনে ঢুকে গেল টিংকার।

আমাদের সামনে কীলবোটে কিছু একটা নড়ছে। কিন্তু আমি তেমন আমল দিলাম না।

খোলের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। নীচের ডেকে মালপত্রের পাহাড়। আমি দেখেছি এইসব ফেরিতে তুলার গাঁট এত গাদাগাদি করে রাখা হয় যে ভরদুপুরেও মোমহাতে পথ চলতে হয় মানুষকে। এই নদীর পানি উঁচু পাহাড়ের বরফ গলে সৃষ্টি। খুব বেশিদিন এর বয়েস নয়। পাহাড়-চূড়ো থেকে, যেখানে নদীর জন্ম, নিটোল বিশুদ্ধ পানি গড়িয়ে নেমে এসেছে। এখনও হিমবাহ রয়েছে ওইসব চূড়োয়।

শিগগিরই আমি নদীর উৎসের দিকে ছুটব। এখানে পানি অপরিষ্কার, কাদায় পোকামাকড়ে আবর্জনায়। কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি, তুষারের দেশে, পানি শুভ্র এবং ঠাঁণ্ডা।

অস্বীকার করে লাভ নেই, আমি জন্ম ভবঘুরে, এতেই আমার আনন্দ, মুহূর্তের জন্যেও কখনও ভাবি না যে এর কাছ থেকে দূরে সরে যাব। যেখানে গেলে তারা দেখা যায়, বাতাসের গন্ধ শুঁকে বোঝা যায় আবহাওয়া কেমন হবে, বুনো পশুপাখিদের অবাধ বিচরণ দেখতে পারে একজন মানুষ সেখানেই থাকতে পছন্দ করি আমি।

কোনও মানুষ যখন বুনো এলাকায় বাস করে মৃত্যুকে সে জীবন ধারণের অঙ্গ বলে মেনে নেয়, গাছের পাতা ঝরা আর পচনকে প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য লতাগুল্মের বিকাশের জন্যে মাটিকে উর্বর করে তোলার অনিবার্য প্রক্রিয়া হিসেবে। সূর্য এবং বৃষ্টির কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে পাতা, তারপর মৃত্যুর সময় তাদের এই মূলধনকে ফিরিয়ে দেয় মাটির কাছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রকৃতি পরিবেশের কাছ থেকে নিজেদের প্রাণশক্তিকে ধার করে ওরা– মৃত্যুতে শোধ হয় সেই দেনা।

আমার পেছনে, ডেকের ওপর ক্ষীণ পদশব্দ, দ্রুত এগিয়ে আসছে, বিপদসঙ্কেত দিল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, পলকে বসে পড়লাম আমি, আধপাক ঘুরেই উঠে দাঁড়ালাম জ্যামুক্ত তীরের মত। পিঠের ওপর একজোড়া পা আর কাঁধের অস্তিত্ব অনুভব করলাম, তারপর গুরুভার বোঝাটা গড়িয়ে রেইল টপকে পানিতে পড়ে গেল।

পড়ার আগেই ওর শরীর ভেজা ছিল। সম্ভবত সাঁতার কেটে এসেছিল লোকটা, সন্তর্পণে উঠে পড়ে ডেকে, তারপর একটা ছুরি অথবা লাঠি হাতে আমার ওপর চড়াও হয় পেছন থেকে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও, কিন্তু আমি আচমকা বসে পড়ায় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি।

অনেকটা পথ নেমে যেতে হয়েছে ওকে, পানি থেকে আমরা বহু উঁচুতে রয়েছি। লোকটা যখন মাথা জাগাল আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পানিটা কেমন, বাছা?'

ও জবাব দিল, তবে সেটা খিস্তি, তাই আমিও আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের কেবিনে ফিরে গেলাম। অ্যাঞ্জেল, টিংকার দুজনেই ঘুমিয়ে কাদা।

কোট আর বুটজোড়া খুলে ফেললাম আমি, হাতের কাছে পিস্তলটা রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বাংকে। অপলকে তাকিয়ে রয়েছি অন্ধকারের ভেতর। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছি...

ছোট্ট স্টিমারটা যখন ওয়েবারস ফলসে ভিড়ল আমরাই প্রথম নামলাম গ্যাংপ্ল্যাংক বেয়ে। 'ওরা এসে পড়েছে,' অ্যাঞ্জেল আর টিংকারকে জানালাম আমি। 'চোখ-কান খোলা রেখো। তোমরা দুজন দোকান থেকে আমাদের জন্যে কিছু খাবার কিনে আনো। আমি জুডাসের জন্যে অপেক্ষা করব, তারপর যাব ঘোড়ার খোঁজে।'

জুডাস যখন নামল বোট থেকে আমি পরে দোকানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে বললাম ওকে।

রাস্তার ভাটিতে লিভারি স্ট্যাবল আর কোরাল। আমি রেইলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। মাথায় শোলার টুপি আর বিব ওভারঅল পরিহিত এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। 'ভাল জিনিস আছে,' মন্তব্য করল ও।

কোরালে বারোটা ঘোড়া বাঁধা; একটাও আমাদের কাজে আসবে না।

'চলবে না।' মাথা নাড়ালাম আমি। 'এর চেয়ে ভাল কিছু নেই?'

'ম্,' বলল ও, 'শহরের ও-প্রান্তে একটা বাথান আছে। মালিকের নাম হ্যালোর‍্যান, ডগ হ্যালোর‍্যান। ওর কাছে আছে, তবে বেচবে না।'

আমাকে একটা বাকবোর্ড ভাড়া দিল ও। আমি দোকানে থামলাম। কোথায় যাচ্ছি শুনে টিংকার বলল, 'কী নাম বললে, হ্যালোরান? চলো, আমিও আসছি।'

অ্যাঞ্জেলের কেনাকাটা সারা হয়নি দেখে আমরা দাঁড়ালাম না।

চমৎকার জায়গা। চার-পাঁচ কামরার কাঠের বাড়ি। একটা বড়সড় গোলাঘর। দুটো কোরাল। উঠোনের একপাশে কুয়ো আর খড়ের পালা। বাসার সামনে একচিলতে সবুজ লন।

আমাদের গাড়ি দোরগোড়ায় দাঁড়াতেই বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। লম্বা একহারা। কোরালে কাজ করছে দুজন ইন্ডিয়ান কাউহ্যান্ড।

আমি মুখ খুলতে নিলাম, কিন্তু লম্বা লোকটা আমার পাশ দিয়ে টিংকারের দিকে তাকাল। এ-কান ও-কান হয়ে গেল ওর হাসি। 'টিংকার! কী সৌভাগ্য!'

'কেমন আছ, ডক। এর নাম ওরিন ওসমান।'

'ক্রিস কোথায়? এখনও লড়ে?' আমার উদ্দেশে ফিরল ও। 'তুমি ক্রিসের

আত্মীয়? আমার এই যা কিছু দেখছ সব ওর কল্যাণে।'

'ও আমার চাচাতো ভাই,' বললাম আমি।

'দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো! খোদার কসম, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! তা এখানে কী মনে করে?'

'পশ্চিমে যাচ্ছি,' বললাম আমি। 'শুনলাম তোমার কাছে ভালজাতের ঘোড়া আছে কিছু– কিন্তু বেচতে চাও না।'

'কটা চাই?'

'তিনটে প্যাকহর্স, স্যাডল চারটা, বাড়তিও লাগবে।'

'পাবে। সেরা জাতের অ্যাপালুসা স্ট্যালিয়ন আছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।' আচমকা চুপ করে একে একে আমাদের দুজনকে মাপল হ্যালোরান। 'তোমরা পালাচ্ছ?'

'না। আমার বাবার ট্রেইল খুঁজতে যাচ্ছি,' ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'আশপাশে এমন কোনও লোক আছে যে বিশ বছর ধরে বাস করছে এখানে? এমন কেউ যার পক্ষে কাউকে ঘোড়া জোগান দেয়া সম্ভব?'

'ফোর্ট গিবসনে থাকতে পারে। সে-আমলে এখানে কেউ বড় একটা থামত না।'

কফি শেষ করে আমরা উঠে পড়লাম। 'চলো, ঘোড়া দেখব,' বললাম আমি। 'আমাদেরকে আবার শহরে ফিরতে হবে। অ্যাঞ্জেল অপেক্ষা করবে।'

মোট ষোলোটা ঘোড়া। তার মধ্যে তিনটে অ্যাপালুসা। পেটা শরীর, তরতাজা। একটা ছাইরঙা, ডান কাঁধে সাদা-কালো ছোপ, পাছার কাছে কয়েকটা বুটি, ছাইয়ের ওপর কালো। বাকিগুলো মিশকালো, অ্যাপালুসার যেমন থাকে, শরীরের বিভিন্ন অংশে সাদা ছোপ।

'চলবে। প্যাকহর্স?'

'ওই যে,' একটা ডান, পিন্টো, আর বাকস্কিন দেখাল ডক। 'কাজের জিনিস– মাসট্যাং ক্রস।'

'কত?'

হাসল ও। 'নিয়ে যাও। তখন বললাম না, আমার সমস্ত উন্নতির মূলে ক্রিস ওসমান। ও যে-দিন ডানকান ক্যাফরিকে পেটাল, সে-দিন আমি ওর পক্ষে বাজি ধরেছিলাম। ওই টাকা দিয়েই তো করেছি সবকিছু।

'কাজেই নিয়ে যাও। তবে একটা কথা, আবার যদি ক্রিস লড়াই করে আমাকে চিঠি দেবে। আমি বাজি ধরব।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি, 'কিন্তু–'

'কোনও কিন্তু না।' ডক হ্যালোরান এ-পাশ ও-পাশ মাথা ঝাঁকাল। 'ভুলে যাও।'

'তোমরা পালাচ্ছ কিনা জিজ্ঞেস করলাম কারণ,' বলল ও, 'তিনটে গুণ্ডা দিন কয়েক আগে শহরে এসেছে। ওদের হাবভাবে আমার মনে হয়েছে ওরা

বোধহয় কারও জন্যে ওত পেতে আছে।'

টিংকার আমার দিকে তাকাল, আমি ওর দিকে। তারপর আমরা উর্ধ্বশ্বাসে বাকবোর্ডের উদ্দেশে ছুটলাম।

নয়

পরে ঘটনাটা যখন আমাদের বলল অ্যাঞ্জেল, একবারও মনে হলো না যে ও সাংঘাতিক কিছু করেছে। দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল ও। মফস্বলের দোকান যেমন হয় এটাও তেমনি, জিনিসপত্রের গন্ধে ম-ম করছে— কাঁচা চামড়া, টাটকা কফি আর মশলার সুবাস।

ও জানে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কীভাবে বাঁচতে হবে। পশু-পাখির টাটকা মাংস পাব আমরা, পথে খাওয়ার উপযোগী শাক-সবজিও মিলবে, কিন্তু সর্বক্ষণ লেগে না থাকলে তাতে আমাদের কুলোবে না।

যাত্রাপথে মানুষ ঘন ঘন থামার সময় পায় না, তাই অ্যাঞ্জেল বেকন, ময়দা, কফি, শুকনো ফল ইত্যাদি কিনছিল।

আমাদের উইনচেস্টার আর পিস্তলের জন্যে .৪৪ কার্তুজের ফরমাশ দেয় ও। দোকানি ওকে একটা আনকোরা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েলস .৪৪ দেখাল।

অ্যাঞ্জেল ওটা সবে নামিয়ে রেখেছে এমন সময়ে ওই গুণ্ডাগুলো ঢুকল দোকানে। ওরা পশ্চিমের লোক নয়, নদীতে চলাচল, ভয়ঙ্কররকমের নীচ কিন্তু অ্যাঞ্জেলের ক্ষমতার কথা জানত না। ওদের বলা হয়েছিল একজন উকিলকে খুন করতে হবে... এখন সামনেই দাঁড়িয়ে সে... উকিলের আর দৌড় কতটুকু?

এ যেন একজন দাঁতের ডাক্তার, নাম ডক হলিডে।

দোকানের দরজায় দাঁড়াল ওরা, অ্যাঞ্জেল ছিল পেছনদিকে কাউন্টারে। ঘাড় ফেরাতেই ওদের দেখতে পেল সে।

ইতিমধ্যে দরজা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তিনজন। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একজনের বিপক্ষে তিনজন। ঠোঁটের কোণে দোকানির উদ্দেশে কথা বলল অ্যাঞ্জেল। 'তুমি বরং চলে যাও। গোলাগুলি হবে মনে হচ্ছে।'

'তুমি চেনো ওদের?'

'না, তবে দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

ওদের একজনের মাথায় চোঙের মত বীভার হ্যাট। কাউন্টারে রাখা পিস্তলটা চোখে পড়ল তার। ওরটা ওর হাতে। ঝাঁটগোঁফের ফাঁক দিয়ে পোকায়-খাওয়া হলুদ দাঁত বের করে হাসল সে।

'কী, উকিল বাবাজি, তোলো ওটা।'

ওই পিস্তলটা খালি। ওরা না জানলেও, অ্যাঞ্জেল জানে। এরা ফেরির রংবাজ, একনজরেই বুঝল সে। মিসিসিপিতে ইদানীং গোলাগুলি বেড়েছে কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে ড্র একটাও হয় না।

'আমি তুলতে গেলে তুমি আমাকে খুন করবে।'

'তাই।'

'আবার না তুললেও মারবে?'

'ঠিক।' কৌতুক অনুভব করছিল লোকটা।

'তার মানে আমার কোনও আশা নেই?'

'না। একদম না।'

বাকি দুজন জায়গা বদল করছে তখন, একজন তার বাঁয়ে দেয়ালের দিকে। অপরজন মুহূর্তের জন্যে আটকা পড়ল হ্যাঙ্গারে ঝোলানো বিব ওভারঅলের পেছনে।

'তা হলে এটা হলে কেমন হয়?'

বলেই পিস্তল টেনে গুলি করল অ্যাঞ্জেল।

সময় নির্বাচনটিই আসল ব্যাপার। তিনজন সম্ভাব্য-খুনীই নিশ্চিত ছিল ও ভয় পেয়েছে, যেহেতু আইনজীবী পিস্তলবাজ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর যদি হাত বাড়ায়ও তবে তা বাড়াবে কাউন্টারের পিস্তলের দিকে।

অ্যাঞ্জেল সবসময় ক্ষিপ্রগতি। নির্ভুল লক্ষ্যভেদী। গুলি ছুঁড়েই দ্বিতীয়জনের উদ্দেশে পাঁই করে ঘুরল সে, ঠিক এইসময়ে ওর পেছনে একটা শটগানের ভারি আওয়াজ হলো। সর্বডানের লোকটা ককিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। চৌকাঠে হোঁচট খেলো সে, তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্ক্রিন ডোরের গায়ে। লোকটার পিঠ আর কাঁধে রক্তাক্ত বৃত্তটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

তৃতীয়জন, যে বাঁয়ে সরছিল, পিস্তল ফেলে দিয়ে দুহাত মাথার ওপর তুলল। 'মেরো না! আল্লার দোহাই, মেরো না!'

হাতের পিস্তল তৈরি রাখল অ্যাঞ্জেল। 'ঠিক আছে,' শান্ত গলায় বলল ও, 'যাও, তোমার বন্ধুর হয়তো সাহায্য দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বীভার-টুপিকে দেখাল সে, দুচোখের মাঝখানে একটা নীল গর্ত। 'ও?'

'নিয়ে গিয়ে কবর দাও। এরপরেও যদি কাউকে খুন করার ইচ্ছে থাকে, যে তোমাদের পাঠিয়েছে তার কাছে যেও।'

'ওরা বলেছিল তুমি একজন উকিল!'

'ঠিকই শুনেছ। তাতে হলোটা কী? টেম্পল্ হিউস্টনের নাম শোনোনি? সেও তো উকিল– এবং গানফাইটার।'

লোকটা বিদায় হলে দোকানির দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেল। 'ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধ বিরক্ত। 'ধন্যবাদের কিছু নেই, যুবক। আমার খদ্দেরকে গুলি করবে

কেউ এ হতে পারে না। ব্যবসা খারাপ হয়ে যাবে।'

আমাদের বাকবোর্ড যখন ঝড়ের বেগে এসে থামল সবকিছু শেষ। ফুটপাতের ওপরে একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম আমি। আর একজন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।

টিংকারকে নিয়ে বাকবোর্ড থেকে নামলাম আমি। দ্বিতীয় লোকটা পলক তুলল। 'যেও না ভেতরে। ওই উকিল ব্যাটার হাত দারুণ।'

'অসুবিধে নেই,' বললাম আমি। 'ও আমার ভাই।'

'কে পাঠিয়েছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল টিংকার।

'দুজন অচেনা লোক। তোমাদের মারতে পারলে মাথাপিছু আমরা পঞ্চাশ ডলার পেতাম। পঞ্চাশ ডলার অনেকগুলো টাকা, মিস্টার।'

দরজা ঠেলে বাইরে এল অ্যাঞ্জেল। 'তোমার বন্ধুকে আনলে না?' বলল ও।

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দুই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

'তোমাদের যারা ভাড়া করেছে,' বললাম আমি, 'তাদের দুজনেই পুরুষ?'

'না, স্যার। একজন ছেলে অন্যজন মেয়ে। মনে হয় ভাই-বোন।'

'নিউ অরলিন্সে?'

'না, সার। ন্যাটশেয পাহাড়ে।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অ্যাঞ্জেল তাকাল আমার দিকে। 'তার মানে আমাদের ওরা অনুসরণ করছে।'

লোকটা তাকাল। 'মিস্টার, একটু হাত লাগাবে, একে ডাক্তারের কাছে নেব?'

একজন দর্শক বলল, 'আমাদের এখানে কোনও ডাক্তার নেই। কেউ আহত হলে দোকানিই সাধারণত তার চিকিৎসা করে।'

'দোকানি?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটার চেহারা। 'ইতিমধ্যেই একবার ওর চিকিৎসা করেছে সে।'

বিনম্র সুরে অ্যাঞ্জেল বলল, 'বন্ধু, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। ভুল জায়গায় পা দিয়েছিলে তুমি। একটু ভাল করে দেখো, তোমার ওই বন্ধুর সময় ফুরিয়ে গেছে।'

ঠিক তাই। লোকটার মাথা হেলে পড়েছে একদিকে– মারা গেছে।

ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়াল ও। প্যান্টের পেছনে হাতের তালু ঘষল। যুবক, বাইশের বেশি নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে পরাজিত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে যেন বুড়িয়ে গেছে। 'কী হবে এখন? আমাকে আইনের হাতে তুলে দেবে?'

'তুমি, বাপু, শহর থেকে কেটে পড়ো,' অদূরে দাঁড়ানো এক পথচারী বলল। 'আমাদের এখানে আইন বলে কিছু নেই। কবরখানা আছে– কবরখানা।'

ওই রাতটা আমরা হ্যালোরানের বাথানে কাটালাম। গোলাগুলি শেষ হওয়ার বহু পরে জুডাস এল। সকালে, আবার স্যাডলে চেপে যাত্রা করলাম পশ্চিমে।

চারজন পশ্চিমে যাচ্ছি, দুজন টেনেসির লোক, একজন জিপসি, এবং অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ, একই সূর্যের নীচে, একই বাতাসের পরশ শরীরে নিয়ে। লোকালয় এড়িয়ে ইন্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। কোথাও কোনও বাথানের পশুপাল চোখে পড়লে সেটাকেও পাশ কাটাচ্ছি সযত্নে।

র‍্যাবিট ইয়ার ক্রীক অঞ্চল পেরিয়ে আমরা ফোর্ট অ্যরবাক্‌লের দিকে এগোলাম। এটা ক্রীক ইন্ডিয়ানদের এলাকা। মূলত তৃণভূমি, এখানে সেখানে সাদা ওকের সারি।

আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার আছে, তাই আমরা লোকজনের মাঝে যাচ্ছি না, সারাক্ষণ নজর রাখছি ব্যাক ট্রেইলের প্রতি, রোজ ত্রিশ মাইলের মত পথ চলছি। সেনাবাহিনী অ্যরবাক্‌ল্ ছেড়ে চলে গেছে। এখন কয়েক ঘর ইন্ডিয়ানের বাস, ঘোড়া বা ওই জাতীয় মালের ব্যবসা করে। মিশ্র জাতি, বেশির ভাগই সেমিনোল, চোকতাওয়া, আর ক্রীক। এ ছাড়া পটাওয়াটোমিও আছে কিছু। আমরা কফি কিনলাম ওদের কাছ থেকে। একটা হান্টিং নাইফের বদলে ঝালরঅলা চামড়ার শার্ট নিলাম আমি। ট্যান-করা শার্ট, প্রায় সাদা, খাসা জিনিস।

'সাবধান,' আমাদের হুঁশিয়ার করল এক ক্রীক। দক্ষিণ আর পশ্চিমে কোমান্‌চেদের উৎপাত বেড়েছে। মাইল কয়েক পশ্চিমে কিছু ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওরা।'

আড়চোখে জুডাসের পানে তাকালাম আমি। 'গুলি ছুঁড়তে পারো?'

'পারি, সাহ্।'

ওর মুখের কথাই যথেষ্ট। লোকটা আনাড়ি নয়। ওকে যখন প্রথম ঘোড়ার পিঠে দেখি তখনই বুঝেছি আগেও স্যাডলে চেপেছে সে।

অ্যরবাক্‌ল্ ছাড়িয়ে পশ্চিমে ওয়াশিতার উজানে যাওয়ার সময়ে আমি একটু পিছিয়ে ওর পাশে চলে এলাম। 'আমরা যা জানি, তার চেয়ে কতটা বেশি জানো তুমি?'

'মনে হয় না, সাহ্। আনজুস মি. পিয়েরের দাস ছিল। আনজুস তাঁকে ভালবাসত। মি. পিয়েরের দয়ার শরীর ছিল। আনজুসের, সাহ্, অ্যাডভেঞ্চার করার নেশা ছিল। দুর্দান্ত শিকারী ছিল ও, বন-জঙ্গল পছন্দ করত।'

'ওরা যখন পশ্চিমে যাওয়ার প্ল্যান পাকা করল, তারপর তোমার সাথে ওর কোনও আলাপ হয়?'

'একবার, সাহ্। আপনার বাবা, মি. ওসমানের সাথে দেখা করে ও। উনি ওকে বলেছিলেন পথে কী কী বাধা আসতে পারে, কোন ধরনের কাপড়চোপড় নিতে হবে সঙ্গে।

'আর একটা কথা, সাহ্, মি. সোয়ানকে পছন্দ হয়নি আপনার বাবার। আঁদ্রে ব্যাস্টনকেও না। ভুলবেন না, সাহ্, মি. ব্যাস্টন কিন্তু সাংঘাতিক লোক।'

মাঝে মাঝে অ্যান্টিলোপ চোখে পড়ছে আমাদের, দুবার মোষের পালের সামনে পড়লাম, তবে শিকার করলাম না। একে এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, তা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের মাংসের অভাব নেই। ওদের শিকারে আমরা ভাগ বসাতে চাই না, গুলির শব্দে বুনো ইন্ডিয়ানরা এসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বহুবার ওদের ট্র্যাক দেখতে পেলাম। কোম্যাঞ্চে... কমপক্ষে বারোজন একত্রে যাচ্ছে।

'হানাদার,' বলল অ্যাঞ্জেল। আমি একমত হলাম। কেবল যোদ্ধা, কোনও নারী বা শিশু নেই।

পুরো অঞ্চলটাই ইন্ডিয়ানদের দখলে। অর্ধেক বুনো, আর বাকি অর্ধেক বন্ধুসুলভ। শ্বেতাঙ্গরা যেমন নিগৃহীত হয়, নিরীহ ইন্ডিয়ানরাও রেহাই পায় না বুনোদের অত্যাচার থেকে। যাযাবর জাতিগুলোর ক্ষেত্রে এই হয়ে আসছে চিরকাল– সারা বিশ্বেই।

রাতে আড়ালে আবডালে ক্যাম্প করছি আমরা। তাড়াতাড়ি রান্না সারি। আগুন বিশেষ জ্বালাই না, আর ধরালেও শিখা কমানো থাকে। জুডাস নিজেকে একজন খাসা রাঁধিয়ে হিসেবে প্রমাণ করেছে। ওর এই সাফল্যে আমি খুশি। আমি রাঁধতে জানি তবে ভাল লাগে না কাজটা, অ্যাঞ্জেল আমার চেয়েও সরেস। আর টিংকার, ও এ-ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

আমরা প্রাচীন ফোর্ট কোবের প্রায় দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে এসেছি, হঠাৎ করে অ্যাঞ্জেল, ও-ই তখন পুরোভাগে ছিল, রাশ টানল। চিঁহিঁ ডাক ছাড়ল একটা ঘোড়া, পরক্ষণে এক ডজন ইন্ডিয়ান টিলার মাথায় উঠে এল।

আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা, কিন্তু আমি যখন শান্তির চিহ্ন স্বরূপ একটা হাত ওপরে তুললাম, তালু বাইরের দিকে, ওরা চলে গেল।

শাইয়েন, ক্যাশ ক্রীক অঞ্চলে শিকার করছিল। মনে হলো সফল হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে মাংস দেখলাম সাথে।

পশ্চিম এবং দক্ষিণের কিওয়া ওঅর পার্টি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করল ওরা। কিছু মাংসের বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে অল্পটাক চিনি নিল। স্যাডলে অনড় বসে ওদের বিদায় নেয়া লক্ষ করলাম আমরা, তারপর আমি প্রস্তাব দিলাম উত্তরে মোড় ঘুরতে।

পরবর্তী কয়েকটা দিন চার-পাঁচবার দিক্ বদল করলাম আমরা, উত্তরে পন্ড ক্রীক অভিমুখে প্রায় একদিন চলার পর সামান্য দক্ষিণে, যাতে সহসা কেউ আমাদের হদিস না পায়, তারপর সবশেষে খাড়া উত্তরে অ্যান্টিলোপ হিলস আর টেক্সাস প্যানহ্যান্ডেলের উদ্দেশে।

প্রধানত উন্মুক্ত তৃণভূমি হলেও ক্রীকের পাড়ে গাছগাছালি আছে। দিনের বেলায় যখনই সুযোগ পাচ্ছি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছি আমরা। রাতে ক্রীকে নেমে ক্যান্টিন ভরে নিচ্ছি। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে পানির খুব অভাব।

আচমকা বিশ ঘোড়ার একটা পালের দেখা পেলাম আমরা, সবগুলোই নালবিহীন, উত্তর-উত্তরপশ্চিমে যাচ্ছে। আমি রাশ টানলাম।

'ইন্ডিয়ান,' বললাম আমি।

টিংকার আড়চোখে তাকাল। 'জংলীও তো হতে পারে?'

'না। জংলী হলে এক জায়গায় নাদির পাহাড় দেখতে পেতে। দেখছ না কেমন ছড়ানো ছিটানো, এর মানে ইন্ডিয়ানরা অবিরাম ছুটছে।'

'দুদিনের পুরোনো ট্র্যাক,' যোগ করলাম আমি, 'খুউব ভোরের।'

টিংকার আমোদ পেয়েছে, আবার কৌতূহলও বোধ করছে। 'কীভাবে বুঝলে?'

'দেখো,' বললাম আমি, 'খুরের চাপে যে-সব ঘাসের ডগা পিষে গেছে, সেগুলোতে বালু লেগে আছে। দেখেছ? গত দুদিন সকালে শিশির পড়েনি। কিন্তু তিনদিন আগে প্রচুর পড়েছিল। ওইসময়ে এ-পথে গেছে ওরা।'

'তা হলে আমাদের চিন্তার কারণ নেই,' মন্তব্য করল ও।

আমি মুচকি হাসলাম। 'ওরা এখন ফিরতি পথেও থাকতে পারে?'

ছুটছি আমরা, যথাসম্ভব নিচু এলাকায় থাকার চেষ্টা করছি। এখন আমরা এ-রকম এলাকায় ঢুকতে যাচ্ছি যেটা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বুকে ভয়ঙ্করতম উপত্যকা অঞ্চলগুলোর একটা– চারদিকে অজস্র বড় বড় ক্যানিয়ন। তবে, আমার বিশ্বাস, ওই ক্যানিয়নগুলো আমাদের দক্ষিণে, অর্থাৎ ডানে পড়বে।

আমি নিশ্চিত পশ্চিমে আসার সময়ে বাবা যে-রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন সেই পথেই চলছি আমরা। মাঝে মধ্যে এ-দিক সে-দিক সরে গেছি, তবু মোটামুটিভাবে বিশ বছর আগে উনি যে-পথে এই-দিকে এসেছিলেন আমরা সেটাই অনুসরণ করছি।

আমাদের মতই পানি আর জ্বালানির চাহিদা ছিল ওঁদের। এবং ইন্ডিয়ান ভীতিও আমাদের চাইতে বেশিই হওয়ার কথা কারণ তখন পুরো অঞ্চলটাই ছিল ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত। বাবার সাথে খুব কমই দুর্গম এলাকায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। যাও-বা এক-আধবার গেছি তখন আমি একরকম মাটির সাথে কথা বলি। তবু তাঁর মনোভাব আমি জানি। বাবার হাতে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা হয় ক্যাম্পফায়ারের ধারে অথবা বনে-বাদাড়ে ঘোরার সময়ে। অত্যন্ত চিন্তাশীল লোক ছিলেন বাবা, তাঁর দীর্ঘ জীবনে বন-জঙ্গল সম্বন্ধে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার প্রায় সবটাই শিখিয়েছিলেন আমাদের।

কোনও মানুষই চায় না তার সারা জীবনের শিক্ষা উড়ে যাক ধোঁয়ায়

মত, সীমাহীন মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাবা আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চেয়েছিলেন এটা, নিজে যা শিখেছিলেন আমাদেরও শেখাতে চেয়েছিলেন তা। আমি ওই বয়েসেও ছিলাম ভাল শ্রোতা, তাই আমার বিশ্বাস অন্যদের চেয়ে বাবাকে আমি ভাল জানি।

তাই ক্রীকের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চ্যাপ্টা পাথর-বসানো ঢিবিটা যখন আমাদের চোখে পড়ল, আমি অ্যাঞ্জেলকে বললাম, 'অ্যাঞ্জি, ওইখানে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' একমত হলো ও।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল জুডাস।

'ওইরকম জায়গাতেই ক্যাম্প করবেন বাবা আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ওটা ম্যাকক্রেলান ক্রীক।'

দশ

ঘোড়ার পেটে স্পার মারলাম আমরা, মাইলখানেক চওড়া একটা উপত্যকার কিনারে উঠে এলাম। উপত্যকার বুক চিরে বইছে ঝরনা, বিশ ফুট চওড়া কিন্তু গভীরতা ছয় ইঞ্চির বেশি হবে না। ঝরনার পাড়ে কটনউডের সারি।

টলটলে পানি। আমাদের বাঁয়ে স্টেকড্ প্লেইন থেকে নেমে আসছে। খাড়া চড়াই, তবু গরজ বালাই।

'আমরা ক্যাম্প করব,' বললাম আমি।

ক্যাম্পের জন্যে সেরা জায়গা বাছাই করতে ঝরনার আশপাশে ঘুরে দেখলাম। একটা বিশাল, ঝড়ে উপড়ে পড়া কটনউডগাছ চোখে পড়তে সিদ্ধান্ত নিলাম ওখানেই হবে ক্যাম্প। মগডাল ঝরনা ছুঁয়েছে, তবে বিরাট কাণ্ডটা বাতাসের প্রকোপ থেকে আড়াল দেবে। চারপাশে আরও কটনউড থাকায় জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন। ঘোড়া জড়ো করার মত একটা প্রাকৃতিক কোরালের সন্ধানও পেলাম।

প্রথমেই আমরা ওদেরকে খুঁটিতে বেঁধে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিলাম। টিংকার পাহারায় রইল, খাবার তৈরি করতে বসল জুডাস।

অ্যাঞ্জেল আর আমি, আমরা এ-দিক ও-দিক ঘুরতে লাগলাম।

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা আমরা বাবার ট্রেইলেই রয়েছি এখন। উনি কোনও চিহ্ন রেখে গিয়েছেন কি না খুঁজে দেখার চেষ্টা করছি। মানুষ মাত্রেরই কাজকর্মের একটা নিজস্ব ধরন আছে। সময়ের গর্ভে মানুষের প্রায় সব কীর্তিই বিলীন হয়ে যায়। এ-অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্ম দুটোরই অত্যাচার বেশি, তার ওপর ঝড়বাদল লেগেই রয়েছে।

এখানে ওদের ক্যাম্প করে কিছু সময় কাটানো স্বাভাবিক। সুদীর্ঘ পথ

ফেলে এসেছে পেছনে, সামনে অবারিত অথচ বন্ধুর স্টেকড্ প্লেইন। এর অর্থ ওরা বোঝে।

এই ক্যাম্পটা ঘেরা। ঘোড়াগুলোর যখন ঘাস খাওয়া শেষ হলো টিংকার ওদেরকে কোরালে তুলে রাখল।

দুর্গম দেশে যে-মানুষের যাতায়াত ক্যাম্পের সম্ভাব্য জায়গা দেখার জন্যে সে সর্বদা একটা চোখ খোলা রাখে। তখন প্রয়োজন না হলেও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হয় তাকে। ক্যাম্প, জ্বালানি, সুরক্ষিত অবস্থান, পানি... সবকিছুই দেখতে হয়।

দ্রুত না হলেও মোটামুটি একলয়ে এগিয়েছি আমরা, ট্রেইল ঢাকতে গিয়ে পথে সময় নষ্ট হয়েছে কিছু, তবু আমি অস্বস্তি বোধ করছি। আমাদের জীবনের ওপর অনেকগুলো হামলা এসেছে, মনে হয় না ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছি শত্রুর চোখে।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ক্রীকের উজানে তাকালাম আমি। সুস্বাদু পানি। কোনওরকম খনিজ পদার্থ নেই। পশ্চিমের অধিকাংশ ঝরনাতেই যেমন থাকে জিপসাম, লবণ বা ওই জাতীয় পদার্থ রয়েছে।

বাবাদের দলটা যখন এখানে পৌঁছেছিল আঁদ্রে ব্যাস্টন ছিল সঙ্গে। সুতরাং এই ঝরনার কথা জানে সে, এবং এখানে আসবে। ওর সাথে কজন থাকবে অনুমান করা কঠিন, তবে পথে সে যে কঠিন লোকদের ভাড়া করবে তাতে সন্দেহ নেই। গোলমালের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে ওরা।

পরিবেশটা পছন্দ হচ্ছে না আমার, ভেতর থেকে কেউ হুঁশিয়ার করছে বারবার। কে হুঁশিয়ার করছে? সহজাত অনুভূতি? সেটা আবার কী বস্তু? আমি যা দেখছি বা গন্ধ শুঁকছি তার স্মৃতিভাণ্ডার?

এ-ধরনের জায়গা আমি সচরাচর পছন্দ করি। নিঃসঙ্গ মনোরম পরিবেশ, এই ধরনের পরিবেশ খুঁজে পেতে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা পোয়াতে হয়। আমার ধারণা অনেকের গৃহই অশান্তির কুণ্ড।

ক্ষীণ জলধারা গড়িয়ে পড়ছে বালুর ওপর– এত পরিষ্কার পানি যে তলদেশের সবকিছু দেখা যায়, এমনকী এক ঘণ্টা আগে ফেলে-যাওয়া ট্র্যাক পর্যন্ত... যেমন ওটা।

একটা ঘোড়ার ট্র্যাক, তার ও-পাশে আরেকটা। ঝরনায় নেমে অনুসরণ করলাম আমি। ঘেসো পাড়ে খুর ঘষা খাওয়ার ছাপ, পাহাড়ের দিকে চলে গেছে ট্র্যাক। সতর্ক রয়েছি আমি যেন চোখ ওইদিকে না যায়, ঘুরে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ঝরনার পাড় ধরে ত্রিশ-চল্লিশ গজ এগোলাম, তারপর ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

ফিরতি পথে আমি দুবার থামলাম। জ্বালানি কাঠ কুড়োতে একবার, আরেকবার একটা খরগোশ যেখানে ঘুমোচ্ছিল সে-দিকে তাকাতে। ক্যাম্পে ফিরে লাকড়ির বোঝাটা ধপ করে ফেলে দিলাম হাত থেকে।

অ্যাঞ্জেল ভাটিতে গিয়েছে, আমি ফিরিয়ে আনতে গেলাম ওকে।

'ট্র্যাক,' যাওয়ার আগে বললাম ওদের। 'রাইফেল নিয়ে চারদিকে নজর রাখো। ওই ঘোড়াটা নাল-পরানো, ওরা এসে পড়েছে– কাছেপিঠে আছে কোথাও।'

'কতক্ষণ আগের ট্র্যাক?' টিংকার কৌতূহলী।

'ঘণ্টাখানেক। বেশিও হতে পারে। ওখানে স্রোত কম, তেমন পলি যাচ্ছে না সাথে, ফলে বলা কষ্ট। তবে এ-ধরনের ট্র্যাক বেশিক্ষণ থাকে না। সুতরাং ঘণ্টাখানেক আগের হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা এসেছি আধঘণ্টা হলো।'

'সম্ভবত ওরা আমাদের আসতে দেখেছে। জানে এত ভাল ক্যাম্পের জায়গা হাতছাড়া করব না আমরা। এখন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা অসতর্ক হলেই...'

আমার উইনচেস্টারখানা তুলে নিলাম আমি, দুমুঠো কার্তুজ পুরলাম পকেটে। কোমরে কার্তুজ বেল্ট রয়েছে, প্রতিটি লূপ পূর্ণ।

'সবসময় সতর্ক থাকবে। যে-কোনও মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে।' কথাটা মনে হতেই আবার বললাম, 'লাকড়ি সংগ্রহ করতে হলে দল বেঁধে যাবে। তাওয়া আর খাবারদাবার ছাড়া সবকিছু গুছিয়ে রাখো। আমাদেরকে হুট করে পালাতে হতে পারে।'

ভাটিতে ঝোপ ঘন। কটনউড আর উইলোই বেশি। ঝোপের ভেতর দিয়ে পশু চলাচলের পথ। বেরিয়ে পড়লাম আমি। বাঁ-কাঁধে স্লিং থেকে রাইফেল ঝুলছে, মাযল মাটির দিকে নামানো, বাঁ-হাতে ব্যারেল ধরে আছি। হাতটা সামান্য তুললেই মাযল উঠে যাবে এবং বাঁট নেমে আসবে– তখন ডান হাতে ট্রিগার গার্ড আঁকড়ে ধরলেই হলো। নিয়মিত অনুশীলন করলে পিস্তলের মতই ঝটপট রাইফেল ব্যবহার করা যায়।

ঘন কালোজামের ঝোপ, উইলো এবং কয়েকটা বিশাল কটনউড। অ্যাঞ্জেলের ট্র্যাক রয়েছে ওখানে, পরক্ষণে অ্যাঞ্জেলকে দেখতে পেলাম।

আমাকে আসতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'যা কিছু ঘটেছে– ওই পাহাড়ে, অথবা ফেরার পথে।'

'তোর ধারণা ওরা সোনা পেয়েছিল?'

'না পেলেও, বুঝতে পেরেছিল কোথায় আছে,' বলল ও। 'হয়তো শীত এসে পড়ায় আর বের করতে পারেনি। সম্ভবত ওই-সময়েই আঁদ্রে বা পিয়েরে ঠিক করে কাউকে ভাগ দেয়া চলবে না।'

'হিপোকে নিয়ে আঁদ্রে ফিরে আসে। দলের মধ্যে ওরাই তখন সবচেয়ে তরুণ।'

এরপর শান্তভাবে ট্র্যাক আর আমার খুঁতখুঁতির কথা অ্যাঞ্জেলকে জানালাম। ঘুরপথে ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা। ভাটিতে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে আমাদের ক্যাম্প। কিন্তু আঁদ্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে

কোনও আঁচ-অনুমান করতে পারলাম না আমি।

ও লড়াকু, এটা জানি, প্রয়োজনে খুন করতে পিছপা হবে না। লোকটাকে আমার সাহসী বলে মনে হয়নি, লা ক্রুইগের ওপর ও যেভাবে চড়াও হয়েছিল তা থেকেই বোঝা যায় আঁদ্রে বাঁকাপথ ধরতে কসুর করে না, কিন্তু সামনে ভেজাবেড়ালটি।

'অ্যাঞ্জেল, আমার মনে হয় ওদের জন্যে অপেক্ষা করার কোনও অর্থ নেই। আমরা এখানে বাবার হদিস বের করতে এসেছি, আঁদ্রের সাথে লড়তে না।'

'তোর কী মত?'

'রাতে চুপিসারে কেটে পড়ব আমরা, দক্ষিণদিকে পিছিয়ে গিয়ে রেড ক্রীকে যাব, তারপর ক্রীক বরাবর ক্যানিয়নের ওপরে যতদূর যাওয়া যায়, এবং সেখান থেকে স্টেকড্ প্লেইন্স পেরিয়ে টুকুমকারি বা অন্য কোথাও।'

রাতে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে সটকালাম আমরা। ক্যাম্পের আগুন এমন জায়গায় জ্বালিয়ে রেখে এসেছি যেখানে ঘাসে ধরে ওঠার আশঙ্কা নেই। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দক্ষিণে বাঁক নিলাম। ভারি লটবহরসহ চারজনের দল হিসেবে আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই এগোচ্ছি এবং, বলা চলে, প্রায় নিঃশব্দে।

ভোর নাগাদ বিশ মাইল দূরে সরে এলাম, ১৮৫২-তে ম্যাকক্লেলান যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে। ক্যাম্প করলাম আমরা, ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিলাম, তারপর উপত্যকার পশ্চিমে ঘুরে রেড ক্যানিয়নের দিকে এগোলাম।

অবশেষে ঝরনার দেখা পেলাম আমরা। একটা ট্রেইল চোখে পড়ল, খাড়া চড়াই, ওই পথে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। টুকুমকারি পাহাড়টা কোথায় আমি জানি, ওটার দেখা পেলেই বুঝতে হবে সাবেক ফোর্ট ব্যাসকম আর দূরে নেই। দুবার ড্রাই ক্যাম্প করলাম আমরা, এবং একবার ঝরনার ধারে। একজন মেষপালকের সঙ্গে দেখা হতে আবার থামলাম। ও আমাদেরকে টর্টিলা আর ফ্রিওলস দিল। আমাদের ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাই এরপর যখন একপাল ঘোড়া আর ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া চোখে পড়ল আমরা সে-দিকে এগিয়ে গেলাম।

অ্যাঞ্জেল ওর ঘোড়াকে আমার পাশে নিয়ে এল। 'আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল ও। 'সাধারণ কাউহ্যান্ডদের মত না।'

হন্টন গতিতে ঘোড়াগুলোর কাছে গেলাম আমরা। চারজন লোককে দেখতে পেলাম: তিনজন কাঠখোট্টা মার্কা শ্বেতাঙ্গ এবং একজন মেক্সিক্যান। তার কাঁধে রাইফেলের কার্তুজ-ভরা জোড়া ব্যান্ডোলিয়ার। এমনভাবে বসে আছে ওরা যেন এখুনি লড়াই বাধবে।

'হাউডি!' অমায়িক গলায় বললাম আমি। 'পানি হবে?'

সাদা-চুলো শ্বেতাঙ্গ লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে কতগুলো ঝোপ দেখাল

'ওখানে যাও।' আমাদের ঘোড়াগুলো জরিপ করল ও। শ্রান্ত, তবু দেখলে বোঝা যায় উঁচু জাতের জানোয়ার।

'বদলাবদলি করবে?'

'না,' বলল অ্যাঞ্জেল, 'পানি খেয়েই আমরা চলে যাব

পাশ কাটানোর সময়ে ঘোড়াগুলোর মার্কা লক্ষ করলাম আমি। একজন মানুষ যেমন নিয়মিত তার গলা সাফ করে, তেমনি গবাদি পশু ব্যবসায়ীর স্বভাব পশুর মার্কা লক্ষ করা। ঝরনায় পৌঁছে আমি ঘোড়া ঘুরিয়ে ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। 'অ্যাঞ্জেল, তুই আর টিংকার পানি খা। এদেরকে আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'মার্কাগুলো দেখেছিস?' বলল ও। 'পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া, অথচ একটারও ঘা শুকোয়নি।'

'চোরাই ঘোড়া,' একমত প্রকাশ করলাম আমি। 'না শুকোনো অবধি এখানেই রাখবে, তারপর দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে।'

'খুব ভাল জাতের ঘোড়া,' মন্তব্য করল টিংকার। 'সেরা জিনিস।'

অ্যাঞ্জেল আর টিংকার যখন স্যাডলে উঠল, জুডাস প্রিস্টকে নিয়ে নামলাম আমি। প্রথমে ও পানি খেলো, তারপর আমার পালা, আমি সবে ঝরনার ধারে গেছি, এমন সময়ে অ্যাঞ্জেল বলল, 'হুঁশিয়ার।'

ওরা আসছে আমাদের দিকে।

লোকগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। ওরা আমাদেরকে চেনে না, কিন্তু ঘোড়াগুলোর ওপর চোখ পড়েছে।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' প্রশ্ন করল সাদা-চুল।

'ভবঘুরে,' মৃদু স্বরে জবাব দিলাম আমি।

'আমরা ঘোড়া বদল করতে চাই,' বলল ও। 'তোমাদের ঘোড়াগুলো ভাল। একটার বদলে দুটো দেব।'

'দলিলসহ?' মন্তব্য করলাম আমি।

চকিতে আমার দিকে ঘুরল ও। সাদা-চুলের গলাটা লম্বা, এমনভাবে ঘুরল যে ওকে দেখে হিংস্র শকুনের চেহারা মনে পড়ে গেল আমার। 'মানে?'

'কিছু না,' আমি শান্ত। 'আমার ভাই একজন উকিল, সবকিছু আইন মোতাবেক করতে চায়।'

অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকাল ও। মুখে কয়েকদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জামাকাপড় নোংরা। 'তাই!' ঘোঁৎ করে [illegible] উঠল সাদা-চুল।

'ক্যান্টিনগুলো ভরে নাও,' জুডাসকে বললাম আমি। 'আজ রাতে ড্রাই ক্যাম্প করতে হতে পারে।'

'আচ্ছা, মি. ওসমান,' বলল জুডাস।

সাদা-চুল চমকে উঠল যেন কেউ ওকে চড় মেরেছে। 'কী? কী বললে?'

'ওসমান,' বলল জুডাস।

অন্যরা এখন পিছিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। সাদা-চুলের মুখ ফ্যাকাসে। 'দেখো,' বলল ও, 'আমার দায়িত্ব কেবল এদেরকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া।' লোকটার গলা কাঁপছে। 'কাজটা করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে আমাদের।'

'কে ভাড়া করেছে? কোথায় সে?'

'আসছে। সরাসরি এখানেই আসবে ওরা।'

'নাম কী?' আচমকা প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেল।

ইতস্তত করল সাদা-চুল। 'চার্লি ম্যাককেয়ার,' বলেই ফেলল শেষ-পর্যন্ত।

চোখের কোণে আমার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেল। বন্দুকবাজ হিসেবে ম্যাককেয়ারের কুখ্যাতি আছে, তবে কখনও বেআইনি কিছু করেছে বলে শোনা যায়নি। এখন ওর বাথান অ্যারিযোনায়, তবে নিউ মেক্সিকো আর টেক্সাসে ভাইয়েরা থাকে।

'অ্যাঞ্জেল,' বললাম আমি, 'এদের ওপর নজর রাখ, আমি বরং ঘোড়াগুলো দেখে আসছি ভাল করে।'

'খবরদার!' খেঁকিয়ে উঠল সাদা-চুল।

'চুপটি করে বসে থাকো,' পরামর্শ দিল অ্যাঞ্জেল। 'আমাদের দেখা দরকার ওসমান নাম শুনে তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন।'

দুলকি চালে অ্যাপালুসাকে ওই ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে ছোটালাম আমি। কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে পরখ করলাম ওদের, তারপর ফিরে এলাম।

'মার্কা তুলে ফেলা হয়েছে,' আমি বললাম, 'কাঁচা হাতের কাজ। থ্রি এইট, পড়তে হবে স্ল্যাশ এস এস।'

'ও'নীলের ব্র্যান্ড,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'তাই তো বলি!'

এগারো

লোকটার গাল শক্ত হলো। 'দ্যাখো!' বলল সে। 'আমি কিন্তু—'

'চোপ,' ধমক লাগাল অ্যাঞ্জেল। এক এক করে সবার মুখ দেখল ও। 'তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। বাধা দিলে কিন্তু নির্ঘাত ফাঁসি।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে কে কাকে গ্রেফতার করে!' রাগত স্বরে বলল সাদা-চুল। 'চার্লি ম্যাককেয়ারের সাথেই বরং কথা বলো! ওই যে আসছে সে!'

জুডাস আর টিংকার সামান্য ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘোড়াচোরদের দিকে মুখ করে আছে। অ্যাঞ্জেল আর আমি, আমরা ঘুরলাম আগন্তুকদের মোকাবেলা করতে। সাতজনের দল, খুনে চেহারা।

ম্যাককেয়ার বিশালদেহী। শক্তপোক্ত লোক। দেখলেই বোঝা যায় এ লোকের জন্ম হয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। পোড়খাওয়া চেহারা, উঁচু হনু। কঠিন মুখ আর শক্ত চোয়ালের ওপরে থ্যাবড়া নাক।

'কী, হচ্ছে কী এখানে?' জানতে চাইল ম্যাককেয়ার।

'মি. ম্যাককেয়ার? আমি অ্যাঞ্জেল ওসমান। চোরাই ঘোড়াসহ এই লোকদের আমি গ্রেফতার করেছি।'

'চোরাই ঘোড়া?' ম্যাককেয়ার বিরক্ত। 'ওগুলো আমার ঘোড়া– গায়ে আমার মার্কা আছে।'

'প্রত্যেকটির দাগ তুলে ফেলা হয়েছে,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'থ্রি এইটের জায়গায় হবে স্ল্যাশ এস এস, ও'নীল ওসমানের ব্র্যান্ড।'

ঝামেলার আশঙ্কা থাকলে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত, কোনওকিছু নজর এড়ালে চলবে না। ম্যাককেয়ারের ডানে রয়েছে এক হ্যাংলা যুবক, মুখখানা ভালমানুষের মত। এ-ধরনের লোক সাধারণত বশ মানে না কারও– এও মুখিয়ে আছে ঝগড়ার আশায়।

আমি ওর দিকে তাকাতে লোকটার ঘোড়া ঈষৎ সরে গেল, সওয়ারির হাত পড়ল পিস্তলের বাঁটে।

'ম্যাককেয়ার! তোমার লোককে হাত সরাতে বলো! গোলাগুলির দরকার নেই, তবে ওর যদি শখ হয়ে থাকে– খেতে পারে।'

ঘাড় ফেরাল ম্যাককেয়ার। পাথরের মত কঠিন শোনাল ওর গলা। 'বোলি, তোমার হাত সরাও!' দলের অন্য লোকদের উদ্দেশে ঘুরল সে। 'আমি না বলা অবধি কেউ টুঁ শব্দ করবে না! বুঝেছ?'

এরপর ঘুরে ওর চোখ দুটো আমার ওপর স্থির হলো। তামাটে পোড়খাওয়া মুখের পটভূমিতে ওই শীতল ধূসর চোখজোড়া দেখলে অতিবড় সাহসীরও বুক কেঁপে উঠবে। আমার কাছে মনে হলো, যেন একজোড়া গান মাযল দেখছি। 'তুমি কে?'

'উইলিয়ম ওরিন ওসমান। অ্যাঞ্জেলের ভাই। আর ওগুলো যার ঘোড়া, ও'নীল, সেও আমার ভাই।'

'ওগুলো চার্লি ম্যাককেয়ারের ঘোড়া,' বলল বোলি।

অ্যাঞ্জেল পাত্তা দিল না ওকে। 'মি. ম্যাককেয়ার, তোমাকে সবাই ভদ্রলোক বলেই জানে। ঘোড়ার মার্কা পড়তে জানো তুমি, দেখলেই বুঝবে ওই ছাপগুলো কাঁচা আছে এখনও– অথচ ওই পালের একটারও বয়স চার বছরের কম না। আবার ওগুলো মাসট্যাংও নয়। এ-সব ঘোড়ার মার্কা বহু আগেই হয়ে যাওয়ার কথা।'

ম্যাককেয়ার তার কাছাকাছি একজন মাঝবয়েসী লোকের দিকে তাকাল। 'টম, চলো তো একবার দেখে আসি গিয়ে।' অন্যদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা চুপচাপ বসে থাকো।'

অ্যাঞ্জেল ওদের সাথে যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখল আমাকে। দাঁত বের করে হাসলাম আমি। 'আমি আছি, জেল। ওরা একা বোধ করবে না।'

আমার পাশ দিয়ে জুডাসের পানে তাকাল বোলি, তারপর টিংকারকে দেখল। 'ওরা কে?' জিজ্ঞেস করল।

টিংকার হাসল, ঝিকিয়ে উঠল ওর সাদা দাঁতগুলো, চোখে বিদ্রূপ। 'আমি? আমি একজন জিপসি। নাম টিংকার। ঘড়ি-তালা মেরামত করি,' যোগ করল ও। 'কলকব্জা জোড়া দিই যাতে ওরা ঠিকমত কাজ করে, আবার ভেঙেও ফেলতে জানি।' স্ক্যাবার্ড থেকে নিজের ছুরিটা বের করল সে। 'মাঝে মাঝে এমনভাবে ভেঙে ফেলে যেন ওগুলো আর কখনও কাজ না করে।' ছুরিটা ফের খাপে পুরল টিংকার।

জুডাস কিছুই বলল না, স্থির চোখে ওদের মাপল কেবল, হাত নিষ্কম্প।

চার্লি ম্যাককেয়ার এখন ঘোড়াগুলোর কাছে রয়েছে। সঙ্গে ওর সাঙ্গাত। ওগুলো যে চোরাই ঘোড়া সেটা বুঝতে কষ্ট হবে না ওর, তবে সেটা নির্ভর করছে ও তা বুঝতে চায় কিনা তার ওপর। আমরা ইচ্ছে করলেই একটা ঘোড়া মেরে, তার ছাল ছাড়িয়ে উল্টো পিঠ পরীক্ষা করতে পারি। ওভাবে প্রকৃত ঘটনা বোঝা যাবে। কিন্তু আমি তা করতে চাইছি না, অন্য কেউ করুক তাও চাই না। তা ছাড়া এটা নিষ্প্রয়োজন। মার্কা ঠিক তুলে ফেলা হয়েছে তাতে ভুল নেই। ওরা পুরোনো মার্কা পুড়িয়ে ফেলার দরকার মনে করেনি, আগেরটার সাথে যোগ করেছে শুধু। ফলে একটা কানাও বুঝতে পারবে কী ঘটেছে। কিন্তু ম্যাককেয়ার যদি মানতে না চায়? স্বীকার করে নেয়ার অর্থই নিজের লোকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, আর্থিক লোকসানও আছে।

চার্লি ম্যাককেয়ার মেজাজি লোক। ওর সেই মেজাজ কেমন থাকে তার ওপরেই নির্ভর করবে কী ঘটবে। আমি, আমি তৈরি রয়েছি। মিসিসিপির পশ্চিমে সর্বত্র এবং পুবের কোনও কোনও জায়গায় ঘোড়া চুরির সাজা ফাঁসি। চোর ধরতে গেলে গোলাগুলিও হয়ে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বোলি জানে কীভাবে ওই মার্কা মোছা হয়েছে।

সহসা, ঘোড়া ঘুরিয়ে কয়েক পা আগে বাড়ল ম্যাককেয়ার।

টমের ঠিক পেছনেই রয়েছে অ্যাঞ্জেল। আবার আমরা সবাই যখন মিলিত হলাম, চার্লি আমাদের মুখোমুখি হলো। 'ভাগো,' বলল সে। 'আমাদের কথা শেষ।'

'চার্লি,' বলল টম, 'দেখো, আমি–'

'তুমি আমার পক্ষে, না শত্রু?' চার্লির মুখ রাগে লাল। 'আমাদের সাথে থাকতে না চাইলে, যেতে পারো।'

'চার্লি! আর একবার ভেবে দেখো। তুমি কখনও অসৎ ছিলে না। তুমিও জানো ওই মার্কাগুলো–'

বোলির হাত পিস্তলে চলে গেল। ওর ওপর আমার নজর ছিল। 'বের করো,' বললাম আমি, 'তোমার পেট ঝাঁঝরা করে দেব।'

কেউ নড়ল না। 'ঠিক আছে, চার্লি,' টম বলল, 'বারো বছর ধরে তোমার নিমক খেয়েছি, কিন্তু আজ চলে যাচ্ছি। আমার যা পাওনা হয়েছে তুমিই রেখে দাও। অসৎ পয়সা আমি নেব না।'

'টম!' আপত্তি জানাল ম্যাককেয়ার।

'না।'

'তবে জাহান্নামে যাও।'

'ওটা তোমার পথ, চার্লি, আমার না।'

টম ঘোড়া ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে তৃণভূমি পার হয়ে চলে গেল।

আমার হাতে এখনও পিস্তল রয়েছে। সাদা হয়ে গেছে বোলির কানের লতি। নিজেকে একজন তুখোড় পিস্তলবাজ ভাবত ও, সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহসের অভাব আছে।

'তুমি ভুল পথে পা বাড়াচ্ছ, ম্যাককেয়ার,' বললাম আমি।

'বোকামি কোরো না! আমরা তোমাদের চেয়ে দলে ভারি।'

'নিজের দিকে তাকাও, ম্যাক,' ওকে বললাম আমি। 'তোমার আর লোকেরা কী করবে জানি না– তবে তুমি আর বোলি মারা যাচ্ছ তাতে ভুল নেই।'

'ওদেরকে ধরো, আংকল চার্লি,' বলল বোলি। 'ওরা মোটে দুজন। ওই নিগ্রো শালা কিছু করবে না। অন্যটাও ফালতু।'

'সাহ্, আপনি যদি মনে করে থাকেন আমি কিছুই বলব না,' মিহি স্বরে বলল জুডাস, 'আসুন না, হয়ে যাক এক হাত?'

বোলি পিস্তল বের করতে নিল, তারপর থমকে গেল, ওর চোখ জুডাস প্রিস্টের হাতের দিকে। সেখানে একটা কোল্ট রিভলভিং শটগান শোভা পাচ্ছে।

'কী, হয়ে গেল? এই শটগানে চারটা বুলেট আঁটে। আমি যখন উড়ন্ত পাখি মারতে পারি, তখন একটা স্যাডলে-বসা লোককেও পারব।'

বোলি চুপসে গেল, চুল আঁচড়াল আঙুল চালিয়ে। শটগান দেখলে অধিকাংশ লোকই ভড়কে যায়।

'মি. ম্যাককেয়ার,' প্রস্তাব দিল অ্যাঞ্জেল, 'আর একবার ভেবে দেখলে হত না? আমরা গোলমাল চাই না। বস্তুত সেজন্যেই এদের গ্রেফতার করেছি– যা হবার কোর্টেই হবে।'

'তোমার সে-ক্ষমতা নেই, তুমি আইনের লোক নও।'

'আছে। প্রত্যেক আইনজীবীরই তা থাকে।'

চার্লি ম্যাককেয়ার কিছুটা দমে গেল, তবে আমার সন্দেহ আছে ও মত বদলাবে কি না। আমার পিস্তলের আওতা থেকে সরতে পারবে না ও। বোলি

ঘোঁট পাকানোর পাঁয়তারা করছে দেখে, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই পিস্তল বের করেছি আমি। এখন গোলাগুলি হলে চার্লিরই সবার আগে মারা পড়ার আশঙ্কা বেশি, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর ঘটে আছে।

'আমি কী করে বুঝব যে তুমি ভাঁওতা দিচ্ছ না? তা ছাড়া তোমার ভাইয়ের মার্কা কী তাও জানি না আমি।'

'আমার ভাইকে চিনতে আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, মি. ম্যাককেয়ার, ও এখন ওর ঘোড়ার সন্ধানে পথে রয়েছে।

'ওরিন বা আমার মত ধৈর্য,' বলল ও, 'ও'নীলের নেই। আমাদের ভাইদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। মারমুখী।'

আমরা গোলাগুলি চাই না। ঘটনাটা আচমকা ঘটে গেছে, এখন কেউ এতটুকু বেচাল হলেই রক্তবন্যা বয়ে যাবে।

পরক্ষণে অনেকগুলো খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা, তারপর উপত্যকায় দেখা দিল ও'নীল, ঋজু ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে, গায়ে স্প্যানিশ ধাঁচের আঁটসাঁট বাকস্কিন জ্যাকেট।

ওর পেছনে আধডজন অশ্বারোহী, সবাই মেক্সিক্যান, মাথায় বিরাট সমব্রেরো, কাঁধে ব্যান্ডোলিয়ার, প্রত্যেকেই সশস্ত্র- রাইফেল, পিস্তল দুটোই আছে। ও'নীলের ভ্যাকুয়েরোদের আমি জানি, স্পর্শকাতর। তুখোড় সাহসী লোক ছাড়া ওর দলে কাউকে নেয় না ও'নীল। আর একটি শর্ত আছে: গবাদি পশু চেনা চাই।

চেয়ে চেয়ে দেখার মত একখানা দৃশ্য বটে। কর্মচারীদের সবসময় সেরা ঘোড়া দেয় নীল। আর ওদেরও চলাফেরা কর্তৃত্বপূর্ণ। সাহসী বেপরোয়া লোকজন সব, প্রয়োজনে নরক অবধি নীলের সঙ্গী হবে।

'মনে হচ্ছে তোরা আমার ঘোড়াগুলো পেয়ে গেছিস,' বলল ও। আড়চোখে প্রথমে চার্লি তারপর ওর সাঙাতদের দেখল। আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে ও'নীল। খালি পায়ে ছফুট দুইঞ্চি লম্বা; ওজন একশো নব্বই, এর একরতিও মেদ নয়।

'মার্কা বদলানো হয়েছে,' মন্তব্য করল অ্যাঞ্জেল।

ও'নীল তাকাল ওর দিকে। অ্যাঞ্জেল বলল, 'এ চার্লি ম্যাককেয়ার, থ্রি এইটের মালিক। ওর দলের কেউ কেউ পাঁয়তারা করেছিল, তবে এখন সবকিছু ঠাণ্ডা।'

ভ্যাকুয়েরোরা ঘোড়াগুলো জড়ো করে ট্রেইলে রওনা করে দিল ওদের, তারপর নিজেরা অপেক্ষা করতে লাগল। টিংকার তার ঘোড়া ঘুরিয়ে প্রিস্টের অপেক্ষায় রইল। এ-বার নিজের লোকদের উদ্দেশে মুখ খুলল ও'নীল।

'আমাদের ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি আমরা,' বলল ও। 'আমার ভাইয়ের অনুরোধে এখনকার মত ক্ষমা করলাম এদের। কিন্তু ফের যদি কখনও আমার ক্যাম্পের আশপাশে এদেরকে ঘুরঘুর করতে দেখো- গুলি করবে।'

ভ্যাকুয়েরোরা অনড় হয়ে বসে রইল স্যাডলে, রাইফেল প্রস্তুত। তারপর আমরা যখন আমাদের ঘোড়া নিয়ে রওনা হলাম ওরা এসে যোগ দিল।

আমি পেছনে তাকাতে দেখলাম চার্লি তার হ্যাট মাথা থেকে খুলে নিক্ষেপ করল মাটিতে। তবে ওই পর্যন্তই, কারণ আমরা তখন অনেকদূরে চলে এসেছি বলে ও কী বলল শোনা সম্ভবপর হলো না।

ও'নীল আর অ্যাঞ্জেল পুরোভাগে রয়েছে। আমার বিশ্বাস ঘোড়া চুরির সাথে বাবার ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে কী না বোঝার চেষ্টা করছে অ্যাঞ্জেল। আমি একপাশে সরে গেলাম, লোকজন এবং ধুলো থেকে দূরে। চিন্তা করতে হবে আমাকে, একাকী পথ চললে চিন্তাভাবনার সুযোগ মেলে বেশি। এবং মগজটাও তখন খোলতাই থাকে। বিশেষত, একান্তই যদি কখনও চিন্তা করি, ওভাবেই করতে পছন্দ করি আমি।

মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই আমি, মানুষ কোনও কাজে নামার আগে কতটা ভাবনাচিন্তা করে তবে নামে। তবু এখন বাবার কথা বিবেচনা করতে হবে আমাকে। তাঁর জায়গায় নিজেকে বসাতে হবে।

পিয়েরে এবং অন্যরা যে-সোনা খুঁজছিল সেটা সম্ভবত স্যান হুয়ানে আছে, যতটুকু শুনেছি তাতে বোঝা যায় প্রচুর সোনা আছে ওখানে। কিন্তু ওই পাহাড়ের শাখা-প্রশাখা অনেক, সুগভীর গিরিখাত রয়েছে। দুর্গম অঞ্চল, আজ পর্যন্ত কোনও শ্বেতাঙ্গ লোক গেছে বলে মনে হয় না।

মিল্টন আর পিটার ওসমান এই এলাকায় শালাকো টাউনে ক্যাম্প করেছে। এখনও বাথান গড়েনি ওরা, জায়গা বাছাই করছে, তবে ওদের চিঠিতে যা পড়েছি তাতে মনে হয়েছে এলাকাটা আমাদের মনের মত।

স্যান হুয়ানে আমি আগেও গেছি। ভ্যালেসাইটোসের পাহাড়েই ড্রুসিলাকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। ও'নীল, এবং বাবাও, ডুরাংগো আর বেকার পার্ক অঞ্চলে বহুবার গিয়েছেন। বাবা ওই দেশটা ভাল চিনতেন– সম্ভবত ওখানে বহুদিন ধরে যারা বাস করছে তাদের মতই।

ভ্যালেসাইটোসে ক্লেইম স্টেক করতে ক্যাপ সয়ার আর আমি যে-পথে গিয়েছিলাম, এখন সেই পথেই এগোচ্ছি। মোরা থেকে উত্তরে রওনা হয়েছিলাম আমরা, ঈগল নেস্ট এবং ই-টাউনের ভেতর দিয়ে, তারপর স্যান লুই ভ্যালি হয়ে পশ্চিমে স্যান হুয়ানের ট্রেইলে।

আচ্ছা, মায়ের ধারণাই যদি ঠিক হয়, বাবা বেঁচে আছেন এখনও? এমনও তো হতে পারে যে তিনি আহত অবস্থায় আটকা পড়েছেন পাহাড়ে, বেরোতে পারছেন না? কিংবা ইন্ডিয়ানরা বন্দী করেছে? কথাটা বিশ্বাস করতে বাধছে আমার, বলতে কী বিশ্বাসই হচ্ছে না, তবে বাবা শক্তপাল্লা, ঘায়েল করতে হলে আদাজল খেয়ে লাগতে হবে।

সে-রাতে একটা সুশীতল ঝরনাতীরে, যেখানে ঘেসো জমি আছে, ক্যাম্প করলাম আমরা।

সবাই যখন আগুনের পাশে জড়ো হলো আমি উইনচেস্টার হাতে মেসার মাথায় উঠলাম। চারদিকে বহুদূর অবধি দেখা যায় ওখান থেকে। সূর্য অস্তমিত, কিন্তু আকাশে লাল সোনালি ছটা রেখে গেছে। ছেঁড়া-খোঁড়া গোলাপি মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ইতিউতি

মেসার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে পশ্চিমে দৃষ্টি স্থাপন করলাম আমি। ও'নীলের আছে রোসাবেলা, অ্যাঞ্জেল আর কিছু না হোক আইনরক্ষাকেই ওর জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছে, লোকে ওকে সমীহ করে, কিন্তু আমার কী আছে? কী পেয়েছি জীবনে? আমার নারীভাগ্যই বোধহয় খারাপ, অথচ আমার এই একাকিত্বকে দূর করতে নীড় বাঁধতে চাই আমি– নিজের বলে একজন জীবনসঙ্গিনীকে চাই।

লোকের বিশ্বাস আমি ভবঘুরে মানুষ, কিন্তু আমি যে-সব ভবঘুরে লোককে চিনি তাদের অধিকাংশই এখানে সেখানে হন্যে হয়ে ছুটেছে তাদের স্বপ্নের নীড়ের সন্ধানে। আর পেলেই কোথাও থিতু হয়ে বসেছে।

কখনও কি আমার স্বপ্ন সার্থক হবে? কোনও দিন।

পিটার জানিয়েছে ওখানে আরও কয়েকঘর ওসমান আছে। আমাদের পরিচিত কোনও আত্মীয় নয়, তবে ভাল লোক, ওদেরকে আমরা ঘাঁটাব না।

নীচে নামার জন্যে পেছনে তাকাতে, দূরে ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে পড়ল, একটামাত্র লাল চোখ, নাচছে, শয়তানের নৃত্য।

আমরা যে-পথে এসেছি সেখানে কেউ আছে। বোধহয় অনুসরণ করছে আমাদের।

চার্লি ম্যাককেয়ার? আঁদ্রে ব্যাস্টম্স?

নাকি দুজনেই?

বারো

দিন দুয়েক পরে, দুপুর নাগাদ স্যান লুই শহরে পৌঁছুলাম আমরা। প্রথমেই যে-লোকটাকে দেখতে পেলাম আমি সে এসতেবান মেন্ডোযা। টিনার স্বামী টিনাকে কয়েক বছর আগে জমি বণ্টন দাঙ্গার সময় মানবেতর জীবন থেকে উদ্ধার করেছিল ও'নীল।

'আহ্, সিনর। দূর থেকে তোমাকে দেখেই টিনাকে বলেছি তুমি আসছ! তোমার ঘোড়ায় চড়ার ঢংটাই আলাদা। তো কী করতে পারি তোমার জন্যে?'

'আপাতত গা ঢাকা দিতে হবে আমাদের। আর ঘোড়াগুলোর জন্যে দানাপানি চাই।'

ঘোড়া কোথায় রাখতে হবে আমাদের দেখিয়ে দিল ও, তারপর জিজ্ঞেস

করল, 'বিপদ, অ্যামিগো?'

আমাদের ট্রেইল অনুসরণ করে কোন ধরনের লোক আসতে পারে সে-ব্যাপারে সাবধান করলাম ওকে, তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এসতেবান, তুমি তো এখানে বহুদিন হলো আছ। এই শহরের সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা কে জানো? এমন লোক যে বিশ বছর আগের ঘটনা মনে করতে পারবে।'

'বিশ বছর? লম্বা সময়। মেয়েমানুষ হলে তাও-বা একটা কথা ছিল–কিন্তু এত আগের ঘটনা মনে থাকার কথা নয়।'

'আমি একটা দলের কথা বলছি। ওরা এই পথে স্যান হুয়ানের দিকে যাচ্ছিল।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'অনেক লম্বা সময়, অ্যামিগো।'

'ওদের মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন, এসতেবান। উনি আর ফিরে আসেননি ওই সফর থেকে।'

'আচ্ছা।'

এসতেবান চলে যাচ্ছিল, আমি পেছন থেকে বললাম, 'আমাকে এখন যারা অনুসরণ করছে তাদের মধ্যে একজন বাবার সাথে ছিল। তোমার লোকদের সাবধান করে দাও। ওরা যেন হুঁশিয়ার থাকে। এরা কঠিন লোক, এসতেবান, অতীতে বহু খুন-জখম করেছে।'

হাসল ও, গোঁফের আড়ালে দাঁতগুলো ঝিক্ করে উঠল। 'আমরাও কঠিন লোক, অ্যামিগো। তবু কথাটা ওদেরকে জানাব। জানা থাকা ভাল।'

আমরা আহার করলাম, তবে আমি অস্থির বোধ করছিলাম, খাবারটা স্বাদু হওয়া সত্ত্বেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। যতবার স্যান লুইয়ে আমি এসেছি একটা না একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি।

বাইরে গিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে দাঁড়ালাম। হিমেল হাওয়া বইছে। পশ্চিম দিগন্তে মাউন্ট ব্ল্যাংকার সুউচ্চ অবয়বের আভাস।

আমার বাবা এসেছিলেন এখানে, এই গ্রামে। দক্ষিণ বা পুবের যে-কোনও এলাকা থেকে স্যান হুয়ানে যেতে হলে স্যান লুইয়ে থামতে হবে।

নড়বড়ে কোরালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে স্নিগ্ধ রাতের আমেজ উপভোগ করছি। বাতাসে সদ্য-কাটা খড় আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধ।

ও'নীল তার ভ্যাকুয়েরোদের নিয়ে বাইরে এল। ওদের সবগুলো ঘোড়া জড়ো করেছে ওরা, ও'নীল বিদায় জানাল আমাকে। আপাতত ও মোরায় ফিরে যাবে। আমি নীলকে বললাম আমরা নতুন কিছু জানতে পেলেই ওকে জানাব।

শহর থেকে একজন বৃদ্ধকে সঙ্গে করে ফিরল এসতেবান। বুড়ো মেক্সিক্যানদের মত দেখতে। 'তোমাকে বসতে হবে, অ্যামিগো,' আমাকে বলল ও। 'এ একে বুড়োমানুষ, তার ওপর তোমার চেয়ে বেঁটে।'

একটা প্রাচীন গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা, ওখানে বুড়োর পাশে বসলাম

আমি। 'কার্লোস,' বলল এসতেবান, 'এই ভদ্রলোকের কথাই তোমাকে বলছিলাম, ওরিন ওসমান।'

'ওসমান,' বিড়বিড় করল বুড়ো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এক ওসমান ছিল বটে! ভাল লোক– খুব ভাল লোক। শক্তিশালী! এর আগেও পাহাড়ে গেছে– তবে এ-বার যাচ্ছিল সোনার জন্যে।'

'উনি কি তাই বলেছিলেন, কার্লোস?'

'না না, তা কেন বলবে! কিন্তু আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। পাহাড়ের কথা বলেছিল সে, উলফ ক্রীক পাসের কথা। আমি যেতে নিষেধ করেছিলাম। খামোকা সময় নষ্ট, এর আগেও অনেকে খুঁজেছে– পায়নি।'

'এখানে ওঁরা অনেকদিন ছিলেন?'

'দুই-তিনদিন। ওরা ঘোড়া চাইছিল, পাহাড়ে লোক পাঠানো হয় ঘোড়া আনতে। রওনা হওয়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল ওরা... ম্, অবশ্যি দুজন যেতে চায়নি। আমার মনে হয় ওসমান চায়নি। এই লোকগুলোকে পছন্দ হয়নি তার। অন্য জনেরও না... ওর নাম... পেট-গ্রিউ।'

গুম হয়ে গেলাম আমি। পেটিগ্রিউ? নামটা কী নতুন? না আগেও শুনেছি কিন্তু মনে করতে পারছি না? আর একজন লোক ছিল, তার কি হয়েছে শেষ-পর্যন্ত?

এই পেটিগ্রিউয়ের কথাই কি আমাদের বলেছিলেন ফিলিপ ব্যাস্টন? বোধহয় তাই। অবশেষে মনে পড়ল আমার, লোকটা পেটিগ্রিউই।

'তুষারপাতের সময় পাহাড়ে খুব ঠাণ্ডা পড়ে,' বললাম আমি। 'ওরা পুরো শীত টিকতে পারবে না ওখানে।'

'তুষারপাতের সময় ওরা ছিল না। ঠিকসময়েই এসে পড়েছিল। অন্তত তিনজন। বিশালদেহী যুবক যাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি– সে। আর সুন্দর লোকটা। এ ছিল নিষ্ঠুর।'

'অন্যজন কে?'

এলোমেলো হয়ে গেল ওর চিন্তা, অতীতে ফিরে গেছে। 'শীত, হ্যাঁ খুব শীত। তবে মানুষ টিকে থেকেছে। কীভাবে বাঁচতে হবে জানা থাকলে, কিন্তু খাবার... ওদের অধিকাংশই অনাহারে ছিল।

'শুধু শীত বলেই না। আমরা ওদের জন্যে চিন্তা করছিলাম, ভাবছিলাম আগে বেড়ে আনতে যাব। বিশ বছর আগে– আমি তখন তরতাজা যুবক– মোটে ষাট বছর বয়েস। সত্তরেও যে-কোনও লোকের চেয়ে ভাল ঘোড়া চালাতে পারতাম... অনেক ভাল।

'ওদের দুজন নেমে এল, আমি তখন গিরিপথের কাছে– আসতে দেখলাম ওদের।

আত্মগোপন করলাম আমি। কেন জানি না– ওদেরকে আমি ভয় পাইনি, তবু আত্মগোপন করলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা।

একটা ঘোড়া আমার গন্ধ টের পেয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিকই পেয়েছিল! কিন্তু ওরা ছিল গাধা। ঘোড়ার সাথে বাস করেনি তাই বুঝতে পারল না।

'ওরা চলে গেল, তবে স্যান লুইতে থামেনি, ফোর্ট গারল্যান্ডে চলে যায়।'

'তুমি পিছু নিয়েছিলে?'

'না। পরে শুনেছি। ছোট জায়গা, বুঝতেই পারছ? কোনও কিছু চাপা থাকে না।

'না, আমি পাহাড়ে উঠে যাই। কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম, বুঝলে?'

'দুটো ট্র্যাক– দুটো ঘোড়ার। আর কিছু না। এলকের ট্র্যাক দেখলাম। আহ! দেখার মতই জিনিস বটে! অ ॰ দের মাংস দরকার, ওকে তাড়া করে বধ করলাম। তারপর যখন মাংস পেলাম তখন বেলা পড়ে গেছে। শীত পড়ছে– ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার ঘোড়াটাও ভয় পেয়েছে দারুণ।

'নীচে নামব? বাতাস বাড়ছিল। বাতাস বাড়লে ঠাণ্ডাও বাড়ে। আমাদের ঘর দূরে, উপত্যকার আরেক প্রান্তে। ওইসব ট্রেইল ভয়ঙ্কর... বিশেষ করে যখন বাতাস হয়।

'পাহাড়ের ওপর দিকে একটা গুহা। বহুবার ওখানে আশ্রয় নিয়েছি আমি। আমরা সবাই। মানে এই গাঁ আর ফোর্টের লোকজন। আমরা সবাই চিনি ওটা।

'বরফের মধ্যে ওপরে গেলাম আমি। ভুল– নাকি খোদাই কথা বলছিলেন, আমার সঙ্গে জানি না। ট্রেইলে তিনটে ঘোড়ার ট্র্যাক ছিল... তিনটে? হ্যাঁ।

'আমার তখন কোথাও আশ্রয় নিয়ে আগুন জ্বেলে শরীর গরম করা দরকার। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছি। গুহার ভেতরে আমার ঘোড়াটা নিয়ে গেলাম আমি। আমার পেছনে রাখলাম ওকে। তারপর কুড়াল হাতে করে গেলাম গাছ কাটতে। বরফে যখন জমে থাকে তখন গাছ কাটার সময় সাবধান থাকতে হয়। পা কেটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি হুঁশিয়ার ছিলাম।

'কাছেই একটা গাছ ছিল আর কিছু মরা ডালপালা। ওগুলোকে গুহায় রেখে আরও কাঠ আনতে গেছি হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল।

'ক্ষীণ আওয়াজ। কোনও গাছ, বা ডাল ভাঙার শব্দ না... পশুর কান্না। আবার ডালটা টানলাম আমি, আর তখুনি দেখতে পেলাম ওকে, একটা ঘোড়া, কিনারে পড়ে আছে।'

'ঘোড়া?'

'স্যাডলসহ। ওঠার চেষ্টা করল ঘোড়াটা। পারল না, চিত হয়ে পড়েছিল ও। পা নীচের দিকে থাকলে হয়তো পারত।

'ওর লাগামটা ধরলাম আমি। জমে গেছে। লাগাম ধরে ওকে সোজা

করলাম। তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে আমার ঘোড়ার সাহায্যে টেনে তুললাম ওপরে।

'যখন চার পায়ে দাঁড়াল ও আমি আশপাশে তাকালাম। ঘোড়াটা যেখানে ছিল সেটা বরফের মধ্যে একটা গর্ত। নিশ্চয়ই ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিল ওখানে। আমি না দেখলে জমেই যেত। কিন্তু জিনঅলা ঘোড়া, অ্যামিগো? জিনঅলা? আমি নিজেকে বললাম জিনঅলা ঘোড়া অথচ সওয়ারি নেই এ হয় না, বুঝলে?

'তাকালাম আমি। আরও নীচে, এইবার চোখে পড়ল। একটা লোক পড়ে আছে– সারা শরীর বরফে ঢাকা। ওর কাছেই কয়েকটা ট্র্যাক।

'আমার মনে হলো ঘোড়াটাকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করে ওরা। ভয় পেয়েছিল ও, ঘোড়াটা। তারপর মনে হলো নীচে নেমে গিয়ে লোকটাকে আবার আঘাত করে কেউ, তারপর ওকে ঠাণ্ডার মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়।

'দুর্ঘটনার মত দেখাবে ব্যাপারটা। পড়ে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছে। ওরা গুলি করতে চায়নি, তাতে মানুষের সন্দেহ বাড়ে।'

থেমে থেমে আসছে বুড়োর গলা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম আমি, ভাবছি অতীতের কথা। ব্যাস্টন আর সোয়ানের সাথে আর একজন ফিরে আসে, তারপর কোনও কারণবশত ওকে খুন করবে বলে মনস্থ করে ওরা। ওইরকম সময়ে বরফের ভেতর কোনও লোক অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকলে তার বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম, তবে মানুষের ক্ষমতা বিস্ময়কর। সেটা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। ভয়ঙ্কররকমের ক্ষত নিয়েও মানুষকে বেঁচে উঠতে দেখেছি আমি, পাহাড় মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। আমার নিজেরই বার কয়েক ওইরকম দুঃসময় এসেছিল

'ওকে বাঁচালে?'

'ভীষণ ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছিল, লোকটা বেশি লম্বা না, তবে ভারি, ভীষণ ভারি, সিনর। ওকে ঢালের ওপরে তুলতে পারলাম না আমি।'

ধৈর্য ধরলাম, নিজের কায়দাতেই ঘটনাটা বলবে বুড়ো, তবু সেই অচেতন লোকটার পাশে যেন ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। ওপরে একটা গুহা, ওর আর ঘোড়াটার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়, আগুন জ্বালাবার সুবিধে আছে, জ্বালানিও পর্যাপ্ত। আর নীচে, তুষারপাত উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বৃদ্ধ মানুষ।

দু-একবার অচেতন লোক আমিও বয়েছি। কাজটা নেহাত সহজ নয়। ওইরকম চড়াই বেয়ে? খুব বেশি লোক পারবে না। শয়ে একজনও কিনা সন্দেহ।

কী করা? বাতাস বাড়ছে, বরফ পড়ছে, আর এইসাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠাণ্ডার তীব্রতা। হয়তো শেষ-পর্যন্ত লোকটা মারাই যাবে। কিংবা

হয়তো তখনি মৃতপ্রায় ছিল। একজন মৃতপ্রায় লোককে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়ার দরকারটা কী?

'কেবল একার পক্ষেই ওঠা সম্ভবপর ছিল। লোকটাকে রেখে ওপরে উঠলাম আমি। অল্প পথ– একশো গজ, বা তার কিছু বেশি হতে পারে, বুঝলে?

'আমার কম্বলখানা বগলদাবা করে নেমে এলাম। তারপর বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়লাম একটা। আমাদের চারদিকে বরফের উঁচু দেয়াল তুললাম, ডালপালা জোগাড় করে নামিয়ে রাখলাম কিছু এবং সেগুলোর ওপরে আগুন ধরালাম।

'আমার কম্বল দিয়ে লোকটাকে ভাল করে জড়ালাম আমি, তারপর সারা রাত জ্বালিয়ে রাখলাম আগুন। আমি একা তাই কথা বলতে লাগলাম ওর সাথে। লোকটার সাথে কথা বললাম আমি। ওকে বললাম আমাকে বিরাট ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে সে। বললাম ওপরে একটা চমৎকার উষ্ণ গুহা আছে, কিন্তু শুধুমাত্র ওর জন্যেই ঠাণ্ডায় বসে আছি আমি। বললাম ওর জন্যে বাঁচাটাই এখন একমাত্র কাজ।

'ভীষণ ঠাণ্ডা... সিনর। আমি কাঁপছি, নেচে-কুঁদে গরম রাখার চেষ্টা করছি শরীর, তবে বেশির ভাগ সময়ে কাঠ কুড়িয়েছি। ঢালের ওপরে গুটি কয়েক ভাঙা গাছ ছিল। খানিক ওপরে ডালপালা।

'আবার ওঠার প্রয়াস পেলাম আমি, কিন্তু ঢাল তখন আরও পিছল, কাজেই ডালপালা ধরে ধরে একটা গাছ থেকে আরেক গাছ হয়ে এগোলাম। তারপর গুহাতেও আগুন ধরালাম একটা। ঘোড়া দুটোর কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে, সিনর। ভাল জানোয়ার– এই ঠাণ্ডায় আটকা পড়েছে সেটা ওদের দোষ না। ওখানে আগুন ধরিয়ে নীচে নেমে এলাম আমি, ইতিমধ্যে নীচের আগুন প্রায় নিভে গেছে। ফের কয়লার ওপরে কাঠ চাপাতে ধরে উঠল আগুন।

'লোকটার দিকে তাকালাম। ওর হাত-পা স্পর্শ করলাম। নাড়াচাড়া করলাম ওগুলো। ভেঙেছে বলে মনে হলো না, তার মানে চোট কেবল মাথায়। লোকটার চেহারা আমার চেনা।'

'কে, কার্লোস?'

'পেট-গ্রিউ। মরেনি ও। আমার খাটুনি পানিতে ফেলেনি। ও বেঁচে গেল, সিনর। ভোরের দিকে কিছুটা সাড়া ফিরল। আগের চাইতে স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস।'

'তা হলে ওকে বাঁচিয়েছ তুমি?'

'আহ্? সব খোদার মর্জি, সিনর। আমি শুধু ওর পাশে বসে ওকে গরম রেখেছি। ঘোড়াগুলোর জন্যেও জ্বালিয়ে রেখেছিলাম আগুন। ওপর-নীচ, ওপর-নীচ– সারা রাত। আমার ভয় হচ্ছিল আমরা সবাই বুঝি মারা যাব।

'আমরা অনেক ওপরে ছিলাম, সিনর। দশহাজার ফুটের মত। তুমি তো জানোই কীরকম অবস্থা... কী শীত।'

'লোকটা কোথায়?' একটু থামলাম আমি। 'ওর কী হলো, কার্লোস?'

আমার কাঁধে একটা কাঁপা-কাঁপা হাত রাখল বুড়ো। 'যায়নি। এখানেই আছে।'

তেরো

আমরা যখন স্যান লুইয়ের রাস্তায় বেরোলাম সকালের আলো ঝলমল করছে শহরের ওপরে। আকাশ নীল, এখানে সেখানে পেঁজা তুলোর মত মেঘ।

দূরের পাহাড়চূড়োর মাথায় বরফের ওপর রোদের ঝলকানি। আমাদের ঘোড়ার খুর আর স্যাডলের মৃদু খসখস ছাড়া কোথাও কোনওরকম শব্দ নেই।

এসতেবানকে সঙ্গে করে আমরা চারজন যাচ্ছি, পশ্চিমে রিও গ্র্যান্ড ডেল নর্তের ধারে একটা ছোট্ট বাথান অভিমুখে।

রোদে-পোড়া ইটের দালান, ছাদে কাঠের কড়িবর্গা। ঘরগুলো সুপরিসর, একপাশে লম্বা গোলাঘর, কোরাল। চারদিকে ফলের গাছ ছড়ানো ছিটানো।

আমরা উঠোনে ঢুকতে ছড়িতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক লোক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। বাঁ-কোমরে একটা সিক্স-শূটার, ক্রস ড্রয়ের ঢঙে ঝোলানো।

হৃষ্টপুষ্ট দেহ। গোলাকার সুশ্রী মুখ। গাল দুটো লাল। কপালের ওপর একগাছি পাকা চুল এসে পড়েছে। এস্তেবানের দিকে ওর দৃষ্টি গেল, হাত নাড়ল। 'বুয়েন্স ডায়াস, অ্যামিগো!' হাসিমুখে বলল সে। 'এসো, ভেতরে এসে বসো!'

সতর্ক চোখে আমাদের মাপল লোকটা, আমার মনে হলো অ্যাঞ্জেলের মুখের ওপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল ওর দৃষ্টি, তারপর আমার দিকে।

বাসার ভেতরটা ঠাণ্ডা। 'বসো,' বলল ও। 'আমি নেটিভিটি পেটিগ্রিউ। জন্ম কানেকটিকাটে, মানুষ মিসৌরিতে। তোমরা?'

'আমি অ্যাঞ্জেল ওসমান,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'এ আমার ভাই, উইলিয়ম ওরিন ওসমান।' টিংকার আর জুডাসের পরিচয় দিয়ে ও চেয়ারে বসল।

'মি. পেটিগ্রিউ, আপনি আমার বাবার সাথে পাহাড়ে গিয়েছিলেন?'

পাইপ বের করে পেটিগ্রিউ তামাক ভরল। অন্দরমহলের একটা দরজার দিকে তাকাল। 'হুয়ানা? আমাদেরকে কফি দিয়ে যাও তো।'

অপ্রতিভ মুখে আমাদের উদ্দেশে ঘুরল পেটিগ্রিউ। 'বসে থাকতে ভাল

লাগে না, কিন্তু এই খোঁড়া পায়ে বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারি না।' বুড়ো আঙুলের সাহায্যে পাইপে ভাল করে তামাক ঠাসল সে। 'অ... আচ্ছা. তোমরাই তা হলে ওসমানের ছেলে? তোমাদের কথা শুনেছি এর আগে জানতাম দুদিন আগে বা পরে আমাদের দেখা হবে।'

ট্রেতে-সাজানো কাপ আর কফিপট নিয়ে একজন মেক্সিক্যান মহিলা ঢুকল। সুন্দরী। 'এর নাম হুয়ানা। উনিশ বছর হলো আমরা বিবাহিত।'

পরিচয় পেয়ে সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। মহিলা হাসল ঢলঢলে চেহারা, লাজুক।

'বাবার কী হয়েছে জানার চেষ্টা করছি আমরা,' ব্যাখ্যা করলাম আমি।

নীরবে একটুক্ষণ ধূমপান করল বুড়ো। 'তোমরা যা ভাবছ কাজটা তত সহজ না। মাথায় আঘাত পাই আমি, স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। যদিও ব্যাস্টন আর সোয়ানকে মনে আছে। ওদেরই কেউ একজন আঘাতটা করেছিল।

'আমার ঘোড়াটা পড়ে যায়। হয়তো ওকে মেরে কবর দিয়েছে ওরা। ঠিক কী হয়েছে বলতে পারব না আমি। শেষ যে-ঘটনা মনে আছে, সেটা দিন কয়েক পরের ব্যাপার, বরফের মধ্যে এক বুড়ো আগুন জ্বেলে আমার পাশে বসে গল্প করছিল। ওই বুড়োই হুয়ানার দাদু।

'ভালমানুষ। আমার জীবন বাঁচিয়েছে। ভেবে দেখলাম এদের মত ভাল লোক আর কোথাও পাব না, তাই এখানেই রয়ে গেলাম। হুয়ানার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে এই জায়গাটা কিনেছি।'

'আপনার কাছে তা হলে কিছু টাকা ছিল?'

পেটিগ্রিউ হাসল। ধূর্ত হাসি. পাইপে দুটান মেরে বলল, 'ছিল সামান্য কিছু। ওরা জানত না, নইলে সেটাও নিয়ে যেত।'

'বাবার সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা?'

চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল পেটিগ্রিউ। 'ও-ই নিয়ে যায় আমাদের, উলফ ক্রীক পাস দিয়ে পাহাড়ে এরপরেই গোলমাল দেখা দেয়। তোমার বাবা ছিল শান্ত প্রকৃতির লোক, নিজের কাজেই মশগুল থাকত সবসময়, কিন্তু কিছুই তার চোখ এড়াত না। পিয়েরে বন্টেম্পসের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল।

'বন্টেম্পসের কাছে ম্যাপ ছিল একটা। কিন্তু জানোই তো পাহাড়ি এলাকায় বিশেষ কাজে আসে না ম্যাপ। যে-লোকই তৈরি করে থাকুক ওটা, কাজটা সে তড়িঘড়ি শেষ করেছিল। সম্ভবত পাহাড় সম্পর্কে কোনও ধারণাই তার ছিল না, কিংবা হয়তো ভেবেছিল আবার ফিরে আসবে।

'আমরা কিছু কিছু ল্যান্ডমার্ক খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু সোনা পাওয়ার জন্যে যে-গাছটা ছিল সবচেয়ে জরুরি সেটাই নেই। একটা পাথর যে-রকম আকৃতির হওয়ার কথা তেমন ছিল না। ক্যানিয়নের নীচে ওটার বাকি অংশ

কুড়িয়ে পায় ওসমান। মোট কথা, আমরা কোনও সোনা পাইনি।

'আমার সাথে গোলমাল হয় ব্যাস্টনের। আমি ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফিরতি পথ ধরি। দুদিন পর সোয়ান আর ব্যাস্টনের সাথে দেখা হয়। ওরাও চলে এসেছে বলে জানায়।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে অ্যাঞ্জেল। কান খাড়া। একসময় হাতের কাপ নামিয়ে রাখল ও। 'বাবার কী হয়েছে আপনি জানেন না?'

'না, সার।'

আমার বিশ্বাস হলো না বুড়োকে। সত্যি-মিথ্যের মিশেল আছে ওর কথায়। গোপন করার প্রয়াস পাচ্ছে অনেক কিছু।

তাই ভাবলাম বুড়োকে একটু চমকে দেয়া দরকার। 'আসলে মায়ের জন্যেই আমরা জানতে চাইছি,' বললাম আমি। 'বুড়িমানুষ। আজ আছেন কাল নেই। আমরা চাই মরার সময় উনি যেন জেনে যেতে পারেন বাবার সাথে পরপারে দেখা হবে তাঁর।

'আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না। মাকে শান্তি দেয়া আমাদের কর্তব্য। এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না আমরা।'

'এতদিন পর আর কিছু পাবে না,' বিড়বিড় করল পেটিগ্রিউ। খালি কাপের দিকে তাকাল। 'ওইসব পাহাড়ের কোনওকিছুই বেশিদিন টেকে না।''

'নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমি একবার এক গুহায় নেকড়ের ট্র্যাক আবিষ্কার করি। বহুকালের পুরোনো ট্র্যাক। আমরা ট্র্যাক পড়তে পারি, মিস্টার। জবাব আমরা ঠিকই পেয়ে যাব।

'বছর কয়েক আগে ভ্যালেসাইটোসে ছিলাম আমি। এখনও আমার কিছু ক্লেইম আছে ওখানে।'

আমার দিকে তাকাল বুড়ো, বিস্মিত। 'তুমি-ই সেই ওসমান? ও দিকে গোলাগুলির খবর শুনেছিলাম।'

'আমার কাজ আমি করেছি। আমিই প্রথম আসি ওখানে, যেতে হলে সবার পরেই যাব।'

অস্থির হয়ে উঠেছে ও, আমার মনে হলো আমরা বিদায় নিলেই যেন খুশি হয় পেটিগ্রিউ। দুবার রান্নাঘরে খসখস আওয়াজ পেলাম। বুঝতে অসুবিধে হলো না হুয়ানা আড়ি পেতে শুনছে আমাদের আলাপ।

অবশেষে, উঠে পড়লাম আমি। অ্যাঞ্জেল অগ্রজের পথ অনুসরণ করল, জুডাস আর টিংকার দাঁড়াল দোরগোড়ায় গিয়ে। 'একটা কথা, মি. পেটিগ্রিউ,' বললাম আমি, 'ব্যাস্টনের সাথে সত্যিই আপনার যদি কোনও ঝগড়া থাকে, পিস্তলটা তৈরি রাখবেন।'

ঝট করে তাকাল সে। 'কেন?'

'কারণ ওরা আমাদের পেছন পেছন আসছে। কেন আসছে আমি জানি না, তবে আসছে। হয়তো ভেবেছে পাহাড়ে কিছু ফেলে এসেছে তারা– এখন

আশপাশে খোঁজখবর করবে।'

'কী?' উঠে দাঁড়াল বুড়ো, পা কাঁপছে, চেহারায় ভয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

'এখানে আসছে?'

'আর দুদিনের পথ, তার কমও হতে পারে। হ্যাঁ, ওরা আসছে। আমি হলে কিন্তু গা ঢাকা দিতাম। আপনার বউকেও লুকোন। এমন কিছু ফেলে যাবেন না যেটা ওরা কব্জা করতে পারে।'

স্যান লুইতে ফিরে আঁদ্রে ব্যাস্টন আর সোয়ানকে খুঁজলাম আমরা, কিন্তু ওদের টিকিটিও দেখতে পেলাম না কোথাও। ক্যান্টিনা থেকে বেরিয়ে আসছি আমি, হঠাৎ কোরালের কাছে একটা লোকের ওপর চোখ পড়ল। আমি ওর দিকে তাকাতেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, ফলে আমারও সন্দেহ হলো। চেনা মুখ, চার্লি ম্যাককেয়ারের সাথে ওই লোককে দেখেছি।

ঘটনাটা আমার মাথাকে সচল করল। ম্যাককেয়ার কঠিন লোক, পেরেকের মত, ভাঙবে তবু মচকাবে না। ওর পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে মাড়িয়ে চলে যাওয়াই ওর নিয়ম। আমাদের সাথে হেরেছে সে। কিন্তু এত সহজে ও কি হার মানবে?

ওর গোলমাল ও'নীলের সাথে, কিন্তু সেজন্যে আমি মোটেও চিন্তিত নই। নীলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও দরকার পড়ে না। ও অকারণে কারও সঙ্গে লাগতে যায় না, তবে কেউ লাগতে এলে ওর মত হাসি মুখে তা মোকাবেলা করতে আর কাউকে আমি দেখিনি।

চার্লি ম্যাককেয়ার যদি ও'নীলকে ঘাঁটায়... দুঃখ হলো চার্লির জন্যে। ভ্যাকুয়েরোরা নীলকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসে, ওর হুকুম পেলে ম্যাককেয়ারের দলকে ওরা জ্যান্ত কবর দেবে।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, ওই পাঞ্চারকে ওদের সাথে দেখেছি আমি। এখন বোধহয় সটকে পড়েছে।

যাই হোক, তবু চোখকান খোলা রাখব আমি, ব্যাক ট্রেইলের প্রতি নজর রাখতে হবে।

ভোরে যাত্রা করব আমরা, পশ্চিমে পাহাড়ের উদ্দেশে, সকাল সকাল উঠতে হবে বলে সবাই আগেভাগে বিছানায় চলে গেল।

শেষবারের মত সবকিছু জরিপ করার জন্যে আমি বেরিয়ে কোরালে গেলাম। নিঝুম পরিবেশ। সারা বাড়ি অন্ধকার। আমি কাছে যেতেই ঘোড়াগুলো খুশিতে লেজ নাড়ল, কারণ ওদের জন্যে সবসময় কিছু খাবার থাকে আমার সঙ্গে। এ-বার এনেছি প্রত্যেকের জন্যে একটা করে গাজর। রেইলে হেলান দিয়ে ওদের চিবোনোর আওয়াজ শুনছিলাম, হঠাৎ খুরের শব্দ কানে এল।

আমার কোমরে পিস্তল রয়েছে। দ্রুত গা ঢাকা দিলাম কোরালের ভেতর,

খুঁটির পাশে উবু হয়ে বসে উঁকি মারলাম কে আসছে দেখার জন্যে।

রাশ টানল অশ্বারোহী, হন্টন গতিতে উঠোনে ঢুকে নামল ঘোড়া থেকে, লাগাম ধরে কোরালের দিকে এগোল। অশ্বারোহী একজন মহিলা।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'ম্যাম?'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তবে দমল না। 'কে?'

পরিচিত গলা, হুয়ানা পেটিগ্রিউ। 'ওরিন ওসমান, ম্যাম। আমার ঘোড়ার তদারক করছিলাম।'

'এই যে।' কাছে এসে আমার হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিল সে। 'এটা রাখো, কাউকে কিছু বলবে না।' আমার পানে তাকাল হুয়ানা। 'তোমরা ভাল লোক, ওসমান। টিনার মুখে তোমাদের প্রশংসা শুনেছি। আমি সাহায্য করতে চাই। তোমাদেরকে এটা না দিয়ে আমার স্বামী ভুল করেছে।'

পরক্ষণে স্যাডলে উঠে ফিরতি পথ ধরল হুয়ানা পেটিগ্রিউ। ওর সামনে দীর্ঘ বন্ধুর পথ।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে আগুনের পাশে জোড়াসনে বসলাম আমি। হাতে সুতো দিয়ে-বাঁধা একটা বাদামি রঙের বড় খাম, দলিলপত্র রাখার জন্যে যে-রকমটি ব্যবহৃত হয়। খামটা খুললাম।

যা দেখতে পেলাম তাতে আমার গা হিম হয়ে এল। বাবার হাতের লেখা। মুহূর্তের জন্যে ওই কাগজগুলো হাতে করে নিথরভাবে বসে রইলাম আমি, বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বাবার হাতের লেখা... বিশ বছর আগে মারা গিয়েছেন তিনি... তাই কী?

হুয়ানা এটা আমার কাছে নিয়ে এসেছে। এর অর্থ কাগজগুলো নেটিভিটি পেটিগ্রিউর কাছে ছিল। ও জানত বাবার বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, তা হলে এটা আমাদের হাতে পৌঁছুনোর চেষ্টা করেনি কেন?

> এপ্রিল ২০: খারাপ আবহাওয়া। জোর বাতাস, বৃষ্টি বরফে পরিণত হচ্ছে। পাহাড়ে এখন বরফ জমে, কিন্তু বন্টেম্পস্ এগোতে চায়। ওর উৎসাহ অশেষ। ভাল লাগছে না এইসব। বিপদের গন্ধ, ব্যাস্টন কঠিন লোক। সোয়ান খারাপ ব্যবহার করছে আনজুসের সাথে। আমি মানা করেছি ওকে।
>
> এপ্রিল ২৩ আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। পথ কর্দমাক্ত, ঘাস ভেজা। ঘোড়াগুলো কাহিল। আমি ছাড়া কেউ পাহাড় চেনে না। ওরা জানে না বছরের এ-সময়টা পাহাড়ের অবস্থা কীরকম ভয়ানক হতে পারে। আমাকে ম্যাপ দেখাবে না। ম্যাপটাও খুব একটা কাজের বলে মনে হয় না।
>
> আমি পড়ে চললাম। বহুকালের পুরোনো কাগজ, জীর্ণ, কিছু

কিছু শব্দ ঝাপসা হয়ে গেছে।

এপ্রিল ২৬: ক্যাম্পে। তৃতীয় দিন। ট্রেইলে পেট-সমান বরফ। ওরা বরফের মধ্যে কিছু পায়নি বলেই ক্যাম্পে রয়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আজ আঁদ্রেকে কড়া ধমক লাগিয়েছে পিয়েরে। একটা গোলমাল... আনজুস ঠিক আছে। পেটিগ্রিউ বেশি কথা বলে না, নিজের কাজ করে। ও কোনদিকে থাকবে বলা মুশকিল।

এপ্রিল ২৯: আজ রওনা। মাটি পিচ্ছিল। বরফ গলছে। জায়গায় জায়গায় ধস।

এপ্রিল ৩০: আমাকে ম্যাপ দেখিয়েছে। কাজের না। মা আর ছেলেদের জন্যেই আসা, নইলে আমি চলে যেতাম। ওদের লেখাপড়ার সুযোগ করতে হবে। মায়ের জন্যে বাড়ি। ল্যান্ডমার্কগুলো দুর্বল, বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে একই রকম দেখায়। আসল গাছগুলোই নেই।

মে ৪: পাহাড়ে ক্যাম্প। তিনদিনের খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ। উতেরা খুঁজছে আমাদের। পিয়েরে যাবে না... ওর সোনা চাই। সোয়ান ক্ষুব্ধ, আঁদ্রে ক্ষিপ্ত। পেটিগ্রিউ নিশ্চুপ, শান্ত।

অ্যাঞ্জেল বিছানা থেকে উঠে বসল। 'ওটা কী?'

'ডায়েরি। বাবার। হুয়ানা পেটিগ্রিউ দিয়ে গেছে। আমি এখনও সবটা পড়া শেষ করিনি।'

'ঘুমিয়ে পড়্। মনে হয় আমরা বিপদে পড়তে যাচ্ছি। ওতে যাই লেখা থাকুক, রাতারাতি বদলে যাবে না।'

'ঠিক বলেছিস।' আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা, কাল থেকে আরও দেব। বাবা বিশেষ কিছু বলছেন না, তবে বুঝতে কষ্ট হয় না পরিস্থিতি কীরকম জটিল হয়ে উঠেছিল। সোয়ান আঁদ্রে বিরক্ত, পেটিগ্রিউ সুযোগের সন্ধানে রয়েছে, ওদিকে পিয়েরে নাছোড়বান্দা, হার মানতে নারাজ। তবে, সম্ভবত, পুরোপুরি লোকসান হয়নি ওদের। একটা বাথান আর গবাদি পশু কেনার মত সোনা নিয়ে ফিরে এসেছিল পেটিগ্রিউ। হয়তো প্রচুর পায়নি, তবে এর মাশুল গুনতে হয়েছে চড়া।

বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ডায়েরিটা সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম আমি। বাবার তেমন লেখার হাত ছিল না। অগাধ পড়াশুনা যদিও স্কুলে বেশিদিন যাননি। তবে ওঁর ব্যাকরণবোধ আমার চেয়ে ভাল।

ওই ডায়েরি বাবা লিখলেন কেন? চোখে যা দেখা যায় তার চেয়ে কি বেশি কিছু আছে ওতে? আমাদের কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যদি ফিরতে না পারেন এই আশঙ্কায়? কিন্তু বাবা তো তা ভাবার মানুষ ছিলেন না। কঠিন,

যোগ্য লোক ছিলেন– আবার সাবধানীও বটে। বোধহয় হাতের পাঁচ হিসেবেই লিখেছিলেন এটা– উল্টোপাল্টা কিছু ঘটলে যাতে কাজে আসে।

হুয়ানা এটা আমাদেরকে দিয়ে গেল কেন? এটা বাবার, তাই? আমাদের জন্যেই লেখা হয়েছিল, সেই জন্যে? নাকি ও চায় না যে পেটিগ্রিউ আবার পাহাড়ে যাক?

আমি হঠাৎ করে এ-রকম ভাবছি কেন? বাবা কোথায় গিয়েছিলেন ডায়েরিতে কি তার কোনও ইঙ্গিত আছে? বা সোনা কোথায় থাকতে পারে?

পেটিগ্রিউর কাছে অল্পবিস্তর সোনা ছিল। আঁদ্রে জানত না, নইলে লুট করত। অথবা সোয়ান নিত।

আঁদ্রেও পেয়েছিল কিছু সে-সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমনও তো হতে পারে যে ওরা সোনার হদিস পেয়েছিল, কিন্তু সবটা ছিল না ওখানে?

চোদ্দ

স্যান লুইতে পৌঁছুনোর পর থেকে আমরা এস্তেবানের ঘোড়া ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু এ-বার, সূর্য ওঠার পরপরই, নিজেদের স্যাডলে চেপে রওনা হয়েছি। পরিষ্কার ঠাণ্ডা সকাল, বুকভরে নির্মল হাওয়া সেবন করছি আমি।

পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আমরা, সামনে যমজ চুড়ো ব্ল্যাংকা ও বলডি, কোনও কোনও জায়গা থেকে একটামাত্র দৈত্যাকার পাহাড়ের মত দেখায়। প্রাচীন ইন্ডিয়ান জনশ্রুতি অনুযায়ী ওরা এক ছিল– অনেক, অনেককাল আগে।

আমরা পথ চলছি, ক্যাম্প করছি এবং ফের পথে। রাতে ওদেরকে আমি বাবার ডায়েরি পড়ে শোনাই, কখনও কখনও অ্যাঞ্জেলের কাছে দেই।

পাহাড়ের ক্যাম্পে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

ন্যাট পেটিগ্রিউ ধূর্ত লোক, সুযোগসন্ধানী, সর্বদা কান খাড়া থাকে। কর্মঠ, নিজের কাজে ফাঁকি দেয় না। দক্ষ অশ্বারোহী। পিস্তলেও হাত পাকা। কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করি না। তবে ও কারও সাতে-পাঁচে নেই।

মে ২০: আজ সকালে গোলমাল হয়েছে। সোয়ান চড় মেরে আনজুসকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। নিমেষে রুখে ওঠে পিয়েরে। আমার একবার মনে হয়েছিল এ-বার দুজনের হাতাহাতি শুরু হবে। আমি লক্ষ করেছি আঁদ্রে হাত-পা গুটিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, সোয়ানকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেনি। অথচ সোয়ান

ওর লোক। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল আঁদ্রের মুখে। আমার বিশ্বাস, আঁদ্রে তার ভগ্নিপতিকে ঘৃণা করে। এদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারলে বাঁচতাম।

আনজুস, নিগ্রো দাস, বলশালী লোক, পিয়েরের অনুগত, জঙ্গলে চলাফেরায় পটু। লুইসিয়ানার বিল এলাকায় ও আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করবে বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু ওর আয়ু আর বেশিদিন আছে কিনা সন্দেহ।

এরপর কিছুদূর নেই, বোধহয় পাতা হারিয়ে গেছে, তারপর কয়েকটা শব্দ ঝাপসা।

আচমকা গোলাগুলির শব্দ। 'ইন্ডিয়ান!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। আমরা সবাই নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নিলাম। কিছুক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, তারপর একটা গুলি। আবার সবকিছু নীরব-নিথর। পরে আমরা দেখলাম আনজুস নিহত হয়েছে... মাথার পেছনে গুলি লেগে। আমি পেটিগ্রিউর সাথে কথা বলতে ও স্বীকার করল সে কোনও ইন্ডিয়ানকে দেখেনি। একই কথা জানাল পিয়েরে। সোয়ান একটাকে দেখেছে, আঁদ্রের ধারণা সেও দেখেছে। একটা গাছের গায়ে বুলেটের দাগ দেখাল আঁদ্রে।

যাক, এখন জুডাস জানে কী ঘটেছে ওর ভাইয়ের ভাগ্যে। আগুনের আলোয় ওর দিকে তাকালাম আমি, অশ্রু দেখলাম ওর চোখে। জুডাসকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কোনও ভাষা খুঁজে পেলাম না। বিমর্ষভাবে ও সরে গেল আগুনের ধার থেকে।

'তোর কী মনে হয়?' অ্যাঞ্জেলকে জিজ্ঞেস করলাম। আমরা রিও গ্র্যান্ডের পাড়ে রয়েছি, দক্ষিণ-পশ্চিমে মাথা তুলেছে ডেল নর্তের চুড়ো। অ্যাঞ্জেল মাথা নাড়ল।

যে-পর্বতমালার দিকে আমরা যাচ্ছি সে-দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে রিও গ্র্যান্ড, নদীর দিকে তাকাতে এক অজানা অনুভূতি জাগল আমার মাঝে, ওই পানি এল প্যাসো হয়ে লারেডোতে ঢুকেছে, তারপর ব্রাউন্সভিলের ভাটিতে গালফে গিয়ে শেষ হয়েছে যাত্রা। এক বিস্তীর্ণ এলাকা।

'অ্যাঞ্জেল,' বললাম আমি, 'বাবা সরে গিয়েছিলেন এটা জানতে পারলেই আমি সুখী হতাম। ওদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছেন– ব্যস, তাঁর দায়িত্ব শেষ।'

'তাঁরও একটা অংশ পাওয়ার কথা ছিল,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'মা, আর আমাদের লেখাপড়ার জন্যেই ওটা চাইছিলেন বাবা।'

'তবু উনি চলে গিয়ে থাকলেই আমি খুশি হব।'

'জানিস, আমি কী ভাবছি?' আমার উদ্দেশে ডায়েরিটা বাড়িয়ে দিল অ্যাঞ্জেল। 'ভাবছি ওই আউটফিটের কেউ একজন সোনা খুঁজে পেয়েছিল।'

'মানে জিনিসটা কোথায় আছে সে জানে এবং একাই সব হজম করবে বলে খবরটা চেপে গেছে?'

'একটু ভাব, ওরিন। রত্নভাণ্ডারটা বিরাট হবে তার কোনও মানে নেই। তুই তো জানিস সৈন্যরা কেমন হয়। কোনও সৈনিক হয়তো তার নিজের সোনা লুকিয়ে রেখেছিল। আমার ধারণা কেউ একজন কিছু সোনা পেয়েছিল। পিয়েরেকে জব্দ করার মতলবেই আনজুসকে খুন করা হয়, দুর্বল করতে চেয়েছিল ওকে। আমার বিশ্বাস এরপরেই ওর পালা।'

'কিংবা বাবার,' বললাম আমি।

আগুনের পাশে বসে সম্ভাবনাগুলো নানা কোণ থেকে বিচার করলাম আমি। মে মাসে বাবা ওখানে যান। সে-বছর যদি অস্বাভাবিকরকমের গরম পড়ে না থাকে, তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে তখনও বরফ থাকাই সঙ্গত, ফলে ঠাণ্ডাও হবে ভয়ঙ্কর। তাই বলে বরফেরই রাজ্য ছিল এটা ভাবাও ঠিক নয়, কারণ সে-ক্ষেত্রে ওরা কোনও ল্যান্ডমার্ক খুঁজে পেত না।

অবশ্যি কোনও কোনও ঢাল থাকে যেখানে বাতাস হয়তো ঝেঁটিয়ে সমস্ত তুষার দূর করে দেয়, কিন্তু তবু ওইসব এলাকায় আচমকা তুষারধসের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে উদয় হলো জুডাস। 'সাহ্? আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে, সাহ্।'

'হুঁ। কতদূরে আছে ওরা?'

'ব্যবধান কমিয়ে আনছে, সাহ্। আমরা যা মনে করেছিলাম ওরা সংখ্যায় তার চেয়ে বেশি।'

'বেশি?' টিংকার বলল।

'দুটো আগুন জ্বলছে,' জানাল জুডাস। 'কমপক্ষে দশজন, এর দ্বিগুণও হতে পারে।'

যখন ভোর হলো আমরা আগের রাতের ক্যাম্প থেকে এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, চড়াই বেয়ে উঠছি এক নাগাড়ে। বাবার ডায়েরিতে চোখ বুলানোর আর কোনও অবকাশ পাইনি। আমি আর অ্যাঞ্জেল... পড়ার সময়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন বাবার সাথে কথা বলছি, যদিও সাধারণত তিনি যেভাবে কথা বলতেন এই ডায়েরি লেখার সময়ে সে-তুলনায় কম শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাবা রঙ-তামাশা করা পছন্দ করতেন না, খুব দ্রুত তাঁর নজরে পড়ত সবকিছু, প্রতিটি ব্যাপারেই নিজস্ব বক্তব্য থাকত। একজন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব, এ-রকম সব ফন্দিফিকিরই জানতেন তিনি, তাসের

হাত সাফাই পারতেন, দেখাশোনাও ছিল বিস্তর।

আমরা রিও গ্র্যান্ডের মোহনায় এসে উপস্থিত হলাম। এখান থেকে সাউথ ফর্ক সোজা উলফ ক্রীক পাস অভিমুখে চলে গেছে। বাবা এই পথে এসেছিলেন, তাঁর ডায়েরি লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদেরকে কিছু বলার ছিল তাঁর– তা ছাড়া আর বলবেনই-বা কাকে? বাবা বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, ডায়েরিটা যে আমাদের হাতে পৌঁছুনোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হয়তো নেটিভিটি পেটিগ্রিউকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি, কিংবা ভেবেছিলেন ডাকে দেবেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাঁর জুয়াখেলা ব্যর্থ হয়েছে

এটা যদি তিনি আমাদের উদ্দেশেই লিখে থাকেন, নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে মূল্যবান কোনও তথ্যও সংগুপ্ত আছে এতে। আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে যেন কোনওকিছুই চোখ এড়িয়ে না যায়।

অ্যাঞ্জেল পুরোভাগ থেকে পেছনে এল। 'ওরিন, পাহাড়ে যাওয়ার আর কোনও রাস্তা আছে? মানে ওই গিরিপথ ছাড়া?'

'বোধ হয় আছে।' হাত তুলে দেখালাম আমি। 'ওটা ক্যাটল মাউন্টিন, এর ঠিক পেছনেই ডেমিজন। আমি কখনও যাইনি, তবে ক্যাপ সয়ার একবার বলেছিল ওটার কথা।'

'তা হলে চল, ওদের একটু ধাঁধায় ফেলি।' অ্যাঞ্জেলের পরামর্শে আমি নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে বাঁক ঘুরলাম আমি, এগিয়ে গেলাম গ্রাউজ মাউন্টিনের পুবদিকে চলে-যাওয়া একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে। কিছুদূর যাওয়ার পর ধনুকের মত বাঁকানো আরেকটা ট্রেইলে উঠে এলাম আমরা, সেখান থেকে ক্যাটল মাউন্টিন হয়ে ডেমিজনের পশ্চিমের রাস্তা, অবশেষে রিবন মেসা।

সঙ্কীর্ণ বিসর্পিল বন্ধুর পথ। থেকে থেকে মারম্যাটের ডাক কানে আসছে, আমাদের দেখে পাথরের আনাচেকানাচে ছুটে পালাচ্ছে লোমশ কাঠবেড়ালিগুলো। একটা তৃণভূমির পাশ কাটিয়ে এলাম আমরা। পাহাড়ি লূপিন, ইন্ডিয়ান পেইন্টব্রাশ, আর হার্টলীফ আরনিক্যা তাদের নীল-লাল-সোনালি রঙ যোগ করেছে প্রকৃতিতে। নিঝুম পরিবেশ, পাথরে ক্রীকের পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে। আমরা যত্রতত্র বাঁক ঘুরে, সামনে পেছনে করে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম আমাদের ট্রেইল লুকোনোর। পাথুরে পথ, ধসে এবড়োখেবড়ো। পার্ক ক্রীক পেরিয়ে, ফক্স মাউন্টিনের পেছনের গিরিপথ ধরে প্রায় মাইলখানেক মিডল ক্রীকের দিকে নেমে এলাম আমি, তারপর একটা ভাঙাচোরা ট্রেইল হয়ে পাহাড় পাড়ি দিলাম।

অ্যাসপেন বনের ভেতর দিয়ে এগোলাম আমরা, পাশ কাটালাম কোনও কোনও ঝোপ, তারপর পেরিয়ে গেলাম উঁচু পাহাড়ি প্রান্তর, সারা পথেই যথাসম্ভব নিজের ট্র্যাক গোপন করার প্রয়াস পেয়েছি আঁদ্রে ব্যাস্টনের

লোকবল যদি সত্যিই বেশি হয়, ওর দলে দুই একজন মাউন্টিন ট্র্যাকার থাকা খুব স্বাভাবিক। তবু বিনা খাটুনিতে ওকে আমাদের হদিস বের করতে দিতে আমি রাজি নই।

অবশ্যি ওরা উলফ ক্রীক পাস হয়ে সহজ রাস্তায় এগিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ইন্ডিয়ান আর পাহাড়ি লোকেরা বহুকাল ব্যবহার করেছে পথটা। খনি অনুসন্ধানকারীরাও মাঝে-মধ্যে গেছে। যে-ফরাসি মিলিটারি ডিটাচমেন্ট সোনা লুকিয়ে রাখে তারাও সম্ভবত এসেছিল উলফ ক্রীক হয়েই।

আমরা ঢাল বেয়ে সিলভার ক্রীক ক্যানিয়নে নেমে এলাম। অদূরে, নীচে স্যান হুয়ান। আমাদের পশ্চিমে, অর্থাৎ বাঁয়ে রত্নগিরি– দুর্গম।

পাহাড়ের গায়ে একটা বিশীর্ণ নালার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অ্যাঞ্জেল। ঘন অ্যাসপেন ঝোপের পাশ দিয়ে একফালি তৃণভূমিতে ঢুকলাম আমরা, কিনারে ঝরনা। রাশ টানলাম গাছের নীচে, নামলাম। অবসন্ন বোধ করছি আমি।

আমরা জিন খসালাম ঘোড়ার পিঠ থেকে। আমি আমার স্যাডল আর একটা প্যাকহর্সকে মালিশ করলাম কিছুক্ষণ, তারপর লাকড়ির খোঁজে ঝরনাতীরে গেলাম। কিছু ভারি মরা ডাল কুড়োলাম প্রথমে তারপর পাড়ে গিয়ে বসলাম পানি খেতে। ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। পান শেষ করে উঠব হঠাৎ ধাতব পদার্থ ঘষা খাওয়ার অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল। উজান থেকে এসেছে শব্দটা। পিস্তল বের করে সাবধানে পিছিয়ে এলাম আমি।

কাঠ সংগ্রহের পর আমি নদীর পাড়ে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করেছি, ফলে আমাদের ক্যাম্প এখন আমার একশো গজ পেছনে রয়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা কটনউডগাছের শেকড়ের পাশে অবস্থান নিলাম। কান খাড়া, পেশী সতর্ক। পাথরের ওপর দিয়ে খিলখিল করে ছুটছে ঝরনা, উজানে আমি একটা পাখির গান শুনতে পাচ্ছি। এরপর কেবল ঝরনার শব্দ জেগে রইল।

সামনে, অদূরে, ঈষৎ বাঁক নিয়েছে ঝরনাটা, পাথর আর ঘন ঝোপের পাশ দিয়ে– ডগউড, উইলোর ঝাড়। ঝোপ আর আমার মধ্যবর্তী জায়গাটা জরিপ করলাম আমি, ভয়ের কিছু চোখে পড়ল না দেখে এগোলাম সামনে, আলতো পায়ে হাঁটছি যাতে কোনওরকম শব্দ না হয়।

বাঁকের কাছে পৌঁছে, ঝোপের ভেতর দিয়ে চারপাশ দেখার জন্যে মাথা জাগালাম আমি ঝোপের পেছন থেকে ঝরনার প্রায় পঞ্চাশ গজ অবধি স্পষ্ট দেখা যায়।

দূরে; যতটা আমার চোখ আমাকে নিয়ে যেতে পারল, ঝরনাতীরে বসে আছে একটি মেয়ে। এতদূর থেকে আন্দাজ করলাম কিশোরী হবে– অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পাথর ছাঁকছে।

পাড়ের উজানে তাকালাম আমি, কিন্তু কোনও ক্যাম্প বা ওই জাতীয়

কিছু দেখতে পেলাম না।

পরিস্থিতি জরিপ করা দরকার, ভাবলাম আমি। যেহেতু কোনও মেয়েলোককে বিচার করতে হলে খুব কাছ থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তাই পাথর থেকে নেমে মোড় ঘুরে রওনা হলাম। যখন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার দেখা পেলাম ঝরনাটার, ও অদৃশ্য হয়েছে।

জি, সার। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। ওটা আমার চোখের ভুল নয়, আমি নিশ্চিত। যদিও, আমি জানি, দীর্ঘকাল নারীস্পর্শরহিত জীবন কাটালে পুরুষমানুষ কল্পনায় ওদেরকে সর্বত্র দেখতে থাকে।

ঝরনাটা পার হলাম আমি, সন্তর্পণে এগোলাম উজানে। তেমন কোনও বিপদ ঘটার আশঙ্কা না করলেও হাতে পিস্তলটা তৈরি রেখেছি, মহিলা যখন আছে সেখানে একজন পুরুষ থাকাও স্বাভাবিক।

মেয়েটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে ট্র্যাক দেখতে পেলাম মাটিতে। আশপাশে নজর বোলাতে যাব এমন সময়ে পেছন থেকে একটা গলা ভেসে এল। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার; পাড়ের ঢালে ঝোপটা পরীক্ষা না করা মস্ত বোকামি হয়েছে।

'নড়বে না, মিস্টার,' একটি মেয়েলি স্বর বলল। 'বাঁচতে চাইলে কোনওরকম চালাকি কোরো না। হাতের ওই খেলনাটা ঝটপট হোলস্টারে ভরে ফ্যালো, নইলে তোমার কপালে সীসের টানেল তৈরি করব আমি!'

'আমাকে ভয় নেই, ম্যাম। কোনও ঝামেলা করব না। মনে হলো মেয়েলোকের মত কিছু একটা দেখলাম; তাই–'

নারীকণ্ঠে শ্লেষ। 'মেয়েলোকের মত? হতচ্ছাড়া বিদেশী, জীবনে তুমি এ-রকম মেয়ে দ্যাখোনি। কই, ঘোরো, দ্যাখো একবার!'

ঘুরলাম আমি, এবং যা দেখলাম তাতে আমার মুখ থেকে কথা সরল না। প্রায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, প্রয়োজনমাফিক নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে বাড়তি মেদ আছে।

'সত্যি, ম্যাম।' টিকালো নাক, টানা টানা ভ্রূ, লালচে চুল। সব মিলিয়ে একধরনের বন্য সৌন্দর্য আছে মেয়েটার মাঝে।

ওর হাতে একটা স্পেন্সার .৫৬, ভয়ালদর্শন, ধরার কায়দা থেকেই বোঝা যায় আনাড়ি নয়।

আমার দিকে ও এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। আমার হাল আমি জানি, তাই বুঝতে পারছি ও আসলে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

'বেশ!' পিস্তল নাচিয়ে বলল ও, 'তুমি ওই গুঁড়িটার ওপর বসো। কিন্তু আবার বলছি, কোনও চালাকি না।'

'আমি শান্তিপ্রিয় লোক, ম্যাম। গুলিতে মৃত্যু যদি কপালে লেখাও থাকে সেটা কোনও সুন্দরীর হাতে হবে না।'

'গুলতানিতে কাজ হবে না, ওসমান! মিষ্টি কথায় ভুলছি না আমি!'

ওসমান? কীভাবে–

'বোকা হওয়ার কিছু নেই। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ওসমানদের সবাই চেনে।'

'তোমার বাড়ি কামবারল্যান্ডে?'

ওর চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি। 'নয়তো আর কোথায়? তোমরা বুঝি মনে করো সারা দেশের লোকই তোমাদের চেনে?'

'তোমার চুলটা অন্যরকম লাগছে, নইলে তোমাকে ট্রেল্যনি বলেই ধরে নিতাম,' বললাম আমি। 'কিন্তু এর আগে যে-একজনের সাথে দেখা হয়েছিল তার চুল ছিল কালো। আমাকে ভীষণ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল মেয়েটা।'

'ঠিক করেছিল। যাকগে, তুমি কোন ওসমান?'

'উইলিয়ম ওরিন। তুমি?'

'নেল– জ্যাক বেনের মেয়ে।'

আচ্ছা। নেলের কথায় আর একবার ওর দিকে তাকালাম আমি। টেনেসির পাহাড়ের আমরা ওসমানরা, আর ট্রেল্যনি পরিবার পাশাপাশি মানুষ। সবকিছুতেই ছোটবেলা থেকে ওদের মেয়েদের সাথে আমাদের ছেলেদের রেষারেষি। সে-ই ট্রেল্যনি মেয়েরা যখন কোনও ছেলেকে শেষ-পর্যন্ত তাদের কাছে টেনে নিত, সেই ছেলেটি আমাদের সমাজে হয়ে উঠত রাজপুত্তুর। বুড়ো জ্যাক বেনও ওদের মধ্যে ব্যতিক্রম নয়। টেনেসি ক্রীকের চাইতেও তিরিক্ষে মানুষ জ্যাক, ফাঁদে-পড়া নেকড়ের মতই বজ্জাত। ওর মেয়েদের পটাতে এসে জ্যাকের দৌড়ানি খায়নি এমন ছেলে আমাদের তল্লাটে খুব কমই আছে।

'একা এসেছ?'

'এলেই-বা? আমি নিজেকে সামলাতে জানি।'

'শোনো, নেল ট্রেল্যনি, আমাদের পেছনে একদল লোক আসছে। খুনে-ডাকাত। মেয়েদের প্রতি এদের শ্রদ্ধাবোধ নেই। কাজেই–'

'ভয়ে পালাচ্ছ তুমি?' নেলের গলায় বিদ্রূপ। 'এই প্রথম শুনলাম কোনও ওসমান পালাচ্ছে... অবশ্যি বাবার তাড়া খেয়ে তোমাদের অনেকেই...

আঁধার নামছে। 'তুমি বরং তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাও,' বললাম আমি। 'আমার বন্ধুরা আমার আশায় বসে থাকবে।'

'তার মানে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে না? ভয় পেও না– বুড়ো নেই এখানে। আমি একদম একা।'

পনেরো

'তোমার বাবা কোথায়?'

'শালাকোতে। অপেক্ষায় আছেন আমি গিয়ে উদ্ধার করব তাঁকে।'

'উনি হাজতে?'

'না না! অসুস্থ, বিছানায়। আমরা পশ্চিমে এসেছি নিঃস্ব অবস্থায়। বাবা ঠিক করলেন সোনা খুঁজবেন।

'চেষ্টা করেছিলেন– লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে বাতে ধরেছে তাঁকে। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তবে বন্দুকের টিপ আর মুখ কিন্তু ঠিকই আছে।

'এই ঝরনায় এক লোক সোনা পেয়েছিল। ওর কাছ থেকে খবরটা শুনেই আমি চলে এসেছি এখানে। বাবাকে চিঠি লিখে দিয়েছি, জানিয়েছি আমি কোথায় যাচ্ছি।'

'একা একা এসেছ?'

'জি না, সার। আমার সাথে একটা খচ্চর আছে। আমার মতই কড়া. কারও কথা শোনে না। আর আছে একটা কুকুর, আধা ভালুক।'

'ঠাট্টা করছ– আধা ভালুক? বাজে কথা।'

'ওর মাকে সে-কথা বলো। তবে, ওর বাপ ভালুকটা বোধহয় রাগ করবে না এতে। সত্যিই, আমার ওই কুকুরটাকে ভালুক না বললে ভুল হবে।'

চলার পথে আড়চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল ও। 'পশ্চিমে এক ট্রেল্যানি মেয়ের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল বলছিলে। কার সঙ্গে?'

'তার মানে তোমরা দুজন ছাড়াও আরও এসেছে? খোদা, এই মাটি একসাথে কটাকে সামলাতে পারবে? ওর নাম বেটি।'

'আ-চ্-ছা! তা হলে তো, মিস্টার, দিনের আলোয় তোমাকে দেখতে হয়। বেটি যখন তোমার পেছনে লেগেছিল তখন নিশ্চয় তোমার মধ্যে পদার্থ বলে কিছু আছে। ও খুব সুন্দরী– মানে বেটি।'

'হ্যাঁ, ম্যাম। তবে বিশ্বাসী না। পাহাড়ে থাকতে আমরা জানতাম ট্রেল্যানি মেয়েরা আর যাই হোক বেঈমানি করে না। কিন্তু ও! আরেকটু হলেই আমাকে মেরে ফেলেছিল।'

ঝরনাতীরে একসার পাথরের সামনে এসে থামলাম আমরা। গাছপালার নীচে ছাপরা তুলেছে নেলি মিথ্যে নয় একটা দৈত্যাকার খচ্চর বাঁধা গাছের সাথে. মিসৌরির জীব, কম করেও পনেরোশো পাউন্ড।

একটা চাপা গর্জন শুনলাম আমি। ওই কুকুরটা যদি আধা ভালুক নাও

হয়, ওটা যে প্রাগৈতিহাসিক কোনও জন্তু তাতে কোনও সন্দেহ নেই– যেমন কুৎসিত তেমনি ভয়ঙ্কর। কমপক্ষে আড়াইশো পাউন্ড ওজন। ষাঁড়ের মত বিশাল মাথা, দাঁতগুলো দেখলে ডাইনোসরও ভিরমি খাবে।

'ঠিক আছে, নেব,' বলল নেল। 'ও আমার বন্ধু।'

'এতক্ষণ যদি নাও হয়ে থাকি,' বললাম আমি, 'এখন হব। বাপের জন্মে এতবড় কুকুর দেখিনি।'

'তাই।'

'কী খাওয়াও ওকে? রোজ একটা বাছুর?'

'ওর খাবার ও-ই জোগাড় করে নেয়। কী জানি, হয়তো মানুষই ধরে ধরে খায়। ঘন ঘন বনের মধ্যে যায়, প্রতিবার ফিরে আসে ঠোঁট চাটতে চাটতে।'

'কোথায় পেলে?'

'আপনা থেকেই এসে পড়েছে। পাহাড়ের মাথায় হরিণ শিকার করছিলাম আমি, ও নীচে থেকে উঠে আসে। আমি তখন মাত্র একটা এলক মেরেছি।

'ও থাবায় ভর করে মুখ বাড়াল। আমি খানিকটা মাংস ছুঁড়ে দিলাম। সেই থেকে রয়ে গেছে।'

'শালাকোতে ও যায়? ওর ভয়ে তো উপত্যকার সব ঘোড়া ছুটে পালাবে!'

'জ্যাকবকে ভয় দেখায়নি। দুটিতে খুব দোস্তি।'

জ্যাকব, আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না, খচ্চরটার নাম।

'চলি।' উঠে পড়লাম আমি। 'ওরা ভাববে পানি খেতে এসে আমি শুয়োরের খোরাক হয়েছি। আসি তা হলে, তুমি এসো কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে। আমরা আরও দু-একদিন আছি... যাদের কথা বললাম সেই লোকগুলোর ব্যাপারে হুঁশিয়ার থেকো।'

আমি যখন ক্যাম্পফায়ারের ধারে ফিরে এলাম প্রত্যেকেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে খাওয়ার পালা শেষ, কফি পান করছে, তবে সবাই সতর্ক। আমি নীরব থাকার কোনও চেষ্টাই করলাম না, আগুনের কাছাকাছি আসামাত্র সাড়া দিলাম জোরে, যেমনটি করা উচিত একজন ভদ্রলোকের। এ-ক্ষেত্রে অভদ্র হলে পেটে গুলি খেয়ে পটল তোলার ভয় আছে।

'এত দেরি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেল।

স্মিত মুখে আমার দিকে তাকাল টিংকার, চোখে দুষ্টু হাসি। জুডাস প্রিস্টও গম্ভীর থাকায় প্রয়াস পেল, যেন জানে আমি কোথায় ছিলাম।

'গল্প করছিলাম,' বললাম আমি। 'একটা মেয়ের সাথে।'

'এখানে?' অ্যাঞ্জেল সন্দিগ্ধ।

'আমার মনে হয় ও সত্যি কথাই বলছে,' মুখ খুলল টিংকার। 'দেখছ না

চোখমুখ কেমন লাল।'

নেল ট্রেল্যানি আর বুড়ো জ্যাক বেনের ঘটনা সংক্ষেপে ওদেরকে জানালাম আমি।

ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেল। 'ব্যাটাছেলের পক্ষেই শক্ত,' নেতিবাচক জবাব দিল ও, 'মেয়েমানুষের নামাই উচিত হয়নি।'

'জ্যাক বেন পঙ্গু হয়ে গেছে,' বললাম আমি। 'এ-অবস্থায় ও আর কী করতে পারে বল? সবাই উপোস করবে আর ও চুপচাপ বসে তাই দেখবে?'

'ট্রেল্যানি মেয়েরা রাঁধতে জানে,' অভিমত দিল ও, 'এইসব মাইনিং টাউনের হোটেলগুলো নিশ্চয় খুব ভাল না।'

'এর জন্যে নগদ টাকা লাগবে। জায়গা চাই একটা।'

'মি. অ্যাঞ্জেলের সাথে আমি একমত,' দৃঢ় স্বরে বলল জুডাস। 'যত যাই হোক, সোনা খোঁজা মেয়েলোকের কাজ না।'

নিজেদের সমস্যাতেই আমরা অস্থির। আর কথা বাড়ালাম না। সে-রাতে ডায়েরিটা আবার বের করলাম আমি। অ্যাঞ্জেলকে দিলাম আমাদের পড়ে শোনানোর জন্যে।

আমি চুপ করে লিখছি। কিন্তু কাজটা সহজ না। আমার ধারণা পেটিগ্রিউ জানে আমি কী করছি। তবে ও চুপচাপ স্বভাবের মানুষ, কেবল মাঝে মাঝে ওর সেই ধূর্ত হাসিটা হাসে।

কেউ একজন সোনা পেয়েছে! আজ সকালে একটা গাছের গোড়ায় ছোট্ট গর্ত দেখতে পেয়েছে পিয়েরে। তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে বোজানো হয়েছে ওটা। পেটিগ্রিউর বুটের ছাপ পাওয়া গেছে ওখানে।

পরে, পিয়েরেকে একা পেয়ে আমি ওকে বলেছি ওই ছাপগুলো জাল– পেটিগ্রিউকে ফাঁসানোর মতলব। আমার কথা বিশ্বাস করেনি সে। আমি ওকে বলেছি ওর পক্ষে যেতে পারে এমন লোকদের সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হবে, এরপর সম্ভবত আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে ওরা। যদি ব্যর্থ হয়, তবে হয়তো আরেকটা ইন্ডিয়ান হামলা হবে। ও খেপে যায় এতে, আমার কথার ব্যাখ্যা দাবি করে। আমি ওকে জানিয়েছি কোনও ইন্ডিয়ান আসেনি, আমি কারও ট্র্যাক খুঁজে পাইনি। ইন্ডিয়ানরা যদি কাছাকাছি থাকত, আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ফিরে আসত।

এ-বার কিছুটা ঠাণ্ডা হয় পিয়েরে। জিজ্ঞেস করে কাজটা কার হতে পারে। আঁদ্রে আর সোয়ান সম্পর্কে আমার সন্দেহের কথা বলেছি আমি। ও অসন্তুষ্ট হয়েছে, কারণ আঁদ্রে ওর স্ত্রীর ভাই। আমি বলেছি আঁদ্রের খুনের নেশা আছে। সোয়ান আনজুসের সাথে

নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে কিছু বলেনি।

পিয়েরে বিরক্ত হলেও কথা শুনে গেছে। 'তোমার ধারণা সোনা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছে কেউ?' জিজ্ঞেস করে ও। আমি বলেছি ঠিক ওই কথাটাই আমি বিশ্বাস করি।

ইন্ডিয়ানদের ওপর নজর রাখার ছুতোয় ওদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ঘুমোই আমি। ডালপালার ওপর বিছানা পাতি যাতে নিঃশব্দে কেউ আসতে না পারে। আমার পেছনটা খেয়াল রাখছি সবসময়।

একমনে পড়ছি আমরা। আশপাশের এলাকা জরিপ করেন বাবা, একটা ক্যাম্প করার জায়গা আবিষ্কার করেন– ঠিক করে বললে, দুটো জায়গা। পিয়েরে বন্টেম্পসকে যুক্তি দিয়ে বোঝান তিনি, আর্মিতে কোন্দল বেধেছিল। এ-সম্পর্কে রটনা উতে আক্রমণে ওদের অধিকাংশ নিহত হয়। যারা বেঁচে যায় তাদের প্রায় সবাই অনাহারে মারা যায় পরে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক কেবল পালাতে সক্ষম হয়েছিল। নানা কারণে ওই কাহিনি বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ আর্মি ডিটাচমেন্টটা বেশ বড় ছিল– প্রায় তিনশোর মত। বাবার বিশ্বাস আরও কম হবে।

তাঁর ধারণা মতপার্থক্যের কারণে ওরা আলাদা হয়ে যায়। ওই-রকম আদিম পরিবেশে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, নিশ্চয় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওখানে। দুটো ক্যাম্প আবিষ্কার করেন বাবা, দুটোই পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গার্ডপোস্ট দেখতে পান তিনি, সঙ্গে দেয়ালের গায়ে ঘুলঘুলি। পোস্ট ভেঙেচুরে গেছে, তবে ঘুলঘুলিগুলো সাফ করে কাজ চালানো যায়।

জঙ্গলে বাবাকে লক্ষ্য করে দুবার গুলি ছোঁড়া হয়, কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি ইন্ডিয়ান হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা কাউকে বলা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। মাটি খুঁড়ে যে-সব হাড় এবং আরও কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছেন তা থেকে তাঁর অনুমান একটা ক্যাম্প অন্যটার চেয়ে আরামে ছিল। ফরাসি মিলিটারি ডিটাচমেন্টের ওই অংশের লোকেরা ভাল খেয়েছে, ভাল থেকেছে।

...ওই দলে নিশ্চয়ই কোনও ইন্ডিয়ান বা পাহাড়িয়া ছিল।

মে ২৪: পালাচ্ছি। আহত। আমরা সোনা পেয়েছি, অন্তত কিছুটা। আঁদ্রে, সোয়ান ত্বরিত কাজ দেখাল। বরাবরের মত আলাদা বিছানা করেছিলাম আমি, তারপর অস্বস্তি লাগছিল বলে পেছনের অ্যাসপেন বনে ঢুকে যাই। এত ঘন যে সহজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়, নড়াচড়া শুনতে পাই, তারপর রাইফেলের গর্জন। চুপিসারে এসে ওরা আমার

বিছানায় গুলি করেছে। কাছে আসতে পারেনি, দূরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছে। কমপক্ষে বারোটা বুলেট আমার বিছানায় ঢোকায় ওরা।

আঁদ্রের গলা পেলাম আমি, 'চলো, এ-বার পেটিগ্রিউকে। পা চালাও। ওকে বলবে ইন্ডিয়ানরা হামলা করেছে, তারপর কাছে এলেই...' পিয়েরের কী হবে, সোয়ান জিজ্ঞেস করে। ব্যাস্টন বলল, 'আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

দুজনের কাছে সময়মত পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে, নিঃশব্দে পিয়েরের উদ্দেশে ছুটে গেলাম।

পাহাড়ের মাথায় কী ঘটছিল তখন, বুঝতে হলে ছবির দরকার হয় না। রাত নামতেই ব্যাস্টন আর সোয়ান খুনোখুনিতে মেতে ওঠে, পুরো সোনাটা মেরে দেয়ার তাল করে ওরা। প্রথমে বাবাকে খুন করার চেষ্টা করে, ওদের বিশ্বাস ছিল ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনামত সবকিছু এগোয়নি। ওরা নেটিভিটি পেটিগ্রিউর বিছানায় গিয়ে দেখে সে নেই। কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করে একটা ঘোড়াও গায়েব হয়েছে।

অ্যাসপেন ঝোপ থেকে বেরোনো কষ্টের কাজ, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরতে হচ্ছিল বাবাকে, যে-কোনও মুহূর্তে চোরাগুলির আশঙ্কা, তাঁর হাতে অস্ত্র বলতে একটা সিঙ্গল-শট রাইফেল আর পিস্তল।

ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতেই ব্যাস্টনের গলা কানে আসে তাঁর।

'...পিস্তলে হাত দিয়ে লাভ নেই, পিয়েরে। কাল সন্ধ্যায় বুলেট বের করে নিয়েছি আমি। ওসমান মারা গেছে, তুমিও শিগগিরই ওর সঙ্গী হবে।' একটা গুলির শব্দ, তারপর ব্যাস্টনের হাসি, কুৎসিত হাসি। 'একটা পা খতম, পিয়েরে।' আবার গুলি। 'আরেকটাও শেষ। তুমি জানো, কখনোই আমার সুনজরে ছিলে না তুমি। জানতাম একদিন তোমাকে খুন করব আমি। তোমার মৃত্যু দেখার খুব শখ ছিল আমার।'

সোয়ান ছুটে এল, কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। অনুমান করলাম ওরা জেনে গেছে যে পেটিগ্রিউ ভেগেছে। গাল দেয়ার আওয়াজ পেলাম আমি, এগিয়ে গেলাম গুলি করার জন্যে।

তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে আমার পা পড়ল একটা গর্তে। ঝোপের ওপর পড়ে গেলাম আমি। রাইফেল ছুটে গেল হাত থেকে। একটা গুলি উড়ে গেল আমার মাথার পাশ দিয়ে, পরক্ষণে আরেকটা বুলেটের ধাক্কা অনুভব করলাম শরীরে। ধরাশায়ী হলাম আমি। এখন নড়াচড়া করলে ওরা টের পাবে। পিস্তলটাও হাতে

নেই, ছোরা বের করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা খুঁজে পেল না আমাকে, অন্ধকারে খোঁজার সাহসও ছিল না। আমি শুনতে পেলাম আঁদ্রে বলছে পিয়েরেকে, 'তুমি শেষ। অনেক রক্ত হারিয়েছ। দুটো হাঁটুই গেছে, কেউ তোমার খোঁজ পাবে না। যা আশা করেছিলাম ততটা সোনা পাইনি আমি। পরে আবার আসব। এখন শুধু আমরাই জানি কোথায় আছে ওটা।'

'পেটিগ্রিউ পালিয়ে গেছে। ও বলবে সবাইকে।' পিয়েরের গলা।

'এই পাহাড় থেকে বেরোনের আগে ওকে খতম করব আমরা।'

ষোলো

অ্যাঞ্জেল যখন ডায়েরিটা নামিয়ে রাখল, এত ঘুম পেয়েছে ওর যে আর এগোতে পারছে না, আমারও পড়তে ইচ্ছে হলো না। হতে পারে ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল যে দুঃখজনক কোনও খবর থাকতে পারে ওতে, কিংবা বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তবু একটা চিন্তা আমাদের সবাইকেই আচ্ছন্ন করে রইল: সদলবলে আঁদ্রে ব্যাস্টন আর হিপোঁ সোয়ান আমাদেরকে তাড়া করে আসছে।

সন্দেহ নেই, হত্যাকাণ্ডের পর ওর সোনা নিয়ে যায়। কিন্তু কাজ অসমাপ্ত ছিল। পেটিগ্রিউকে খুঁজে বের করে হত্যা করা। সে-চেষ্টা ওরা করে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি আমরা, হঠাৎ অ্যাঞ্জেল বলল, 'ওরা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার সাহস পাবে না। ফিলিপ ব্যাস্টনকে দয়ালু লোক বলে মনে হয়েছে আমার, কিন্তু আঁদ্রে তাকে ভয় পায়, অথবা তার ক্ষমতাকে। আঁদ্রে তার আপন ভাই, জানে রাগলে কী করতে পারে বুড়ো ফিলিপ।'

'আমি ভাবছি পেটিগ্রিউ ডায়েরিটা পেল কোথায়। বাবার কাছ থেকে চুরি করেছিল? নাকি পরে ফিরে এসে পায়?'

আগামীকাল পাহাড়ের ওপরে যাব আমরা, সঙ্গী হবে অনেক জিজ্ঞাসা। ব্যাস্টনের সাথে চরম মোকাবেলার সময় আসন্ন। লোকটাকে কোনওমতেই হালকাভাবে দেখা চলে না। বাবার ডায়েরিতে আমরা যা পড়ছি তাতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওকে আনাড়ি বলে মনে হলেও ইতিমধ্যে বিশ বছর পেরিয়ে গেছে– এই সময়টা নিশ্চয় ফালতু অপচয় করেনি সে। নেটিভিটি পেটিগ্রিউকে ওরা সবাই মামুলি লোক মনে করেছিল, এমনকী আঁদ্রেও, অথচ সেই পেটিগ্রিউ খানিকটা সোনাসহ কেটে পড়ে। ওর কাছে সোনা থাকতে পারে, কেউ ভাবেনি।

ঘুমোনোর আগে নেল ট্রেল্যানির কথা মনে পড়ল আমার। দুশ্চিন্তা হলো

ওর জন্যে। অবশ্যি, ওর একটা পাহারাদার কুকুর আছে... আসলেই কী ও... কুকুর!

রাতের বেলায় কেউ ওখানে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা হা... বা পা খোয়াবে সে। আমাকে এক লোক একবার তিব্বতি ম্যাসটিফের গল্প করেছিল। আমাদের কুকুরগুলোর মতই গায়ে-গতরে বিরাট ওরা, তবে ওদের পশম আরও লম্বা। নেবকে আমার তিব্বতি ম্যাসটিফ বলে মনে হয়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের কারোরই কথা বলার প্রবৃত্তি জাগল না। বিরস মুখে মাংস সেঁকলাম আগুনে, কফি পান করলাম।

অ্যাঞ্জেল তার উইনচেস্টারটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল। 'জুডাস, তুমি ক্যাম্পেই থাকো। মালপত্র পাহারা দেবে। টিংকার, তুমি গিয়ে মিস ট্রেল্যানির খোঁজটা জেনে এসো। ওরিন আর আমি যাচ্ছি পাহাড়ের ওপরটা জরিপ করতে।'

কঠিন চড়াই। ভারি গাছপালা, এখানে সেখানে পশু চলাচলের পথ। কসরত করে মেসার মাথায় উঠলাম আমরা। ঘুরে ঘুরে দেখলাম চারদিক, ট্র্যাক খুঁজছি। আছে, সেইসব ভুলে-যাওয়া দিনগুলোর ছাপ। গাছের গায়ে কুড়ালের দাগ; ছাপরা তৈরির ভাঙা দরজা। প্রচুর নিশানা পাওয়া গেল যা থেকে বোঝা যায় বহুকাল আগে মানুষ বাস করেছে এখানে।

আলাদা হয়ে গেলাম আমরা, পাহাড়ের মাথায় তল্লাশি চালালাম নানাভাবে, বারবার আলোচনা করলাম দুজনে। বাবার চিহ্ন বের করার চেষ্টা করছি, অথচ মনের একান্ত আশা যেন না পাই। এ-ই নিয়মঃ প্রিয়জনের মরদেহ স্বচোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধে যে সে মারা গেছে, মনে হয় চলে গেছে অন্য কোথাও, বা আপাতত নেই কাছে।

আমরা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছি। কিছু খুঁজে পেতে হলে এখনই পেতে হবে। আঁদ্রে, সোয়ান এরা যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। পেটিগ্রিউর ব্যাপারে সন্দেহ জাগছে আমার। ধড়িবাজ লোক, যতটা দেখায় আসলে বোধহয় ততখানি পঙ্গু নয় ও।

একটা গাছের তলায় আমার পাশে জোড়াসন হয়ে বসল অ্যাঞ্জেল। 'শোনা যায় তিন জায়গায় সোনা লুকোনো হয়েছিল,' বলল ও। 'যদি পাঁচ মিলিয়ন থাকে, তবু বয়ে নেয়ার জন্যে অনেক সোনা। ওদের ঘোড়ার পক্ষে যতটুকু বহন করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি ওরা নেয়নি।

'আমার ধারণা, সম্ভবত তুইও একমত হবি, যে নিজেদের জন্যে খানিকটা সোনা সৈন্যরা তুলে রেখেছিল। ওই সোনাই আঁদ্রে আর পেটিগ্রিউ খুঁজে পায়।

'এখন দুটো ব্যাপার কাজ করছে এখানে। ওদের ভয় আমরা আসল ঘটনা জানতে পেরে বলে দেব ফিলিপকে, আবার ওরা যেটা পায়নি সেই সোনাও পেয়ে যেতে পারি এই আশঙ্কাও আছে।'

গাছের ফাঁক গলে রোদ আসছে। আমাদের মাথার ওপরে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে পড়ছে একটা চড়ুইপাখি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরাকাশে তাকিয়ে আছি আমি, ভাবছি বাবার কথা– তাঁর মোক্ষম চাল কী হতে পারে তার কথা, যখন তিনি জানতেন– সামান্যতম ভুলচুক হলেই মৃত্যু অবধারিত।

শেষ-মুহূর্তে, যখন আহত অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়েছিলেন, পিয়েরে পঙ্গু এবং সম্ভবত সমস্ত সাহায্যের বাইরে, অন্যরা চলে যাচ্ছে, তখন কী ভাবতে পারেন বাবা?

সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, কিন্তু এত বছর পরে তাই বা কেমন করে সম্ভব? পিয়েরে বন্টেম্পস্কি ওখানেই মারা যায়?

ঢালের ওপর আমার চোখ ঘুরছে। মানুষের চোখ খুব সহজেই প্যাটার্ন দেখতে পায়। চোখ নয়, আমাদের মন অন্ধ তাই আমরা অধিকাংশ জিনিস দেখতে পাই না। চোখ দেখে রেখায়, বক্ররেখায়, প্যাটার্নে। প্রতিটি মানুষেরই কাজের একটা নিজস্ব আদল আছে, প্যাটার্ন আছে। কেউ জটিল পদ্ধতিতে কাজ করে, কেউ-বা সরলভাবে। অনেক সময় এইসব জিনিস ওই বিশেষ লোকটির উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে।

বিশ বছর আগে সাবেক ক্যাম্পের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, এমনকী মাঝে প্রায় অর্ধশতক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও। 'অ্যাঞ্জেল, ওই ক্যাম্পগুলোর কিছু কিছু আলামত এখনও না থেকেই যায় না। বাবা পাথুরে দেয়ালের উল্লেখ করেছেন।'

'হ্যাঁ, থাকা উচিত।' উঠে দাঁড়াল ও, যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে। আমরা বিক্ষিপ্ত গাছপালার মধ্য দিয়ে এগোলাম, পাইন পাতার ওপর হাঁটছি, চোখ সজাগ।

পাহাড়ের উঁচুতে সাপের ভয় নেই। ওরা নিচু এলাকায় থাকে যেখানে গরম আছে। সাড়ে ছহাজার ফুটের ওপরে সাপ যায় না।

চড়ুইপাখিটা তখন থেকে অনুসরণ করছে আমাদের, বিশ ফুট দূরত্ব বজায় রাখছে সবসময়। পাহাড়ি অঞ্চলে ওদের চেয়ে ভাল সঙ্গী আর হয় না, তবে বড্ড চোর। একটু অসতর্ক হলেই খাবার চুরি করে খেয়ে ফেলে।

'ওরিন?' অ্যাঞ্জেল তার রাইফেলটা তুলে নির্দেশ করল। অদূরে গাছের গোড়ায় একটা ছোট্ট গর্ত। কাছে যেতে দেখলাম বহুকাল আগে খনিত। বড়জোর চার ফুট গভীর, কিনারগুলো ভাঙা, আগাছা জন্মেছে ভেতরে। তলদেশে তুষার জমে আছে, সূর্যকিরণ পৌছয় না।

গর্তটা হয়তো আমাদের পরিচিতজনেরা খুঁড়েছিল, বা আর কোনও গুপ্তধন সন্ধানী। এত উঁচুতে এমন কিছু নেই যার লোভে জন্তু-জানোয়ার আসবে।

আমরা চারপাশ জরিপ করলাম কিন্তু সনাক্ত করার মত কোনওকিছু চোখে পড়ল না। ঢাল বরাবর উজিয়ে পশ্চিমে গেলাম। আমাদের ঠিক

ওপরেই বাতাসে দুলছে গাছপালা। তুষার ঝরে যাওয়ায় কোথাও কোথাও সবুজের আভাস।

অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করছিল আমার মনে এমন সময়ে প্রথম দুর্গটা দেখতে পেলাম। পাথরের দেয়াল, একটার ওপরে আরেকটা সাজানো, এখন ভেঙে গেছে, এ-দিক সে-দিক ছড়ানো ছিটানো, তবু বোঝা যায় স্পষ্ট অনেকদিন আগে এখানে ডেরা বেঁধেছিল কেউ। এর কয়েক গজ সামনে, পশ্চিমে, অপর ক্যাম্পটা আবিষ্কার করলাম আমরা। দেখামাত্র আমি বুঝতে পারলাম বাবা কী বলতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় ক্যাম্পটা যে-লোকই তৈরি করে থাকুক নিজের কাজ সে ভালই জানত। এমনভাবে তৈরি করেছে যেন আরামে থাকা যায়, চারদিকেই বহুদূর অবধি দেখা যায়, সহসা কেউ কাছে ভিড়তে পারবে না। আশপাশে অজস্র পাথরচাঁই, বাজ-পড়া গাছ আংশিক দেয়াল তুলেছে বাতাসের বিরুদ্ধে। পাহাড়ের মাথায় অধিকাংশ ডালপালা গাছের একদিকে, ফলে ওখান দিয়েও বাতাস ঢোকার রাস্তা বন্ধ।

দ্বিতীয় কেল্লাটা নির্মাণে অনেক সময় ব্যয় করা হয়েছে। পাথরগুলো মজবুতভাবে বসানো, তাই এতকাল পরেও কোনও কোনও জায়গা অবিকল আগের মতই রয়ে গেছে। একটা জিনিস পরিষ্কার, দুই ক্যাম্পের মধ্যে মতপার্থক্য হলেও, দুপক্ষই ইন্ডিয়ান হামলার ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য কামনা করেছিল।

প্রতিটি নথিতেই উল্লেখ আছে, হামলা করেছিল ইন্ডিয়ানরা।

দুনম্বর কেল্লার ভেতরটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম আমরা। দুটো বোতাম আর একটা ভাঙা টিনড্যার-বক্স দেখতে পেলাম। এ ছাড়া কোনওকালে মানুষের বসবাস ছিল তার কোনও চিহ্ন নেই।

'আমার ধারণা কম্যান্ডিং অফিসারের হুকুমে সোনাগুলো অনেক গভীরে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হয়,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'ওগুলো নেয়ার জন্যে পরে ওদের ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল। ব্যাস্টন আর পেটিগ্রিউ যে-অল্প কিছু সোনা পায় সেগুলো সম্ভবত কোনও গুহায় বা গাছের ফোকরে লুকোনো ছিল। এমন কোথাও যেখানে হাত বাড়ালেই নেয়া সম্ভব হয়।

'আমি কী বলছি বুঝতে পারছিস নিশ্চয়? বাবা যে ইন্ডিয়ান বা পাহাড়ি লোকটার কথা উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত দ্বিতীয় দলটাকে সে পশ্চিমে কোথাও নিয়ে যায়।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'দুটো ক্যাম্পের অস্তিত্ব থেকেই প্রমাণ হচ্ছে বাবার ধারণা ঠিক, গোলমাল হয়েছিল ওদের মধ্যে। পশ্চিমে গেলে ওরা প্যাগোসা স্প্রিংস থেকে দক্ষিণ দিকে স্যান্তা ফে, বা আরও পশ্চিমে চলে যেতে পারবে।'

চুপ করে বসলাম আমরা, সম্ভাবনাটা খতিয়ে ভাবছি। ওদের সঙ্গে যে

ছিল সেই রহস্যময় পাহাড়ি লোকটা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করছে।

সেনাবাহিনী কি ওকে গাইড হিসেবে বেছে নিয়েছিল? লোকটা নিউ অরলিন্স থেকে আসে না পথে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে? নাকি পাহাড়েই দেখা হয় ওদের?

শালাকো আর স্যান্তা ফের মধ্যে একটা রাস্তা আছে। ১৭৬৫-তে রিভেরা, এবং ১৭৭৬-এ এস্কালানতে ওই পথেই গিয়েছিলেন। ওঁদের আগেও– একশো বছর কিংবা তারও আগে– কেউ কেউ হয়তো ব্যবহার করেছিল ওই রাস্তা– এই অঞ্চল যে চেনে সেই জানে প্রাচীন স্প্যানিশ ট্রেইলের কথা।

আমরা স্যান হুয়ান নদীর ওপরে একটা মেসায় রয়েছি। দুর্গের নির্মাণকৌশল, গাছকাটা এ সব থেকে বোঝা যায় ফরাসি বাহিনীর স্থায়ী আস্তানা ছিল এখানে। ঘোড়াও ছিল কিছু। পরবর্তীকালে আরেকটা ফরাসি দল আসে, এবং বাবা এখানে আসার কয়েক বছর আগেই ওদের আগমন এবং নিশ্চিহ্ন পর্ব শেষ হয়।

কথাটা বলতে অ্যাঞ্জেল মন্তব্য করল, 'নিশ্চিহ্ন? অসম্ভব না।'

এক জায়গায় বেশ বড়সড় একটা সংঘর্ষের আলামত দেখতে পেলাম। রাইফেলের খালি খোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো নিশ্চয়ই পরবর্তী দলটার জিনিস। প্রথম দলটি যখন আসে তখন গাদাবন্দুকের চল ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা হয়েছিল কোথাও কোথাও, এখন লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে। সম্ভবত উতে আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ওরা।

'বাবার ডায়েরি রাখার উদ্দেশ্য আমাদের হাতে ওটা পৌছুনো,' অ্যাঞ্জেলকে বললাম আমি। 'সে-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এমন কোনও চিহ্ন এখানে রেখে যাবেন বাবা যা থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি এসেছিলেন এ-দিকে। এমন চিহ্ন যা কেবল একজন ওসমানের পক্ষেই চেনা সম্ভব।'

'কী হতে পারে?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেল। আমিও ভাবছি সেটা, তবু না দমে খুঁজতে লাগলাম।

জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, সেটা দীর্ঘস্থায়ী কিছু হবে। আমরা তখন ছোট, সুতরাং তাঁর খোঁজে পশ্চিমে আসতে সময় নেবে। বাবা বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, পশ্চিম সম্পর্কে নানান গল্প করেছেন আমাদের সাথে, একরকম বলতে গেলে ছেলেবেলায়ই গল্পচ্ছলে এখানকার প্রকৃতি, রীতিনীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের। পশ্চিমের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন তিনি, চাইতেন আমরাও যেন তা করি।

আমরা এমন কিছু পেলাম না যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে একজন লোকের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। গর্ত রয়েছে, বেশির ভাগই পরে যারা এসেছিল তারা খুঁড়েছিল, কিন্তু ওরা পেয়েছিল বলে মনে হয় না। সোনাগুলো এক বা তিন,

যে-কটি গর্তেই লুকোনো থাকুক নিশ্চয়ই মাটির অনেক গভীরে পোঁতা হয়েছে। নেতৃত্বে যে-লোকই ছিল তার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা দুটোই যে সমান মাপে ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই ধরনের যে সব ঘটনার কথা আমি জানি, তার আলোকে অনুমান করলাম শেষের দিকে ওদের ঐক্যে ফাটল ধরে– একপক্ষ চলে যেতে চায়, অন্যপক্ষ হয় এখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে কিংবা যেতে হলেও ভিন্ন কোনও পথে। মতপার্থক্য দেখা দিলে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন। তবু শৃঙ্খলা না থাকলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। সাধারণত মানুষের ভেতর থেকেই তার সেরা শৃঙ্খলাবোধটি জন্মায়, তবে কোথাও যদি একদল লোক থাকে তাদের সবার মাঝে এটি পাওয়া যায় না।

আলাদা হয়ে যায় ওরা। পাহাড়ি লোকটা যে-পক্ষ নেয় সেখানেই শৃঙ্খলা ছিল বেশি। তবে ওই লোক বাবা বা কিট কার্সন বা ব্রিজারের মত ট্র্যাপার ছিল না– ওরা পরে আসে। এ-লোক পাহাড়ের রীতিনীতি জানত, অর্থাৎ পূর্বপরিচয় আছে দুর্গম প্রকৃতির সাথে।

'অ্যাঞ্জেল,' বললাম আমি, 'চল, আমরা বরং ওই ট্রেইলটার নীচের দিকে দেখি। আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে।'

'চল,' বলল ও। 'এখন নীল থাকলে সুবিধে হত।'

'ইচ্ছে যদি ঘোড়া হত, তা হলে ভিখারি হত তার সওয়ারি,' ফোড়ন কাটলাম আমি। 'নিজের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যতবড় বাধাই আসুক মোকাবেলা করো– যতক্ষণ না শত্রু রণে ভঙ্গ দিচ্ছে।'

'বলা সহজ,' মন্তব্য করল অ্যাঞ্জেল।

'শোন, আমি এক লোকের কথা জানি যিনি প্রায় সব কাজে ব্যর্থ হন। ১৮৩১-এ ব্যবসা ফেল মারে। '৩২-এ হারেন ইলেকশনে, '৩৩-এ আবার ব্যবসা ফেল। বিধান সভায় নির্বাচিত হন ১৮৩৪ সালে। স্ত্রী মারা যায় '৩৫ সালে। পরের বছর হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন। স্পীকার পদে হারেন ১৮৩৮-এ। ১৮৪৩ সালে ল্যান্ড অফিসারের চাকরি, সেখানেও ব্যর্থ। একই বছরে কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়। কংগ্রেস সদস্য ১৮৪৬, দুবছর বাদে পুনর্নির্বাচনে পরাজয়। ১৮৫৫-তে সিনেট নির্বাচনে ব্যর্থ, '৫৬-তে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, আবার সিনেট নির্বাচনে পরাজয় ১৮৫৮।'

'আমি হলে ক্ষ্যামা দিতাম,' বলল অ্যাঞ্জেল।

'না, দিতি না। আমি তোর রগ চিনি। এই ভদ্রলোকও দেননি। ১৮৬০-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।'

'কী?'

'জি। তাঁর নাম আব্রাহাম লিংকন।'

সতেরো

নেল আর আমাদের ক্যাম্পের মাঝে ব্যবধান এক মাইল। ওরটা প্রায় সিলভার ফলসের গায়ে, আমরা ক্রীকের ভাটিতে, বীভার পুকুরের ঠিক পেছনে।

ট্রেজার মাউন্টিন থেকে আমরা যখন নেমে এলাম, টিংকার ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। 'ও নিরাপদে আছে,' আমাদের জানাল সে। 'ওই জানোয়ারটা থাকতে ওর কাছে-পিঠে ঘেঁষতে পারবে না কেউ। সারাক্ষণ ব্যাটার ভয়ে তটস্থ ছিলাম আমি।'

'ও কি আজও ঝরনার পাড়ে?'

'হ্যাঁ- রঙও পাচ্ছে কিছু কিছু। খুব বেশি না, তবে লেগে থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটা স্টেক পেয়ে যাবে।'

'সোনা খোঁজার চেয়ে ভাল। কেন, চল্লিশ বর্গমাইল জুড়ে পাহাড়। কোথায় খুঁজব!'

অ্যাঞ্জেল তার কাপে কফি ঢালল। 'ওরিন? তোর মতে আমাদের এখন কী করা উচিত? বাবার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি আমরা। তোর ধারণাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, দ্বিতীয় দলটা পশ্চিমে চলে গেছে, তা হলে বাবাও হয়তো তাই করেছেন- অবশ্যি যদি এখান থেকে শেষ-পর্যন্ত পালাতে পেরে থাকেন।'

'নিশ্চয়ই পেরেছিলেন। এখনও ডায়েরিতে কয়েকটা লেখাপাতা আছে। তবে আমাদেরকে উনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা রেখেঢেকে করেছেন। সতর্কভাবে পড়তে হবে আমাদের। আমি বলি কী, আমরা ওটা পড়ে দেখি, তারপর আর একবার না হয় পাহাড়ে যাব। তুই তো জানিস, এর পশ্চিমের অঞ্চলটাও চিনতেন বাবা। ডেলোরেস নদীর তীরে একসময় কিছুকাল কাটিয়েওছিলেন।'

আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম, তারপর খানিকটা তাজা কফি জ্বাল দিলাম। আমি ডায়েরিটা সবে বের করেছি এমন সময়ে শুনতে পেলাম একটা জানোয়ারের পদশব্দ- আমাদের দিকেই আসছে। আগুনের ধার থেকে সরে বসলাম আমরা।

অন্ধকার থেকে একটা গলা ভেসে এল। 'হ্যালো। আমি আসছি!'

নেল ট্রেল্যানি, জ্যাকবের পিঠে বসে, পেছনে লেজ নাড়তে নাড়তে আসছে নেব। 'একা লাগছিল,' বলল ও। 'তোমাদের আগুনটা দেখে ভাবলাম যাই, ওখানেই যাই।'

'বসো। বাবার ডায়েরিটা পড়তে যাচ্ছিলাম আমরা। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, যদি কোনও ক্লু মেলে।'

...ছুরি বের করে অপেক্ষায় রইলাম। কেউ এল না। কিছুক্ষণ বাদে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি, লজ্জা পেলাম ভীষণ। ওই বুলেটটা আমার কোনও ক্ষতিই করেনি। নিশ্চয় আমার গায়ে লাগার আগে ধাক্কা খেয়েছিল কোথাও। কেবল আমার বেল্ট আর টমহ্যাকের বাঁটে আঁচড় লাগে। আর আমার কোমরের এক জায়গায় ছড়ে গেছে সামান্য।

কাছেপিঠে কেউ ছিল না। বুকে হেঁটে পিয়েরের কাছে গেলাম আমি, ও এখনও বেঁচে আছে। অন্ধকারের মধ্যেই ওর ক্ষতস্থানে শ্যাওলা লেপে দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করলাম।

যেখানে পড়েছিল সেখানেই শুয়ে দিলাম ওকে।

দুদিন কেটে গেল। পিয়েরের দুটি পায়েই চটী বাঁধলাম আমি। যদি বাঁচেও– আর কোনওদিন হাঁটতে পারবে কিনা সন্দেহ। দুটো মোটা লাঠি আর দুটো বাফেলো কোট দিয়ে খাটিয়া বানালাম। একত্রে আটকে দিলাম দুটো কোটের বোতাম, প্রতিটা হাতার ভেতরে খুঁটি ঢোকালাম, তারপর কোটের বাকি বোতামগুলো আটকে খাটিয়ার ওপর কোনওমতে বসালাম পিয়েরেকে।

ঘোড়াগুলো গায়েব হয়ে গেছে। নিজে থেকেই চলে গেছে না তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা, জানি না। আঁদ্রে আর সোয়ান সব খাবার নিয়ে গেছে সঙ্গে, কেবল আমার মালপত্রের ভেতর রয়ে যায় কিছু।

খুঁটি দুটোর শেষ-মাথা তুলে নিয়ে রওনা হলাম আমি। মন্থর অগ্রগতি। পিয়েরে ব্যথা পাচ্ছে, ট্রেইল সরু। রাত নাগাদ উইন্ডি পাস সংলগ্ন ঝরনায় পৌঁছুলাম আমি। ঠিক করলাম স্যান হুয়ানের ওয়েস্ট ফর্ক উপত্যকায় নেমে গিয়ে নদী বরাবর এগোব।

এই ডায়েরি লিখছি উইন্ডি পাসের ঝরনায় বসে। বিশেষ কিছু খাইনি আমরা। পিয়েরে বলছে আঁদ্রে ভয় পায় ফিলিপকে, শুধু ঘৃণা করে বলেই যে ওকে গুলি করেছে তা নয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে চায় ও। 'ঠকবে,' বলল পিয়েরে। 'আমি সবকিছু ফিলিপের নামে করে দিয়েছি।'

আমাদের এই জায়গাটা মোটামুটি ঘেরা, তবে বাতাস খুব ঠাণ্ডা।

উঁচু চুড়ো থেকে তুষারের বার্তা বয়ে আনছে।

'বরফের জন্যে ওটা অসময় না?' জিজ্ঞেস করল জুডাস।

'এই পাহাড়ে না। তখন মে-র প্রায় শেষ, কিন্তু জায়গাটা দশ-হাজার ফুট উঁচু। আমি রকি অঞ্চলে ভরাগরমেও তুষারঝড় দেখছি।'

'আমরা কেবল একটা দিক জানতে পাচ্ছি,' বলল টিংকার। 'উনি কিন্তু বলেননি তাঁর অবস্থা কত কাহিল ছিল। একটা ভারি বোঝাসহ খাটিয়াটা বইতে হয়েছে– একদিনে ছমাইলেরও বেশি পথ।'

বাবা কখনোই নিজের দুঃখের গান গাওয়ার মত লোক ছিলেন না। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর ওই বয়েসে কোমরে অমন মারাত্মক চোট, তার ওপর খাটিয়া বহন– অতবড় পালোয়ানও হিমশিম খাওয়ার কথা।

বাবা কেন পশ্চিমের পথ বেছে নিলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি– মনে হয় ওটাই সহজ রাস্তা বলে, তা ছাড়া বাবা হয়তো ভেবেছিলেন আঁদ্রে আর সোঁয়ান অন্যদিকে গেছে।

যে-ঝরনার পাশে পিয়েরেকে নিয়ে বাবা থেমেছিলেন তার ভাটিতে, মাত্র মাইল দুই দূরে, স্যান হুয়ানের ওয়েস্ট ফর্কের উপত্যকা। চমৎকার জায়গা।

ওঁদের অবস্থা যেন দেখতে পাচ্ছি আমি। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে পিয়েরে, হাড়-ভাঙা খাটুনিতে বাবা ক্লান্ত, কোমরের জখম দগদগে হয়ে উঠেছে। হাড়ে চোট পেলে কীরকম ব্যথা হয় আমি জানি– বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে।

ওঁদের মুখে ক্যাম্পফায়ারের আলো নাচছে, অবসন্ন আহত শরীরে শুয়ে আছে দুজন মানুষ, পেছনে পাথর আর গাছপালার ছায়া।

আবার পড়া শুরু করল অ্যাঞ্জেল। ওর গলা আমার চাইতে মিঠে, শুনতেও আরাম লাগে।

শেষ-পর্যন্ত পিয়েরে ঘুমিয়েছে। এতে আরাম হবে ওর। আমি কাঠ সংগ্রহ করেছি। সকালে আগুন ধরাতে লাগবে। কোমরের ব্যথা বাড়ছে। অবশ হয়ে যেতে পারে জায়গাটা। ছেলেদের কথা, ওদের মায়ের কথা মনে পড়ছে খুব। ওরা কি কখনও জানতে পাবে এ-সব ঘটনা– কী হয়েছে আমার? ওরা ভাল ছেলে। বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হবে। ওদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কোনওদিন সে সুযোগ আসবে বলে মনে হয় না। একটা ভয় আস্তে আস্তে ছেঁকে ধরেছে আমাকে। মৃত্যুভয় নয়– আশঙ্কা হচ্ছে আর কোনওদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।

পিয়েরের গলা পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ ভুল বকছে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। আগুনের লাল আলোয় ওর দিকে তাকালাম আমি, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল ও, ফিলিপের নাম উচ্চারণ করল অস্ফুট স্বরে। গরম সুপ তৈরি করে তার কিছুটা ওকে খাওয়ালাম আমি। কিন্তু ও বিষপ্রয়োগের কথা বলল বারবার, ওর বাবার মৃত্যুর কথা বলল, ঠিকমত বুঝতে না পারলেও মনে হলো

ওতে ব্যাস্টন পরিবারের হাত ছিল।

জুন ২: ওয়েস্ট ফর্ক ক্যাম্প। পিয়েরের অবস্থা খারাপ। পা চটী দিয়ে বাঁধা, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব না। ভয়ানক ফুলে গেছে, দেখলে ভয় লাগে। ওর সাথে রয়েছি বলে আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ জানিয়েছে ও।

জুন ৩: একই জায়গায়। যাত্রা শুরু করে এ-পর্যন্ত পনেরো মাইলও এগোতে পারিনি। উতে ট্র্যাক, নালবিহীন ঘোড়া, সবই পুরোনো। পানি গরমের জন্যে আগুন জ্বালাতে হবে আমাকে। গরম পানির সেঁকে দিলে ওর পায়ের কিছুটা আরাম হয়। কফি প্রায় শেষ।

জুন ৪: পিয়েরে মৃত। নদীতে পানি আনতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি মরে পড়ে আছে, বুকে তিনবার ছুরি মারা হয়েছে। কোনও ইন্ডিয়ানের কাজ নয়, কিছুই খোয়া যায়নি আমাদের।

আঁদ্রে না সোয়ান? আর আগুন জ্বালানো চলবে না। পিয়েরেকে কবর দেব আমি, তারপর আমার জিনিসপত্র নিয়ে বনের পথ ধরব।

ভাটিতে আমাদের তিনটে ঘোড়াকে দেখতে পেলাম এইমাত্র। ঘাস খাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ওরা আমার কাছে আসবে, ওদেরকে সবসময় কিছু না কিছু খেতে দিতাম আমি। এখন আমি যাব, চেষ্টা করব।

এখানেই শেষ। আর নেই। বাবা ওই ঘোড়াগুলোকে ধরার চেষ্টা করতে গেলেন।

'নেটিভিটি পেটিগ্রিউ,' বললাম আমি। 'ডায়েরিটা ওর কাছে ছিল। কী করে পেল?'

'ও-ই হয়তো খুন করেছে পিয়েরেকে,' নিজের অভিমত জানাল টিংকার। 'তোমার বাবা যখন ঘোড়ার কাছে যান ও ফিরে আসে, ডায়েরিটা চুরি করে পালিয়ে যায়। মনে করো, কী বলেছেন তোমার বাবা? পেটিগ্রিউ সন্দেহ করত উনি কিছু একটা লিখছেন। নিশ্চয় ওটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল তাকে।'

'ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। ওটাই বোধহয় আমাদের শেষ আশাভরসা।'

আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে বিষয়টা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম আমরা, কফি খেলাম, কিন্তু কান খাড়া– রাতের কোনও শব্দই এড়াবে না। আমি অস্থির, রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। বহুলোক এখানে সোনার জন্যে এসেছে কিন্তু পায়নি, আমি তাদেরই একজন হতে চাই না। অ্যাঞ্জেলও নয়।

সকালে উইন্ডি পাসের ট্রেইল ধরব আমরা।

প্রথমে নেল জড়াতে রাজি হয়নি এর সঙ্গে, কিন্তু আমরা ওকে বোঝালাম

ওর বাবা যেখানে গিয়েছিলেন তার কাছাকাছি কোথাও সোনা আছে।

মনে হয় আমরা সবাই একরকম ধরেই নিয়েছি যে আগামীকাল বাবার হারিয়ে যাওয়ার কারণ আমরা জানতে পারব।

আঁদ্রের সঙ্গে আমরা কেউই সংঘর্ষে জড়াতে চাই না। জড়ালে আমাদের ক্ষতি হবে তা বলছি না, কোনও পক্ষেরই লাভ হবে না এতে। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে আছে– বিশেষ করে সোয়ানকে। যারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তাদের দেখলে হাত নিশপিশ করে আমার।

ওদের সঙ্গে লড়াই করলে লাভবান হওয়ার কিছু নেই। আমি নীরবে সরে যাওয়ার জন্যে তৈরি। আবার হিপোর মুখটা ভেঙে দিতে পারলে সত্যিকারের আনন্দিত বোধ করব। কিন্তু সেই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে রাজি আছি।

মানুষের জীবনে এমন কতকগুলো অবস্থা আসে যখন সে যা ভাবে কোনওকিছুই সেভাবে ঘটে না।

ভোরে আমাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করলাম আমরা, নেলকে সাহায্য করলাম তৈরি হতে, তারপর শালাকোর পশ্চিমের উদ্দেশে উইন্ডি পাসের দিকে যাত্রা করলাম।

পেছনে তাকাতে বুকে ব্যথা অনুভব করলাম আমি, ছোট্ট পাহাড়টা হারিয়ে গেল। দিন কয়েকের জন্যে ওখানে থেমেছিলাম আমরা, কিন্তু এর মধ্যেই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেছি আমি– বীভার পুকুর, দূরাগত সিলভার ফলসের আওয়াজ, শীত, ইস্ট ফর্কের ঝকমকে পানি।

ইস্ট ফর্কের ভাটিতে মূল উপত্যকায় পৌঁছুনোর একটা সহজতর ট্রেইল রয়েছে, কিন্তু আমরা গিরিপথটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই বলে পাহাড়ের ওপরদিকে গেলাম। এখান থেকে উইন্ডি পাস দুমাইলের কিছু বেশি।

পুরোনো ক্যাম্পফায়ারের কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পেলাম আমরা, কিন্তু একটিও বাবার কথা আমাদেরকে বিশেষভাবে জানাতে পারল না। উনি ছিলেন ওইসব জায়গায়, যেমন ছিল অন্যরা।

আচমকা রাশ টানল অ্যাঞ্জেল। 'মনে হলো গুলির শব্দ পেলাম,' বলল ও।

আমি কিছু শুনিনি, তবে জুডাসের বিশ্বাস সেও শুনতে পেয়েছে।

উপত্যকার দিকে এগোলাম আমরা, তারপর দক্ষিণে ঘুরলাম। স্যান হুয়ানের ওয়েস্ট ফর্কে উপত্যকার সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করা যায় আমরা এখন সেখানে রয়েছি তার উত্তর থেকে। ওখানে উলফ ক্রীক পাস বিরাট বাঁক নিয়ে নীচে নেমে গেছে। উপত্যকার মেঝে থেকে হাজার ফুট ওপরে একটা জায়গা আছে ওখানে– গোটা উপত্যকাটা দেখা যায় ওই জায়গায় দাঁড়ালে।

ট্রেইলে বাঁক নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করলাম আমরা। নেল রয়েছে

আমাদের সঙ্গে। চমৎকার সকাল। ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করার মত। সবাই উৎফুল্ল বোধ করছি। অ্যাঞ্জেল গান ধরছে– 'টেন্টিং টুনাইট অন দি ওল্ড ক্যাম্প-গ্রাউন্ড,' 'ব্ল্যাক, ব্ল্যাক, ব্ল্যাক,' আর 'বারব্রি অ্যালেন।' ও যখন 'ব্রেনান অন দ্য মুর' গানটা ধরল আমার দারুণ ইচ্ছে হলো ওর সাথে গলা মেলাতে, কিন্তু জ্যাকব বিরক্ত হতে পারে ভেবে বিরত রইলাম। আমিও গান গাই, যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোড়ার পিঠে একা থাকি। সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

বাবার ক্যাম্পের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বহুসময় কেটে গেছে ইতিমধ্যে, তবু আশা আছে একটা কিছু পাব ওখানে।

এখন আমাদের মনে হচ্ছে বাবা আর পিয়েরেকে খুন করতে ফিরে আসে কেউ একজন।

আঁদ্রে? সোয়ান? না পেটিগ্রিউ?

নেটিভিটি পেটিগ্রিউকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি। ধূর্ত লোক, হয়তো-বা খুনেও, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ওর কাছেই ডায়েরিটা ছিল– ওটা হাতানোর একমাত্র উপায় বাবা আর পিয়েরেকে অনুসরণ করা।

সোনার লোভ আছে পেটিগ্রিউর, হয়তো এর হদিস পেয়েও থাকবে, পুরোটাই আত্মসাৎ করার মতলবে ছিল। তবে ওই পাহাড় থেকে বয়ে আনার সময় প্রচুর ঝামেলা পোয়াতে হবে ওকে। অনেক লোকই গুপ্তধন পেতে চায়, কিন্তু খুব কম লোকই জানে পাওয়ার পর সেটা সামলানোর হ্যাপা কত।

লাখ লাখ ডলারের সোনা পাহাড় থেকে নামিয়ে আনবে কীভাবে? খচ্চরের পিঠে? সঙ্গে সঙ্গে লোকের সন্দেহ জাগবে কেন ওদেরকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেখানেও আছে লোভ-লালসার প্রশ্ন।

বলতে কী, সোনা পাওয়া যত সোজা, রাখা তত নয়।

আঠারো

নেব আমাদের হয়ে আগে বেড়ে পথঘাট জরিপ করে আসছে। চালু কুকুর। এত বিরাট যে অনায়াসে ওকে গ্রিজলির আত্মীয় ভাবা যায়, নাকটা আরকান্স কুনহাউন্ডের মত।

আমরা সামান্য ছড়িয়ে পড়ে এগোচ্ছি, মুখে রা নেই, সজাগ– এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, আবার পেছনেও রয়েছে আর একদল শত্রু।

খাটিয়াটা নিশ্চয়ই বাবার ট্র্যাক স্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছিল ট্রেইলে। বাবা কি জানতেন তাঁর পেছনে চুপিসারে এগিয়ে আসছে আততায়ী? আমরা যখন

তাঁর ক্যাম্পের দেখা পেলাম বুঝতে অসুবিধে হলো না কেন জায়গাটা নির্বাচন করেছিলেন তিনি। প্রায় খোলামেলা ক্যাম্প, সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত গাছ আর ঝোপের মাঝখানে– চারদিকেই বহুদূর অবধি দেখা যায়, ক্যাম্পবাসীর অগোচরে কাছে ভিড়তে পারবে না কেউ।

প্রথমে অবশ্যি আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে এটাই বাবার ক্যাম্প ছিল। সম্ভাব্য জায়গা ওটা, আগুনের আঁচে কালচে হয়ে যাওয়া পাথর আছে কিছু। ঘোড়া থেকে নামলাম আমরা। টিংকারকে পাহারার দায়িত্বে রেখে আশপাশ ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম।

নেল কবরটা আবিষ্কার করল। হাঁটতে হাঁটতে ওই ফাঁকা জায়গার আরেক প্রান্তে চলে যায় ও। ওখানেই ছোট্ট টিবির পাশে একটামাত্র কবর। ক্রুশের গায়ে নাম লেখা: পিয়েরে বন্টেমপ্স।

ঘোড়াগুলো চোখে পড়ার পর বাবা এখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে যান। সম্ভবত দক্ষিণদিকে কোথাও হবে সেই জায়গাটা, তবে ওদেরকে তিনি এখান থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। পিয়েরেকে কবর দেয়ার কথা বলেননি বাবা, নিশ্চয়ই ফিরে এসেছিলেন পরে... কিংবা পিয়েরের হত্যাকারীও তাকে কবর দিয়ে থাকতে পারে। বাবাও এই কবরে শুয়ে নেই তো?

অ্যাঞ্জেল বা আমার, কারোরই বিশ্বাস হলো না এ-রকম কিছু ঘটেছে, আমরা ছড়িয়ে পড়ে দেখতে শুরু করলাম আরও কিছু চোখে পড়ে কি না। পরবর্তীকালে আরও মানুষ এসেছে এখানে, বাবা ইচ্ছেকৃতভাবে কোনও চিহ্ন রেখে না গেলে কিছু পাওয়া যাবে মনে হয় না।

আমাদের অনুমান ঠিক, কিছুই পাওয়া গেল না।

'ওরিন,' বলল অ্যাঞ্জেল, 'তুই আমাদের চেয়ে বড়, কাজেই বাবাকে আরেকটু ভালমত জানবি। এ-রকম অবস্থায় তিনি কী করতে পারেন বলে তোর ধারণা?'

'পিয়েরের খুনী হয়তো তাঁকেও হত্যা করেছে,' মন্তব্য করল টিংকার। 'তোমার বাবাকে খুন করার জন্যে সে হয়তো ওই ঘোড়াগুলোর কাছে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল।'

জুডাস একমত হলো না। 'এটা একটা সম্ভাবনা বটে। কিন্তু আমার মনে হয় মি. বন্টেমপ্সকে যে-ই খুন করে থাকুক, সে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। আহত অসহায় একটা লোককে তিনবার স্ট্যাব করেছে সে। আমার বিশ্বাস মি. ওসমানকে বাগে পাওয়ার জন্যে সে অপেক্ষা করবে।'

'অ্যাঞ্জেল, আমি ব্যাপারটা দেখছি এইভাবে,' বললাম। 'বাবা কেমন মানুষ, কেন পশ্চিমে এসেছিলেন এগুলো আমি জানি। আমার মনে হয়, পিয়েরে মারা যাওয়ায় বাবার একটা দুশ্চিন্তা কমে যায়। এইসময়ে ঘোড়াগুলো পেয়ে উনি সোনা আনতে ফিরে গিয়েছিলেন।'

'আমার ধারণা উনি ফিরেই গিয়েছিলেন,' বলল নেল।

'হতে পারে,' সংশয়ের সুরে বললাম আমি। 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না।'

'আমি নিশ্চিত,' পুনরাবৃত্তি করল নেল।

'কেন?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেল।

'আমার বিশ্বাস মি. বন্টেমক্সের পরিণতি দেখে তিনি আরও হুঁশিয়ার হন। তাই ফেরার সময় কোনও নতুন রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন।'

'এই পাহাড়ে এমনিতেই রাস্তা কম,' আপত্তি জানাল জুডাস, 'তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এটাই সেরা।'

'এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক। ওসমানদের জন্য পাহাড়ে, সেরা পথ বলে ওদের অভিধানে কিছু নেই,' নিজের সিদ্ধান্তে নেল অটল। 'কেন বলছি তার কারণ আছে।

'সিলভার ফলসের পুবে আমি একটা প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইল আবিষ্কার করেছি। কোয়ার্টয ক্রীকের পাশ দিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে ওটা। সোনার সন্ধানে আমি ওখানে ক্যাম্প করার আগে এলাকাটা ভাল করে জরিপ করেছিলাম, যদি কখনও পালাতে হয় যেন অসুবিধেয় না পড়ি। ওই ট্রেইলটা কোথায় গেছে দেখার জন্যে পাহাড়ের মাথায় চড়েছিলাম আমি।

'সোজা প্যাগোসা স্প্রিংসে চলে গেছে। একটা শাখা আছে ওটার, মনে হয় সেটা বাঁক নিয়েছে দক্ষিণে। আমার ধারণা দক্ষিণে হে-স্ট্যাক মাউন্টিন থেকে যে-ট্রেইলটা এইদিকে এসেছে সেটার সাথে গিয়ে মিশেছে।'

নেলের বক্তব্যে যুক্তি আছে। বাবা কখনোই কারও ফাঁদে পা দেয়ার মত মানুষ ছিলেন না, তা ছাড়া তখন তাঁর কাছে যদি সোনা থাকে বিপদ আরও বাড়ল। সুতরাং প্রধান ট্রেইলগুলো এড়িয়ে চলবেন তিনি, এমন সব রাস্তায় যাবেন যেখানে আড়াল থেকে তাঁর পেছনদিকটা নজর রাখা সম্ভব হয়। এবং তিনি যাবেন পশ্চিমে।

কারও ওত পাততে হলে সেটা হবে পুবের ট্রেইলে। স্যান লুই শহরে দুষ্টলোকের অভাব নেই, পরের যথাসর্বস্ব অপহরণের জন্যে সবসময় মুখিয়েই থাকে।

বাবা পশ্চিমে দিন কাটিয়েছেন, জায়গাটা তাঁর পছন্দের তিনি যদি ওই পথে তাঁর সোনা নিয়ে যান তাঁর বিপদে পড়ার আশঙ্কা কম। তবু কোনও লোকের কাছে সোনা থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করতে বাধ্য

আমার মতে আমাদের এখন একটাই করণীয়: সোজা-শালাকোতে গিয়ে খোঁজখবর করা, উতেরা হয়তো কিছু জানলেও জানতে পারে। ইন্ডিয়ান এলাকার মধ্য দিয়ে খুব কম লোকই কারও চোখে না পড়ে চলতে পারে, রত্নগিরির আশপাশে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তার সবই উতেদের জানা থাকার কথা।

পশ্চিমে যাত্রা করলাম আমরা, শালাকোর উদ্দেশে। আমরা জানি,

আমাদের চাচাতো ভাই পিটার আর মিল্টন কিছুদিন আগে ওই এলাকায় বসত করেছে। ঠিক হলো প্রথমে ওদের সঙ্গে দেখা করব আমরা, তারপর শুরু হবে আমাদের খোঁজ-খবর। মিল্টন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে ওস্তাদ, ইন্ডিয়ান সমাজে ওর বন্ধু থাকা খুবই স্বাভাবিক।

আমরা ওসমানরা ইন্ডিয়ানদের সাথে লড়েছি, শিকার করেছি একসঙ্গে, আড্ডা মেরেছি, ঘুমিয়েছি একছাপরার নীচে, আবার লড়েছি পরস্পরের বিরুদ্ধে। কখনও কখনও এই সম্পর্ক হয়েছে অবাধ, বন্ধুত্বের- তবে সেটা নির্ভর করেছে কোন গোত্রের ইন্ডিয়ান ওরা, এবং সে-সময় ওদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তার ওপর। বাবাও ইন্ডিয়ানদের মাঝে তাঁর জীবন কাটিয়েছেন, পছন্দ করতেন ওদের জীবনধারা। টেনেসি এবং নর্থ ক্যারোলাইনার পাহাড়ি চেরোকী আর শ্যনি গোত্রে আমাদের প্রচুর বন্ধু ছিল।

পাঁচদিন পর আমরা অ্যানিমাস সিটিতে ঢুকলাম। শহরটাকে বেশ সাড়ম্বরে তৈরি করেছে ওরা। গোটা পঁচিশেক দালান, বেশির ভাগই বাসাবাড়ি।

আমরা মিলার অ্যান্ড ফবসের স্যালুন অবধি গেলাম। একই সঙ্গে ওটা একটা মনোহারি দোকানও বটে। চেহারায় মালুম হয় দোকানটা সবে চালু হয়েছে, তবে ব্যবসায় কমতি নেই তাই বলে। ছজন লোক বারে দাঁড়িয়ে, অথচ এখন প্রায় বিকেল।

টিংকার আর জুডাস পানি খাওয়াতে ঘোড়াগুলোকে নদীতে নিয়ে গেল, নেল সঙ্গী হলো ওদের, অ্যাঞ্জেল আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানকার হাবভাব বুঝব, সুবিধা পেলে নিজেদের কাজও সারব।

আমরা ঢুকতে দুজন খদ্দের মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাল, কুশল জিজ্ঞেস করল ওদের মধ্যে একজন। অন্যরা নিস্পৃহ চোখে দেখল শুধু, মাথা ঘামাল না।

কেউ বিশেষ কথা বলছে না। রেলরাস্তা বসছে এখানে, সে-ব্যাপারে আলাপ করছে দু-একজন। তবে সেটা শিগগিরই আসছে আমার তা মনে হলো না।

আমাদের কাছে এল বারটেন্ডার আমরা দুজনেই রাইয়ের ফরমাশ দিলাম। চকিতে আমাদের মুখের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার। 'ঘুরতে বেরিয়েছ?'

'হুঁ।'

'চমৎকার জায়গা,' মন্তব্য করল অ্যাঞ্জেল। 'ব্যবসাপাতি কেমন?'

'ভালই। মাইনিং। ক্যাটল। তোমরা গরু ব্যবসায়ী?'

'উকিল,' বলল অ্যাঞ্জেল, 'তবে গরু ব্যবসাও করেছি। আশপাশে বাথান আছে?'

'পশ্চিম, আর দক্ষিণে বেশ কিছু ভাল আউটফিট আছে। লা প্লাতায়

নতুন একটা দল এসেছে। নাম ওসমান।'

'নাম শুনেছি,' বলল অ্যাঞ্জেল।

'আরও কয়েক ঘর ওসমান আছে এখানে। এই অঞ্চলে যারা প্রথম এসেছে সেট ওসমান তাদের মধ্যে একজন। ও এসেছিল বেকার আউটফিটের সঙ্গে।'

'ভাল লোক, নিশ্চয়ই,' বললাম আমি।

'সেরা,' বলল বারটেন্ডার। লোকটা চালু, পাকা ব্যবসায়ী। 'তোমরা এখানে থেকে গেলে ভালই করবে।'

'দেখি। লা প্লাতায় গিয়ে ওসমানদের সাথে একবার কথা বলব ভাবছি।'

'যদি যাও,' পরামর্শ দিল বারটেন্ডার, 'বন্ধু হয়ে যেও। ওরা এমনিতে ভাল, কিন্তু কেউ ঘাঁটালে তার রক্ষে নেই।'

'শালাকোর পরেই ওদের বাথান। কিছু গরুও এনেছে। তবে আমি শুনেছি এখনও পুরোদমে চালু করেনি ব্যবসা, কেমন চলবে যাচাই করে দেখছে।'

রাই পান করলাম আমরা, তারপর কফির ফরমাশ দিলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি টিংকার ফিরে এসেছে, ঘুরঘুর করছে কোরালের পাশে, মাঝে মধ্যে থেমে ধার পরীক্ষা করছে ছুরির।

'তুমি এখানে অনেকদিন?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেল।

'সবে খুলেছি। কেউই বেশিদিনের না, '৭৩-এর দিকে দু-এক ঘর এলেও শহর গড়ে ওঠা শুরু হয়েছে '৭৬-এ। এখানে যদি থাকা সাব্যস্ত করো, সবসময় হুঁশিয়ার থেকো তোমরা। উতেরা এখনও আমাদের ব্যাপারে ওদের মন স্থির করেনি।'

একজন খদ্দের– বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, সৌম্য গোলাকার মুখ– তাকাচ্ছিল আমার দিকে। হঠাৎ সে বলল, 'কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলে আর একজন ওসমান এসেছিল। ভ্যালেসাইটোসে তার ক্লেইম ছিল একটা। পিস্তলে দারুণ হাত।

'তাই?' ভালমানুষ সাজলাম আমি। 'আসলে ওদেরকে না ঘাঁটালে ওরাও কাউকে ঘাঁটায় না।

'ও, হ্যাঁ, আর একটা কথা,' যোগ করলাম আমি, 'এ-দিকে কি বিশ বছর হলো কেউ আছে, থাকলে আমি তার সাথে কথা বলতাম?'

'পিটার বা মিল্টন ওসমানকে জিজ্ঞেস করো। ওরা এখানে নতুন, তবে ওদের একজন কাজের লোক আছে– ইন্ডিয়ান। বুড়ো। এখানেই জন্ম। নাম পাউডার-ফেস।'

আমরা কফি পান সেরে বেরিয়ে এলাম স্যালুন থেকে। সুন্দর সকাল। মিঠে-কড়া রোদ। নীল আকাশে সাদা সাদা বিক্ষিপ্ত মেঘ, ছবির বইয়ের মত।

'আমার ভাল ঠেকছে না,' অ্যাঞ্জেলকে বললাম আমি।

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল ও। 'সে-জন্যেই আমি স্যালুন থেকে চলে এলাম। আমাদের ঝামেলায় নিরীহ লোককে জড়ানো ঠিক না।'

'ওই লোকটা আমাকে চিনতে পেরেছে।'

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রাস্তার এ-মাথা ও-মাথায় নজর বোলালাম আমরা। অ্যানিমাস সিটি এখনও জমে ওঠেনি– তবে উঠবে। মাইনিং র‍্যাঞ্চিং দুটো ব্যবসাই ভাল চলবে।

টিংকার রাস্তা পেরিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। 'এইমাত্র একটা লোক এসেছে,' বলল ও। 'ড্রাগ স্টোরের সামনে বেঁধেছে ঘোড়াটা।'

রাস্তার পাড়েই নিউম্যান, চেস্টনাট, আর স্টিভেন্সের ড্রাগস্টোর। আমরা হাঁটতে হাঁটতে জর্জ ভাইদের কামারশালার সামনে গিয়ে আড়চোখে তাকালাম ওই ঘোড়াটার দিকে।

এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মার্কা– ৮৮৮।

'চার্লি ম্যাককেয়ারের ব্র্যান্ড,' বললাম আমি। 'বুঝলি কিছু?'

অ্যাঞ্জেল কাঁধ ঝাঁকাল। 'চল, চলে যাই।'

আমরা টিংকারের কাছে ফিরে গেলাম, তারপর নেল আর জুডাস প্রিস্ট যেখানে বসে আছে সেই নদীর পাড়ে গিয়ে হাজির হলাম তিনজনে। ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করলাম আমরা। পেছনে ঘাড় ফেরাতে আমি দেখলাম ড্রাগস্টোর থেকে এক লোক বেরিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

এর কিছুক্ষণ পর আমরা টুইন হিলসের কাছে থেমে ব্যাক ট্রেইল জরিপ করলাম, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। হন্টন গতিতে রওনা হলাম আমরা কারণ বেশিটাই চড়াই, তবে খুব খাড়া নয়।

ছোট্ট শহর শালাকো। পেছনে লা প্লাতা পর্বতমালার পটভূমি। শহরের পাশ দিয়ে একটা ট্রেইল লা প্লাতা ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে, লা প্লাতা নদী ঘেঁষে। অল্প কিছু দালানকোঠা রয়েছে শহরে– ওগুলোরই একটা স্যালুন।

বারটেন্ডার সুইডেনের লোক। প্রকাণ্ড শরীর। আমি দোর ঠেলে ঢুকতে আমাকে সে মাপল। অ্যাঞ্জেল এবং আমাদের নাকি তিন সঙ্গী আমার পেছনে।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে, বেরিয়ে এল বারের পেছন থেকে। 'ওরিন! ওরিন ওসমান! কী সৌভাগ্য! ওরা বলছিল তুমি আসবে, তবে এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি! আমার তরফ থেকে এক রাউন্ড!'

'কিছু খেতে পেলে ভাল হয়,' আমি বললাম। 'মাত্র অ্যানিমাস সিটি থেকে এলাম।' একটা চেয়ার টেনে বসলাম আমি।

'অ্যাঞ্জেল, এর নাম সুইডি বার্গলান্ড। ওর মত সৎ লোক বেশি পাবি না।'

হাত মেলাল ওরা, তারপর জুডাস টিংকার আর নেলকে অভিবাদন

জানিয়ে ও রান্নাঘরে গেল খাবার আনতে। আমি আমার কপালের ঘাম মুছে চোখ কুঁচকে বাইরে তাকালাম। রাস্তার উল্টো দিকে জেনারেল স্টোর, পাশে লিভারি স্ট্যাবল।

দ্বিতীয়বার যখন রাস্তার দিকে তাকালাম স্টোরের সামনে তখন দুজন লোক ঘোড়া থেকে নামছে। চেহারায় মনে হয় দূর থেকে আসছে। একজন ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, অপরজন ঢুকল দোকানের ভেতর।

একটা ঘোড়া আমার দিকে পাশ ফিরে ছিল, ওর মার্কাটা পড়লাম।

তিনটে আট...

'অ্যাঞ্জেল,' বললাম আমি, 'ফেউ।'

উনিশ

'নাও হতে পারে,' বলল ও, চকিতে একবার দেখল জানালা দিয়ে। 'আমাদের অনুসরণ করে অ্যাদ্দূর আসবে, ম্যাককেয়ার এতটা বোকা না।'

'ব্যাস্টনদের সঙ্গে সড় থাকতে পারে?'

শ্রাগ করল ও। 'সম্ভাবনা কম, তবু বলা যায় না।'

সাধ করে গোলমালে জড়ানো মানে বোকামি। নিউ মেক্সিকোতে একবার চার্লি ম্যাককেয়ারের সাথে ঝামেলা হয়েছে আমাদের, ও সত্যিকার অর্থেই কঠিন একগুঁয়ে মানুষ। তা ছাড়া গরু ব্যবসার জন্যে এই অঞ্চলটা ভাল, প্রচুর ঘাস-পানি আছে। মরু অঞ্চলের যে-কোনও র‍্যাঞ্চারই এই সুবিধাটুকু পাওয়ার আশায় দূরপথ অনায়াসে পাড়ি দেবে।

টেবিলে স্ট্যুর বাটি আর কয়েক খণ্ড রুটি নামিয়ে রাখছিল বার্গলান্ড। 'খেয়ে নাও, কফি গরম হচ্ছে।'

'ওই চুড়োটা,' দূরের একটা ঘাস-ছাওয়া গিরিশৃঙ্গ দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটার নাম কী?'

'ব্যলডি,' বার্গলান্ড বলল। 'ক্যানিয়নের ও-পাশে প্যারট পীক।'

'ওটাই লা প্লাতা ক্যানিয়ন?'

'হ্যাঁ। নদীটা সোজা ওপর থেকে নেমে এসেছে। ও দিকটা খুব দুর্গম, তবে সুন্দর।'

'শুনেছি,' বললাম আমি। 'বিরাট এক গ্লেসিয়াল বেসিনে গিয়ে পড়েছে নদী।'

'ওরা যাকে হ্রদ বলে। হ্যাঁ, তাই। পথে আরও কটা ঝরনাকে সাথে নিয়েছে। আমি উজানে খানিকটা গিয়েছি। প্রচুর এল্ক আর হরিণ আছে। ভালুকও।'

ট্রেজার মাউন্টিন থেকে নেমে আসেন বাবা। হয়তো এ-দিকে এসেছিলেন, কারণ লা প্লাতা উপত্যকাসহ এর পশ্চিমের এলাকাটাও তাঁর চেনা ছিল। অ্যানিমাস ভ্যালিতে রয়ে যাওয়া অসম্ভব না, কিন্তু যেহেতু তাঁকে আমি জানি তাই সন্দেহ আছে।

'অ্যাঞ্জেল, কাল তুই একটু দেখবি বাথান করার উপযোগী কোনও জায়গা পাওয়া যায় কিনা। এমন জায়গা নির্বাচন করবি যেটা মায়ের পছন্দ হয়।'

'তুই?'

'আমি বুড়ো পাউডার-ফেসের খোঁজ করব। বাবা যদি এ-দিকে এসে থাকেন ওই ইন্ডিয়ানরা তা জানবেই।'

স্ট্যুটা সুস্বাদু। খেতে খেতে দূরের উঁচু পাহাড়ি পথে আমার মন উধাও হয়ে গেল। ভাবছি বাবা কোন পথ বেছে নিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে চিন্তার প্রভেদ হয়, তবে খুব বেশি না, বিশেষ করে পার্বত্যাঞ্চলে– এখানে নিজের খেয়ালখুশিমত চলতে পারে না কেউ।

পরিচিত ট্রেইলে কেউ যদি পাহাড়ে রওনা হয়, তবে তার উচিত সেই পথেই এগোনো কারণ ওইসব জায়গায় পথের সংখ্যা বেশি না। পাহাড়ে মানুষের অধিকাংশ বিপদ আসে যখন সে চটপট গন্তব্যে পৌঁছুনোর জন্যে পরিচিত ট্রেইল থেকে সরে যায়।

সাধারণত বনের পশু আর ইন্ডিয়ানরা ট্রেইল তৈরি করে, তারপর ওটা ব্যবহার করে পরে যারা আসে তারা। পাহাড়ে কোনও সহজ রাস্তা দেখলেই সেটাতে এগোতে নেই। এমন হতে পারে যে দু-তিন মাইল যাওয়ার পর ট্রেইলটা কোনও চুড়োর কিনারে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, সামনে অতলান্ত খাদ– নামার পথ নেই।

কোনও মানুষের হদিস বের করতে হলে তার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভাবতে হবে ওই রকম পরিস্থিতিতে সে হলে কী করত।

দুর্গম দেশের বৈশিষ্ট্য বাবার জানা ছিল। দুভ[redacted] এটা দেখতে হবে আমাদের। তাঁর কাছে সোনা ছিল, কিংবা তিনি পাননি ওটা। প্রথমে আমাকে কঠিন দিকটাই বিবেচনা করতে হবে: সোনা ছিল তাঁর কাছে, এবং পাহাড় থেকে নামিয়ে আনার ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি।

প্রথমেই তিনি তাঁর চেনাজানা কোনও জায়গার উদ্দেশে রওনা হবেন। সেই জায়গা এটা। বাড়তি ঘোড়া পাবেন তিনি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাথে ভারি মোট থাকবে। লোকজন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ঘুম দরকার।

ক্লান্ত থাকবেন তিনি, ঝটপট বাড়ি ফেরার তাড়া থাকবে।

তাঁকে কি অনুসরণ করা হয়েছিল? সেটাই স্বাভাবিক। পেটিগ্রিউকে মৃত বলেই ধরে নেয় আঁদ্রে আর সোয়ান, কিন্তু ওরা তক্ষুণি রত্নগিরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, না কয়েক হপ্তা পরে? এ-ব্যাপারে আমাদের হাতে তেমন কোনও

তথ্য নেই, সামান্য যা কিছু জোগাড় হয়েছে তা এসেছে খোদ পেটিগ্রিউর কাছ থেকে।

অনুসরণ করে পিয়েরে বন্টেমক্সকে খুন করে কেউ একজন, সম্ভবত সেই লোকই বাবার পিছু নিয়েছিল, একটা মওকার প্রত্যাশায়। সে জানত, বা তার ধারণা ছিল যে সে জানে, সমস্ত সোনা কোথায় আছে। লোকটা চায়নি তার আগে ওটা আর কেউ হাতিয়ে নিক।

আচমকা, উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'অ্যাঞ্জেল, সামনে আমাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে– বারবার ব্যাক ট্রেইলের প্রতি নজর রাখতে হলে মুশকিল। ভাবছি ওই দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করব। লোকগুলো যদি তখনও থাকে এবং আমার সাথে কথা বলতে চায়, বলব।'

'আমি আসব?' অ্যাঞ্জেল জানতে চাইল।

'না। প্রয়োজন নেই। দুজন গেলে ওরা ভাববে আমরা গোলমাল পাকাতে চাই। আমি ওদেরকে একটা সুযোগ দেব।'

স্যালুন থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হলাম আমি। দোর ঠেলে দোকানের ভেতরে পা রাখলাম।

পশ্চিমের স্টোরগুলো যেমন হয়, এটাও তেমনি। জিন্সের গাঁট, ময়দার পিপে, একটা কফি গ্রাইন্ডার, টাটকা কফির সুবাস, শুকনো আপেল, আখরোট, এবং সারি সারি টিনজাত খাবার।

কাউন্টারের পেছনে আলমারিতে রাইফেল আর শটগান সাজানো; বুট, হ্যাট, স্যাডল, লাগাম, ব্যানডানা– এককথায় একজন মানুষ যা যা চাইতে পারে তার সবই রয়েছে। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ তেমনি দোকান। সেন্ট লুই অথবা নিউ অরলিন্সে এমন সব দোকান আছে যেখানে মাল ঠাসা, অথচ একটাও আমার কোনও কাজে আসবে না। কিন্তু এটা বড় শহর নয়। ফলে মানুষের যা প্রয়োজন হতে পারে কেবলমাত্র সেগুলোই রাখা হয়েছে।

শুধু ওই কাউহ্যান্ড দুটোই যা একটু বেমানান। কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল ওরা। আমি হেঁটে গেলাম ওখানে, ওদের পাত্তা দিলাম না, কে এল দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল ওরা।

দু একটা জিনিস সত্যি সত্যি আমার লাগবে, জিনিসগুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম আমি। ছফুট তিন ইঞ্চি লম্বা একজনের শরীরে হয় এমন ট্রাউজার পেলাম একজোড়া। আরও কিছু মালসহ একপাশে সরিয়ে রাখলাম ওগুলো। কাউহ্যান্ড দুটো নিজেদের কেনাকাটা করছে। একটা .৪৪ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কেনার ব্যাপারে দোটানায় পড়েছে।

'কিন্তু এটা কী সোজা গুলি ছুঁড়বে?' জিজ্ঞেস করল ওদের একজন। 'আমি কোল্ট ব্যবহার করেছি, কিন্তু এ জিনিস–'

হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে পিস্তলটা নিলাম আমি, কার্তুজের বাক্স থেকে কয়েকটা টোটা পুরলাম চেম্বারে, ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি স্বরে বলছি, 'আমি

তোমাদের সমস্যাটার ফয়সালা করে দেই? তোমরা দরজায় এসো–'

একজন রেগে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ও মন স্থির করতে পারার আগেই চেম্বারে দুটো গুলি ভরা হয়ে গেছে আমার, শেষ-মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল সে। তবে, ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হলো না ওদের। আমি ঘুরে দরজার দিকে এগোলাম, ওরা গুটিপায়ে অনুসরণ করল, পেছনে রইল দোকানি।

শহরে ঢোকার সময়েই আমি লক্ষ করেছি একটা পাথরের গায়ে বোর্ড হেলান দিয়ে রেখেছে কেউ। সম্ভবত ওখানে কোনও বিজ্ঞাপন লেখার ইচ্ছে ছিল তার, পরে কোনও কারণবশত আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তিন বাই দুই বোর্ডটা রয়ে গেছে। ওটা একটা খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা, তাও চোখে পড়েছে আমার। কালচে রঙের দড়ি।

স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা উঁচু করে ধরলাম আমি, জানি ওটা সবসময় নাক বরাবর গুলি ছোঁড়ে, নির্ভর করা যায় এর ওপর, যা বলব তাই শুনবে। বোর্ডটা সত্তর গজ দূরে অবস্থিত, দড়ি গলানোর ফুটো দেখা যায় না।

'ওই বোর্ডটা দেখেছ? ওতে একটা দড়ির ফুটো আছে, দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' বলল বেঁটেমত লোকটা, বিরক্ত স্বরে।

'ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই, গুলি ছুঁড়লাম আমি। 'যাও, এখন দেখে এসো গিয়ে,' বললাম। 'আসলে–' আরও দুটো গুলি ছুঁড়লাম আমি, এত দ্রুত যে শোনাল একটার মত, 'তিনটে ফুটো দেখতে পাবে। একটা ওপরে, তার নীচে দুপাশে দুটো। যদি না পাও ফিরে এসো, আমি তোমাদের মদ খাওয়াব।'

এরপর আমি ঘুরে দোকানের ভেতর ফিরে গেলাম। দোকানি কাউন্টারের পেছনে গিয়ে একটা ফিল্ডগ্লাস তুলে নিল। 'হাঁটার পরিশ্রমটা বাঁচবে,' হাসি মুখে বলল ও। তারপর আবার বাইরে গেল।

সিলিন্ডারে টোটা পুরলাম কারণ ফাঁকা পিস্তল আমার একদম অপছন্দ। বেঘোরে যারা গুলিতে মরে তাদের অধিকাংশই মারা যায় নিজেদের পিস্তল ফাঁকা থাকায়।

দোকানি ফিরে এল। 'আমার নাম জনি কাইম,' বলল। 'তোমার কথা ঠিক। আচ্ছা, সত্যিই কি ওখানে দড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ। তবে এখন নেই, বড়জোর কিছু আঁশ হয়তো আছে।'

'তোমার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই খুব তীক্ষ্ণ।'

কাউহ্যান্ড দুটো ফিরে আসছে, গজগজ করছে নিজেদের মধ্যে, যদিও আগের চেয়ে সুবোধ।

'না,' নির্লিপ্ত মুখে কঠিন গলায় বললাম আমি, 'স্মৃতি থেকে। ওভাবেই কাজ করি আমি। মাথায় টুকে নিই একজন লোকের বেল্টের ওপরে শার্টের বোতামটা কোথায় আছে, তারপর আমার জানা হয়ে যায় কোনখানে ঢোকাতে হবে বুলেট।'

'খাসা দেখিয়েছ,' বলল বাঁটুল। 'আমাদেরই উচিত তোমাকে খাওয়ানো।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'এখনও দিনের অনেকটা বাকি। যদি বেঁচেও থাকি, এবং আবার দেখা হয় কখনও, তখন হবেখ'ন।'

পিস্তল আর আমার বাকি জিনিসগুলোর দাম চুকিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম আমি। যখন দোরগোড়ায় পৌঁছুলাম, ঘুরে বললাম ওদের উদ্দেশে, 'চার্লি ম্যাককেয়ারের সাথে দেখা হলে বোলো, ওরিন ওসমান তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

আরেক দফা কফি পানের জন্যে রাস্তা পেরোলাম আমি। পরে একসময় জনি কাইম আমাকে জানিয়েছিল আমি চলে আসার পর কী ঘটে। ওই বাঁটুল বলে ওঠে, 'ওরিন ওসমান? যা-শ্-শালা, ওকেই তো–'

'আমি আগে কখনও দেখিনি ওকে,' ওদের জানায় কাইম, 'তবে এখানে ওর দুই চাচাতো ভাই আছে। ওরাও পিস্তলবাজ। কার্লি ডানের সাথে একবার গোলমাল হয় ওদের।'

'ডান? চিনি ওদের। তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করে ওরা।

কাইম বলে, 'দু-একজন যারা বেঁচে যায় তারা বন্ধুদের সৎকার করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

ওরা চলে যাওয়ার সময়, কাইম জানায় ওদেরকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত।

আমি বাহাদুরি ফলাতে পছন্দ করি না, তবে একটা বুলেট বোর্ডের গায়ে গর্ত করলে তাতে যদি দাঙ্গা এড়ানো যায়, ক্ষতি কী? আমার সাথে কেউ সরাসরি লাগতে না এলে আমি তার সঙ্গে লাগতে যাই না।

থ্রি এইটের কাউহ্যান্ডগুলো এখন আর দোষ দিতে পারবে না আমাকে। যদি কখনও লাগতে আসে জেনেই আসবে কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

আমি যখন স্যালুনে ফিরলাম অ্যাঞ্জেল দরজায় দাঁড়িয়েছিল। 'ওদের কবরে ফাতেহা পাঠ করেছিস?' প্রশ্ন করল ও।

'না,' বললাম আমি, 'ছবিটা দেখিয়েছি কেবল।'

বিশ

সেই রাতে, শহর থেকে দুশো গজ দূরে, লা প্লাতা নদীর ধারে ক্যাম্প করলাম আমরা। চারপাশে কটনউডের সারি। ফলে, শহর থেকে আমাদের দেখা যাবে না।

ঘেসো জমিতে ঘোড়া বেঁধে ঘুমোতে গেলাম আমরা। নেল শহরে রয়ে

গেছে, ওর বাবাকে যারা দেখাশোনা করছে তাদের বাসায়। উনি এখন আগের চেয়ে অনেক সুস্থ, শিগগিরই একটা বাথান করার কথা ভাবছেন।

প্রকৃতির হিমশীতল ছোঁয়া পেয়ে আমরা চারজনই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কে আমাকে জাগিয়ে দিল জানি না, তবে মাঝ রাতের দিকে হঠাৎ করে জেগে গেলাম আমি।

আমাদের লাকড়ি পুড়ে গনগনে কয়লায় পরিণত হয়েছে। পাশে বসে আছে একটা লোক।

পরিস্থিতির সাথে নিজেকে সামলে দিতে মিনিটখানেক সময় লাগল আমার, তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে একজন লোক ঠিকই বসে আছে ওখানে, জোড়াসন হয়ে, যমদূতের মত নিঃশব্দে। পিস্তলের বাঁট চেপে ধরলাম আমি, কিন্তু লোকটাকে নিরীহ মনে হওয়ায় নিঃসাড়ে পড়ে থেকে একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলাম।

ইন্ডিয়ান। বুড়ো। কাঁধের দুপাশে বিনুনি-করা চুল। এত দূর থেকেও দেখতে পেলাম বেশির ভাগই সাদা। ইন্ডিয়ানদের সাথে আমাদের জীবনধারার কোনও মিল নেই, কিন্তু আমার ক্যাম্পে যে-লোক অতিথি হয়ে এসেছে, অন্তত এক কাপ কফি তার প্রাপ্য। চাদর ছুঁড়ে ফেলে মোকাসিন পরলাম আমি, তারপর উঠে আগুনের ধারে গেলাম।

তাকাল না লোকটা– কথাও বলল না। ওর হাত দুটো বাদামি, চামড়া কুঁচকে গেছে, রগগুলো মোটা মোটা, হাতের নখ ভোঁতা করে কাটা। লোকটার কোমরে ছুরি, পায়ের কাছে একটা উইনচেস্টার।

কয়লার ভেতরে কয়েকটা লাকড়ি গুঁজে দিয়ে, কফিপাত্রটা আরেকটু কাছে টেনে আনলাম আমি, তারপর কয়েক ঘণ্টা আগে দোকান থেকে আমরা যে-বিস্কিট কিনেছি তার কয়েকটা বের করলাম।

ওর নিজের কাপ রয়েছে, আমি ভরে দিলাম ওটা, তারপর আমারটা ভরলাম। বাতাসে দপদপ করে উঠল আগুন। আরও কিছু কাঠ গুঁজে দিলাম আমি। মাঝে মাঝে ক্যানিয়ন থেকে কনকনে বাতাস ছুটে আসছে।

ওর চোখে বয়েসের ছাপ, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ স্থির। 'আমি ওরিন ওসমান,' বললাম। 'তুমি পাউডার-ফেস?'

'তোমার বাবার খোঁজ করছ তুমি?'

বুড়োর ঠোঁটে অদ্ভুত শোনাল বাবা শব্দটা। আমি বললাম, 'বিশ বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মারা গেছেন নিশ্চয়ই।'

কফিতে চুমুক দিল ও। 'ভাল!' বলল সে। 'ভাল!'

'বাবার কী হয়েছে আমি জানতে চাই। সম্ভব হলে কবরটাও দেখব।'

'ভাল লোক ছিল সে– দুবার। আমার সাথে দুবার দেখা হয় তার। প্রথম যে-বার আমরা তাকে আক্রমণ করি।'

'মেরে ফেলেছ?'

চোখ তুলল বুড়ো। 'না! ভালমানুষ ছিল সে– ভাল! প্রথমবার– অনেকদিন আগে– আমি চিনতাম না তাকে, আর ও আমাকে। আমরা তীর মেরেছিলাম– লাগাতে পারিনি।

'আমি ভেবেছিলাম ও মারা গেছে। আমি অপেক্ষা করি–'অনেকক্ষণ। তারপর ওর চুল আনতে গিয়ে দেখি ও নেই

'ফিরে এলাম আমি– আমার ঘোড়াটা গায়েব হয়েছে। যেখানে ও ছিল সেখানে একটা টমহ্যক আর কিছু লাল কাপড় পেলাম। আজব লোক– আমরা হামলা করতেই সে হাওয়া হয়ে গেল। এখন আমার ঘোড়াটাও গেছে। আমি মাথা ঘামালাম না– ওকে যদি সে নিয়ে থাকতে পারে ওটা তার। আমি যদি উদ্ধার করতে পারি আমার।

'ঘোড়াটা নিয়ে গেল সে। কুড়ালটা ভাল, ধারাল। কাপড়গুলো মেয়েরা পরতে পারবে– হয়তো ঘোড়াটা দরকার ছিল ওর।

'সাতদিন পর। ভোরবেলায় দেখলাম ঘোড়াটা আমার মাথার কাছে বাঁধা। এল কীভাবে? জানি না। ঘোড়াটা নীরব কেন? তাও জানি না। জাদু? হবে হয়তো।'

'বাবা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওকে?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন পর, আমার গাঁয়ের লোকেরা তখন ভুখা, একটা এল্ক দেখতে পেলাম আমি। ধনুক তুললাম, তীর ছুঁড়ব, এমন সময় কাছেই একটা ঝোপের ভেতর থেকে আরেকটা এল্ক লাফিয়ে উঠল– আমার লক্ষ্য নড়ে গেল।

'হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ, পড়ে গেল এল্কটা। অপেক্ষা করলাম আমি, কেউ এল না। এল্কটার কাছে গেলাম। তখন উঠে দাঁড়াল সে– তোমার বাবা। আমার উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর ঘুরে চলে গেল। আমাদেরকে মাংস দিয়ে গেল। আমার লোকেরা আর অনাহারে রইল না।

'রাতে এই লোকটার কথা ওদের বললাম আমি। আমরা ভাবলাম ওর কথা। কে পাঠিয়েছে ওকে? কী করছে এখানে?

'আমাদের গ্রামের কাছে ওর ট্র্যাক দেখলাম। মনে হয় আমাদের ওপর নজর রাখত সে। আমাদের মধ্যে যোদ্ধা বেশি নেই। মেয়ে আর শিশুই বেশি। সবসময় শিকারের ধান্দায় থাকতে হত আমাকে, কিন্তু তীর-ধনুকে দূরের জিনিস মারা যায় না– পেট ভরানো মুশকিল।

'একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার দরজার সামনে একটা রাইফেল, হরিণের চামড়ার ওপর রাখা। পাশে বারুদ আর টোটা। বুঝলাম এটা ওর পক্ষেই সম্ভবপর, একমাত্র ও-ই পারে সবার অগোচরে আমাদের গাঁয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে। এরপর আর ওকে দেখিনি আমরা।'

'কখনোই না?'

'অনেক মাস। বরফ এল আবার চলে গেল– দুবারের বেশি। তিন? চার?

ঠিক জানি না। অনেকদিন পর বীভার মাউন্টিনের পেছন দিকে ক্যাম্প করলাম আমরা।

'রাতে কুকুরগুলো চিৎকার করল, আমরা কিছু দেখতে পেলাম না। সকালে দেখলাম গাছের ডালে এল্কের মাংস ঝুলছে। আমাদের বন্ধু ফিরে এসেছে।

'ওর কাছে আমাদের অনেক ঋণ। আমরা যখন ভুখা ছিলাম ও আমাদের মাংস দিয়েছে। এ-বার আমাদের মাংসের দরকার নেই, সেও তা জানে। ওটা রেখে গেছে আমাদেরকে ওর ফেরা জানান দেয়ার জন্যে।

'এরপর প্রায়ই দেখা হয় আমাদের, যা দেখি তার সবই যে আমরা পছন্দ করি তা না। একবার আমরা মুখোমুখি পড়ে গেলাম, ও ইশারায় আমাদেরকে কাছে যেতে নিষেধ করল। ওর শরীর তখন ভেঙে পড়েছে।'

আস্তে আস্তে কফিতে চুমুক দিচ্ছি আমরা। বুড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'এখন আমাদের জোয়ান ছেলে আছে। সাদা লোকটার কথা জানে ওরা, জানে ও আমাদের মাংস দিয়েছে। ওরা হরিণ শিশুর মত- কৌতূহলী। সবকিছু লক্ষ করে। ওরা গ্রামে ফিরে এসে আমাদের জানায় কী দেখেছে।'

তামাটে কুঞ্চিত মুখে আগুনের শিখা নাচছে, দুহাতে কাপ তুলে ওটা খালি করল বুড়ো। আরেকবার কাপ ভরে দিলাম আমি। এই লোক আমার বাবাকে চিনত।

বাবার শেষ-জীবনটা দেখেছে ও, তাঁর চিন্তাভাবনার কথা জানত, অন্তত কোনও কোনও ব্যাপারে। পাহাড়ে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা হরদম লড়াই করেছে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ওদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল- ঘৃণার স্থান সেখানে ছিল না। ওরা লড়েছে যেমন লড়ে শক্তিশালী মানুষেরা, যুদ্ধের প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে, এটা তাদের জীবনের অঙ্গ বলে।

ইন্ডিয়ানরা এমন এক ধরনের জীবন যাপন করে যাতে সাহস শক্তি ধৈর্য টিকে থাকার ইচ্ছে এগুলোর প্রয়োজন আছে; পাহাড়ে যে-সব শ্বেতাঙ্গ প্রথম আসে তাদের এইসব গুণ ছিল- নইলে তারা আসত না এখানে, অথবা এলেও টিকতে পারত না।

অধিকাংশ পাহাড়ি লোকই কোনও না কোনও গোত্রের সদস্য, সবাই ইন্ডিয়ানদের সমীহ করে। কারও কারও মতে তারা যে-জীবনকে ভালবাসে তা একমাত্র ইন্ডিয়ান সমাজেই রয়েছে। আমার বাবা ছিলেন দুই পৃথিবীর মানুষ। বর্বর অথবা সভ্য জগৎ- দুজায়গাতেই তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ।

'আমাকে জানতে হবে কোথায় মারা গেছেন বাবা। কীভাবে মারা যান জানতে পেলে ভাল, না হলে কোথায় মারা গেছেন এটুকু হদিস পেলেও চলবে। মায়ের বয়েস হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, তাঁর স্বামীর লাশ খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে, কয়োট শকুন ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে তাঁকে।

ওগুলোকে কবর দিতে হবে, এটাই আমাদের সমাজের রীতি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ও। 'কোথায় মারা গেছে আমি জানি না,' বলল একসময়, 'তবে পাহাড়ে যেতে দেখেছি। আর ফিরে আসেনি। যে-ট্রেইলটা ও বেছে নেয় সেটা তোমাকে দেখাতে পারব।'

'একা গিয়েছিলেন?'

'একা– তবে বাকি সবাই পিছু নেয়।'

অদূরে একটা মোটা লাকড়ি পড়েছিল, ওটা আগুনে গুঁজে দিলাম আমি। ঠাণ্ডা রাত। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আগুনের শিখা। ডালপালা কুড়িয়ে এনে, সেগুলোকে হাঁটুর ওপর রেখে দুহাতের চাপে ভাঙলাম আমি, আরেকটু আরামের ব্যবস্থা করলাম বৃদ্ধের জন্যে। তারপর ওর কাপে কফি ঢেলে আবার চুপ করে বসলাম আগুনের পাশে, অপেক্ষা করছি বুড়োর মুখ খোলার আশায়।

'একটা ট্রেইল আছে। পাহাড়ের ওপরে চলে গেছে। কেউ কেউ ওটাকে উতে ট্রেইল বলে, তবে উতেরা এ দিকে আসার বহু আগে থেকেই ছিল ওটা। ট্রেইলটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানি না আমি, অন্যরাও জানে বলে মনে হয় না, তবে ওইদিকে প্রায়ই আচমকা ঝড় হয়; বাতাস কনকনে। পরিষ্কার আকাশ বড় একটা দেখা যায় না।'

'ট্রেইলটা চেনো?'

'ওইদিকে।' আঙুল তুলে পাহাড়টা দেখাল ও। 'কোথায় আছে ওটা জানি, কিন্তু কোথায় গেছে বলতে পারব না। আমি বুড়ো মানুষ। ও-রকম ট্রেইলে যাওয়ার শক্তি আমার নেই। আর যখন তরুণ ছিলাম, আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'আমার বাবা যদি গিয়ে থাকেন, আমিও যাব।'

'ওখানে মারা গেছে সে।'

'সেটাই দেখব আমরা।' ফের আগুনে কাঠ ফেললাম আমি। 'গরম হও, বুড়ো। যথেষ্ট জ্বালানি আছে। এখন আমি ঘুমব। সকালে আমাকে ট্রেইলটা দেখিয়ে দেবে।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'না। আমি একা যাব। তুমি আরাম করো। আমার চাচাতো ভাই তোমার লোকদের থাকার জায়গা দিয়েছে। ওদের সঙ্গে থাকো তুমি। ওদেরকে পথ দেখাও।'

আগুন কমে এল, কাঁপছে, তারপর নিভে গেল। জেগে রইল কেবল গনগনে কয়লা ঠাণ্ডা হাওয়া গাছের পাতায় কাঁপন ধরাল আবার। পাউডার-ফেস নতমুখে বসে রইল নীরবে, আমি কম্বলের তলায় ফিরে গেলাম।

নেটিভিটি পেটিগ্রিউ আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছিল সে নেমে আসে পাহাড় থেকে, অন্যরা তাকে ধাওয়া করে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কেউ

একজন– হয়তো ওরা সবাই– পিছু নেয় বাবার। ফিরে এসেছিল কেউ, আবিষ্কার করে পিয়েরের লাশ গায়েব হয়ে গেছে, বাবা উধাও। খুঁজতে খুঁজতে পিয়েরের কবর পেয়ে যায় ওরা, বুঝতে পারে বাবা বেঁচে আছেন।

বাবা হয়তো নিউ অরলিন্সে ফিরে গিয়ে ফিলিপকে খুলে বলেন কী ঘটেছে পাহাড়ে। অথবা ফিরে এসে আরও সোনা সংগ্রহ করেন। ট্র্যাক থেকে নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাবার ঘোড়া ভারি বোঝা বইছে। নিশ্চয়ই সেটা সোনাই হবে।

এই দেশটাকে চিনতেন বাবা, বুড়ো পাউডার-ফেসকে চিনতেন তিনি। জানতেন তাঁর শক্তি আবার ফিরে না পাওয়া অবধি ওদের সাথে থাকতে পারবেন, কাছেপিঠে কোথাও সোনা লুকিয়ে রাখলে পাউডার-ফেস মেরে দেবে না সেটা। তাই পশ্চিমে আসেন তিনি, অন্যরা অনুসরণ করে।

মেঘের দিকে চোখ মেলে ভাবছি আমি। আমার অ্যাপালুসাকে সঙ্গে নেব, বাকস্কিন প্যাকহর্স আর দুহপ্তা চলার উপযোগী খাবার নিয়ে পাহাড়ে যাব আমি– যার খোঁজে এসেছি সেটা না পাওয়া অবধি ওখানেই থাকব। আর এর মাঝে যদি খাবার ফুরিয়ে যায়, ফিরে এসে আবার যাব।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কম্বলের তলায় ঢুকে গেলাম আমি। মন উদ্দাস-করা শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে মাটিতে, কম্বলের ওপরে।

ও'নীল শিগগিরই এসে পড়বে নিউ মেক্সিকো থেকে, সঙ্গে মাকে আনবে ও। গবাদি পশুও থাকবে ওদের সাথে, পাহাড়ের গোড়ায় একটা জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধবে সেখানে। আমরা পাহাড়ি মানুষ, উঁচু পাহাড়ে থাকতেই ভালবাসি।

পিটার মিল্টন আছে, ও'নীল আর আমিও থাকব। হয়তো অ্যানিমাস সিটিতে তার অফিস খুলবে অ্যাঞ্জেল, কিংবা শালাকোতে। অবশ্যি ওটা ছোট জায়গা, ওকালতি জমবে না। তবে সবই সময়ের অপেক্ষা। দুজন মানুষ যখন একত্রে বাস করতে শুরু করে, আজ বা কাল তাদের মধ্যে মতের অমিল হবেই।

ওই পাহাড়ে ঠাণ্ডা, বরফ গলছে, অহরহ বৃষ্টি ঝড়। ওখানে গিয়ে আমি খুঁজব কীভাবে? বাবা যদি মারা গিয়ে থাকেন, এতকাল পর তাঁর কোনওকিছু কি অবশিষ্ট থাকবে? হয়তো থাকবে– সামান্য কিছু হাড়গোড়, বুটের ভাঙা গোড়ালি, ছেঁড়া জীর্ণ হোলস্টার কিংবা বেল্ট।

মরার জন্যে নির্জন জায়গা; তবে হয়তো জায়গাটা সে-রকম যেমনটি বাবার পছন্দ ছিল। বাবা কখনও শুয়ে-বসে থাকার লোক ছিলেন না। সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন কাজে। তাঁর পক্ষে স্যাডলে চেপে নিঃসঙ্গ বন্ধুর পাহাড়ি ট্রেইলে বেরিয়ে পড়াই তো স্বাভাবিক

বৃষ্টির ফোঁটা আমাকে পাউডার-ফেসের কথা মনে করিয়ে দিল মাথা জাগালাম আমি– বুড়ো চলে গেছে, ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে বৃষ্টি আর

অন্ধকারের ভেতরে যেন তার কোনও অস্তিত্বই কস্মিনকালে ছিল না।

কিছুক্ষণ আমার চেতনা অধিকার করে রইল সে, ভাবলাম ওর মত মানুষেরা জীবনে কতবার আগুনের দিকে চেয়ে বসে থেকেছে, আর মর্মে অনুভব করেছে বৃষ্টি আর বাতাসের ডাক?

মানুষ মাত্রেরই শত্রু আছে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু জীবন-যুদ্ধের লড়াইয়ে ঠাণ্ডা, ঝড়বাদল– গ্রীষ্ম, খরা, রোদ-ঝলমলে পুকুর, এগুলো তার নিত্যসঙ্গী।

খিদে, তৃষ্ণা, পিপাসা– মানুষের প্রধান শত্রু, এবং নিঃসন্দেহে শেষ।

একুশ

অ্যাপালুসাটার সাথে আমার একধরনের বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। হিম সকালে নিজের শরীর থেকে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে পারলে আনন্দিত বোধ করে ও। তাই ভোরের দিকে যখনই ওর রেকাবে আমি পা রাখি আমি জানি ও ঝড়ের গতিতে ছুটবে।

স্বাভাবিকভাবেই, স্যাডলে উঠতে গিয়ে একটুও সময় অপচয় করি না আমি। রেকাবে এক পা রেখে অন্যটা যদি দ্রুত ওপরে তুলতে সক্ষম হই, ওঠার সময়েই স্যাডলের সাথে মিলন হবে আমার।

আমি সবসময় ক্যাম্প থেকে একটু দূরে গিয়ে স্যাডলে চাপি যাতে আমার ছোটাছুটি অন্যদের নাস্তার আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটায়। ওই ধরনের কাজ মানুষকে তার বন্ধুদের কাছে অপ্রিয় করে তোলে।

আজ সকালে অ্যাপালুসাটা সত্যিই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তরতাজা বোধ করছে ও, আমি অনড় হয়ে বসে থেকে ওর আনন্দ ওকে উপভোগ করতে দিচ্ছি। স্যাডলে চলাফেরা মানুষকে অনেক সময় অলস করে তোলে, তাই ওরা যখন ছুটতে চায় আমি বাধা দিই না।

ওর শরীর যখন পুরোপুরি গরম হয়ে উঠল, ক্যাম্পফায়ারে ফিরে এসে নামলাম আমি।

জুডাস নাস্তা তৈরি করেছে, ওর রান্নাটা সত্যিই অপূর্ব। ওর হাতে খেয়ে নিজের রান্নার প্রতি আমার অরুচি এসে গেছে, অথচ আর কদিন পর আমি যখন পাহাড়ে থাকব– আমার রান্না আমাকেই সারতে হবে

পাউডার-ফেসের সাথে আমার সাক্ষাৎ এবং আমার পরিকল্পনার কথা ওদেরকে জানালাম আমি।

'আমি যাব তোর সাথে?' অ্যাঞ্জেল প্রশ্ন করল।

'আমি আপনার সাথে যেতে চাই, সাহ,' বলল জুডাস। 'কোনও

উপকারেও আসতে পারি।

'হলে ভালই লাগত,' বললাম আমি, 'রান্নার খাটুনি বাঁচত অন্তত, কথা বলার লোক পেতাম– কিন্তু একা থাকলে অনেক বেশি সুবিধে হবে, কোনওকিছুই নজর এড়াবে না।'

নাস্তা সেরে যতটা সম্ভব তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করলাম আমি, তারপর আমার ঘোড়ার কাছে গেলাম। 'সাবধানে চলিস, ওরিন,' পরামর্শ দিল অ্যাঞ্জেল। 'এরা কিন্তু খুনের দল– মামুলি কাউহ্যান্ড না।'

স্যাডলে চাপলাম আমি। অ্যাপালুসা ঝরঝরে বোধ করছে। 'আমি একটু ঘুরপথে যাচ্ছি,' বললাম, 'তবে পাহাড়ে ঢুকব বাবার পথ ধরে। বাবা যেভাবে দেশটাকে দেখেছিলেন সেভাবে দেখতে পারলে হয়তো তাঁর মন-মানসিকতা বোঝা সম্ভব হবে।

'উনি যখন ওই ট্রেইলে রওনা হন, জুন মাস নিশ্চয়ই তার বহু আগেই চলে গিয়েছিল। আমরা জানি সে-বছর তুষারপাত বিশেষ হয়নি, বেশিটাই তখন বিদায় নিয়েছে। ছায়াচ্ছন্ন জায়গা বা গভীর গর্ত ছাড়া কোথাও বরফের দেখা পাবেন না তিনি। পাউডার-ফেস যে-ট্রেইলটার কথা বলছে বোধহয় ওটাই বেছে নিয়েছিলেন বাবা।'

'আমি একজন তরুণ ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আলাপ করেছি,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'কেউ কেউ ওটাকে গৌস্ট ট্রেইল বলে। ওদের বিশ্বাস ওই ট্রেইলটা মৃত লোকদের তৈরি!'

'হুম,' লাগাম গুছালাম আমি, 'তুই তো আমাকে জানিস, অ্যাঞ্জেল, আমি হুঁশিয়ার থাকব।'

আমি যখন শালাকো শহরে ঢুকলাম, একটা নতুন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল নেল। রাশ টেনে হ্যাট তুললাম আমি। 'হাউডি, ম্যাম,' বললাম, 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমার দিকে তাকাল ও, দৃষ্টিতে শাসন আর স্নেহ। মনে মনে বিষম খেলাম আমি, ওই চাউনি দেখে, তারপর ভাবলাম আমরা পরস্পরকে চিনি বলেই ওভাবে তাকিয়েছে ও– এর পেছনে আমাকে ওর ভাল লাগার কোনও ইঙ্গিত নেই। মেয়েরা আমার সাথে কথা বলে, পাশ কাটিয়ে আর একজন তরতাজা যুবকের হাত ধরে চলে গেছে– দেখে দেখে এ-সবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমি। এ-জন্যে ওদের দোষ দেই না। আমি আসলেই মুখচোরা, মিশতে পারি না ভাল করে।

'সাবধানে থেকো, ওরিন!' বলল ও। 'তুমি না গেলেই আমি খুশি হতাম।'

'বাবার মরদেহ হয়তো কোথাও পড়ে আছে, কবর হয়নি, বুড়ো বয়েসে মাকে এ-সব চিন্তা কষ্ট দিচ্ছে। আমি গিয়ে দেখব বাবার কোনও চিহ্ন পাই

কি না, যাতে মা শান্তিতে নিজের পথে যেতে পারেন।'

'ছেলের কর্তব্যই করছ তুমি,' চোখ বড় বড় করে বলল নেল। 'কিন্তু তোমার লাশ যদি ওই পাহাড়ে কোথাও পড়ে থাকে, শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় তোমার মাংস– মা কি খুব সুখ পাবেন তাতে? তোমার মায়ের সাথে আমি একবার কথা বলতে পারলে হত। তাঁকে বোঝাতাম ছেলেকে তিনি কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন!'

'মা আমাদের আসতে বলেননি,' আমি বললাম, 'আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি। মায়ের শান্তির জন্যে এ তো কিছুই না।'

আমার হাতে হাত রাখল ও, আঙুল নাড়াল আলতোভাবে। 'ওরিন? সাবধানে যেও। ফিরে আমার এখানে আসবে না?'

'আসব,' বললাম আমি, 'যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করে যাব কেমন আছ।'

'কী! তুমি নেমে ভেতরে আসবে!' ধমক লাগাল ও।

'আচ্ছা? বুড়ো জ্যাক বেনের যে মেজাজ!'

আরক্ত হলো নেল। 'বাবা তোমাকে কখনও কিছু বলেননি, বলেছেন? আর যদি বলতেন রেকাবে দাঁড়িয়ে ঘোড়া চালাতে হত তোমাকে– স্যাডলে বসতে পারতে না!'

'আমি আসতাম না কখনও,' সরলভাবে বললাম। 'মজা লাগত না।' মরমে মরে গেলাম আমি। 'মেয়েদের সাথে আমি সহজ হতে পারি না, নেল ট্রেল্যানি, দড়ি ছুঁড়ে ধরার মত কিছু যদি হত, তা হলে না হয়–'

'ওহ, যাও, তুমি নিজের কাজেই যাও!' আমার চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে গেল ও, বোধহয় বিরক্ত হয়েছে। মেয়েদের মুখ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারি না– আঁত বোঝা দূরের কথা। ওদের সাথে মধুর ব্যবহারই করি আমি। তবে মাঝে মাঝে কঠোর হলেও ভাল ফল দেয়।

যাই হোক, আমি যখন ঘাড় ফেরালাম ও আমার উদ্দেশে হাত নাড়ল। পাহাড় থেকে ফিরে ওর বাসাটা তা হলে হয়েই যাব একবার, ভাবলাম।

যে ট্রেইলে আমি উঠতে চাইছিলাম অ্যানিমাস সিটি থেকে বেরোবার জন্যে সেটাই সেরা। কিন্তু ভেবে দেখলাম আমার উদ্দেশ্য লোককে জানানোর কোনও মানে হয় না, তাই জাংশন ক্রীকের বদলে লাইটনার ক্রীকের উজান হয়ে একটা পশু চলাচলের পথ ধরলাম, তারপর সেখান থেকে রুবি গালচ আর জাংশনের সংযোগস্থলে।

ভয়ঙ্কর সুন্দর দেশ। পাহাড়, বন জঙ্গল। এখানে সেখানে বিশীর্ণ ঝরনাধারা। ঢাল বেয়ে পাহাড়ের এমন জায়গায় উঠলাম আমি যেখান থেকে গোটা এলাকা চোখে পড়ে। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা মোটামুটি খোলামেলা। পেছনে বিক্ষিপ্ত কিছু অ্যাসপেন, তার ও-পাশে নিবিড় পাইন।

টিবির পেছনেই একটা বুড়ো ঝোপ, বাতাসে ভেঙে গেছে। মাটির যে-অংশ থেকে ওর শেকড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে সেখানে গর্ত আছে একটা।

এখন ঘাস গজাচ্ছে তাতে। ওই ঘেষো জমিতে খুঁটি পুঁতে ঘোড়াটা বাঁধলাম আমি, তারপর আগুনের জোগাড়ে লেগে পড়লাম। শুকনো লাকড়ি বাছলাম আমি, ফলে একরকম কোনও ধোঁয়াই হলো না। আহারপর্ব শেষ হলে, দুটো গাছের মাঝখানে ছায়ায় জিরোতে বসলাম।

ঘণ্টাখানেক ওখানেই বসে রইলাম আমি, কুলায়ে-ফেরা পাখিদের গান শুনছিলাম। আমার উল্টোদিকে পাহাড়চুড়োয় রোদ। নীচের ক্যানিয়নে স্তব্ধতা। অনির্বচনীয় শীতলতা নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

কাছেপিঠে কোথাও সন্ধ্যার কাছে তার ফরিয়াদ জানাল একটা পেঁচা। সদাচঞ্চল অ্যাসপেন পাতা নিথর।

উদাস হয়ে বসে রাত্রির অনুভূতিকে উপলব্ধি করছি আমি। চারদিকে গাঢ় প্রশান্তি, এত যে একমাত্র দূরবর্তী দুর্গম অঞ্চলেই তা পাওয়া সম্ভব। এখানে কোনও অহমিকা ক্লেদ লোভ-লালসা নেই, আছে অপার মৌনতা। সহসা মনে হলো বাবা হয়তো এভাবেই পাহাড়ি পথে বেরোতে চেয়েছিলেন, সমস্ত লোককোলাহলকে পেছনে ফেলে, একটা পিস্তল অথবা ছুরি হাতে– তাঁর অস্থিমজ্জায় পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা, রক্তে বুড়ো নেকড়ের জেদ– তাঁর শত্রুকে রেয়াত করবেন না।

খোদা আমার আত্মাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আমার এই দেহটা কোথায় পড়ে থাকল, কীভাবে থাকল সে-ব্যাপারে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। পাহাড়ে আমার মৃত্যু হলেই বোধ করি আমি সুখী হব বেশি, অবাধে বাতাসে ভর করে অনন্তে ধাবিত হতে পারবে আমার আত্মা।

মৃত্যুচিন্তা কখনোই আচ্ছন্ন করে না আমাকে। জীবিত মানুষ যেখানে থাকে মৃত্যু সেখানে থাকে না, আর যখন সেখানে মৃত্যু আসে মানুষ চলে যায়, বা তার আদল। কখনও কখনও আমার মনে হয় মানুষের জীবন বহু, যেমন সে বহু ট্রেইলে চলে তেমনি। আমার মনে আছে একবার এক কাউ ক্যাম্পে গ্রীক পুরাণ থেকে যুদ্ধের বর্ণনা পড়ে শোনাচ্ছিল আমাদেরই এক সহকর্মী। হঠাৎ করেই সে দিন ঘামে ভিজে উঠছিলাম আমি, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, অনুভব করতে পারছিলাম একটা ছুরি ফালাফালা করে দিচ্ছে আমার ভেতরটা।

আমার দিকে চোখ পড়তে লোকটা বই নামিয়ে বলল, 'ওসমান, আমি জানতাম না এত ভাল পড়তে প্যারি আমি।'

'চৎকার পড়েছ,' বললাম আমি। 'মনে হচ্ছিল আমি যেন ছিলাম ওখানে।'

'সত্যিই হয়তো তুমি ছিলে, ওরিন, হয়তো ছিলে।'

ছিলাম কিনা আমি জানি না, তবে এখন ক্যানিয়নে নেমে আসছে ছায়ারা, ওদের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলছে গাছপালা, জড়াজড়ি করছে একসাথে, তারপর একসময় একটা নিরেট আঁধারে পরিণত হলো।

হঠাৎ পাথরের গায়ে ধাতব পদার্থ ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনলাম আমি।

আচ্ছা... আমি তা হলে একা নই। আরও কেউ আছে ওখানে।

হাতের মুঠিতে পিস্তলের বাঁটটা শীতল ঠেকল। বের করিনি, চুপচাপ বসে শুনছি। আর কোনও শব্দ হলো না। বেড়ালের মত নিঃসাড়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

লাকড়ি পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

ঘোড়াগুলোকে কাছে টেনে আনলাম আমি, তারপর আমার দুপাশে দুটোকে বেঁধে শুয়ে পড়লাম। মানুষ বা জন্তু, যাই আসুক ওরা হুঁশিয়ারি জানাবেই– আমার ঘুম খুব পাতলা।

একবার, মাঝরাতের দিকে, ক্ষীণ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল, কিছুক্ষণ ওভাবেই শুয়ে রইলাম আমি। দেখলাম অন্ধকারের ভেতর গোত্তা খেয়ে নেমে আসছে একটা বিরাট পেঁচা। কেন, কীসের টানে ওর ছোটা বলতে পারব না। সেও কী তবে, আমার মতই, বনের রাতকে ভালবাসে, পছন্দ করে অন্ধকার ঝোপের মধ্য দিয়ে এগোতে?

এই রাত-জাগা প্রাণীটির সাথে আমার মিল আছে। ওদেরই মত, আমিও ভালবাসি হিমশীতলতাকে, ভাল লাগে তারাদের কাছাকাছি থাকতে।

মাঝে মাঝে আমিও বোধহয় ওদের মত সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, বছরের হিসেব থাকে না কোনও, কেবল গাছের পাতা ঝরা দেখে বুঝতে পারি ঋতুর পালাবদল ঘটছে– কিন্তু কবার ঘটল গুনি না।

এরপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, যখন চেতন হলাম আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে নিভে-যাওয়া কয়লাগুলোর দিকে তাকালাম আমি। আজ সকালে আগুন জ্বালাব না। কাল রাতে যদি টের পেয়ে না থাকে আজ ধোঁয়ার গন্ধ পাবে না ওরা। প্রথমে মাথায় হ্যাট চাপালাম আমি, তারপর বুট পরে দ্রুত কয়েকবার ড্র প্র্যাকটিস করলাম। মাটিতে পা ঠুকে বুটজোড়া পায়ে বসলাম জায়গামত, ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে মালপত্র তুললাম। তারপর সবশেষে ভেঙে দিলাম আগুনটা। কোনও কয়লা নেই, পুড়ে মিহি ছাই হয়ে গেছে।

মাটিতে যে-সব জায়গায় আমার বুটের ছাপ ছিল মুছে ফেললাম সেগুলো। একজন দক্ষ ট্র্যাকার বুঝতে পারবে ক্যাম্প করা হয়েছিল এখানে, তবে কার ক্যাম্প এবং কজন ছিল সেটা আঁচ পেতে সময় নেবে। তারপর স্যাডলে উঠে বনপথে আমি রওনা হলাম উত্তরে।

হেফারন্যান গালচ যেখানে জাংশন ক্রীকের সাথে মিলিত হয়েছে, সেখানে মোড় নিয়েছে জাংশন ক্যানিয়ন। বাঁকটা থাকায় ভাটি থেকে কেউ দেখতে পাবে না আমায় তাই জাংশনের ও-পারে গিয়ে হেফারন্যান গালচের ট্রেইল ধরলাম আমি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওটা চোখে পড়ল আমার। অ্যাসপেন গাছে একটা গভীর নচ। কুড়ালের সাহায্যে ইংরেজির 'ভি' অক্ষর লেখা– ছাল তোলা হয়নি– নতুন ছালের যে-চকচকে ভাব সেটা পছন্দ করতেন না বাবা। 'বাছা, আমার ট্রেইল যদি তোকে পেতে হয়,' সর্বদা আমাকে বলতেন তিনি, 'চোখ-খোলা রাখবি।'

ওটা বাবারই কাজ, নিশ্চিত করার জন্যে পঞ্চাশ ফুট দূরে আরেকটা লিখেছেন। 'ঠিক আছে, বেটা,' অ্যাপালুসাকে বললাম আমি, এই ট্রেইলটাই আমরা খুঁজছিলাম।

কান খাড়া করে মাথা দোলাল অ্যাপালুসা, তারপর সামনের দিকে তাকাল, উৎসাহিত ভঙ্গি। হন্টন গতিতে এগোলাম আমরা। মাঝেমধ্যে পেছনে তাকাচ্ছি। যতদূর দেখতে পাই কেউ নেই। তবু গাছপালার আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

পথে আর একটা ট্র্যাক ছিল, আরেকটু হলেই আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল ওটা। বুড়ো ওকগাছ, বিরাট। রাস্তার ধারে পড়ে আছে। একঝলক তাকাতে 'ভি' অক্ষরটা দেখতে পেলাম। এরপর আর কোনও গাছ নেই।

সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত হয়নি ট্রেইলটা। পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে পাথরচাঁই পড়েছে, তবে বড়রকমের ধস হয়নি। পাথরের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোল অ্যাপালুসা, বাকস্কিন অনুসরণ করল।

ক্রমশ খাড়া হচ্ছে ট্রেইল। বহুদূরে হ্রদের শেষ-প্রান্তটা দেখতে পাচ্ছি আমি। ওটাই কামবারল্যান্ড বেসিন। আমার মাথার ওপরে আকাশ ছুঁয়েছে স্নোস্টর্ম পীক, কমপক্ষে বারোহাজার ফুট উঁচু, এবং আমার সামনে আর বাঁয়ে কামবারল্যান্ড পর্বত, প্রায় সমান উঁচু। দুটো পাহাড়ই ন্যাড়া, হিমশীতল– গাছপালার ওপর প্রায় হাজারফুট মাথা তুলেছে ওদের গায়ে এখানে সেখানে এখনও লেগে আছে তুষারের প্রলেপ।

জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়ে, ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে জড়সড় হয়ে গেলাম আমি। সরু ট্রেইল, পা ফস্কালেই হাজার ফুট নীচে গিয়ে পড়ব। জমাটবাঁধা বরফ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো– কালচে, বহুকালের পুরোনো বরফ।

কোনও কোনও জায়গায় আমার হাঁটু পাহাড়ের ভেতরদিকের দেয়াল ছুঁয়ে গেল। আরও সামনে খাড়াভাবে নেমে গেছে পাহাড়, কিন্তু এখানে গভীর খাদ, শেষ হয়েছে গিয়ে ভাঙাচোরা ঢাল আর বনভূমির কিনারে। তাদের মাথার ওপরে যে-তাণ্ডবলীলা চলেছে তাকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে ওইসব গাছপালা।

পেছনে তাকাতেই একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল আমার। দূর-নীচে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী, তারপর একজন, এবং সবশেষে আর একজন।

পরিচিত বলে মনে হলো না ওদের, ঘোড়াগুলোকেও না। ফিল্ড গ্লাসের

সাহায্যে ওদেরকে সনাক্ত করতে পারব আমি, কিন্তু লাভ কী? যখন কাছে আসবে, যদি আসে, এমনিতেই নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবে ওরা, এবং আমার পরিচয় পাওয়ারও সুযোগ পাবে একটা।

মানুষ কাজের বদলে অযথা এটা-ওটা ভেবে সময় নষ্ট করে। ফলে বঞ্চিত হয় পরিষ্কারভাবে চিন্তাভাবনার সুবিধা থেকে।

ওই লোকগুলো নিঃসন্দেহে অনুসরণ করছে আমাকে। সন্দেহ নেই যে ওরা আমার আপন কেউ না। আমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন একটা গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে, কিন্তু আমি যেচে পড়ে লাগতে যাবে না। এখন বাবার ট্র্যাক সন্ধান করছি আমি— ওটাই আমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা হওয়া উচিত।

বহুদূরে, আমার ডানে জঙ্গল, দূরবর্তী চূড়ার ধস। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ন্যাড়া পাথর, তৃণভূমি... অপূর্ব জায়গা। ওপরে, আকাশ অবিশ্বাস্য রকমের নীল, গায়ে সাদা সাদা মেঘের ফুটকি।

ট্রেইলটা বাঁক নিল। নীচের লোকগুলোকে হারিয়ে ফেললাম আমি। রাস্তার পাশে এক জায়গায় নীলের ছোপ, যেন একখণ্ড আকাশ নেমে এসেছে পাথরগুলোর ওপর বিশ্রাম নিতে। অ্যালপাইন ঝোপ ওগুলো। খাড়া ঢালের শেষ-মাথায়, প্রায় সাত-আটশো ফুট নীচে সোনালি লিলির সরোবর।

পথের শেষ কয়েক গজ দারুণ খাড়াই, কিন্তু অ্যাপালুসা পাহাড়ি ঘোড়া। বাকস্কিনটাও যেন পণ করেছে অ্যাপালুসা যেখানে যাবে, সঙ্গে সেও আছে।

মেসার মাথায় উঠে আমি যে-দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভোলার না। আমাদের নীচেই এক বিশাল বেসিন, অনিরুদ্ধ স্রোত ধাবিত হচ্ছে লা প্লাতা ক্যানিয়নের দিকে। পাশে আরেকটা বরফ-গলা হ্রদ। সামনে সেই প্রাচীন ট্রেইল, সাপের মত এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে পাহাড়ি ঘাসের মধ্য দিয়ে। ঘেসো জমিতে অজস্র রঙবেরঙের ফুল।

চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। বিশাল, ভাঙাচোরা। সাগরের পিঠ থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমি। দূর-উত্তরে লিযার্ড হেডের বিশাল সুড়ঙ্গটা চোখে পড়ে, আবছাভাবে দেখা যায় এঞ্জিনিয়ার মাউন্টিন পুবে নিডল হোয়াইট ডোম, স্টর্ম কিং। আর একটা পাহাড় ওইদিকে দেখতে পাচ্ছি আমি, ওটা সম্ভবত রিও গ্র্যান্ড পিরামিড— তার অদূরে রিও গ্র্যান্ড। এমন এক দৃশ্য যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

উঁচু পাহাড়ের চড়তে পেরে অ্যাপালুসা বোধহয় খুশি হয়েছিল, কিন্তু আমি ট্রেইলের ভাটিতে রওনা হতেই ঘোঁৎ শব্দে আপত্তি জানাল।

পুরো ব্যাপারটাই যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভেতরে ঢোকার মত। পার্থক্য শুধু নীচে তৃণভূমি রয়েছে— আগুন নয়।

সূর্য ওঠার পর থেকেই সেবদারু গাছের নীচে এক লোক ওত পেতে শুয়ে

আছে। একটা শার্পস রাইফেল আছে ওর, দূরপাল্লার অস্ত্র হিসেবে তুলনাহীন। লোকটার সামনে ঝড়ে উপড়ে-পড়া গাছ, প্রাকৃতিক রেস্টের কাজ করছে। ট্রেইলের নীচের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, মেসার মাথায় যখন ওরিন ওসমানকে দেখল ও পুলকিত হলো। জীবনে এত সহজে একশোটা ডলার কামাই করেনি সে– গরুর গায়ে মার্কা দিয়ে এই রোজগার সম্ভব না।

ওর টিপ নির্ভুল, অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি সহজাত আত্মীয়তাবোধ আছে, বিশেষ করে রাইফেলের সঙ্গে। ওসমানকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিল, ব্যবধান কমে আসবে এতে।

তার লক্ষ্য নির্বাচন করল সে, এমন একটা জায়গা যেখানে খাড়া ঢালটা কয়েক ফুটের জন্যে সমান হয়ে গেছে। ওসমান যখন ওই জায়গায় পৌঁছুবে, সে ব্যবস্থা করবে তার। মোটামুটিভাবে চারশো গজ দূরের শিখার– বা সামান্য বেশি। ওই দূরত্বে হরিণ শিকার করেছে সে, তা ছাড়া শার্পস রাইফেল দিয়ে ওপর দিকে একশো গজ দূরের বস্তুও ফেলে দেয়া যায়।

সাইটে চোখ রাখল ও, ধৈর্য ধরল, আবার চোখ রাখল সাইটে। আর বিশ গজ... ধুলোর মধ্যে একটু নড়াচড়া করল, সংহত করল নিজের অবস্থান। ওসমান বিপজ্জনক লোক, তাকে বলা হয়েছে। আপনমনে হাসল লোকটা, 'বিপজ্জনক লোক' শিগগিরই এই দুটো শব্দের সাথে আর একটা শব্দ যোগ হতে যাচ্ছে, 'ছিল।'

আবার তাকাল সে, কাঁধের নীচে বুকের দিকে নিশানা করল, লম্বা একটা নিশ্বাস টানল ও, ছেড়ে দিল, তারপর টান মারল ট্রিগারে।

মানুষ আর ইঁদুরের সেরা পরিকল্পনাগুলোই বোধহয় নিয়তির হাতে মার খায়। সম্ভাব্য সবদিকেই খেয়াল রেখেছিল গুপ্তঘাতক। দূরত্ব, সময় নির্বাচন, অশ্বারোহী তার অবস্থান থেকে দেড়শো ফুট উঁচুতে রয়েছে এই সত্যটি। ও ওস্তাদ শিকারী, সবকথাই ভেবেছে।

রাইফেলের মাছিতে ঘোড়সওয়ারকে মৃত দেখতে পেয়েছে সে, ট্রিগার টেপার এক মুহূর্ত পরেই ট্রেইলের ওপর রক্তাক্ত দেহে উইলিয়ম ওরিন ওসমানের শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার কথা।

কিন্তু বাদ সাধল খোদ ট্রেইলটাই।

অল্প কিছুদিন আগে, প্রকৃতির আপন খেয়ালে ধস নামে ওই ঢালের ভাটিতে, আড়াআড়িভাবে ফেটে যায় ট্রেইলটা, এক ফুট গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়।

গুপ্তঘাতক যখন ট্রিগার টিপছে, সেই মুহূর্তে অ্যাপালুসার একটা পা পড়ে যায় গর্তে। ওই পতন– আর এর ফলে স্যাডলে যে-ঝাঁকুনি লাগে– সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। যে-বুলেট ওরিনের বুকে আঘাত হানার কথা সেটা ওর কানের লতি ছুঁয়ে গেল।

আমার কানের জ্বলুনি, রাইফেলের নলে আগুন, পরমুহূর্তে একটা বিকট আওয়াজ সবই যেন ঘটল একসাথে। বাবা একটা জিনিস আমাদের ভালই শিখিয়েছেন– নিজেকে কারও সহজ নিশানা হতে দিতে নেই।

ট্রেইলের গোড়া এখান থেকে দেড়শো ফুট, পুরোটাই খোলা, পরিষ্কার দেখা যাবে আমাকে। তাই এ-ব্যাপারে বেশি চিন্তা করলাম না আমি, তার সময়ও নেই। চট করে স্যাডলের ওপর তুলে ফেললাম দুই পা, বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপ দিলাম উইনচেস্টারহাতে। পরিকল্পনামত কাঁধ দিয়ে পড়লাম ঢালের ওপর, পরপর গড়ান দিলাম কয়েকটা, তারপর উঠে দাঁড়ালাম ঢালের গোড়ায়, রাইফেল তখনও হাতে, রাগে রক্ত মাথায় চড়ে গেছে।

বুঝতে অসুবিধে হয়নি আগেভাগে কেউ এখানে ওত পেতে বসেছিল আমার জন্যে। গুপ্তঘাতক। অচেনা লোকের গুলি খাওয়া কেন জানি না আমার একেবারেই অপছন্দ। নিজের পরিচয় দেয়া মানুষের একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা।

ঢালের গোড়ায় যখন আমি পৌঁছুলাম আরেকটা বুলেট সগর্জনে উড়ে গেল আমার কানের পাশ দিয়ে। শার্পস বাফেলো গানের শব্দের মত শোনাল ওটা, এর অর্থ নিশ্চয়ই ত্বরিতে রিলোড করেছে সে। এ-রকম অবস্থায় যা করতে হয়, আরও কটা ডিগবাজি দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে গেলাম আমি, অবস্থান নিলাম কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে, রাইফেল আড়াআড়িভাবে আমার হাতের ওপর রাখা।

শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সম্ভাবনা, লোকটা ধরে নেবে প্রথম গুলিতেই আমাকে ঘায়েল করেছে সে, কারণ ওই সময়েই আমি পড়ে গেছি। এখন হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ও, এর মধ্যে যদি দেখা না দেই, আমার লাশ খুঁজতে আসবে। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম একটা লাশ পাবে সে... ওরটা।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল অ্যাপালুসা। বুদ্ধিমান ঘোড়া, জানে ওই ফাঁকা ঢালে তার কোনও কাজ নেই, তাই দুলকি চালে নেমে এল। ওর সঙ্গেই রইল বাকস্কিন, লাগামটা বাঁধা আছে স্যাডল হর্নের সাথে। ঘোড়াগুলো আমার লাগবে বলে ওদের প্রতি একটা চোখ রাখলাম আমি। একটুবাদেই ঘাস খেতে শুরু করল ওরা।

পঞ্চাশ গজ হামাগুড়ি দেয়ার পর নিচুমত একটা ঢিবির পেছনে চলে এলাম আমি। কান থেকে রক্ত ঝরছে, ব্যথা করছে চিনচিনে। এর মাশুল গুনতে হবে গুপ্তঘাতককে।

রোদ যাতে প্রতিফলিত না হয় সে-জন্যে রাইফেলটাকে নিচু করে ধরে, ঢিবিটার আরেক মাথায় গেলাম আমি। তারপর দেবদারুগাছগুলোর দিকে উঁকি দিলাম, ওখান থেকেই গুলিটা এসেছিল।

কেউ নেই।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। চকিতে আর একটা চিন্তা মাথায় আসতে ঘেমে উঠলাম আমি।

পাহাড়ের পেছন থেকে যে-লোকগুলো ওপরে আসছে তারা খাঁজের মাথায় উঠে নীচের বেসিনের দিকে তাকাবে। শার্পসধারী গুপ্তঘাতক আমাকে দেখতে না পেলেও, খাঁজের মাথায় ওই লোকগুলো ওঠার পর ওদের নজরে পড়ে যাব আমি।

দুদিক থেকে ওরা আমাকে চেপে ধরবে, আর আমার দশা হবে মৃত নেকড়ের মত।

জীবনে বহুবার আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, এখানে সেখানে দু-একটা সীসে হজমও করেছি, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমল দেইনি কখনও। কিন্তু আজ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না।

অথচ আমার পালানোর জায়গা নেই কোথাও। খোলা প্রান্তরেই থাকতে হবে আমাকে, যদি না মাটিতে মিশে যেতে পারি। কোথাও দুই বা তিন ইঞ্চির বেশি আড়াল নেই, কিন্তু আমার প্রয়োজন আরও বেশি– অনেক বেশি।

একটা সত্য আমি জানি। ওই লোকগুলো যদি খাঁজের ওপরে উঠে আমার দিকে রাইফেল তাক করে, ওরাও বিপদে পড়বে। কারণ আমি তখন এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করব, ভয়ে ওদের ঘোড়াগুলো পড়িমরি করে নেমে আসবে পাহাড় থেকে।

আচমকা একটা ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল, সন্তর্পণে ঘাড় ফেরালাম আমি।

একটা লোক, হাতে উদ্যত রাইফেল, দেবদারু ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে ও, কান খাড়া।

রাইফেলটা সামনে আনলাম আমি, অপেক্ষা করছি। লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে, দুকদম আগে বাড়ল, থেমে গেল আবার। ওর গুলিতে যেখান থেকে আমি পড়ে গেছি সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না ওকে। কিন্তু এখন আমি যে-জায়গায় রয়েছি সেখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আরেক পা এগোল সে, এবং ঠিক ওইসময়ে খাঁজের মাথায় উঠে এল একজন অশ্বারোহী। উঠেই আমাকে দেখতে পেল সে, ঝট করে রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপল, আমি দেবদারুগাছের সামনে-দাঁড়ানো লোকটাকে গুলি করলাম।

ডিগবাজি দিয়ে ওখান থেকে সরে গেলাম আমি, ছুটতে লাগলাম উবু হয়ে। লাগসই মার হয়েছে কিনা আমি নিশ্চিত নই, তবে বুলেটের আঘাতে আধপাক ঘুরে গেছে লোকটা। বুনো ঘাসঝোপের ভেতর ঢুকলাম আমি, গড়ান দিলাম তিনটা, তারপর আর একছুটে ঢুকে গেলাম বনের ভেতর।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উইনচেস্টারের লেভার টেনে তিনবার গুলি ছুঁড়লাম খাঁজের উদ্দেশে। সাত-আটশো ফুট ওপরে

রয়েছে আমার টার্গেট, তবু বুলেটগুলো পৌছুল ওখানে।

যা ভেবেছিলাম, নরক ভেঙে পড়ল। একটা ঘোড়া লাফিয়ে ওর সামনে চলে এল, চার পায়ে আছড়ে পড়ল ঢালে, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, পিঠ থেকে ফেলে দিল তার সওয়ারিকে, তারপর গড়াতে গড়াতে নেমে এল নীচে।

সরু এবড়োখেবড়ো পথ বেয়ে আরেকটা ঘোড়া নামল ঢালে, আরোহী দুহাতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ঝুলছে। ট্রেইলের শেষমাথায় পৌছে আচমকা থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা, আরোহী লোকটা ছিটকে উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। দড়াম করে মাটিতে আছাড় খেলো, উঠল টলতে টলতে, ফের পড়ে গেল।

বাকি যে-দুজন উঠেছিল ওখানে তারা অন্যদিকে গা ঢাকা দিল। আমি এগিয়ে চললাম। এই জঙ্গলেরই কোথাও সেই গুপ্তঘাতক লুকিয়ে আছে, যে মিনিট কয়েক আগে খুন করতে এসেছিল আমাকে।

ওর শরীরে যদি আমার বুলেট ঢুকে থাকে, সেটা আমার কপাল, তবে আমার মনে হয় বড়জোর আঁচড় লেগেছে ওর।

গাছের আড়ালে আড়ালে ঢাল বরাবর নেমে গেলাম আমি কারণ ওটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা। তারপর গতি মন্থর করে অ্যাপালুসাটা ঢালের যে-দিকে ঘাস খাচ্ছে সে-দিকে এগোলাম।

উঁচু-নিচু গর্তে ভরা মাটি। এখানে সেখানে আগাছা, তবে বেশির ভাগই ঘাস আর জংলী ফুল। অনতিদূরে হ্রদের কিনার, ঘেসো জমিতে বুক ঘষটে, যখন সম্ভব দৌড়ে, ওইদিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

অত উচ্চতায়, এমনকী অভ্যস্ত হলেও, বেশি দৌড়ুনো ঠিক না। অবশেষে মোটা মোটা তিনটে দেবদারুর ছায়ায় উবু হয়ে বসলাম আমি, দম নিচ্ছি হাঁ করে, ওরা কোথায় আছে দেখার চেষ্টা করলাম।

প্রায় একশো গজ দূরে ঘাস খাচ্ছে আমার ঘোড়াগুলো, ওদের একটাও আছে, প্রায় একই দূরত্বে, জলপেটের কাছে ঝুলছে স্যাডলটা।

সামান্য অবকাশ পেয়ে; রাইফেলে টোটা পুরে ওখানেই অবস্থান নিলাম আমি। অন্তত ওদের দুটো নীচে পড়ে গেছে, তার মধ্যে একটাকে যে-পরিমাণ ধকল সামলাতে হয়েছে তাতে নড়াচড়া করতে পারবে না সে। একজন আমার সামনেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। আমাকে প্রথম যে-লোক গুলি করেছিল সেও আছে।

ধীর লয়ে গড়িয়ে চলল সময়। বেসিনে জড়ো হতে শুরু করল ছায়ারা। পাহাড়ের মাথায় সোনালি রোদ, মেঘে ঈষৎ গোলাপি আভা। বেসিনের ও-পাশে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন... নারীকণ্ঠের মত শোনালেও সেটা অবিশ্বাস্য ঠেকল আমার কাছে।

আমার ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের ধরার চেষ্টা করব। এগোলাম আমি, নিবিড় ঘাস আর জংলী ফুলের ভেতর দিয়ে কোনও

কোনটা কোমর-সমান উঁচু।

ওরা কারা আমি জানি না। আঁদ্রে ব্যাস্টন আর হিপো সোয়ান? সম্ভবত। কিছুক্ষণ আগে আমার পেছনে একদল খুনীকে লেলিয়ে দিয়েছিল ওরা, নিশ্চয় আবার তা করতে দ্বিধা করবে না। আজকাল খুব কম পয়সাতেই মানুষের জীবন কেনা যায়। এই দুর্গম অঞ্চলে খুন করলে কেউ জানতে পাবে তার সম্ভাবনা কম। অনেক লোক পশ্চিমে গেছে, তাদের অনেকেই ফেরেনি কখনও, এ-ব্যাপারে তেমন একটা প্রশ্ন তোলেনি কেউ!

নাগালের মধ্যে থাকলেও ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতে বেশ কিছু সময় লাগল আমার। যথাসম্ভব গা ঢাকা দিয়ে থেকে এগোলাম আমি, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর, দূরের পাহাড়ে যখন অন্ধকার নামছে, মেসার ওপরে একজন অশ্বারোহীকে দেখলাম আমি। একমুহূর্ত রাশ টেনে অপেক্ষা করল সে, তারপর ট্রেইলের ভাটিতে এগোল। ওপর থেকে সে কেবল একটা বিশাল কালো অন্ধকারের গামলাই দেখতে পাচ্ছে।

আমি কাছে যেতেই কান খাড়া করল অ্যাপালুসাটা, এক কদম এগিয়ে এল আমার দিকে, কৌতূহল বোধ করছে আমাকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে।

'শান্ত হ, বেটা,' ফিসফিসিয়ে বললাম আমি। 'শান্ত হ।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাত বাড়িয়ে লাগামটা ধরলাম আমি। কাছে টেনে আনলাম ওকে, তারপর, সাবধানে, উঠে দাঁড়ালাম।

সহসা, আমার খুব কাছে থেকে, একটা গলা পাওয়া গেল— মেয়েমানুষের গলা। ওই আওয়াজে হিমস্রোত উঠে এল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'আমি আহত। একটু সাহায্য করবে?'

বাইশ

ফ্যানি ব্যাস্টন।

দশ হাজারে ওই রকম কণ্ঠস্বর একটা মেলে— অস্ফুট নরম মদির। অন্ধকারেও ওর মুখে রক্ত দেখতে পেলাম আমি, ব্লাউজ কোট ছিঁড়ে গেছে, এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার বন্ধুরা কাছেপিঠেই আছে।' ওর সাথে জড়াতে চাই না আমি, একদম না। ও আহত হয়েছে, সত্যি, কিন্তু ডাক দিলেই ওর ভাই আর চাচাকে পাবে। অন্যরাও আসতে পারে।

'মনে হয় আমি...' কথা শেষ করতে পারল না ও, মাটিতে পড়ে মূর্ছা গেল।

গাল দিলাম আমি। হ্যাঁ, গাল। একজন আহত মেয়েকে নিয়ে এখন আমি কোনওমতেই স্যাডলে চাপতে রাজি নই, বিশেষ করে ওকে নিয়ে। ও বোধহয় চিনতে পারেনি আমাকে। হয়তো মাথার চোটটাই এ-জন্যে দায়ী, তবু এ-ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই।

যদি ওদের ডাক দেই, আমি গুলি খাব। যদি এখানে ফেলে যাই ওকে, ও মারাও যেতে পারে। চোটটা কতখানি মারাত্মক আমি জানি না। ওকে সঙ্গে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখতে পেলাম না। ফ্যানিকে পাঁজাকোলা করে স্যাডলে তুলে দিলাম আমি। এক হাতে ওকে ধরে রেখে সামনে এগোলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই থমকে দাঁড়াল অ্যাপালুসা। তাড়া লাগালাম ওকে, কিন্তু ও এক পাও এগোল না। ফ্যানি ব্যাস্টনকে স্যাডলের ওপর শুয়ে রেখে, আমি আগে বাড়তেই আমার পা হড়কাল।

কিনার থেকে পিছলে গেল পা, কপাল ভাল যে লাগামটা ধরেছিলাম। পিছিয়ে এসে, একটা নুড়িপাথর খাদ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম আমি, অনেকক্ষণ লাগল ওটা নীচ পড়তে। ফিরে গিয়ে ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করলাম আমি, বিক্ষিপ্ত গাছপালা আর ঘাসের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

এখন লুকোনোর জন্যে একটা জায়গা দরকার আমার। অন্ধকারে পাহাড়ের কিনারে ঘোরাঘুরি করে তা পাওয়ার কথা নয়, তবু পেয়ে গেলাম একটা। স্রেফ বরাত, আর কিছু নয়।

আরেকটা জায়গায় এলাম আমি, এখানেও থামল ঘোড়াটা। কিন্তু এ-বার সামনে কয়েকটা গাছ দেখতে পেলাম। একটা পাথর ফেললাম ওইদিকে, মাত্র কয়েক ফুট নীচে নরম মাটিতে পড়ল ওটা।

কিনার ধরে খানিকটা যাওয়ার পর ট্রেইল চোখে পড়ল। আসলে কিনারের কিছুটা অংশ ধসে গিয়ে ঢালমত সৃষ্টি হয়েছে। নেমে গেলাম আমি। এখন আগের চাইতে প্রায় আট ফুট নিচু জায়গায় রয়েছি, পায়ের তলায় পুরু ঘাস।

ফ্যানির হাত পমেলের সাথে বেঁধে দিয়েছি আমি, এ-বার ঘোড়াগুলোকে লাগাম ধরে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলাম। যখন ওই কারনিসটার বাঁকের কাছে এলাম রাশ টানলাম আমি, হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে ঝুঁকি নিলাম ম্যাচ জ্বালানোর।

আমার চারপাশে গুটিকতক লম্বা দেবদারু। ঘেসো, সমতল জমিতে রয়েছি আমি।

ফ্যানির হাতের বাঁধন খুলে নামালাম ওকে। জ্ঞান নেই, কিংবা ভান করে আছে। যদি তাই হয়ে থাকে ওর অভিনয়ের প্রশংসা করতে হয়। ওকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রেখে আমার ঘোড়া দুটোর জিন খসালাম, তারপর ঘেসোজমিতে নিয়ে গিয়ে বাঁধলাম খুঁটি পুঁতে।

গাছপালার কাছে ফিরে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম আমি, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ালাম চোখকে। আমার চারদিকে নিশ্ছিদ্র আঁধার; মাথার ওপরে, কেবল দেবদারুর শাখা-প্রশাখা যেখানে বাধা সৃষ্টি করেছে সে-সব জায়গা বাদ দিয়ে, তারা-জ্বলা আকাশ।

একটা পকেটমত জায়গায় রয়েছি আমরা। এর একপ্রান্তে, আমি নিশ্চিত, সেই অতলান্ত খাদ যেখানে আরেকটু হলেই পা বাড়াচ্ছিলাম আমি।

এখানে, দেবদারুর নীচে আগুন জ্বালালে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম। অন্ধকারে ওই মেয়েটাকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না আমি, তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে, কফিপানের ইচ্ছে জেগেছে।

গাছ থেকে কিছু শুকনো পাতা ছিঁড়ে, হাতড়ে হাতড়ে কয়েকটা মরাডাল জোগাড় করলাম আমি, তারপর আগুন ধরালাম ছোট করে।

সন্দেহ নেই, ফ্যানি ব্যাস্টন অজ্ঞান হয়ে আছে, ফ্যাকাসে মুখ, তবে মরেনি। খুলিতে মারাত্মক চোট লেগেছে ওর, মাথার চামড়া কেটে হাড় দেখা যাচ্ছে। একটা হাতের ছাল উঠে গেছে অনেকখানি। পা ভাঙেনি, কিন্তু ফুলে গেছে ভীষণ, চলটা উঠে গেছে হাড়ের। পানি গরম করে, আগুনে কফি চাপালাম আমি, ওর মুখ আর মাথার রক্ত ধুয়ে সাফ করলাম কিছুটা। হাতখানাও ধুলাম, ছড়ে-যাওয়া অংশে ঘাস আর পাথরকুচি লেগেছিল সাফ করলাম সেগুলো।

আমার হোলস্টারের ঢাকনা খুলে রাখলাম। প্রয়োজনের সময়ে ক্ষিপ্রতার দরকার হবে। হাতের কাছেই রাখলাম উইনচেস্টারটা, তবে ওই মেয়েটার কাছ থেকে দূরে– আগুনের উল্টোদিকে।

আমার কফি তৈরি হতে হতে ফ্যানির শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে এল অনেকটা, মনে হলো স্বাভাবিক ঘুম ঘুমোচ্ছে ও। সুন্দরী মহিলা কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই একটুও, ঘুমোলাম না আমি পাছে মাঝরাতে চেতন পেয়ে ছুরি চালায় আমার গলায়।

একটা আছেও ওর কাছে। পোশাকের নীচে পায়ের সাথে বাঁধা, ছোট্ট চাকু, বেশি হলে ওর কড়ে আঙুলের চেয়ে একটু চওড়া, কিন্তু দুধার– চোখা। পায়ের জখম পরীক্ষা করার সময়ে ওটা চোখে পড়েছে আমার, কিন্তু স্থানচ্যুত করেনি।

একটুবাদে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে বেরোলাম আমি, ফিরে গেলাম ঢালের পাড়ে। ওপর থেকে আমার ক্যাম্পটা দেখা যায় না, গাছপালার আড়ালে হওয়ায় আগুনও চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ বাতাসে কান পেতে রইলাম আমি, তারপর ফিরে এলাম ক্যাম্পে। ফ্যানি ব্যাস্টন নড়াচড়া করেনি। অন্তত আমি সে-রকম কোনও লক্ষণ দেখতে পেলাম না।

আমার কম্বল তুলে নিয়ে গাছপালার ভেতর পিছিয়ে গেলাম আমি। তিনটে দেবদারু একত্রে বেড়ে উঠেছে, দেখে মনে হয় যেন একই জায়গা

থেকে শুরু হয়েছে ওদের কাণ্ড। ওখানে বিছানা পাতলাম। পিস্তলটা ঊরুর নীচে, আর উইনচেস্টার রাখলাম শিথানে, তারপর শরীরটা ভাল করে কম্বলে জড়িয়ে রাতের মত বসলাম ওখানে।

একটা 'ভি' গঠন করেছে গাছগুলো। সবচেয়ে চওড়া জায়গাটায় ছোট ছোট দুটো ডাল আড়াআড়িভাবে রেখে দিলাম আমি। আমার কাছে পৌঁছুতে হলে ওদের পা ফেলতে হবে ওখানে, এবং সেই শব্দ আমি টের পাব। বাড়তি পাহারাদার হিসেবে রইল ঘোড়াগুলো, কেউ এলে ওরা জানান দেবে আমাকে।

কিছুক্ষণ আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে কাটল আমার। এরপর একটা লম্বা সময় জেগে কাটালাম। উঠে গিয়ে আগুনটা উস্কে দিলাম একটু, ফ্যানিকে পরীক্ষা করলাম, তারপর আবার ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

আমার ঘুম যখন পুরোপুরি ভাঙল তখনও সকাল হয়নি। চুপচাপ বসে একটুক্ষণ বাবার কথা ভাবলাম আমি, তাঁর কী পরিণতি হয়েছে চেষ্টা করলাম আন্দাজ করতে।

ভৌতিক ট্রেইল ধরে যদি এই এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে না থাকেন, শেষ-পর্যন্ত বাবা যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা এখান থেকে খুব একটা দূরে হবে না। বাবাকে জানি বলেই আমার মনে হলো বাবা হয়তো চলে গিয়েছিলেন এই অঞ্চল ছেড়ে। এখন বুড়ো পাউডার-ফেসকে পেলে সুবিধে হত। চতুর ইন্ডিয়ান, বিশ বছর আগের একটা ট্রেইল খুঁজে বের করার ক্ষমতা ওর আছে।

আকাশ ধূসর হতে নিজের জায়গা ছাড়লাম আমি। হাত-পা খেলিয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। আমি এখনও ক্লান্ত, কিন্তু বুঝতে পারছি আজ একটা বিহিত করতেই হবে আমাকে।

প্রথমে কারনিসের কিনারে গেলাম আমি। এক জায়গায় প্রায় হাজার ফুট গভীর খাদ, আর যেখানে আমি পড়তে গিয়েও বেঁচে গেছি কপালগুণে, সেটা একেবারে খাড়া, তল দেখা যায় না। দূরে সবুজের ওপর মাথা জাগিয়ে একটা লাল চূড়ো, দিগন্ত অবধি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আরও অসংখ্য রয়েছে।

নীচে নামার কোনও সহজ রাস্তা নেই। তবে খানিক দূরে একটা সরু পায়ে চলা পথ রয়েছে, বোধহয় হরিণের সৃষ্টি। মনে হয় বেসিনের দিকেই গেছে ওটা।

ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলাম আমি।

সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করছি চরম মোকাবেলার সময় উপস্থিত। আজ, এখানেই হবে।

নিউ অরলিন্স থেকে আমার পিছু নিয়েছে আঁদ্রে ব্যাস্টন, সঙ্গে আছে হিপো সোয়ান। বিশ বছর আগে এখানে কী ঘটেছিল ওরা জানে। ফ্যানি ব্যাস্টিনকে ওরা সাথে এনেছে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে।

এতেই প্রমাণিত হয় ওরা কতটা মরিয়া।

জীবনের অধিকাংশ সময় আরামে কাটিয়েছে ওরা। নিজেদের পছন্দসই জীবন যাপন করেছে, তারপর একসময় টের পেয়েছে টাকা কারও চিরকাল থাকে না। ওদের সামনে লজ্জা দারিদ্র্য কঠিন সংগ্রাম, কিন্তু আত্মমর্যাদার সাথে তা মোকাবেলা করার মত সৎ-সাহস নেই।

আজ যা ঘটবে তার ওপরেই মরণপণ বাজি ধরেছে ওরা। অতীতে কী ঘটেছিল কেবল তার আবিষ্কার বাধা দিতেই নয়, সম্ভব হলে নিজেদের জন্যে ওই গুপ্তধন খুঁজে বের করতেও।

যখন রোদ উঠল আমি দেখতে পেলাম মেসার একধাপ নীচেই একটা কারনিসের ওপর রয়েছি আমরা। ঘাস-ছাওয়া জমি, বিক্ষিপ্ত গাছপালা আছে কিছু, বাঁক ঘুরে একটা ন্যাড়া খাঁজের গায়ে মিশেছে।

সব জায়গায় কারনিসটা সমান চওড়া নয়। সবচেয়ে চওড়া অংশটা একশো ফুট হবে। সশরীরে এখানে না এলে কেউ এর হদিস জানতে পাবে না। আত্মগোপন করার পক্ষে আদর্শ স্থান।

কারনিসের যে-কোনও জায়গা থেকে প্রায় পুরো এলাকাটাই দেখা যায়। ফ্যানি ব্যাস্টন যেখানে শুয়ে আছে সেখানে কোনওরকম নড়াচড়ার আভাস পেলাম না আমি। ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে আমি ওদেরকে আরেকটু দূরে নিয়ে গেলাম। ঘাসগুলো তরতাজা, খেতে মজা পাবে ওরা।

আমি বর্তমানে বিশ্বাসী লোক, ভাগ্যের ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। তাই সাবধানতা অবলম্বন করতে কসুর করলাম না। আমার স্যাডলখানা গুছিয়ে অ্যাপালুসার পিঠে চাপালাম ওটা। তারপর অন্যান্য মালপত্র জড়ো করে বাকস্কিনটা যেখানে চরছে তার কাছেই একটা পাথরের পেছনে লুকিয়ে রাখলাম।

কারনিসের মাথায় একটা উঁচু পাথুরে ঢিবি। চারদিকের সবকিছু দেখা যায় ঢিবিটার ওপর থেকে। ওখানে উঠলে পুরো বেসিনটা ভাল করে জরিপ করতে পারব আমি।

প্রথমে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ফ্যানি ব্যাস্টন উঠে বসেছে। দুহাত এক করে হাঁটুর ওপর রাখা। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল ও, ফাঁকা দৃষ্টি।

'আমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ফ্যানি।

'একটা পাহাড়ের মাথায়,' বললাম আমি। বুঝতে পারছি না ওকে নিয়ে কী করব, তবে আমি সতর্ক। ডান হাত রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে, বুড়ো আঙুল হ্যামার ছুঁয়ে আছে। 'তুমি পড়ে গিয়েছিলে। তোমার ঘোড়াটা লাফিয়ে পড়েছিল ট্রেইল থেকে।'

ও তাকাল আমার দিকে। 'তুমি আমার শুশ্রূষা করছ? মানে... আমরা এখানে কেন?'

ফ্যানির চেহারায় নিখাদ বিস্ময়, কিন্তু আমি ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে গেলাম

না। জানি চরম মোকাবেলার সময় উপস্থিত। 'তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছিলে,' বললাম আমি। 'তুমি, তোমার চাচা, ভাই।'

'তোমাকে খুন করে আমাদের লাভ?' বিমূঢ় দেখাল ওকে। 'তোমাকে মারার কথা কল্পনাই করতে পারি না আমি– তুমি খুব ভাল।'

আদুরে গলায় কথা বলছে মেয়েটা। 'কত্ত লম্বা তুমি, কী সুন্দর স্বাস্থ্য!' উঠে দাঁড়াল ও। 'তোমার গায়ে খুব শক্তি, না? আমাকে ধরে রাখতে পারবে?'

আমার দিকে এক কদম এগোল ফ্যানি। ওর জামাকাপড় ছেঁড়া, কাঁধের অনেকটা অনাবৃত।

'তোমার ভাই, চাচারা ওইদিকে আছে,' বললাম আমি। 'তুমি হাঁটা দিলেই পেয়ে যাবে।'

'আ... আমি যাব না। তোমার সঙ্গে থাকব।'

'মনে হচ্ছে মাথায় বেশ জোরেই লেগেছে তোমার,' ওকে বললাম আমি। 'তুমি নিঃসন্দেহে সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমাকে একটা খড়কুটো দিয়েও বিশ্বাস করি না।'

ও হাসল। 'কিন্তু আমি তোমাকে পছন্দ করি!'

দুহাত সামনে বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল ও। 'ওরিন, প্লিজ। ভুলে যাও সবকিছু। চলো ফিরে যাই আমরা। যে-কোনও জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধতে পারব আমরা!'

'হ্যাঁ, তা পারব, কিন্তু–'

হঠাৎ, আমার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল ও, দুহাতে আঁকড়ে ধরল রাইফেলটা। টানাটানি করল, তারপর জাপটে ধরল আমার কব্জি। 'জলদি, পল! জলদি!'

প্রচণ্ড ভয়ে, ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম আমি, চিত হয়ে ঘাসের ওপর আছাড় খেলো ও। ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল, ভারসাম্য হারিয়ে ভাঁজ হয়ে গেল আমার একটা হাঁটু।

পল দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, হাতে রাইফেল, আমি চোখ তুলতেই ওটার মাযল আগুন ঝরাল।

তেইশ

পল ওর চাচার মত ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। তাড়াহুড়ো করে চলন্ত টার্গেটে গুলি করেছে ও, এবং ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমারটা ফস্কায়নি।

তবু আরেকটু হলেই ফস্কে যাচ্ছিল। আমার গুলিটা একটু ওপরে উঠে গেল। রাইফেলের অ্যাকশনে আঘাত হানল ওটা, হাত ফুঁড়ে, কান ছুঁয়ে কানের লতি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর্তনাদ করে উঠল ও, ফেলে দিল রাইফেলটা, ঝেড়ে দৌড় দিল

রাগে কাঁপছিল ফ্যানি, কোনওমতে উঠে দৌড়ে গেল রাইফেলটার দিকে। ওকে ল্যাং মারলাম আমি, আবার ঘাসের ওপর পড়ে গেল ও রাইফেলটা তুলে আমি ওটা দূরে নিক্ষেপ করলাম

কারনিসের কিনার পেরিয়ে গেল ওটা, ঝুপ করে হারিয়ে গেল খাদের অতলে।

চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন, 'পাওয়া গেছে ওকে। তাড়াতাড়ি!'

পাঁই করে ঘুরলাম আমি, গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলাম আমার ঘোড়ার উদ্দেশে। গুলির শব্দ হলো, গাছের পাতা ঝরে পড়ল আমার মাথায়। চট করে একটা গাছের পেছনে আড়াল নিলাম আমি, শ্বাস নিচ্ছি হাঁ করে, রাইফেল প্রস্তুত।

কোনও টার্গেট নেই।

তারপর ফ্যানির চিৎকার শুনতে পেলাম, ক্ষিপ্ত ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলা। 'পল মওকা পেয়েছিল। গুলি লাগাতে পারেনি। তারপর ভেগেছে ইঁদুরের মত।'

অযথা অপবাদ। সম্ভবত জীবনে কখনও গোলাগুলির মুখোমুখি হয়নি পল আরও অনেকের মত সেও খুন করতে তৈরি ছিল, নিজে খুন হতে নয়।

অনেক লোক সংঘর্ষ এড়িয়ে যায় ভীরুতার জন্যে নয়, বরং ভীরুতার ভয়ে: চরম মুহূর্তকে মোকাবেলায় সাহস হবে না তাদের এই আশঙ্কায়। পলের সেই স্নায়ুর জোর নেই, তার ওপর আহত হয়েছে, মারাত্মকভাবে না হলেও নিজের রক্ত ঝরতে দেখেছে সে, বহুলোকের জন্যেই ব্যাপারটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের সামিল।

'অসুবিধে হবে না,' আঁদ্রের গলা পেলাম, শান্ত সহজ। 'ও কোথায় আছে আমি জানি। ওখান থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। আগেও কাজ দিয়েছে এই কৌশল আবারও দেবে।'

আগেও?

নিজের চারপাশে নজর বোলালাম আমি।

এখানে? বাবা কি তবে এখানেই মারা গিয়েছেন? ঘোড়াগুলো যে-কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে তাকালাম। ওখানে?

কোনও হাড়গোড় চোখে পড়ছে না। কবরও নেই। হিংস্র পশুরা হয়তো হাড় দিয়ে উদর পূর্তি করেছে তাদের, কিংবা লাশটা স্রেফ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে নীচের খাদে।

এখানে... বাবার জীবনপ্রদীপ এখানেই নিভেছিল? আমি কি তাঁর পথ অনুসরণ করতে যাচ্ছি?

এখনকার পরিস্থিতি আলাদা, নিজেকে বললাম আমি। উইন্চেস্টার আছে আমার কাছে, পর্যাপ্ত খাবার গোলাবারুদ আছে... অবরোধ প্রতিরোধ করতে পারব অবশ্যি আর কোনওধরনের কৌশল খাটালে ভিন্ন কথা।

জুডাস বলেছিল আঁদ্রে ব্যাস্টনের সাথে দশজন লোক আছে। হয়তে একটু বাড়িয়ে বলেছে ও, তবে ওরা যে বেশ কজন তাতে ভুল নেই। ওদের গলা শুনতে পাচ্ছি আমি।

একটুবাদে, যখন দেখলাম সবকিছু সুমসাম, ঘোড়াগুলোর কাছে পিছিয়ে গেলাম। এখানে সরু হয়ে গেছে কারনিসটা, খাড়া মসৃণ ঢাল নেমে গেছে বেসিনে। ওখানে যদি কারও নামা সম্ভবও হয়, গাছপালার কাছে না পৌঁছুনো অবধি একেবারে ফাঁকায় থাকবে সে, চুড়ো থেকে চোখে পড়বে সহজে। আঁদ্রে শার্পশূটার, ভাতিজার মত ব্যর্থ হবে না।

মনে হয় মেসায় ওঠার সরু একটা পথ আছে। কোনওকালে মানুষ বা ঘোড়া হয়তো ব্যবহার করেছে ওই ট্রেইল। এখন ওখানে কারও ট্র্যাক নেই। তবে ওই পথের শেষ-প্রান্তে একজন রাইফেলধারী বিশেষ মতলবে বসে থাকা বিচিত্র নয়। তার টার্গেটকে তিন ফুট চওড়া একটা পথ বেয়ে এগোতে হবে, সহজ কাজ– লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এখানে একটা পাথরের স্তূপ রয়েছে। একটার ওপর আরেকটা চাপানো, কিছু ওপর থেকে ধসে পড়েছে। একটা ভূপতিত গাছও রয়েছে, মরাডালে পাতাগুলো ঝুলে আছে এখনও।

আমি যখন ঘোড়ার কাছে পৌঁছুলাম একটা কার্তুজের বাক্স খুলে আমার কোটের পকেটগুলো ভরে নিলাম। আমার উইনচেস্টার .৭৩ গুলিভরা, আমি তৈরি– একজন মানুষের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব।

আমার মাথার ওপরে যে-ন্যাড়া ঢিবিটা চুড়ো জাগিয়েছে তার ও-পাশেই বেসিন। বেসিনের ভাটি থেকে একটা ট্রেইল লা প্লাতা ক্যানিয়ন হয়ে শালাকোয় চলে গেছে।

শালাকোতে কমপক্ষে তিনজন ওসমান এবং কিছু বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু সেটা ছ-সাত মাইল দূরে, বেশিও হতে পারে। ওদের তরফ থেকে কোনওরকম সাহায্য আশা করা বৃথা।

এখানে যা ঘটবে তা আমার ওপর নির্ভর করছে। কেবলমাত্র আমার ওপর।

একটা দুশ্চিন্তা খচখচ করছে আমার মনে। হঠাৎ করে এটা আমার মন ছুঁয়ে গেছে। সহসা কিছু একটা ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছে আমাকে... কী হতে পারে?

যাই হোক, সেটা আমার এই আস্তানা সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার...

এই গুপ্ত আশ্রয় থেকে কারনিসের ভাটিতে অনায়াসে গুলি ছুঁড়তে পারব আমি, কেউ আমার নজর এড়িয়ে কাছে আসতে পারবে না। মরাগাছের গুঁড়ি, খানাখন্দক আছে, প্রয়োজনে ওগুলোকে ব্যারিকেড বা ট্রেঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ঘোড়াগুলো যথাসম্ভব নিরাপদ জায়গায় রেখে, পরিস্থিতি বিচার করতে

বসলাম আমি। ঘাড় ফেরালে খাঁজের ন্যাড়া ঢালটা দেখতে পাচ্ছি। ও-দিকে গেছে ভৌতিক ট্রেইলটা। যদি ওখানে যেতে পারি...

কেউ আসছে না। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, প্রতিপক্ষ নিশ্চিত আমাকে বাগে পেয়েছে তারা, ইচ্ছে করেই ঢিলে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে আমার স্নায়ুর ওপর। ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম... ওরা নাস্তা বানাচ্ছে।

আমিই-বা বাদ থাকি কেন?

কিছু ডালপালা জড়ো করে, আগুন জ্বেলে কফি চাপালাম। তারপর বেকন ভাজলাম ফ্রাইং প্যানটা বের করে। কাজ করছি কিন্তু আমার একটা চোখ খোলা যাতে অতর্কিত হামলায় হকচকিয়ে না যাই।

ধরে নেই বাবাকে ওরা এখানেই কোণঠাসা করেছিল, সে-ক্ষেত্রে তাঁর কঙ্কালটা কোথায়? মালপত্রের কী হলো? সোনা?

বাবা হিসেবি মানুষ ছিলেন, কখনোই চাইবেন না তাঁর মৃত্যুতে প্রতিপক্ষ লাভবান হোক। মর্মান্তিক ঘটনাটা যদি এখানেই ঘটে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি এমন কোনও চিহ্ন রেখে যাবেন যা দেখে আমরা বুঝতে পারব কাছেপিঠেই কোথাও লুকোনো আছে তাঁর সোনা।

তবু, ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব হলো কীভাবে? ঠিক, বাবার কাছে একটা রাইফেল ছিল, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে গুলি ভরতে পারতেন, তবু একা একদল লোককে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। কিন্তু তার সঙ্গে একটা পিস্তলও থাকার কথা।

ব্যাস্টনেরা আমাকে বাগে পেয়েছে, ওদের এই নিশ্চিন্ত ধারণাই দুর্ভাবনায় ফেলেছে আমাকে। ওদের মতলবটা বোঝা গেলে...

সহসা একটা হিমস্রোত বয়ে গেল আমার ভেতরে। চকিতে আমার ধাঁধার উত্তর পেয়ে গেলাম আমি: কেন ওরা নিজেদের ব্যাপারে এত নিশ্চিন্ত।

ঢিবির মাথায় একজনকে বসিয়েছে ওরা, আমার এই আস্তানা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারবে সে।

এতক্ষণে বোধহয় ওখানে পৌঁছে গেছে লোকটা। যখন আক্রমণ শুরু হবে, ভাটিতে নিবদ্ধ হবে আমার মনোযোগ, ওই পাহাড়ের ওপর থেকে আমাকে গুলি করবে সে। বস্তুত, ওটা একটা চূড়া। আশপাশে ওর চেয়ে উঁচু আর কোনও জায়গা নেই। ও-দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে পারলাম আমি, ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়ালে এই কারনিসটা সে কাভার করতে পারবে।

যাক, যখনকার সমস্যা তখন ভাবা যাবে। আপাতত নাস্তা। বেকনটা পুরোপুরি উপভোগ করলাম আমি। এর সুবাস, ধোঁয়ার গন্ধ সবই ভাল লাগছে। ভাবছি এখানেই যদি মারা যাই আমি জীবনের কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি করে হারাব? দূরের পাহাড়ে পুঞ্জিভূত ওই মেঘগুলো? লাকড়ির ধোঁয়া, কফি আর বেকনের গন্ধ? একটা তেজী ঘোড়ায় চড়তে পারার আনন্দ? না অ্যাসপেন পাতা গলে-আসা রোদ?

খুব বেশি কিছু মনে করার মত নেই বোধহয়। বিখ্যাত জায়গাগুলোতে কখনও যাইনি আমি, আসিনি নামকরা লোকদের সংস্পর্শে। দামী খাবার খাইনি কোনওদিন, নাটক দেখিনি জীবনে। খোলা আকাশের নীচে ক্যাম্পফায়ারের ধারেই আমার সময় কেটেছে বেশি।

ভাল ঘোড়ায় চেপেছি কিছু, দীর্ঘ ট্রেইল, বিশাল মরুভূমি পাড়ি দিয়েছি। ওইসব স্মৃতি আছে আমার, ভাবতে শুরু করলে পাহাড় জমে যাবে। কিন্তু বাবা যখন শেষ-প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তখন তিনি আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছিল তাঁর, ছেলেরা বড় হচ্ছিল, তাঁর উত্তরাধিকারেরা। না ছেলে না মেয়ে, কিছুই নেই আমার। এখন যদি আমি মারা যাই কেউ শোক প্রকাশ করবে না হ্যাঁ, আমার ভাইয়েরা করবে- কিন্তু মৃত মানুষের আত্মার মাগফেরাতের জন্যে একজন স্ত্রী প্রয়োজন তার, চাই নিজের ঔরসজাত সন্তান।

তবু, আগেভাগে মরতে চাই না আমি। পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত না করা পর্যন্ত মরেও শান্তি পাব না। হয়তো, এক অর্থে, অকৃতদার রয়ে যাওয়াটাই পুরুষের জন্যে অনেক বেশি আরামের জীবন। এ-ব্যাপারে আর কোনওদিনই আমার জানা হলো না।

প্রতিপক্ষের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাছেই গলা শোনা যাচ্ছে। বোধহয় লড়াই শুরু করার ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। সম্ভবত গ্রীকদের শানানো হামলার বিরুদ্ধে ট্রোজানরা যখন নিশ্চিত ভরাডুবি জেনেও মরণপণ যুদ্ধে নামে তখন তাদেরও কারও কারও মনে, আমার মতই, এ-ই অনুভূতি জেগেছিল।

কিন্তু আমি হাল ছাড়ব না। জিততেই হবে আমাকে। জিতবই। মরার আগে প্রতিটি লোকেরই উচিত পেছনে কিছু না কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাওয়া। আমি এখন মারা গেলে আঁধার নামার সাথে সাথে আমার সমস্ত নাম-নিশানা মুছে যাবে পৃথিবী থেকে।

পাথর কুঁদে মূর্তি গড়তে পারে মানুষ, রচনা করতে পারে সুন্দর সুন্দর কথা, বা এমন কিছু যা মানুষের হৃদয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। সে-সব কিছুই করা হয়নি আমার- এখনও না।

পারব? কোনও দিন?

হয়তো। হয়তো না।

বাতাস পড়ে আসছে। নিথর হয়ে ঝুলছে গাছের পাতা আমার চারপাশে পাহাড়ি প্রকৃতির প্রশান্তি। এই জায়গাটা নিশ্চয়ই বারো হাজার ফুট উঁচুতে হবে।

মনে হলো ঢিবির মাথায় নড়ে উঠল একটা কিছু। ওকে একটা দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারলে আমার মনটা শান্ত হত।

ওরা আসছে এখন। কারনিসের ভাটিতে নড়াচড়ার আভাস। বেকনের

শেষ-টুকরোটা মুখে পুরে আবার কাপে কফি ঢাললাম আমি।

মাথার ওপরে পাথরের গায়ে আঘাত হানল একটা বুলেট, কিছু চলটা খসে পড়ল আমার কফিতে। গাল দিলাম আমি।

পাথরের সাথে সেঁটে থাকলে ভালমত নিশানা করতে পারবে না কেউ, তাই করলাম। যখন সময় হবে– আমিও যোগ দেব গোলাগুলিতে। ওদের আনন্দ আমি মাটি করতে চাই না। ভাটির দিক থেকে আরও দুটো বুলেট উড়ে এল, তবে কোনও ক্ষতি করল না কারও। আরেক ঢোক কফি খেয়ে দূরের পাহাড়চুড়োগুলোর দিকে তাকালাম আমি। কোনও কোনওটা পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে।

স্লিপিং উতে যে চুড়োটার নাম সেটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। কিন্তু ওটা দূরবর্তী আর একটা পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। আমি যখন কফিপট তোলার জন্যে সামনে ঝুঁকলাম টিবিবাসী গুপ্তঘাতক আমার আগুন লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। চাপড় মেরে ফুলকিগুলো নিভিয়ে ফেললাম আমি। লোকটা ওখানে থাকলে ভীষণ বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে।

আরও কটা গুলি, কিন্তু রাইফেলে হাত দেয়ার আগে আমি কফি পান শেষ করলাম।

লড়াই করে অভ্যস্ত নয় এমন সব লোকদের সাথে লড়াই করার নিয়মই হচ্ছে তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেয়া। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে চায় ওরা, অপেক্ষা করার মত ধৈর্য ধরতে পারে না। আমার, আমার কোনও তাড়া নেই। কোথাও যাচ্ছি না আমি।

অনবরত গুলি ছুঁড়ছে ওরা– এলোপাতাড়ি গুলি– কিন্তু আমি নিজের জায়গায় বসে আয়েস করে কফি খেলাম।

ওরা চায় গুলি ছোঁড়ার জন্যে আমি যেন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসি, আর সেই সুযোগে আমার দফা ঠাণ্ডা করুক টিবির গুপ্তঘাতক। আমার সে-রকম কিছু করার একটুও ইচ্ছে নেই।

অবশেষে, একসময়, লোকগুলোর প্রতি অরুচি ধরে গেল আমার।

ঘোড়াগুলো সেরা জায়গায় রয়েছে। একটা আঁচড়ও লাগেনি গায়ে। ওদেরকে এমন জায়গায় রেখেছি আমি যেখানে বুলেট পৌঁছবে না, ওরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে ঘটে– নিশ্চল দাঁড়িয়ে একে অন্যের উকুন তাড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে আমার মনে হলো অধৈর্য হয়ে টিবির ওই লোকটার হঠকারিতা করে বসা অসম্ভব না। রাইফেলটা নিয়ে সাবধানে [illegible] দিলাম আমি। যা ভেবেছি, ওর ব্যারেল দেখা যাচ্ছে। তারপর আকাশের পটভূমিতে আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল– নীল জামা গায়ে একটা হাত। অদ্ভুত [illegible] ওটা, কিন্তু মানুষের স্বভাব যায় না, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, জানি আবার ওই কাজ করবেই সে, এবং করল।

আমার এখন একটাই দায়িত্ব, [illegible]

অংশটা বের করেছিল ও সেটা লক্ষ্য করে। একটা আর্তচিৎকার শুনলাম আমি, তারপর ঢিবির ঘেসো ঢালের ওপর ছিটকে পড়ল একটা রাইফেল, আমিও কারনিসের ভাটিটা দেখা যায় এ-রকম জায়গায় বেরিয়ে এলাম।

একটা রঙচঙে শার্টের ঝলক ও-দিকে দেখতে পেলাম আমি। ট্রিগার দাবালাম .৭৩-র, শার্টটা অদৃশ্য হলো।

এরপর থমথমে নীরবতা নামল।

আমার গুলি ওদেরকে দমিয়ে দেয়নি, আরেকটু সতর্ক করে তুলেছে মাত্র। ওরা বুঝতে পারছে ব্যাপারটা একতরফা হবে না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ওদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি আমি। অথচ মাত্র কয়েক মাইল দূরে আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যারা একটা বিরাট দলকে পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা রাখে। মনে হচ্ছে, এ-যাত্রা আমাকে একাই সামলাতে হবে সবকিছু।

ক্ষতি কী, জীবনের অধিকাংশ সময়ে এভাবেই নিজেকে রক্ষা করেছি আমি।

রাইফেলে দুটো কার্তুজ পুরে ঘোড়াগুলোর দিকে তাকালাম। দাঁড়িয়ে আছে ওরা, তন্দ্রাচ্ছন্ন, আমাদের কার্যকলাপে এতটুকু বিচলিত নয়। কাছে গিয়ে ওদেরকে আদর করে আবার আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

সহজে পার পাব না এখান থেকে, তবে একটা সত্যি আমি জানি: রাত নামলে আর এখানে অপেক্ষা করছি না। ওদের ওপর চড়াও হব।

ঝড় ঝঞ্ঝা, যাই আসুক, হামলা করব আমি। এত সহজে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারবে না ওরা।

চব্বিশ

কঠোর সংগ্রামমুখর একটা দিন। মাঝে মাঝে একটা-দুটো গুলি ছুঁড়েছে, তবে সরাসরি কোনও হামলা চালায়নি ওরা। ঢিবির চুড়োয় গুপ্তঘাতক ব্যর্থ হওয়ায় দমে গেছে একটু, ঠাওর করতে পারছে না কী পদক্ষেপ নেবে।

চুপচাপ বসে থেকে সময় নষ্ট করে লড়াই জেতা যায় না, অন্তত আমার মত পরিস্থিতিতে। আমার রণকৌশল হামলা করা– অবিরত হামলা।

ওরা এমন জায়গায় কোণঠাসা করেছে আমাকে যেখান থেকে দিনের বেলায় বেরোতে পারব না, কিন্তু রাতের পরিস্থিতি অন্যরকম, তখন বেরিয়ে ওদের ওপর চড়াও হব আমি। সন্দেহ নেই, রাত নামার সাথে সাথে ওরাও ধেয়ে আসবে আমার উদ্দেশে।

এই কানাগলি থেকে কীভাবে বেরোনো যায়, শুয়ে শুয়ে তাই ভাবলাম আমি। পায়ে-হাঁটা একজন লোকের পক্ষে কাজটা আদৌ কোনও সমস্যা নয়।

আমার স্যাডলব্যাগে মোকাসিন রয়েছে। শৈশব থেকে বন-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করি আমি, নিঃশব্দে চলাফেরা আমার মজ্জাগত অভ্যাস।

বালক বয়েসে বহুবার নিঃসাড়ে পশুপাখির কাছে যেতে হয়েছে আমাকে। একটা শিকার মানে আমাদের আহার। বাবা অধিকাংশ সময়ে বাইরে বাইরে থাকতেন বলে মাংস জোগাড়ের দায়িত্বটা আমার ওপরেই বর্তাতো বেশি, কারণ আর ভাইয়েরা তখন খুবই ছোট ছিল।

আঁদ্রের বক্তব্য অনুযায়ী বাবা এসেছিলেন এখানে। সম্ভবত মারাও যান এখানে। এই জায়গায় যখন পৌঁছন নিশ্চয় সোনা ছিল তার সঙ্গে।

ওটার কী হলো? ধারেকাছেই কোথাও লুকোনো আছে?

পিছিয়ে বসে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালাম আমি। ধরা যাক, আমার কাছে প্রচুর সোনা আছে এবং সেটা আমাকে লুকোতে হবে। কোথায় লুকোব যেখানে সহজে খুঁজে পাবে না কেউ? ধরলাম আমিই ছিলাম এখানে, টিকে থাকার একটা সম্ভাবনা তখনও ছিল আমার, কিন্তু জানতাম রাতে ঝাড়া হাত-পায়ে পালাতে হতে পারে আমাকে, ঠিক যেমনটি আঁধার নামলে আমি করতে যাচ্ছি?

আমি কোথায় লুকোব সোনা?

একফালি সমতল ঘেসো জমি রয়েছে, কারনিসের গা ঘেঁষে পাহাড়ের যে-অংশটা উঠেছে সেটা খানিকটা আড়াল দিয়েছে ওই জমিকে, ফলে সহজে রাইফেলের গুলি পৌঁছুতে পারবে না ওখানে। দেয়ালে ছোট্ট গুহা রয়েছে একটা, কোনওমতে দুটো ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যায়।

কাছেই রয়েছে পাঁচ-ছয় বছর আগে ভূপতিত একটা গাছ, যে-মাটি থেকে ওর জন্ম তার ঋণশোধের জন্যে ভেঙে গেছে ওটার কাণ্ড। তার অদূরেই পড়ে আছে আরেকটা গাছ, বাদামি রঙের পাতাগুলো এখনও রয়ে গেছে জায়গামত। নিশ্চয়ই গত শীতে ভেঙে পড়ে ওটা। বাবা যখন এখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন– আদৌ যদি তা করে থাকেন তিনি– ওই গাছগুলো ছিল না ওখানে।

আরেকটা বিষয় বিবেচনা করতে হবে আমাকে। ট্রেইল চিহ্ন দিয়ে রাখার ব্যাপারে ইন্ডিয়ানদের যত কলাকৌশল আছে তার সবই জানতেন বাবা। এবং আমাদেরকেও শিখিয়েছিলেন সেগুলো। একটা উপায় হচ্ছে ট্রেইল মার্কার হিসেবে একটা পাথরের ওপরে আরেক পাথর বসানো, এর একপাশে আর একটা পাথর থাকবে, আগের লোক কোনদিকে গেছে তাই নির্দেশ করবে ওটা। আমরা যখন ছোট, প্রায়ই একটা ট্রেইল তৈরি করে আমাদের সেটা অনুসরণ করতে বলতেন তিনি। কোনদিকে গিয়েছেন বোঝানোর জন্যে একগোছা ঘাসকে আরও কিছু ঘাস দিয়ে বাঁধতেন, কিংবা একটা ডাল ভেঙে সেটা পুঁতে দিতেন মাটিতে।

প্রায়শ ইন্ডিয়ানরা পথনির্দেশ করতে জ্যান্ত গাছের ডাল মটকে রাখে।

অনেক সময় জঙ্গলে দেখা যায় কোনও গাছ হয়তো মাটির সমান্তরালে কিছুদূর অবধি এগিয়ে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়, মার্কার হিসেবে কোনও এককালে ইন্ডিয়ানরা হয়তো ব্যবহার করেছিল ওটা।

বাবা তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব সেরা শিক্ষাই দিয়েছিলেন আমাদের। গভীর জঙ্গলে একটা জায়গা সাফ করে তার কেন্দ্রস্থলে কিছু মাংস আর শাকসব্জি রাখতেন তিনি। আমরা পাতা বা পাথর দিয়ে ওগুলোর চারপাশে বৃত্ত তৈরি করতাম একটা। তারপর রোজ সকালে এসে দেখতাম কে এসেছিল ওখানে।

এভাবে অল্পদিনের মধ্যে আমরা বন্য পশুপাখি বা সরীসৃপের ট্র্যাক চিনতে দক্ষ হয়ে উঠি।

বাবা সবসময় ট্র্যাক বা গাছপালা বা কোনও পাথরের স্তূপ দেখিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতেন কী ঘটেছে ওখানে বা ঘটছে। এই নিয়মে স্বল্প সময়ের মধ্যে একজন কিশোর অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারে।

কিছুক্ষণ পর আবার আগুন জ্বেলে অল্পটাক খাবার রাঁধলাম আমি। তারপর পরিস্থিতি বিচারে মন দিলাম। বিশ বছর আগে এখানে এসেছিলেন বাবা, তখন আশপাশের প্রকৃতি অন্যরকম ছিল। আজকের বুড়ো গাছগুলো হয়তো সবে বেড়ে উঠছিল, কোনও কোনওটার হয়তো জন্মই হয়নি।

পাহাড়ি অঞ্চলের ঝোড়ো বাতাস, তুষার, বরফ এগুলো গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। একমাত্র ব্রিসলকন পাইনই সবরকম ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে অজেয় থাকে, ফলে অন্য গাছপালার তুলনায় ওদের আয়ুও বেশি। এই কারনিসটা বছরের অধিকাংশ সময় ডুবে থাকে গভীর তুষারে, বাবা যখন এসেছিলেন তখনও হয়তো কিছু তুষার অবশিষ্ট ছিল। তাঁর পরিস্থিতি বুঝতে হলে সেইসময়ে কারনিসটার অবস্থা কীরকম ছিল অনুমান করতে হবে আমাকে।

আমি যেখানে বসে আছি নিঃসন্দেহে সেখানে, এবং এর আশপাশে যে-সব জায়গায় দিনভর ছায়া থাকে সে-সব জায়গায় তুষার ছিল। এখানেই কোথাও নচ এঁকেছিলেন তিনি, গাছটা হয়তো ভূপতিত হয়েছে। আমার সামনে যে-গাছটা পচছে সেটাও হতে পারে, আবার হতে পারে ক্যাম্পফায়ারে জ্বলে নিঃশেষিত হয়েছে ওটা, কিংবা কিনার টপকে পড়ে গেছে খাদে। পাহাড়ের নীচের অংশে খাড়া ঢালের ওপর ভাঙা গাছপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ছেলেদের প্রতি বাবার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কদর করতেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানকে। সুযোগ থাকলে আমাদের জন্যে একটা না একটা সূত্র রেখে যাবেন তিনি, যা থেকে আমরা বুঝতে পারব সোনা কোথায় রয়েছে। তাঁর পরিণতি সম্পর্কেও ইঙ্গিত থাকতে পারে।

এখানে আসার আগেই কি ডায়েরিটা হারিয়ে ফেলেন তিনি? না লেখার

আর কোনও উপায় ছিল তাঁর? এইদিকটাও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

এখানে আমার অ্যাঞ্জেলকে প্রয়োজন। ওর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে, আইনজীবী, মানুষের মনের অন্ধিসন্ধি পড়ার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ও'নীলও উপকারে আসত, কারণ কোনওকিছুই সাদামাঠাভাবে গ্রহণ করে না ও। নীল সন্দেহপ্রবণ মানুষ। লোক-প্রিয়, কিন্তু কখনোই কারও কাছে বিরাট কিছু আশা করে না। ওর মতে আমরা সবাই রক্তমাংসের মানুষ, সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যেকেই দুর্বল এবং স্বার্থপর। আবার আমাদের সবার মাঝেই সাহস, পরোপকারিতা, ঔদার্য এ-সব গুণ রয়েছে। মোট কথা, সব মিলিয়ে আমরা মানুষ– সাধারণ মানুষ।

ও'নীল কখনও কোনও মানুষের বিরুদ্ধে তার কৃতকর্মের জন্যে রাগ পুষে রাখে না। কাউকে বিশ্বাস করে না বেশি, মোটামুটি সমান চোখে দেখে সবাইকে, এবং সবসময় হুঁশিয়ার এ-রকম অবস্থায় ও সাহায্যে আসত। কারণ ওর বুদ্ধি যুক্তিনির্ভর, আবেগের বালাই নেই তাতে।

একটা জিনিস উপকারে আসছে। আমরা ওসমানরা সবাই প্রায় এক ধাঁচের– মরগ্যান ঘোড়ার মত বাবা বলতেন তাঁর সাথে বহু ওসমানের জানাশোনা আছে, আকৃতিগত প্রভেদ থাকলেও একটা দিকে ওদের খুব মিল: ইন্ডিয়ানদের মত সবারই গায়ের রঙ তামাটে এবং প্রত্যেকেই লড়াকু। ওই ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমানরা, যাদের কাজই ঘোড়া চুরি, রাহাজানি, এমনকী তারাও যুদ্ধের মাঠে অবিচল, কথার বরখেলাফ করে না কখনও।

ভাল জাত হলে এবং মওকা থাকলে ওরা ঘোড়া চুরি করে, কিন্তু লড়াইয়ের সময় ঠিকই বাহাদুর।

যেমন লোগ্যান আর নোয়েল। ওরা ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমান। কোণঠাসা অবস্থায় ওদের বাবা র‍্যাটল সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেন। কিন্তু ওরা কোনও বন্ধুকে বিমুখ করে না।

একবার প্যানহ্যান্ডেল অঞ্চলে কোম্যাঞ্চে ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েছিল নোয়েল। দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল ওরা। একজন ওর শরীরে বুলেট লাগাতে সক্ষম হয়। পরমুহূর্তে ইন্ডিয়ানটার কানের ভেতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয় নোয়েল, ওই কোম্যাঞ্চে তখন তার সঙ্গীর সাথে কথা বলার জন্যে ঘাড় ফিরিয়েছিল। তারপর শেষোক্ত জনকে আহত করে। কাছে গিয়ে ওই লোকটার রাইফেল কেড়ে নেয় নোয়েল। পিস্তলহাতে তাকিয়ে থাকে কোম্যাঞ্চের দিকে। ইন্ডিয়ানটাও কম যায় না, সেও পাল্টা আগুন ঝরায় চোখ থেকে, থুতু দেয়ার চেষ্টা করে নোয়েলের মুখে।

নোয়েল হেসে, চুলের মুঠি ধরে ইন্ডিয়ানটাকে টেনে তোলে মাটি থেকে, তারপর ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে যায় ওর ঘোড়ার কাছে। ইন্ডিয়ানটাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে আচ্ছা করে বাঁধে ওটার পেটের সাথে, তারপর নিজের স্যাডলে চেপে ওকে নিয়ে কোম্যাঞ্চে পল্লীতে গিয়ে হাজির হয়।

কোম্যাঞ্চেরা জাত লড়ুয়ে। অনেকদিন ধরেই ওদের চেষ্টা নোয়েলকে ঘায়েল করবে, কিন্তু আজ ওরা তাকে সশরীরে ওদের কাছে আসতে দেখে ভিড় জমাল ওর বক্তব্য শোনার জন্যে।

মাসট্যাংয়ের পিঠে বসে নোয়েল ওদের জানাল ওই লোকটা কীরকম সাহসী, আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত কীভাবে লড়েছে ওর সাথে, তারপর খালিহাতে লড়ার চেষ্টা করেছে।

'ওকে মারিনি আমি। ও সাহসী। ওর জন্যে তোমাদের গর্ব করা উচিত। ওর সেবা করো। সেরে উঠলে আবার হয়তো কোনওদিন লড়ব আমরা।'

কথা শেষ করে, কোম্যাঞ্চের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয় ও, তারপর একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে চলে যায় ওদের গ্রাম ছেড়ে।

ওদের যে-কেউ ইচ্ছে করলেই গুলি করতে পারত ওকে। নোয়েল জানত তা। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা সাহসের মর্যাদা দিতে জানে, ওদের একজনকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে, ওর শক্তি ফিরে এলে আবার লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তাই নোয়েলকে চলে যেতে দেয় ওরা। আজও কোম্যাঞ্চে পল্লীগুলোতে এই কাহিনি চালু।

অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় এখন আমার নেই। ঝটপট মীমাংসা করতে হবে প্রকৃতপক্ষে বাবার ভাগ্যে কী পরিণতি ঘটেছে।

মেঘ সাজছে। প্রায় রোজ বিকেলেই পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত বজ্রবৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখন জড়ো হচ্ছে মেঘেরা। এ-জন্যে উল্লসিত বোধ করছি আমি। আমার বিশ্বাস উঁচু পাহাড়ে ওই লোকগুলো নতুন, যদি তাই হয় চরম বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টিপাত হওয়া বিচিত্র না। তারপর আছে বিজলি। মেঘগর্জনে বহু সময় গায়ের রোম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়।

পাহাড়ের ওপরে রাইফেলহাতে দৌড়ুতে আনন্দ লাগবে না আমার, কিন্তু উপায় কী?

ভারি কালো কালো মেঘগুলো নেমে এল নীচে, শুরু হলো বৃষ্টি। ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা গাছ লক্ষ্য করে ছুটলাম আমি। গাছের ও-পাশে গিয়ে উঠে পড়লাম কতগুলো পাথরের ওপর, পেছনে তাকালাম একবার, তারপর ঘুরেই ছুটতে শুরু করলাম ওই ঢিবিটার উদ্দেশে।

ওরা যদিও ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথাও আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে, আমি গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব। ঢিবির ওপর দিকে রওনা হলাম, জানি আর একটুবাদেই ঘাস ভিজে বরফের মত পিচ্ছিল হয়ে যাবে। আমি চূড়ায় ওঠার আগমুহূর্তে একজন লোক উঠে দাঁড়াল, হাতে রাইফেল।

এত কাছাকাছি কাউকে আশা করেনি ও। বোধহয় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে কোথাও আশ্রয় নিতে যাওয়ার আগে শেষ একটা নজর বোলানোর ইচ্ছে ছিল। যাই হোক, মুখ বাড়িয়েই লোকটা দেখতে পেল বৃষ্টি মাথায় করে

আমি সোজা ছুটে আসছি ওর দিকে।

দুজনের কেউ চিন্তা করার অবকাশ পেলাম না আমরা। উইনচেস্টারটা আমি ডান হাতে ধরেছিলাম, নল নীচে নামানো। ওকে দেখামাত্র মাযল ওপরে উঠিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলাম।

নাকের নীচে প্রচণ্ড আঘাত পেল লোকটা, নড়ে গেল সামনের ওপরের পাটির দাঁত। পেছনদিকে উল্টে পড়ল ও, বুকফাটা আর্তচিৎকার দিল একটা।

কয়েকটা পাথরে পটকান খেয়ে ঢিবির নীচে পড়ে গেল। সারা মুখ রক্তাক্ত।

ঘুরে আশপাশ জরিপ করলাম আমি। দেখতে পেলাম না কাউকে। ঢিবি থেকে নেমে গুপ্ত-আশ্রয়ে ফিরে গেলাম আবার।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে খুঁটিগুলো তুলে দড়ি গুটিয়ে ফেললাম আমি। হাঁটিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেলাম কিছুদূর, তারপর যেই রেকাবে পা রাখতে যাব অমনি টের পেলাম মোকাসিন ভিজে সপসপ করছে।

নাগালের মধ্যেই আছে বুটজোড়া। তাই বুট পরার জন্যে বর্ষাতি জড়িয়ে মাটিতে বসলাম আমি– আর তখনই পাহাড়ের গায়ে ফাটলটা চোখে পড়ল।

আহামরি কোনও জায়গা না, কতগুলো শিলাস্তরের সমষ্টি, ওরই একটা স্তর ভাঙা– ফলে বড়জোর দুইঞ্চি চওড়া একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দর্শনে যা মনে হয়েছিল ফাটলটা তার চাইতে গভীর, ভেতরে কিছু একটা আছে।

ভেতরে হাত ঢোকালাম আমি, বই জাতীয় একটা কিছু বাধল। টেনে বের করলাম ওটা– আর একখানা ডায়েরি, অবিকল আগেরটার মতই, তবে এর আরও জীর্ণ দশা।

আমি যখন ওই পাথুরে দেয়ালের ওপরে উঠেছিলাম তখন নিশ্চয়ই আমার পায়ের চাপে কোনও আলগা পাথর নড়ে গিয়েছিল। বিশ বছর আগে ওই পাথরটা দিয়েই বন্ধ করা হয়েছিল ফাটলের মুখ যাতে ওখানে বৃষ্টির পানি বা কোনও জীবজন্তু ঢুকতে না পারে।

দেখেই বুঝলাম ওটা বাবারই আর একটা ডায়েরি। বাঁ-হাতে নিয়ে ওটা আমার কোটের পকেটে চালান করব, এমন সময়ে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'আমি নেব ওটা।'

আঁদ্রে ব্যাস্টন, আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল।

পঁচিশ

মুখের কথায় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কখনও কখনও, কিন্তু এখন তার কোনও উপায় নেই।

আঁদ্রে ব্যাস্টন ঠাণ্ডা মাথার খুনী। আমার দিকে পিস্তল তাক করে আছে সে। এমন অনেক লোকের কথা আমি জানি যারা আমাকে মেরে আমার লাশের কাছ থেকে ডায়েরিটা ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আঁদ্রে কেবল একজন খুনী না– সে নিষ্ঠুর। প্রতিপক্ষকে জানিয়ে আনন্দ পায় যে সে খুন করতে যাচ্ছে তাকে।

উপরন্তু ওর অভ্যাস ডুয়েল লড়া। এ-সব ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মানা হয়। রেফারির ইশারা পেয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুদিকে হাঁটতে শুরু করে– তারপর নির্ধারিত কয়েকটি কদম যাওয়ার পর ঘুরে ওরা গুলি করে একে অপরকে, অত্যন্ত ভদ্রভাবে।

আমি, আমি গড়ে উঠেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে। এখানে পিস্তল বের করেই গুলি– অতসব র‍্যাল্লার ঠ্যালা নেই। আঁদ্রের মনে কী আছে তা আমাকে কারও নতুন করে জানাতে হবে না। ওর সম্পর্কেও ওই একই ইচ্ছে পোষণ করি আমি– পার্থক্য শুধু আমি ফাঁকা বুলি আউড়াব না।

ও বলেছে, 'আমি নেব ওটা!' আমার দিকে পিস্তল তাক করে আছে ব্যাস্টন।

যে-লোক পিস্তল ঝোলায় তার মনে রাখা উচিত সেও একসময় কারও গুলির শিকার হতে পারে। আমি প্রথম যে-দিন পিস্তলে হাত রাখি সে-দিনই জানতাম কোনও একদিন আমাকেও গুলি খেতে হবে। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্থির করেছিলাম যে পাল্টা আঘাত হানব আমি।

আঁদ্রে যদি আমাকে খুন করে, আমি ভাবলাম, ওকে সাথে করেই মরব।

এতটা আশা করেনি ব্যাস্টন, ভেবেছিল ওর হাতে পিস্তল দেখেই আমি সুবোধ ছেলেটি হয়ে যাব হোলস্টারে ছোবল মারল আমার হাত, তেলতেলে জিনিসের মত উঠে এল পিস্তলটা, আগুন ঝরাল– এবং একই সাথে গুলি খাওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলাম আমি।

আগুনের ঝলক দেখা গেল আঁদ্রের গান মাযলে, কিন্তু তার এক সেকেন্ড আগেই গর্জে উঠেছে আমার .৪৪। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অনবরত বুড়ো আঙুলের সাহায্যে হ্যামার পেছনে টানছি আমি। যত ইচ্ছে গুলি করুক ও, নিজেকে বললাম, ওকে তোমার খুন করতেই হবে। প্রথম বুলেটটা আঁদ্রের তলপেটে আঘাত হানল। ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেল ও, দ্বিতীয়টা

গুঁড়িয়ে দিল ওর ডান কাঁধ, আঁদ্রের হাত থেকে খসে পড়ল তার পিস্তল, বাঁকা হয়ে গেল শরীর, ওই অবস্থায় বুকের কাছে আরেকটা গুলি খেলো সে, কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের সামনে।

'তুমি!' আঁদ্রের মুখে কুৎসিত ঘৃণা। 'তুমি একটা আস্ত ছোটলোক!'

'জি, সার,' মিহি সুরে বললাম আমি, 'তবে পিস্তলে চালু।'

নিউ অরলিন্সের আঁদ্রে ব্যাস্টন কামবারল্যান্ড বেসিনের কিনারে মারা গেল। ওর বিস্ফারিত চোখে টুপটুপ করে পড়ছে বৃষ্টির পানি, সদ্য কামানো গালে গড়িয়ে নামছে।

'বাবা,' বললাম আমি, 'এই লোকই যদি তোমার খুনী হয়ে থাকে, তার ঋণ সে শোধ করেছে। তুমি যেখানেই থাকো, বাবা, শান্তিতে বিশ্রাম নাও।'

হাতের তালু দিয়ে স্যাডলের পানি ঝেড়ে অ্যাপালুসার পিঠে চাপলাম আমি, বেসিনের ভাটির দিকে ওর মুখ করলাম, পেছনে আসছে বাকস্কিন। ওই কারনিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা, একটা দেবদারুর ঝাড় পেরিয়ে পেছনে মেঘ-ঢাকা টিবিটার উদ্দেশে তাকালাম আমি

একটা বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে। আঁদ্রে গুলি লাগাতে পারেনি আমার গায়ে। আমি আহত হব এ-ব্যাপারে এত নিশ্চিত ছিলাম যে ভেবেছিলাম ওই অবস্থাতেই পাল্টা আঘাত হানব। কিন্তু ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। হয়তো আমাকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দেখে তাড়াহুড়ো করেছিল, কিংবা অনেকেরই যেমন হয়– একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি– গুলি খাবে এই ভয় ছেঁকে ধরেছিল ওকে।

ঢালের এক কোণে একটা চলনসই ক্যাম্প করেছে ওরা। সোজা ওখানে গিয়ে হাজির হলাম আমি। দুজনকে আমি চিনি না, একদিকে বসে আছে পল। বৃষ্টিতে ভিজে ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে ওদের। পলের পাশেই বসেছিল ফ্যানি। আমাকে দেখে চমকে উঠল, নিমেষে ওর চেহারা থেকে বিদায় নিল কমনীয়তা, চোয়াল শক্ত হলো।

'যাও, তোমাদের চাচাকে নিয়ে এসো গিয়ে,' বললাম আমি 'বৃষ্টির মধ্যে ওখানে পড়ে আছে সে।'

আমার কথা বিশ্বাস হলো না ওদের। আমার রাইফেলটা স্যাডলবোয়ের পাশ দিয়ে আড়াআড়িভাবে রাখা, কালো মাযলটা বিকট চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওরা লক্ষ্মীছেলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি হলে ভাগতাম,' বললাম আমি। 'তেল মালিশ করতাম তোমাদের ফিলিপ চাচার পায়ে। এখানে থেকে তোমাদের কোনও সুবিধা হবে না

কর্দমাক্ত পিচ্ছিল এবড়োখেবড়ো ট্রেইল। এখানে সেখানে ছোটখাট ঝরনাস্রোত রাস্তা কেটে চলে গেছে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, ওরই মধ্যে দিয়ে সবুজ বনানীর দেখা পেলাম আমি।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা, তাড়াহুড়ো করার প্রশ্নই ওঠে না। ভাটিতে নেমে গিয়ে শালাকোতে ফিরতে চাইছি আমি। ওখানে রয়েছে গরম কফির হাতছানি। এ-রকম দিনে ঘরের ভেতর আগুনের পাশে বসে, বাইরের বৃষ্টিপাত উপভোগ করতে পারলেই আমি খুশি হব বেশি।

ট্রেইলের পাশে, কখনও কাছে কখনও দূরে, লা প্লাতা। ট্রেইল লাগোয়া ঝরনাগুলোর নদীতে গিয়ে মিশেছে। জায়গায় জায়গায় ধুয়ে মুছে গেছে রাস্তা।

উতেরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না এই ট্রেইল।

তবু সহসা একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। ট্রেইলটা যেখানে নদীর পাড় ঘেঁষে চলে গেছে সেখানে একটা তরতাজা ট্র্যাক, মাটি ঘষটানোর দাগ। আমার হাত বর্ষাতির তলায় সিক্স-শূটারে চলে গেল।

মিনিট কয়েক আগে এই ট্রেইল থেকে সরে গেছে কেউ একজন। রাস্তা সংলগ্ন গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে সে। পাড়ের ঢালু অংশে, একজায়গায় বুটের চাপে ঘাস দুমড়ে গেছে।

ট্রেইলের একপাশে থমকে দাঁড়াল অ্যাপালুসা, আমি সামনে তাকালাম, চোখে পড়ল না কিছু। ট্রেইলে আমার পদশব্দ পেয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে লোকটা, ঝটপট লুকোনো ছাড়া অন্য কিছু করার মত সময় পায়নি।

এই রকম দুর্যোগের দিনে কে আসবে এখানে? ইন্ডিয়ান না, ওটা বুটের ছাপ, থ্যাবড়া এবং নতুন।

কিছুই ঘটল না। এঁকেবেঁকে সরু ট্রেইল ধরে ছুটলাম আমি, যখন একটা সমতল প্রান্তরে পৌঁছুলাম গতি বাড়িয়ে কিছুক্ষণ জোর কদমে এগোনোর সুযোগ দিলাম অ্যাপালুসাকে।

নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে আরও ট্র্যাকের সন্ধান করলাম আমি। মাঝেসাঝে দেখতে পেলাম একটা-দুটো, নিরাকার, চেনা যায় না, তবে ট্র্যাক, এমন কোনও লোকের যে ধরা পড়তে চায় না কারও চোখে, যখনই সুযোগ পেয়েছে সরে গেছে ট্রেইল থেকে।

যে-সব জায়গায় পাড় খুব খাড়া, বা ট্রেইলের পাশেই গভীর নালা সেখানে সরতে পারেনি ও। বড় কদমে হাঁটে লোকটা। ভারি দেহ, তবে কদম অনুপাতে মনে হয় না ততটা লম্বা।

সম্ভবত ভারি বোঝাসহ কোনও বেঁটে লোক। ট্র্যাকগুলো ভাঙাচোরা না হলে আমি হয়তো-বা বুঝতে পারতাম লোকটা বোঝা বইছে না নিজেই ভারি। ঠিক, দুটোই হওয়া বিচিত্র নয়।

দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কে? আজ সে পাহাড়ে যাচ্ছে কেন?

লোকটা ব্যাস্টনদের বন্ধু হয়ে থাকলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যদি শত্রু হয়, পরস্পরকে আক্রমণ করতে পারে ওরা।

আজ আমি গরমাগরম খাবার খাব, বিশ্রাম নেব রাতে।

সোনার কিছু আজব কেরামতি আছে যা জ্বালাতন করে মানুষকে। বার দুয়েক এর খেল দেখেছি আমি। তবে আমাদের ওসমানদের সোনাপ্রীতি বোধ করি কম– আমাদের কাছে মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি।

তবু, বাবা কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন ওই সোনার জন্যে। পেয়ে পাহাড় থেকে ওটা বের করে এনেছিলেন তিনি। এখন দূরে কোথাও লুকোনো আছে... ঠিক কোথায় ভেবে কূলকিনারা পেলাম না।

আমি যখন শালাকোতে পৌঁছুলাম সূর্য উঠেছে, ঝিলিক মারছে বৃষ্টি-ভেজা বৃক্ষপত্রপল্লবের ওপর। স্টোর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল অ্যাঞ্জেল।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমাকে মাপল ও। 'ভাল আছিস?'

'ধকল গেছে।' ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হাত বিশ্রাম নিচ্ছে স্যাডলে, তারপর ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'আঁদ্রেকে নিকেশ করে দিয়েছি। বাবাকে ওরা যেখানে কোণঠাসা করেছিল– সেখানেই।'

'অন্যরা?'

'ওখানেই আছে। পল, ফ্যানি আর দুজন ভাড়াটে লোক।'

'ঘোড়াগুলো থাক,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'জুডাস তোকে বলতে বলেছে ও যত্ন নেবে। তুই বরং ভেতরে এসে কিছু খা।'

অ্যাপালুসা আর বাকস্কিনকে দলাইমলাই করতে বাইরে এল জুডাস, আমি অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে স্যালুনের উদ্দেশে হাঁটা দিলাম।

'শহরে একটা লোক এসেছিল। সারা মুখ ক্ষতবিক্ষত। কারও সাথে কথা বলেনি, আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেছে একটু বাদে।

'ওরই মুখে বোধহয় রাইফেলের খোঁচা লেগেছিল। অ্যাঞ্জেল, আর কাউকে দেখেছিস তুই? ক্যানিয়নের দিকে কেউ গেছে?'

'সকালে না। আমরা নজর রেখেছিলাম।'

ট্রেইলে-দেখা ট্র্যাকগুলোর কথা ওকে জানালাম আমি, কিন্তু অ্যাঞ্জেল, আমার মতই, রহস্য ভেদ করতে পারল না।

'বাবাকে অনুসরণ করে কেউ একজন গিয়েছিল ওখানে। তাঁকে কোণঠাসা করে লোকটা, সম্ভবত ওইসময়ে বাবা আহত হন। তাঁর কয়েকটা ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছি আমি,' তারপর পকেট থেকে ডায়েরিটা বের করে বললাম, 'আর এটা।'

অ্যাঞ্জেল হাত বাড়িয়ে নিল ওটা। 'বাবার মনে কী ছিল বল তো, ওরিন? শেষ-যাত্রায়ও ডায়েরি রাখছিলেন কেন? তবে কি তাঁর মৃত্যু আসন্ন এটা টের পেয়েছিলেন?'

আমিও ভাবছিলাম কথাটা। 'হয়তো। বা তাঁর ভেতরে কোনওরকম ওলটপালট হচ্ছিল। জানিস, কখনও কোনও ব্যাপারে অভিযোগ করতেন না তিনি, আর আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের চেনাজানার মধ্যে বাবাই

সবচেয়ে সফল লোক। কিন্তু নিজে হয়তো খুব গ্লানি বোধ করছিলেন, অথচ আমাদের তা জানাতে চাননি।'

কথাটা শেষ হতেই বুঝতে পারলাম আমি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছি। পরিবারের জন্যে কিছু করার এটাই ছিল বাবার শেষ-সুযোগ। আমাদের ভালর জন্যে সর্বদা নিজেকে উজাড় করে দিতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে, আর তাই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমাদের কারোরই ডায়েরিটা খুলে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমাদের জন্যে এটাই হবে বাবার শেষ-জবানবন্দী। গত কয়েক হপ্তা নিজেদেরকে আমরা আবার তাঁর খুব কাছাকাছি বোধ করেছিলাম। এরপর আর কিছু জানার থাকবে না আমাদের– যেখানে শেষ হবে ডায়েরিটা সেখানে...

গরম সুপ আর রুটি নিয়ে এল বার্গলান্ড। খেতে শুরু করলাম আমি। ডায়েরিটা পড়ে আছে টেবিলের একপাশে, মাঝে মাঝে আমি তাকাচ্ছি ও-দিকে।

ক্লান্ত, তবু ঘুরে ফিরে আমার মন চলে যাচ্ছে পাহাড়ি ট্রেইলে। ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওই কারনিসে দাঁড়িয়ে ওখানকার পাহাড় আর আকাশ চেয়ে চেয়ে দেখতে মন চাইছে।

কেন জানি মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে আমার।

'নেল ট্রেল্যানি কোথায়?' আচমকা জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এখনও দেখা হয়নি ওর সাথে।'

'হবে,' হাসতে হাসতে বলল অ্যাঞ্জেল, 'ও রোজই একবার এসে জিজ্ঞেস করে যায় তুই ফিরেছিস কিনা। আমাদেরকে ক্যানিয়নে যেতে বলছিল। ওর বিশ্বাস তুই বিপদে পড়েছিস।'

ভাঁজ পড়ল অ্যাঞ্জেলের গালে। 'আমি বলেছি জন্মের সময় থেকেই বিপদের সঙ্গে তোর পরিচয়।'

'থ্রি এইটের আর কেউ এসেছে?'

'বোলি ম্যাককেয়ার– সেই ইঁচড়েপাকা ছোকরাটা। শহরে এসেছিল ও তবে ক্যাম্প করেছে ক্রীকের ভাটিতে। আমার বিশ্বাস ব্যাস্টনদের সঙ্গে ওদের কোনওরকম সড় হয়েছে।'

একটা কিছু কাঁটার মত বিঁধছে আমার মনে, ট্রেইলে দেখা ট্র্যাকগুলো ভাসছে চোখে। কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করি না আমি। বৃষ্টির মধ্যে অকারণে কেউ ওই পথ মাড়াবে না। শালাকোর বন্ধুরা কাউকে যেতে দেখেনি। এর অর্থ লোকটা, সে যে-ই হোক না কেন, নিজের উপস্থিতি গোপন রাখার ব্যাপারে তৎপর ছিল।

কে? কেন? এখন কী করছে সে?

জুডাস ভেতরে ঢুকল, তারপর টিংকার। জানালার পাশে বসল টিংকার, দরজার দিকে নজর রাখবে।

'জুডাস,' আচমকা জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাস্টনদের তুমি কদ্দিন হলো চেনো?'

খানিক দোনোমনো করল ও, ভাবল। 'পঞ্চাশ বছর,' মৃদু স্বরে বলল। 'বেশিও হতে পারে।'

'আচ্ছা, আঁদ্রে কি পিয়েরের পিছু নিয়ে ওকে ছুরি মারতে পারে?'

একটুক্ষণ ভাবল জুডাস। 'পারে। তবে আমার ধারণা কাজটা অন্য কারও হবে।'

'কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও, তারপর বলল, 'পিয়েরেকে বাঁচিয়ে রাখার সাহস পাবে না আঁদ্রে– বিশেষ করে ওকে আঘাত করার পর। পিয়েরে বেঁচে যেতে পারে এই চিন্তাটাই ওর জন্যে ভীতিজনক। সে-রকম আশঙ্কা করলে ও সঙ্গে সঙ্গেই খুন করত– বা পালিয়ে যেত অন্য কোথাও।'

'কেন?'

'খুনী হলে কী হবে আঁদ্রে একজনকে খুব ভয় করে– ফিলিপকে।'

'ভয় করে?'

আমার দিকে তাকাল জুডাস, তারপর অন্যদের দিকে। 'হ্যাঁ, পালের মধ্যে মি. ফিলিপই গোদা– এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

ছাব্বিশ

অবাক চোখে জুডাসের দিকে তাকালাম আমরা। মনে হলো ঠাট্টা করছে, কিন্তু ও আপন বিশ্বাসে অটল।

জুডাস আমাদের জানাল ফিলিপ আর পিয়েরে– দুজনেই একসময় জলদস্যু ছিল। পিয়েরের কথা লোকে জানলেও ফিলিপের আসল চেহারা সবার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। ফিলিপ ব্যাস্টন এমনিতে খুব শান্ত গম্ভীর, কিন্তু ওর কোনও নীতিফিতির বালাই নেই। প্রয়োজনটাই তার কাছে বড় কথা– তা সে যে-উপায়েই হাসিল হোক না কেন। তবে নিজে সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে।

'কিন্তু তুমি বললে আঁদ্রে ওকে ভয় পায়? ফিলিপ এত ভাল যোদ্ধা?'

'তুখোড় তলোয়ারবাজ। বন্দুকেও পাকা। তবে ফিলিপ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে না– অন্য কাউকে দিয়ে পথের কাঁটা সরিয়ে দেবে।'

কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য, তবে আমাদের কোনও কাজে আসবে না।

ফিলিপ ব্যাস্টন এখন নিউ অরলিন্সে।

আমি ভাবছি সেই অজ্ঞাতনামা লোকটার কথা যার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি ট্রেইলে। কে হতে পারে?

ওর কাছে যদি ঘোড়া থাকবে, সেটাই-বা গেল কোথায়?

অ্যাঞ্জেল উঠে পড়ল। 'তুই আরাম কর। আমি পিটারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

স্যালুনের পেছনদিকে একটা ঘর আছে। বার্গলান্ড আমাকে দেখিয়ে দিল ওটা। আমি বুট টুপি আর গান বেল্ট খুলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বাংকে। জীবনে কখনও এতটা ক্লান্ত বোধ করেছি কিনা মনে পড়ে না।

অনেকদিন হলো ট্রেইলে রয়েছি আমি। স্নায়ুর ওপর যখন খুব বেশি চাপ পড়ে মানুষ ক্লান্ত হয় তাড়াতাড়ি। উত্তেজিত থাকলে শরীরের সমস্ত পেশী টানটান থাকে সর্বদা– ফলে প্রাণশক্তি দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

অনুভব করছি ধীরে ধীরে ঢিলে হয়ে আসছে আমার শরীর, তারপর তন্দ্রায় বুজে গেল চোখ। মাঝে অল্পক্ষণের জন্যে জাগলাম একবার, জানালার ও-পাশে অ্যাসপেনগাছগুলো লক্ষ করলাম। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে, বনের প্রান্তে। বাতাসে নড়ে উঠল পর্দা, অলসভাবে লক্ষ করলাম আমি, তারপর একসময় ঢলে পড়লাম ঘুমের গভীরে।

অ্যাসপেন বনে অপেক্ষা করছে লোকটা। একটা শটগান আছে তার হাতে, জানে কী করতে চায় সে। ঘরের ভেতরে, উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে একটা চেয়ার পাতা। চেয়ারের পিঠে একটা গান বেল্ট ঝুলছে।

মেঝেতে বুট আছড়ে পড়ার শব্দ পেয়েছে সে, লোকটা যখন শোয় খাটের ক্যাঁচকোঁচ কানে এসেছে।

এখন আর কয়েকটা মিনিট... মাত্র কয়েকটা মিনিট।

দীর্ঘকায় সুদর্শন ভাইটা তার ঘোড়ায় চেপে বাইরে গেছে। খড়ের পালায় ঘোড়া দলাইমলাই করছে নিগ্রো। টিংকার লা প্লাতায় মাছ ধরতে গেছে বড়শিহাতে। সুইডি বার্গলান্ড তার বাথানের পরিচর্যা করছে। কাজেই উইলিয়ম ওরিন ওসমান একা আছে ওখানে– এবং শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়বে।

শিকারীর ধৈর্য অসীম। যুবক ওসমানের হাতে আর একটা ডায়েরি দেখেছে সে, লাশের সাথে থাকতেই পারে না ওটা। বিশ বছর আগে লাশের শরীরে তন্নতন্ন করে ওটা খুঁজেছিল সে

তবে কি সোনার সাথে ছিল? না... আজ পাহাড় থেকে কোনও সোনা আনা হয়নি।

ওই ডায়েরিতে নিশ্চয় লেখা আছে বুড়ো ওসমান কোথায় ছাপিয়েছে সোনা ওরা সবাই নিশ্চিত ছিল ওসমান মারা গেছে– এবং পিয়েরে। যাকগে, পিয়েরে আর নেই, তার ব্যবস্থা সে করেছে। ওসমানও খতম।

ওরা সবাই চলে আসার পর ওসমান ফিরে গিয়ে সোনা উদ্ধার করে। রত্নগিরির সব সোনা নয়– তবু পরিমাণে অনেক।

এই উইলিয়ম ওরিন ওসমান তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ছোকরা ট্র্যাকার। অ্যাপাচিদের মত চিহ্ন পড়তে পারে। ও থাকা অবস্থায় তার স্বস্তি নেই।

আঁদ্রেকে খুন করেছে ওসমান। ঘটনাটা চাক্ষুস করেনি সে, মেয়েটা আর অন্যদের বলাবলি করতে শুনেছে। কাজটা নিঃসন্দেহে সহজ না, আঁদ্রে ভয়ঙ্কর লোক ছিল, কথায়-কথায় পিস্তল বের করত।

ভালই হয়েছে। আঁদ্রের অবর্তমানে বাকি সবাই কিছু করতে পারবে না– ঢোড়া সাপ। পল অল্পবুদ্ধি দুর্বল। মেয়েটা খুনে হলেও নারী, তা ছাড়া ও খুব আবেগপ্রবণ।

অ্যাসপেন ঝাড়ের ভেতরদিকে আগাছার মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে লোকটা, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। ওসমানকে ঘুমোনোর জন্যে প্রচুর সময় দেবে সে– প্রচুর সময়।

ঝোপের মধ্যে উবু হয়ে বসে ধৈর্য ধরল লোকটা। ওর শটগানটা দোনলা, বীমা হিসেবে কোমরে আছে একটা লম্বা ব্যারেলের সিক্স-শূটার। এ ছাড়া স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাইফেল আছে। অপেক্ষার মুহূর্তে আর একবার জমিটা জরিপ করল সে। ওর প্রতিটা কদম ঠিক কোন জায়গায় মাটি ছোঁবে, কোথায় পৌঁছে বনের মধ্যে ঢুকবে সে, কোনখানে মোড় নেবে– সব ওর নখদর্পণে। দুটো বিকল্প রাস্তা বেছেছে– সে খুব হুঁশিয়ার লোক।

দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড লাগবে জানালায় পৌঁছুতে, ভেতরে উঁকি দিয়েই গুলি। তারপর, সরাসরি ছুটে পালানোর বদলে, স্যালুনের দেয়াল ধরে ছুটবে সে, আউটহাউসের ও-পাশে গিয়ে কোরালের ভেতর দিয়ে ওক বনে ঢুকবে।

ওক ঝোপের অন্য প্রান্তে একটা ট্রেইল নদীর ভাটিতে চলে গেছে। ওখানে অপেক্ষা করছে তার ঘোড়া। ক্যানিয়নকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণে পালাবে সে। ওই অঞ্চলে আত্মগোপন করা অনেক সোজা।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল লোকটা, উঠে দাঁড়াল, তাকাল ডানে বাঁয়ে, তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে হনহন করে এগোল জানালার দিকে।

ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে। শটগানটা উঠে এল হাতে, প্রায় ছুটতে ছুটতে জানালায় পৌঁছুল। খোলা জানালা দিয়ে শটগানটা ঢুকিয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ করে তাঁর বাঁ-ধার থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'কিছু খুঁজছ, মিস্টার?'

সেই ট্রেল্যানি মেয়েটা ওর হাতে রাইফেল তার দিকে তাক করেনি, কিন্তু এ-রকম জায়গায় আছে যে তাক করতে এক সেকেন্ডও লাগবে না।

ইতস্তত করল লোকটা, মাথা নিচু করে রাখল, বিড়বিড় করে গাল দিল কাউকে, তারপর চকিতে ঘুরেই আউটহাউসের দিকে হাঁটা দিল।

'মিস্টার? মিস্টার!'

ছোট্ট দালানটার ও-পাশে হারিয়ে গেল সে, কোরালের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল বনের মধ্যে। আর দশটা সেকেন্ড। তিক্ত মনে গাল দিল লোকটা। আর মাত্র দশটা সেকেন্ড, তা হলেই ওরিন ওসমানকে খুন করে পালিয়ে যেতে পারত সে।

জানালার কাছে হেঁটে গেল নেল, ভেতরে উঁকি দিল। পলাতক লোকটার উদ্দেশে আরেক নজর বুলিয়ে স্যালুনের সামনের অংশে গেল। স্টোরের সামনে দাঁড়িয়েছিল টিংকার। ঘটনাটা ওকে জানাল নেল।

কোরালের পেছনে বনের দিকে তাকাল টিংকার। 'ভেগেছে। তুমি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

'কিন্তু লোকটা কে? আমি আগে দেখিনি ওকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টিংকার। 'আর দেখবে না।' দালানের পেছনে হেঁটে গেল সে, বনের দিকে চোখ বোলাল, তারপর বসল জানালার নীচে। 'ও না ওঠা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সকালের রোদ্দুর ঢুকেছে ঘরে। একটুক্ষণ নিশ্চলভাবে পড়ে রইলাম আমি, পুরোপুরি সাড়া ফিরে আসার জন্যে সময় নিলাম। বহুদিন পর এমন অকাতরে ঘুমিয়েছি। অবশেষে, মেঝেতে পা নামিয়ে হাত বাড়ালাম বুটজোড়ার দিকে।

জানালার বাইরে কিছু একটা নড়ে উঠল, টিংকার বলল, 'ওরিন? বাইরে এসে দেখে যাও।'

তৈরি হয়ে আমি যখন বাইরে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম আমাকে ট্র্যাকগুলো দেখাল টিংকার। দুটো পায়ের ছাপ, তাও স্পষ্ট নয়, বাকিগুলো ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেছে, মাপ বোঝার জো নেই।

ট্রেইলে ওই ট্র্যাকই দেখেছিলাম আমি।

'তোমাকে ও খুন করতে এসেছিল, ওরিন। অ্যাসপেন ঝোপের ভেতর লুকিয়েছিল। কম করে হলেও ঘণ্টাখানেক ছিল ওখানে।'

আউটহাউসের পেছনের জমিতে আরেকটা ট্র্যাক দেখতে পেলাম আমরা। ভাঙাচোরা কারণ লোকটা দৌড়চ্ছিল। ওর ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা ছিল সে-জায়গাটাও আবিষ্কার করলাম।

ট্র্যাকগুলো জরিপ করলাম আমি, আগে ওগুলো দেখেছি, কিন্তু ঠিক কোথায় মনে করতে পারলাম না। ট্র্যাক মানেই একজন ট্র্যাকারের কাছে কাগজে নামসইয়ের মত ব্যাপার, ওই রকমই চেনা সহজ, কিন্তু এটা আমি চিনতে পারলাম না। এর অর্থ এই লোককে আগে কখনও অনুসরণ করিনি আমি। বিশেষ কোনওরকম গুরুত্ব আরোপ না করেই ট্র্যাকটা লক্ষ করেছিলাম, তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত আবার যদি দেখতে পাই ঠিকই

চিনতে পারব।

বাথান থেকে ফিরে এল অ্যাঞ্জেল। 'চমৎকার জায়গা,' বলল ও, 'আমাদের জন্যেও একটা জমি পছন্দ করেছি।'

ওকে যখন জানালাম আমি কী ঘটেছে, ওর চেহারা ভীষণ হয়ে উঠল। 'আমার আরও আগেই ফেরা উচিত ছিল।'

'ওই মেয়েটাকে ধুলো দিতে পারে না কেউ,' মন্তব্য করল টিংকার।

নাস্তা খেতে বসে ব্যলডির চুড়োয় মেঘের আনাগোনা লক্ষ করলাম আমরা। 'আমি আবার যাচ্ছি ওখানে,' বললাম আমি। 'বাবার কঙ্কাল খুঁজে পেতেই হবে আমাকে।'

'নেই,' বলল বার্গলান্ড। 'নেকড়েরা টেনে নিয়ে গেছে। পাথর ছাড়া আর কিছু দীর্ঘদিন টেকে না ওখানে।'

'তার প্রমাণ,' শান্ত গলায় বলল টিংকার, 'ট্রেইলেই দেখা যাচ্ছে এখন।'

চারটে ঘোড়া, চারজন সওয়ারি– বৃষ্টিতে ভেজা ঝোড়ো কাকের মত চেহারা– ওদের একজন ফ্যানি ব্র্যাস্টন। পল আছে, এক হাতে পট্টি বাঁধা, বাকি দুজন ভাড়াটে লোক।

ট্রেইল বেয়ে নেমে এল ওরা। কাছ থেকে দেখার জন্যে আমরা বাইরে পা রাখলাম, কিন্তু ওরা ডানে বাঁয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল শহর ছেড়ে। ওদের সঙ্গে কোনও বোঝা নেই, খাবার কিনতেও থামল না।'

'মেয়েটা সুন্দরী,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'আমার সাথে প্রথম যে-রাতে দেখা সে-দিন তুই থাকলে বুঝতি।'

'পাহাড়ে শয়তানের জায়গা নেই,' বললাম আমি।

ভেতরে ফিরে গিয়ে কফিপানে যোগ দিলাম আমরা, জুডাস আমাদের ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে। রাস্তা পেরিয়ে এল সে, নিখুঁত ছাঁটের কালো কোটে একজন নিখুঁত কৃষ্ণকায় লোক। 'আমি যাব, সাহ্,' প্রস্তাব দিল ও।

'অবশ্যই। তুমি একজন সত্যিকারের ভালমানুষ, প্রিস্ট। তবে যুদ্ধের জন্যে তৈরি থেকো, যে-কোনও সময় গোলমাল বাধতে পারে।'

আবার বাকস্কিনটাকে সঙ্গে নিলাম আমরা, একটা রাত বাইরে থাকব।

সদর রাস্তা হয়ে ট্রেইলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, শহরের আরেক মাথা থেকে আরও দুজন অশ্বারোহী এল। নেল ট্রেল্যানি আর বুড়ো জ্যাক বেন।

'দেখ,' রাশ টেনে বললাম আমি, 'রাস্তা খারাপ– তুমি অসুস্থ।'

'নিজের চরকায় তেল দাও, ছোকরা,' ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ো। 'আমাদের ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তর্ক করে লাভ নেই,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'ও চিরকাল মাথাগরম, একেবারে নেকড়ে।'

ঘোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়ল জ্যাক বেন, কিন্তু আমরা যখন রওনা হলাম ওরা আঠার মত লেগে রইল। আমাদের সবার রাইফেল তৈরি, তবে কোনওরকম

বিপদআপদ হলো না, সহজ ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে এগিয়ে চললাম, সকালের হিমেল বাতাস প্রশান্তির পরশ বোলাচ্ছে মুখে।

আমরা যখন বেসিনে পৌঁছুলাম তার বহুক্ষণ আগেই দুপুর গড়িয়ে গেছে। চারদিকে উজ্জ্বল সবুজ ঘাস, জংলী ফুল।

কারনিসে গিয়ে দেখলাম আঁদ্রের লাশটা নেই। ডায়েরিটা কোথায় ছিল ওদের দেখালাম আমি। পড়ার জন্যে ওটা আমরা সঙ্গে এনেছি।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তাই আমরা নেমে ঘোড়া বাঁধলাম ঘেসো জমিতে। তারপর যখন আগুন জ্বালানো হলো এবং কফি ফুটতে শুরু করল, আমি ডায়েরিটা বের করলাম।

সাতাশ

জুডাস সাপার তৈরি করছে। আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে অন্ধকারের মধ্যে জায়গা নিয়েছে টিংকার। নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের ডাক ওখান থেকে ভাল শুনতে পাবে ও।

সবার মুখে আগুনের আভা, চোখ আড়াল করতে ডায়েরিটা কাত করলাম আমি, তারপর শুরু করলাম পড়া। প্রথম পাতাটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ঝোড়ো বাতাস। লেখা মুশকিল। খেলা শেষ। অনুসরণ করছে একটা লোক। আমি যখন ঘোড়ার কাছে গিয়েছিলাম ও গুলি ছুঁড়ে আহত করেছে আমাকে। ভীষণ ব্যথা। রক্ত হারিয়েছি। লোকটার ক্যাম্প এমন জায়গায় যেখানে গুলি করতে পারব না আমি। আগুন জ্বালায়নি।

পরে: দুটো গুলি। লক্ষ্যভ্রষ্ট। শব্দ লক্ষ্য করে আমিও গুলি ছুঁড়েছি। লোকটা আরও সতর্ক হবে। সোনা লুকিয়েছি। ডায়েরিটাও লুকোতে হবে– অন্যটা চুরি হয়ে গেছে। ছেলেরা যদি আমার খোঁজে আসে, ওরা পাবে এটা। আর কেউ যদি খুঁজে পায় তার কাছে আমার অনুরোধ আমার ছেলেদের যেন একটা ভাগ দেয় সে। পুরোটা দিয়ে দেবে কেউ এ-আশা আমি করি না। ভেবেছিলাম ওই লোক আঁদ্রে। কিন্তু তা না। আঁদ্রে জঙ্গলে এতটা স্বচ্ছন্দ না। এই লোক ইন্ডিয়ানদের মত।

পরে: দুদিন না খাওয়া। ক্যান্টিন খালি। ভেজা ঘাস চুষছি। কফিপটে বৃষ্টির পানি ধরেছি কিছুটা জখমের অবস্থা আরও খারাপ।

সময় পেলেই লিখছি। ছেলেরা খুঁজে পাবে সোনা। সময়ে সবকিছুই মনে পড়বে ওদের অ্যাঞ্জেল, ও মনে করতে পারবে, ছোড়াটা সবসময় সেরা জিনিসটাই চাইত। বাসা থেকে পুরোনো কুয়োটার চাইতে দূরে না। যা পারবে খুঁজে বের করতে। ছেলেটাকে কতবার এ জন্যে শাসন করেছে সে।

আসছে। পাঁচদিন এখানে আটকা। খাবার শেষ। কফি নেই। পানি বলতে শুধু শিশির আর বৃষ্টি। লোকটা যে-ই হোক কোনওরকম ঝুঁকি নেবে না। আজব ভঙ্গিতে হাঁটে। গলা শুনেছি। আরেকটা বুলেট ঢুকিয়েছে আমার শরীরে। বাছারা আমার, আর পারছি না আমি। তোরা ভাল থাকিস!

বুড়ো ভালুকের দেয়ালে পিঠ ঠেকার মত অবস্থা হয়েছিল বাবার। আহত মৃত্যুপথযাত্রী তবু আমাদের ভালমন্দের কথা ভেবেছেন। নড়াচড়ার শক্তি থাকলে সবকিছুই সামলাতে পারতেন তিনি, কিন্তু সে-রকম অবস্থা তাঁর ছিল না। গুলি লেগেছিল বুকের একপাশে। যতটুকু বলছেন, চোট নিশ্চয়ই তার চেয়ে মারাত্মক ছিল... তার ওপর পানি নেই। কফিপটে সঞ্চিত বৃষ্টির পানিতে আর কতটুকু কী হয়। মাজার হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাঁর ক্ষিপ্রতাও হ্রাস পেয়েছিল।

যখন পড়া শেষ করলাম আমি, ওখানে বসে বাবার কথা ভাবতে লাগলাম আমরা: কীভাবে হাঁটতেন তিনি, আমাদের কী কী শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর কৌতুকবোধ, যে-কোনও ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পটুতা।

'সোনা কাছেপিঠেই কোথাও আছে,' বলল জ্যাক বেন। 'তোমাদেরকে সূত্রও দিয়ে গেছে। "বাসা থেকে পুরোনো কুয়োটার চাইতে দূরে না।" নিশ্চয়ই ওটা দিয়ে কিছু বোঝাতে চেয়েছে ও। আমার মনে আছে ওই কুয়োটার কথা। পানি খুব মিষ্টি ছিল। ঠাণ্ডাও। শীতের সকালে বাসা থেকে দূর হয়ে যায়, তাই তোমার দাদু কাছেই আরেকটা খুঁড়েছিলেন।'

'সোনা নয়, জ্যাক বেন, আমাদের লক্ষ্য বাবা। আমরা তাঁর কঙ্কাল খুঁজছি।'

'আমি কি ভাবছি জানো?' আমাদের দিকে ঘাড় ফেরাল টিংকার, ওর কানের দুলে ঝিকমিক করছে আগুন। 'ভাবছি তোমার বাবাকে যে-লোক খুন করেছে সেই লোকই তোমার পিছু নিয়েছে। আমার ধারণা এই মুহূর্তে সে কাছাকাছি কোথাও আছে।'

চুপ করে রইলাম আমরা, ভাবছি। ওর ধারণা হয়তো সত্যি... কিন্তু লোকটা কে?

'হিগিন্স,' টেনেসির পুরোনো বিবাদের জের টেনে বলল জ্যাক বেন। 'নিশ্চয়ই কোনও হিগিন্স তোমার বাবাকে শেষ করে এখন তোমাদেরও শেষ

করতে চাইছে।'

হতে পারে, তবু কিন্তু কিন্তু করছে আমার মন। কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এই জায়গাটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না। নেল আগুনের বিপরীত দিকে বসে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আমার দিকে। ওর চাউনি দেখে আমার চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মন স্থির রাখা কঠিন। যতবার শ্বাস টানছে ও ঘাম ছুটছে আমার কপালে।

'আবার পড়েন,' বলল জুডাস। 'খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বেখাপ্পা কিছু থাকতে পারে যেটা সব মীমাংসা করে দেবে।'

'ম্যাককেয়ার আউটফিটের কেউ হতে পারে,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'চুরি যদি নাও করে থাকে, তবু ঘোড়াগুলো হারিয়ে চার্লি খুশি হতে পারেনি।'

'তোর ধারণা ও চুরি করেনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সন্দেহ আছে। সম্ভবত দলের আর কেউ করেছিল। কিন্তু পরে ওগুলো হারাতে চায়নি সে।'

'ওদের কেউ না,' বললাম আমি। 'এই লোকটার মধ্যে আজব কিছু আছে।'

'সোয়ান?' জুডাসের প্রশ্ন।

কাঁধ ঝাঁকালাম। আমি নিজেও ভাবছিলাম ওটা। ওর ছায়াও দেখতে পাইনি আমরা, তবু ও যে কাছেপিঠেই আছে তাতে আমাদের কারও সন্দেহ নেই। পল আর ফ্যানি যখন চলে যায়– যদি আদৌ তা গিয়ে থাকে– ওদের সঙ্গে সে ছিল না।

কফিপান সেরে তলানিটুকু আগুনে নিক্ষেপ করলাম আমি তারপর কাপটা ধুয়ে রাখলাম। সোনাটা খুঁজে বের করব আমরা। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, কিন্তু টাকার লোভ আমার কোনওকালেই ছিল না। বাবার হদিস বের করা দিয়ে আমাদের যাত্রার শুরু, সেই থেকে আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি। ওই শেষ-মুহূর্তগুলোতে কী ঘটেছিল আমাদের জানতেই হবে।

কাপ নামিয়ে রেখে, অন্ধকারে একটা গাছের ধারে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ, তারপর টিংকার যেখানে রয়েছে সেখানে গেলাম।

আমি কাছে যেতে ও মুখ খুলল। 'ওরিন? ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে।'

খুব নরম গলায় ফিসফিস করেছিল ও, কেবল আমার কানে পৌঁছুনোর মত। ওর পাশে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসলাম আমি। 'নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না... তবে একটা কিছু নড়াচড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে... আলতোপায়ে।'

লক্ষ করলাম ওর হাতে ছুরি। টিংকার সবসময়ই হুঁশিয়ার লোক।

'আমি যাচ্ছি।'

'না।' টিংকার আমার হাত খামচে ধরল। 'আমি যাব।'

'এটা আমার দায়িত্ব। ওদের বলো আমি গেছি ওখানে। আর সাবধান

থেকো তোমরা– লোকটা কী করবে কিছুই বলা যায় না।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিক্ষিপ্ত মেঘের ভিড়ে গুটিকতক তারা। ঝোপের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টাই করলাম না আমি। হাঁটু-সমান ঘাস আর জংলী ফুলের মধ্য দিয়ে এগোলাম।

যখন ক্যাম্প থেকে ত্রিশ গজ দূরে চলে এলাম, থেমে কান পাতলাম আমি। কী করছে ও? গুলি করার মওকা খুঁজছে? না আড়ি পেতেছে শুধু?

ছড়ানো ছিটানো দেবদারুগাছের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছি আমি, সর্বক্ষণ মিশে থাকার চেষ্টা করছি মাটির সাথে। থামলাম আমি, একটা গলা শোনা গেল, অত্যন্ত নিচু পর্দায়।

'সোনা পেয়েছ?'

আমার মেরুদণ্ড হিম হয়ে গেল। 'না,' একটুবাদে বললাম আমি।

'ওটা আমার। সব আমার। তোমরা পাবে না খুঁজে।'

সেই গলা। স্বরে একটা সূক্ষ্ম ওঠানামা...

'পাব,' শান্তভাবে বললাম আমি। 'একমাত্র আমরাই পারব ওটা বের করতে। আমার বাবা যে-সঙ্কেত রেখে গেছেন সেটা আমরা ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'বিশ্বাস করি না। তা কী করে হয়?'

'সঙ্কেতের সাথে আমাদের টেনেসির বাড়ির সম্পর্ক আছে।'

এই আঁধারে আমার সঙ্গে যে-লোক এত ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে পারে তার স্বভাব বুঝতে অসুবিধে হয় না। ও কোথায়? জায়গাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু যদি লাফ দিয়ে ধরতে ব্যর্থ হই পরক্ষণেই আমার লাশ পড়ে থাকবে এখানে।

'ওটা আমার সোনা।' মৃদু গলায় বলল ও। 'চলে যাও, তা হলে আর কিছু বলব না।'

'এর আগেই তুমি দু-দুটো খুন করেছ। এ-বার যদি কেউ তা করে– আমরাই করব।'

সাড়া দিল না ও, লোকটা সরে পড়েছে কিনা ভেবে অবাক হলাম আমি। আমার কান খাড়া... কিন্তু জঙ্গলে ও ভূতের মত। নিঃসাড়ে চলাফেরা আমিও পারি। তবে, আমার বিশ্বাস, এই লোক আর এককাঠি ওপরে।

'তুমি আমার ব্যাবাকে খুন করেছ,' বললাম আমি।

'লোকটা ভাল ছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মারতে হয়েছে, আমার সোনা চুরি করেছিল।'

'ওই সোনা ফরাসিদের। ওরা পুঁতে রেখেছিল ওটা। ওদের মালিকানা ওরা লুইসিয়ানার কাছে বেচে দিয়েছে। এখন যে-কেউ নিতে পারে সোনা।'

'তোমরা পাবে না। তোমাদের সবকটাকে খুন করব আমি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবার লাশটা

'কোথায়?'

এভাবে আর একটুক্ষণ যদি কথা বলাতে পারি ওকে... আস্তে করে জায়গা বদল করলাম আমি, নিঃশব্দে।

'তোমাদের ক্যাম্পের পেছনে। একটা ফাটলের ভেতরে কবর দিয়েছি ওকে। একদম কিনারে, একটা গাছের শেকড়ের পাশে।'

ক্ষীণতম শব্দ। চট করে সরে দাঁড়ালাম আমি, অন্ধকারে আচমকা ধাক্কা খেলাম একটা মানুষের সাথে, চোখের কোণে একটা চকচকে ছুরির ফলা লক্ষ্য করলাম, আমার পাঁজর বরাবর ছুটে আসছে। ডান হাত চালিয়েছে লোকটা, এক পা পিছিয়েই ডান পায়ের ওপর বসে পড়লাম আমি। সাঁই করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ছুরিটা, ছোট্ট একটা গড়ান দিয়ে জোড়াপায়ে লাথি হাঁকালাম আমি, ওর দেহটা যেখানে থাকার কথা সেইদিকে।

জোড়াপায়ের লাথি ওর কোমরে আঘাত হানল, পড়ে গেল লোকটা, গড়াতে শুরু করেছে। বেড়ালের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ছুরিহাতে তাড়া করলাম ওকে। অন্ধকারে আভাস পেলাম ডিগবাজি দিয়ে উঠে পড়েছে ও, পাল্টা আঘাত করতে এগিয়ে আসছে, ছুরির স্পর্শে ছ্যাঁক করে উঠল আমার চামড়া, তীক্ষ্ণধার ফলা শার্টের হাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। এ-বার ওর ডানদিকে হামলা করলাম আমি, ছুরিটা ওপর থেকে টান মেরে নীচে নামালাম।

আমার কব্জিতে কনুইয়ের বাড়ি মারল ও, আরেকটু হলেই ছুরিটা পড়ে যাচ্ছিল আমার মুঠি থেকে। বাউলি কেটে সরে গেল ও, ঘুরল, শরীরের ভার চাপিয়ে দিল আমার ওপর। বেজায় ভারি, ষাঁড়ের মত শক্তি। ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়লাম আমি, কিন্তু তার আগেই বাঁ-হাতে পেঁচিয়ে ধরেছি ওর গলা, ফলে সেও আমার সঙ্গী হলো। আমার বুকের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল ও, তারপর আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম, হাঁপাচ্ছি ভীষণভাবে, উঁচু জায়গা বলে শ্বাস নিচ্ছি হাঁ করে।

বৃত্তাকারে ঘুরছে ও... ভালমত দেখতে পাচ্ছি না আমি। ওর নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি, ছুরির ফলায় ঠাণ্ডা আলোর ঝলক চোখে পড়ছে। আচমকা থমকে দাঁড়ালাম আমি, স্থির হয়ে আছি দুপায়ের ডগার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সে, বাঁয়ে সরে গেলাম আমি, ডান পা বাড়ালাম ল্যাং মারার জন্যে। ওর পায়ের পাতা আমার পায়ে আটকে যেতেই ছুরি চালালাম

বেশ ওপরে লাগল ওটা– কোট ছিঁড়ে বেরিয়ে ঘাড় স্পর্শ করল। একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ পেলাম আমি, তারপর আবার রুখে দাঁড়াল ও। এ-বার মাথাটা তোলা, মুখে ঘুসি মারলাম। এটা আশা করেনি ও: আচমকা ঘুসি খেয়ে গোড়ালির ওপর বসে পড়ল, আমি এগিয়ে গেলাম, ছুরি হাঁকালাম বিদ্যুৎবেগে।

শেষ-মুহূর্তে আমার আঘাত এড়ানোর প্রয়াস পেল লোকটা, উল্টো

ডিগবাজি দিয়ে পেছনে নীচের একটা ঢিবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো ও, তারপর আমি ধাওয়া করলাম।

নেই– বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

থেমে কান পাতলাম আমি, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। একখণ্ড মেঘ ঢেকে দিল তারাগুলো, অন্ধকার আরও জমাট হলো। সমস্ত স্নায়ু সজাগ, আমি উৎকর্ণ।

কোনও সাড়াশব্দ নেই... কিচ্ছু।

সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যর্থ লড়াই। কয়েক মুহূর্ত মরিয়া সংগ্রাম, তারপর সবকিছু শান্ত।

তবু আমার বোঝা উচিত ছিল। যে লোক আহত অসহায় পিয়েরেকে ছুরি মারতে পারে, আমার বাবাকে ওত পেতে গুলি করে তাঁর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে পারে দিনের পর দিন– সে স্বভাবখুনী।

অন্ধকারে আচমকা আক্রমণ করে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু আমি প্রস্তুত ছিলাম। ওর শরীরে আঁচড় কাটতে সক্ষম হয়েছি। আমি নিশ্চিত।

একটুবাদে ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমি। 'আহত করেছি ওকে,' বলে ওদেরকে ব্যাখ্যা করলাম ঘটনাটা।

পাহাড়ের যে-কিনারে বাবাকে কবর দিয়েছে বলে লোকটা জানিয়েছে, সেখানে পৌঁছে দোটানায় পড়লাম আমি। একেবারে ধারে, ভাঙাচোরা আছে। সম্ভবত গাছের শেকড় থাকার ফল।

ওর কথামত একটা ফাটল ঠিকই আছে, মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। অ্যাঞ্জেল কাছে এল, ওর বাঁ-হাতে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি। আরও কাছ থেকে দেখার উদ্দেশে উবু হলাম আমি, ফাটলের বাইরের দুই প্রান্তে পা রেখে আরেকটু ঝুঁকলাম।

হঠাৎ ধস নামার শব্দ হলো, মাটি সরে গেল আমার পায়ের তলা থেকে, অনুভব করলাম আমি পড়ে যাচ্ছি। আধপাক ঘুরে একটা কিছু ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, আমার পায়ের নীচে থেকে খসে পড়ছে পাথর।

একটা হাত চেপে ধরল আমাকে, জ্বলন্ত ডালটা পড়ে গেল, আরেকটা হাত আঁকড়ে ধরল আমার শার্টের হাতা, তারপর কারনিসের ওপর টেনে তুলল আমাকে।

এক মুহূর্ত কোনও আওয়াজ বেরোল না আমার মুখ থেকে। ফ্যালফ্যাল করে পেছনের অতল-অন্ধকার খাদের দিকে তাকালাম আমি, ভাঙা পাথরের শেষাংশগুলো গড়িয়ে পড়ার শব্দ আসছে, ধাক্কা খেলো কোথাও, তারপর পড়ে গেল একদম নীচের ঢালে।

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি।

'ফাঁদ,' বিরস গলায় বলল অ্যাঞ্জেল। 'একজন মানুষকে খুন করার বহু উপায় আছে।'

আটাশ

খুনী কে আমরা এখনও তা জানি না। তবে সেই লোক সোনার স্বঘোষিত দাবিদার, নিজেই সবটা হজম করার তালে সবাইকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

আরেকটু হলেই আমি যেখানে পড়ে যাচ্ছিলাম সকালে সেই জায়গাটা আমরা সবাই একনজর দেখলাম। কস্মিনকালেও কারও কবর ছিল ওখানে তার কোনও নমুনা চোখে পড়ল না আমাদের। সম্ভবত জায়গাটা দেখেছিল হত্যাকারী, ধসে পড়বে অনুমান করে ফাঁদ পেতেছিল আমার জন্যে।

ডিম আর বেকন সহযোগে আমাদের জন্যে নাস্তা তৈরি করল জুডাস। আসার সময় ওগুলো সাথে করে এনেছে ও। সাধারণত যখন টেবিলে নাস্তা করতে বসি কেবল তখনই ডিম খেয়ে থাকি আমরা কিন্তু জুডাস হিসেবি লোক, ভাল রান্নার জোগাড় সঙ্গেই রেখেছে। যখন খাওয়া শেষ হলো উইনচেস্টারটা নিয়ে মোকাসিন পরে, আগের রাতে যেখানে আমাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল সেখানে গেলাম আমি।

অসংখ্য ট্র্যাক রয়েছে, কিন্তু চেনার উপায় নেই কারণ অধিকাংশ সময় আমরা নুয়ে-পড়া ঘাসের ওপর লড়াই করেছি, এখন সেগুলো ফের সোজা অবস্থায় ফিরে এসেছে।

একটুবাদে আমি একজোড়া স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। ওই বুটজোড়াই ট্রেইলে দেখেছিলাম। সন্ধানী দৃষ্টি বোলালাম আশপাশে, লোকটা কোথায় গেছে বোঝার চেষ্টা করছি।

ওই রকম লোককে ট্রেইল করা আর শিকারী গ্রিজলির পিছু নেয়া এক কথা। ব্যাক ট্রেইলের দিকে নজর রাখবে সে, আমি তাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমাকে ও দেখতে পাবে।

এমন নয় যে আমার বিরহে শোককাতর হবে কেউ। আমি নিজেই দুঃখ পাব। এখনও আমার জীবন দেখার অনেক বাকি, তা ছাড়া এই বেঘোরে– কামবারল্যান্ড বেসিনে– মৃত্যুবরণ করার মোটেও শখ নেই আমার।

যাই হোক, আমি জরিপ অব্যাহত রাখলাম। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে পালাতে হয়েছে ওকে, প্রথম চোটে ট্রেইল লুকোনোর কথা মনে পড়বে না। কিন্তু তিন-চার কদম যাওয়ার পরেই খেয়াল হবে।

যা ভেবেছিলাম, পায়ের ডগার একটা ছাপ চোখে পড়ল, গভীরভাবে বসে গেছে মাটিতে। গুটিকয় দোমড়ানো ঘাস অনুসরণ করে একটা গোড়ালির ছাপের প্রান্তে উপস্থিত হলাম। পাশে পাইনের দলিত বাকল পড়ে, তারপর

একফালি কর্দমাক্ত পিচ্ছিল জমি, তার ও-পাশে বিক্ষিপ্ত দেবদারু ঝাড়ের মাঝে ফাঁকা জায়গা।

থমকে দাঁড়ালাম আমি। শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা ওখানে পৌঁছে দিক্ বদলাবে ও। তাই আশপাশে তল্লাশি চালালাম আমি এবং কয়েক মিনিট পর একটা ট্রেইল ধরে বেসিনের পুবদিকে অবস্থিত একটা গর্তের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ওই গর্তে নেমে যায় লোকটা, তারপর একটা ভূপতিত গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে ফের রওনা হয় খাঁজের উদ্দেশে।

রাতের বেলায় ও দেখতে পায়নি কী করেছে, কিন্তু দিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে গুঁড়ির দুই জায়গায় ঘাস লেগে রয়েছে। গুঁড়িটার ওপর পা রেখেছিল ও, সেইসময় ওর বুটে লেগে থাকা ঘাস আটকে যায় ওখানে– ঠিক যেমনটি বাদলা দিনে বাসাবাড়ির সিঁড়িতে কাদার ছোপ দেখা যায়।

পরবর্তী একশো গজের মধ্যে পাঁচ-ছয় জায়গায় এ-রকম আরও কিছু ছাপ অনুসরণ করে কোনাকুনিভাবে একটা উঁচু ট্রেইলে উঠে এলাম আমি। এটাকেই অনেকে গৌস্ট ট্রেইল বলে ডাকে।

লাথি খেয়ে নুড়িপাথর সরে গেছে এক জায়গায়। কর্দমাক্ত রাস্তায় পাথরটার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। আরও দুটি আংশিক ট্র্যাক আমাকে বুঝিয়ে দিল ওই পথেই গেছে লোকটা।

খোলামেলা জায়গা, শার্পশুটিংয়ের উপযোগী। উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল বলে গাছপালা বিশেষ নেই। ওপরদিকে যে-কটা গাছ আছে তার সবগুলোই বাতাসের অত্যাচারে কুঁজো হয়ে ঝোপের আকৃতি ধারণ করেছে। তারপর কিছু ঘাস আর ন্যাড়া পাহাড়। ওপরে নির্বাক নীল আকাশ।

ওই গুপ্তঘাতক যদি নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনতে চায় আমার কাছে আসতে হবে তাকে। এমনিতে আমি ছটফটে স্বভাবের মানুষ নই, সবকিছু শান্তভাবে গ্রহণ করি। বিপদের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে বাঁচার একটা সুযোগ অন্তত থাকে।

তবে এই রকম অঞ্চলে মন স্থির রাখা সত্যিই কঠিন। চারদিকে ভেংচি-কাটা পাথর, মৃত্যুপুরীর মত সুমসাম। কেবল মাঝে মাঝে দূরাগত ঈগলের ডাক কানে আসে।

এ-রকম রুক্ষ প্রান্তরে গা ঢাকা দেয়া অসম্ভব, এটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাহাড়ের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারাই জানে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। পাহাড়ে অমন ফাঁক-ফোকর অসংখ্য যেখানে লুকোতে পারে এমন মানুষ।

ট্রেইল বরাবর এগিয়েছে লোকটা– এখানে সেখানে ওর ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছি আমি। ঝিমিয়ে পড়েছিল ও, বিশ্রাম বা চিন্তাভাবনা করার জন্যে থেমেছে দুবার।

ও জানে সকালে ওর ট্র্যাক সন্ধান করব আমি। প্রয়োজনে গুলি ছুঁড়তে

আমি দ্বিধা করি না। টেনেসির পাহাড়ের কেউই করে না। অনেক পাহাড়ি মেয়েই পিস্তল লুকিয়ে রাখে কোমরে, আর আগ্নেয়াস্ত্রে আমাদের ওসমানদের হাতেখড়ি আমরা যখন লম্বায় বাবার কোমর-সমান।

এই লোককে মোকাবেলা করতে হলে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রাইফেলটা আমি দুহাতে এমনভাবে ধরে রেখেছি যেন গুলি করার সময় একটা মুহূর্তও অপচয় না হয়।

ছোট ছোট দুটো ডোবার পাশ দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা, তারপর ডানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে উত্তরমুখী হয়েছে। আমার সামনে এক অজানা ভয়ঙ্কর সুন্দর দেশ। অবারিত প্রসারিত।

এই অঞ্চলের লোকেরা গল্প করে এর কথা। ভ্যালেসাইটোসে আমরা যখন ক্যাম্প করেছিলাম সে-সময় ক্যাপ সয়ারের মুখে আমি এর গল্প শুনেছিলাম। আমি এখন বিয়ার ক্রীকার ভাটিতে ম্যাগনেটিক গালচের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। এর উল্টোদিকে দাঁত বের করে আছে শার্কসটুথ পীক, ব্যান্ডেড মাউন্টিন এবং তার ও-পাশে হেসপারাস পীক।

আমার নীচে প্রায় দুহাজার ফুট নেমে গেছে পাহাড়, বিয়ার ক্রীকের কাছাকাছি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আমি এখন বারোহাজার ফুট ওপরে রয়েছি। গুটিকতক পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসলাম আমি; আর এগোনোর আগে ভাল করে দেখে নিতে চাইছি সবকিছু।

শার্কসটুথের মাথায় গোত্তা খেলো একটা ঈগল, আমি তাকাতেই চোখে পড়ল কয়েকটা এল্ক জঙ্গলের ভেতর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, গিরিখাতের উত্তর দিকে যাচ্ছে একটা উঁচু সমতল জমি পেরিয়ে। নিশ্চয়ই কারও তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এল্কগুলো– খেলা করছে না। এর অর্থ ওই ফাঁকা জায়গার ও-পাশে, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে আছে কেউ।

ভালুক বা সিংহ-টিংহ হবে হয়তো। এই পাহাড়ি জানোয়ারগুলো বেশ নাদুসনুদুস হয়। বিশেষ করে গ্রিজলি।

পাহাড়ি ট্রেইলটা এখান থেকে পাহাড়ের পশ্চিম পাশে চলে গেছে। ওখান থেকে কাউকে ঘায়েল করতে হলে শার্পশূটার হওয়া প্রয়োজন– পাহাড়ি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, নেমে গেলাম গিরিখাতের উত্তরদিকের জঙ্গলের ভেতর। যখন পৌঁছুলাম ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে কান খাড়া করলাম।

কেবলই বাতাস, মহাকালের মত অনিরুদ্ধ

তাজা ঘাসের সুগন্ধ ভাসছে একটা বুড়ো গাছের রুক্ষ ছাইরঙা বাকলের দিকে তাকালাম আমি এখানে সেখানে ক্ষয়ে গেছে বুনো শুয়োর চরছে এক জায়গায়। রোদস্নাত ঢালে কেউ নেই। এ-বার আরও নীচে দেবদারু ঝাড়ের দিকে ঘাড় ফেরালাম। হঠাৎ করেই চাগিয়ে উঠল খিদেটা উঠে দাঁড়িয়ে জার্কি

বের করার জন্যে বাঁ-হাত পকেটে ঢোকালাম।

রাইফেলটা গাছের ডালে ঠেস দিয়ে রেখে জার্কিটা নাগাল পাওয়ার জন্যে পকেট ঝাড়া দিলাম একটু। ঠিক ওই মুহূর্তে পেছন থেকে ভেসে এল সে-ই গলা। 'ওসমান, পেয়েছি তোকে! ঘুরে দাঁড়া এবং মর!'

জানি, ও তামাশা করছে না, তাই যখন ঘুরলাম আমার হাতও সচল হলো, খাপমুক্ত হয়ে উঠে এল বিশ্বস্ত .৪৪টা, হ্যামার টেনেই ট্রিগার টিপলাম।

আমি যখন ঘুরে দাঁড়াই ওর হাতে রাইফেল ছিল, সোজা মৃত্যুভয়াল নলটার দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। 'ওরিন ওসমান,' মনে মনে বলেছিলাম, 'তুমিও তোমার বাবার মত আততায়ীর হাতে বেঘোরেই মারা যাবে।' কিন্তু .৪৪টা চমৎকার পিস্তল। নিজের ওজন বোঝে, জবাবও দিল সেই রকম। বুলেটের আওয়াজে কানে তালা লাগল আমার।

অতি উত্তেজনায় ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আমরা প্রায় সবাই তাই হই। তবে বাঁচা-মরার প্রশ্নে এতটা বেখেয়াল হওয়া ঠিক নয়।

আমার বুলেট আঘাত করল ওকে। ঠিক ওর বুকে। প্রথমটার পাশে নিজের জায়গা করে নিল দ্বিতীয়টা।

লোকটা ভাবতেই পারেনি যে সে ব্যর্থ হতে পারে। বোধহয় বেশিরকম নিশ্চিত ছিল এ-ব্যাপারে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, দেখছি ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ছে ও।

আবার গুলি ছোঁড়ার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু প্রথম বুলেটটা ওর শরীরের মারাত্মক কোনও ক্ষতিসাধন করেছে, সম্ভবত ভেঙে দিয়েছে মেরুদণ্ড, মুঠি শিথিল হয়ে রাইফেলটা পড়ে গেল ঘাসের মধ্যে।

'নেটিভিটি পেটিগ্রিউ,' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'বাবাকে কোথায় কবর দিয়েছ তুমি?'

ফ্যাসফ্যাসে শোনাল ওর গলা। 'ব্যান্ডেড মাউন্টিনের গোড়ায় ঝরনার পাশে একটা ঘেসো ঢাল আছে। ওখানে একটা পাহাড়ের গোড়ায় ওর কবর দেখতে পাবে। আমি মার্কা দিয়ে রেখেছি।

'আমার সোনা চুরি করেছিল ও, তাই মরতে হয়েছে, তবে বাঁচার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল... আমি ওকে পছন্দ করতাম, বাছা, বাধ্য হয়ে খুন করেছি।

'ভীষণ আহত ছিল ও, তবু হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে ধরার জন্যে পাহাড় টপকে এসেছিল। তখন দুজনেরই মরিয়া অবস্থা, হয় আমি নয় ও- আজও ওর দেয়া সীসেটা বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।'

রোদে-ভেজা ঢালের ওপর শুয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লাগল ও। পেটিগ্রিউকে ঘৃণা করতে পারলাম না আমি। বেপরোয়া খেলায় মেতেছিল সে, শেষ-মুহূর্তে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আমিও হারাতে পারলাম।

'সোনা পেলে তোমার বউকেও দেব কিছু,' আমি বললাম।

'প্লিজ,' বলল ও।

মারা গেল পেটিগ্রিউ। যেখানে লুটিয়ে পড়েছিল সেখানেই ওকে কবর দিলাম আমি।

যখন ক্যাম্পফায়ারের ধারে ফিরে এলাম, ওরা বসে গল্পগুজব করছে। মিল্টন রয়েছে ওদের সাথে, মেটেরঙের ঘোড়ায় চড়ে শালাকো থেকে এসেছে ও।

'হিপো সোয়ানের কথা ভুলে যেতে হবে তোকে,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'শালাকোতে তোর খোঁজে এসেছিল ও। খবর পেয়ে ওখানেই ওকে সাবড়ে দিয়েছে মিল্টন।'

'সরি, ওরিন,' বলল মিল্টন। 'লোকটা লড়ে মন্দ না, তবে চামড়াটা বড্ড পাতলা।'

'সোনা পেয়েছি আমরা,' জানাল অ্যাঞ্জেল। 'মনে আছে, বাবা কী বলেছিলেন আমি সবসময় মাখনটা চাই, পুরোনো কুয়োটার দূরত্ব, মা আমাকে হরহামেশা বকতেন।

'তো, আমি ভাবতে শুরু করলাম। ওই "মাখন" শব্দটাই সব রহস্যের মীমাংসা করে দিল। তোর মনে পড়ে, দুধ ঠাণ্ডা রাখার জন্যে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতাম কুয়োটা? ছোটবেলায় রোজ মাখন চুরি করে খেতাম আমি। মা এ-জন্যে সবসময় বকতেন আমাকে। এটাও ওই রকম জায়গা– পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্ত– কুয়োটার মতই সমান দূরত্বে।

'যাই হোক, ওটা উদ্ধার করেছি আমরা। প্রচুর আছে। জমি কিনেও যা বাঁচবে তাতে ও'নীলের মত আমাদেরও একটা বড়সড় বাথান হয়ে যাবে।'

চুপচাপ ওখানে বসে রইলাম আমি। ওরা সবাই তাকাল আমার দিকে। 'কী হয়েছে তোর, ওরিন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেল।

'নেটিভিটি পেটিগ্রিউ,' বললাম আমি। 'যতটা ভান করত ততটা পঙ্গু নয় ও। পেটিগ্রিউ-ই খুন করেছে বাবাকে। ব্যান্ডেড মাউন্টিনের ঢালে কবর দিয়েছে।'

'ওর দয়া,' বলল অ্যাঞ্জেল, আমি একমত হলাম।

'আমিও তাই করেছি ওর জন্যে। যেখানে মারা গেছে সেখানেই কবর দিয়েছি। মনে আছে বাবা কী বলতেন? "যে যেখানে পড়ে যায় সেখানেই তাকে থাকতে দেয়া উচিত।"'

নেল ট্রেল্যানি উঠে দাঁড়াল। 'বাড়ি যাবে না, ওরিন? বেলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ যাব,' বললাম আমি, এবং আমরা সবাই একসাথে হাঁটা দিলাম আমাদের ঘোড়ার দিকে।

***